৪৭/২

দ্বিতীয় বর্ষের

প্রচারক।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"* * যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তাহা প্রচার কর, * *"
মহা কোরান. সুরে মায়দা ১০ম রুকু ৬০ আয়েত (পদ)।

মধু মিয়া দ্বারা সম্পাদিত।

PRINTED BY SARAT CHANDRA CHAKRAVARTI.
AT THE KALIKA PRESS,
17, Nanda Kumar Chowdhury's 2nd Lane,
Calcutta.

১২ সংখ্যার মূল্য ২৲ টাকা।

১/৮

প্রচারক
২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা
১৩০৮
ব. সা. প. পু.

সূচীপত্র।

নাম		পৃষ্ঠা।
অদ্বিতীয় বীর ওস্‌মান পাশা		১০৮, ১১৭
আরব	মুনশী এসমাইল হোসেন	২৯৩
আপত্তি খণ্ডন	পাদরিচন্দ্র নাথ সরকার	২৭
আয়ুবনবীর স্ত্রী	মুন্‌শী মহম্মদ এসমাইল হোসেন	১৬৫, ১৯৭
ইস্‌লাম ও বিজ্ঞান	মওলানা মহম্মদ মনিরুজ্জমান	২৭১
আশুরা (কবিতা)	মুন্‌শী মহম্মদ এস্‌মাইল হোসেন	১৪৫
ইসলামের উক্তি	শেখ ফজলল করিম	২৬৯
উল্কা		২৪৭,২৮১
একটি উপদেশ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত মাখনলাল ভঞ্জ	৯৬
কুসুম (কবিতা)	” এস, ও আলী বি, এল	৭৮
খোদাতায়লায় সৃষ্টি রহস্য	” মুন্‌শী মহম্মদ মেহের উল্লা	২৪২
খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম নীতি	পাদরি চন্দ্রনাথ সরকার	৯২৭,১৫৩,১৯২,২৪৭,২৪৫,৩০১
গঙ্গারাম টাটার	মুন্‌শী আব্‌দুল লতিফ	২৯,৬০,১৭৭,২০১
চোখ গেল (কবিতা)	মুন্‌শী মহম্মদ এসমাইল হোসেন	১১৩
তফসীর আজিজিয়ার বঙ্গানুবাদ	মওলানা মহম্মদ মনিরজ্জমান	৯
তুরস্কের সোলতান	মুনশী সৈয়দ ফজলে হক	১২৪,১৪১,২৪০
দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ বিবরণ	মাখনলাল ভঞ্জ	১৭,৬৭,৯৮,১৫৯
দিল্লী (কবিতা)	মুনশী মতিয়র রহমান	২০৪
ধর্ম্মযুদ্ধের মহাভয় ...	... ...	২৩১
নিদাঘ চাতক (কবিতা)	আব্‌দুল লতিফ	৭৩
নব বর্ষের উদ্বোধন (কবিতা)	মহম্মদ এসমাইল হোসেন	১১
নব-কুমুদ	মৌলবি মতিয়র রহমান	২২৯
পথভ্রান্ত সূর্য্যরশ্মি	এস, ও, আলী ; বি, এল	৯৩
প্রতিভা ...	... ...	৬৫

নাম		পৃষ্ঠা।
প্লেভনা-কেশরী (কবিতা)	মুনশী গোলাম মওলা	১২৩
বসন্ত-সহচর (কবিতা)	কাজি গোলাম মওলা	২২১
বর্ষ সমালোচনা ...	... ...	১
বিলাপ (কবিতা)	মৌলবি সৈয়দ লোতফর রহমান	২২৭
বিবাদ	মৌলবী রেয়াজ অলদিন আহম্মদ	১৪৮,১৬৯,২১০
বিবিধ বিষয় ...		৪২,৮৭,১১১,১৩০,১৬৩,১৯৪,২২০,২৬৭
ভারতে মোস্‌লেম এবে (কবিতা)	মৌ,নওসের আলি খাঁ ইউসফজি	১৮২
ভুলি (কবিতা) ...	... ...	১৭৪
ভ্রমণ-বৃত্তান্ত	(১ম) ৫০,৭৫,১০৬,১৩০,১১৫, ১৮৯ (২য়)	২৬১,২৯০
মজহাবের সত্যতা	মওলানা মহম্মদ মনিরজ্জমান	১০০,১১৯
রাজর্ষি এবরাহিম	মুন্‌শী আব্দুল লতিফ	১৩,৮২,৮৯
রৌপ্য জুবিলী	” এসমাইল হোসেন	২৪৪
রমণী	এস, ও আলী, বি, এল,	২৩
লা-মজহাবিগণের ধর্ম্মরহস্যভেদ”	মওলানা মহম্মদ মনিরজ্জমান	১৬
শাহনামা	মুনশী মোজাম্মেল হক	৪৩,৮৪
শিক্ষা	মাখনলাল ভঞ্জ	২৩৫,২৭৮
সত্যের জয়ে দুঃখ কেন ?	... ...	৪৮
সোলতান মাহমুদ	মুনশী এসমাইল হোসেন	৪০,৫৭,১৮৫
সেই ভাববাবী ...	... ...	৮০
সমালোচনা ...	... ...	১১০
স্পেনের ইতিহাস ...	মওলানা মহম্মদ মনিরজ্জমান	২১৫
হজরত মহম্মদের (দঃ) জীবনী	মওলানা মহম্মদ মনিরজ্জমান	৩
হজরত মহম্মদ		২২৪, ২৬৬
তফাসর হাক্কানির বঙ্গানুবাদ		

২য় বর্ষ মাঘ, ফাল্গুন ১৩০৬। ১ম ২য় সংখ্যা।

প্রচারক।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

“* * যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তাহা প্রচার কর, * *”
মহাকোরান সুরেমায়দা ১০ম রুকু ৬০ আয়েত (পদ)।

মধু মিয়া দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

১। বর্ষ সমালোচনা ১
২। হজরত মহম্মদের (দ) জীবনী—শ্রীযুক্ত মওলানা মহম্মদ মনিরজ্জমান ৩
৩। তফসির আজিজিয়ার বঙ্গানুবাদ ঐ ৯
৪। নববর্ষে উদ্বোধন—শ্রীযুক্ত মুন্সী মহম্মদ ইস্‌মাইল হোসেন ১১
৫। রাজর্ষি এবরাহিম—শ্রীযুক্ত মুন্সী আব্দুল লতিফ ১৩
৬। লা-মজহাবিগণের ধর্ম্মরহস্য ভেদ—শ্রীযুক্ত মওলানা মহম্মদ মনিরজ্জান ১৬
৭। দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ বিবরণ—শ্রীমা ... ১৭
৮। রমণী—এস, ও, আলী, বি, এল, ... ২৩
৯। আপত্তি-খণ্ডন—শ্রীযুক্ত পাদরি চন্দ্রনাথ সরকার ২৭
১০। গঙ্গারাম টাটার—শ্রীযুক্ত মুন্সী আব্দুল লতিফ ... ২৯
১১। সোলতান মাহমুদ—শ্রীযুক্ত মুন্সী মহম্মদ এস্‌মাইল হোসেন ৪০
১২। বিবিধ বিষয় ৪২
১৩। শাহনামা—কবিবর শ্রীযুক্ত মুন্সী মোজাম্মেল হক্ ৪৩
১৪। সত্যের জয়ে দুঃখ কেন ? ৪৮
১৫। কুষ্টীয়া ভ্রমণ ৫০

PRINTED BY SARAT CHANDRA CHAKRAVARTI.
AT THE KALIKA PRESS,
17, Nanda Kumar Chowdhury's 2nd Lane,
Calcutta.

এই সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা।

গবভর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

কেশরঞ্জন তৈল।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেশ তৈল।

(কমনীয় গন্ধী ও বিজ্ঞানসম্মত ভেষজ গুণান্বিত।)

কয়েক প্রকার দেশজ স্নেহপদার্থ হইতে অভিনব ও নির্দ্দোষ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত এবং কয়েক প্রকার স্নিগ্ধকর ও সুগন্ধি পদার্থের সুমধুর রাসায়নিক সংমিশ্রণে সুগন্ধিকৃত অকৃত্রিম, বিশুদ্ধ ও অতীব তরল কেশতৈল।

কেশরঞ্জন উৎকৃষ্ট কেশপোষক, শিথিল কেশমূলের দৃঢ়তাসাধক কেশপাত ও অকালপক্কতার নিবারক এবং অকালবৃদ্ধত্বের অপূর্ব্ব মহৌষধ। ইহার ব্যবহারে কেশকলাপ কোমল, মসৃণ ও চিক্কণ, অপূর্ব্ব সুগন্ধ ও স্নিগ্ধকরাশক্তিতে মাথা জ্বালা, মাথা বেদনা, মাথা ঘোরা, মাথাধরা প্রভৃতি কঠোর শিরঃপীড়া দূর করিয়া মস্তিষ্ক ও অপরাপর স্নায়ুকেন্দ্রকে স্নিগ্ধ ও শীতল করে; সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ কুসুমবৎ অপূর্ব্ব গন্ধে মন প্রাণ বিভোর করিয়া তুলে, তাহাতে মন নিত্য প্রফুল্ল ও উৎসাহপূর্ণ থাকে এবং মানসিক পরিশ্রমে অবসাদ বা ক্লান্তিবোধ হয় না। ইহার গন্ধে তীব্রতার লেশমাত্র নাই। এই সকল কারণে

কেশরঞ্জন তৈল

ব্যবহারে ইন্দ্রলুপ্ত অর্থাৎ টাকপড়া, মস্তক ঘূর্ণন, মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, চিত্ত চাঞ্চল্য ও অবসাদ, স্নায়ুমণ্ডলীর রোগ, দৃষ্টিশক্তির হীনতা, শরীরের ও স্মৃতি শক্তির দুর্ব্বলতা প্রভৃতি দূর করিয়া শরীর ও মন সতেজ ও সবল, ইন্দ্রিয়গণকে স্বাভাবিক ক্ষমতাপন্ন, চিত্তপ্রফুল্ল এবং মস্তক ভ্রমরকৃষ্ণ ঘন কেশগুচ্ছে সমালঙ্কৃত করে। ফলতঃ কেশরঞ্জনের ন্যায় কেশকলাপের শক্তি ও সৌন্দর্য্যপ্রদ পালিত্য ও পাতিনাশক, মস্তিষ্কের স্নিগ্ধকার; স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক, চিত্তের প্রফুল্লতা উৎপাদক, এমন অমূল্য ও অতুলনীয় সুমিষ্টগন্ধী তৈল আর নাই।

কেশরঞ্জন তৈল।

এক শিশির মূল্য	...	...	১৲ এক টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুলাদি	...	...	।৵০ ছয় আনা।
ভিঃ পিতে	...	...	১৷৷০ দেড় টাকা।
১২ শিশি	...	...	১০৲ দশ টাকা।

বড় এক শিশি (ইহাতে ছোট শিশির চারিগুণ তৈল থাকে) মূল্য ৩৲ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড। মাঘ ১৩০৬। প্রথম সংখ্যা।

প্রচারক।

বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্র।

বর্ষ সমালোচনা।

যাঁহার অপার করুণায় জগৎ নিদ্রায় শ্রান্তিনাশ করে, যাঁহার কৃপায় জীবের জীবত্ব প্রতিপন্নের অশেষ অত্যাশ্চর্য্য উপাদানভূত কারণ সকল প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান, যাঁহার নির্ম্মল জ্যোতির প্রতিভা প্রাপ্ত মহাত্মা মণ্ডলীর পবিত্র চিত্ত ক্ষেত্রে জ্ঞানমল্লিকার আঘ্রাণ দিগন্তব্যাপ্ত, যাঁহার অসীম শক্তির প্রভাবে আমার প্রাণ বায়ু এখন পর্য্যন্ত দেহতরুমধ্যে প্রবাহিত রহিয়াছে, যিনি আমার একমাত্র শরণ্য বরেণ্য, যিনি আমার ন্যায় পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘনে প্রবৃত্তি দিয়াছেন, সেই দয়াময়ের করুণাকণার উপর নির্ভর করিয়া, বিচক্ষণ গ্রাহক মণ্ডলীর সহানুভূতি দর্শন করিয়া, চিন্তাশীল পাঠক মহাত্মাগণের উৎসাহ বাক্যে বিশ্বাস করিয়া প্রচারক পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক বিদ্যোৎসাহী সদাশয় বৃন্দের সাহায্যে কৃতার্থ হইয়া আমরা নিরাপদে নির্ব্বিঘ্নে প্রথম বর্ষ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিতে সমর্থ হইলাম। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্লেগ, যুদ্ধ প্রভৃতির যথাযথ প্রকাশ দ্বারা রাজ সমিপে সম্মানিত থাকিলাম ইহাও আমাদের মত ক্ষুদ্র ক্ষমতাপন্ন পরিচালকের পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার মনে করিয়া ভবিষ্যতের ধ্রুব নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া দিলাম। গ্রাহক অনুগ্রাহক সকল

সম্প্রদায়কে যথাবিহিত সম্ভাষণ দ্বারা প্রার্থনা যেন এই বিমল আনন্দ স্রোত সমুদ্রাভিমুখে স্রোতস্বিনীর ন্যায় অব্যাহত ভাবে প্রবাহিত হইতে পায়। পর্ব্বত শৃঙ্গের পতন আছে, মহাকালের অন্ত আছে, জীবের জীবনান্ত আছে আমাদেরও অস্তিত্ব লোপ হইতেপারে, তথাপি সাহসে বুক বাঁধিয়া কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হইলাম। হয়ত কখন সময়রূপ বত্যোল্মিত তরঙ্গ মালা দ্বারা প্রশান্ত হৃদয়কে বিচলিত করিতে হইবে, হয়ত কর্ত্তব্যানুরোধে কাহারো ক্রোধানলে পতঙ্গের ন্যায় ঝাঁপদিতে হইবে। হয়ত প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, অর্থকে অপদার্থ মনে করিয়া অপমানকে মান মনে করিয়া বিপদ সাগরে সন্তরণ দিতে হইবে। কিন্তু এত সাহসের এত ভরসার এত অদম্য উৎসাহের মূল কেবল সেই একমাত্র ঈশ্বর এবং গ্রাহক মণ্ডলী। হিন্দু মুসলমান-সাম্প্রদায়িকত্ব এবং হৃদয়ের বিভিন্নত্ব যতদূর সাধ্য মোচন করিতে যত্নশীল থাকিব। পবিত্রতার আধার সমাজ সংস্কারক শিক্ষকগণের বর্ত্তমান আসরে উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হইব। শিক্ষাই একমাত্র জ্ঞানের ভিত্তি, জ্ঞানই বিবেকের ভিত্তি, বিবেকই আত্মোদ্ধারের প্রধান ভিত্তি। সেই স্বর্গীয়ভাব সকলের প্রাণে জাগরিত হউক ইহাই একান্ত বাসনা।

যখন বুঝিতে পারিব পাঠকবৃন্দ সংবাদপত্র পাঠ একান্ত কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছেন, তখন এই মাসিক পত্রিকা সাপ্তাহিক আকার ধারণ করিবে এ কথা বলিয়া রাখিলে যেরূপ দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় তদ্রুপ দাম্ভিকতার উৎপত্তি সমাজের উন্নতির পরিচায়ক; অন্যথা সমাজের অবনতি স্বীকার করিতে হইবে। এইক্রটী স্বীকার করিতে না হয় ইহাই আমার কায়মনোচিত্তে কামনা! ঈশ্বর যেন সেই কামনা পূর্ণ করেন ইহাই আমার ধ্যান। এই ধ্যানারম্ভই প্রচারকের নিত্য কর্ম্ম।

এদীনের দিন যেন দীন ভাবে যায়।
দিন দীননাথ হেন দিন যায় যায়।

প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মহম্মদের জীবনী।

(তারিখে ইসলামাবলম্বনে)

(৪)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কিছুকাল পর্য্যন্ত হজরত মহম্মদ স্বীয় পয়গম্বরীর * বিষয় প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করিতে ছিলেন, সর্ব্বাগ্রে কলব বংশীয় হারেছের পুত্র জায়েদ নামক

* প্রকাশ থাকে যে "তওরাত" ও "জবুর" এই স্বর্গীয় কেতাব দ্বয়ের উপর ইহুদ খৃষ্টান ও মুসলমান এই তিন জাতী বিশ্বাস করিয়া থাকে এতদ্ব্যতিত আর যে সকল স্বর্গীয় কেতাব বলিয়া পরিচিত তন্মধ্যে কোন একটীর প্রতি একজাতী ব্যতীত আর কেহ বিশ্বাস করে না—যথা হিন্দুদিগের বেদ শাস্ত্র ও জর্দ্দস্ত নামক অগ্নি পুজকের কেতাব প্রভৃতি। ইঞ্জিলকে মুসলমান ও খৃষ্টান এই দুইজাতি বিশ্বাস করিয়া থাকে সুতরাং এই কেতাব ত্রয়ের দ্বারা সে সকল কথা প্রমাণিত হইবে তদাপেক্ষা আর কিছু বিশ্বাসের যোগ্য হইতে পারে না। অতএব এই সকল কেতাব হইতে আমোদের হজরতের প্রকৃত তত্ত্ববাহক হওয়ার বিষয় প্রমাণিত হয়; তাহার দুই একটী প্রমাণ এস্থলে দেখান হইতেছে যথাঃ—"তওরাত" কেতাবের ২য় খণ্ডে লিখিত আছে "পয়গম্বরীর উজ্জলতম সূর্য্য "কোরান" (মক্কার এক পর্ব্বতের নাম) পর্ব্বত হইতে উদয় হইবেক এবং তিনি বনিএছরাইল বংশোদ্ভব হইবেন না, তাঁহাকে লোকে "মতত্ত বেকুল" (কেবল ঈশ্বরোপরি নির্ভরকারী) বলিবেক। তাহার উম্মতগণ তকবির বলিবেন এবং ৪ অঙ্গের অজু করিবেন। ইঞ্জিলে লিখিত আছে হজরত ইছা স্বীয় উম্মতকে উপদেশ দিয়াছেন। যখন ফারকলিতা অর্থাৎ —মহম্মদ প্রেরিত হইবেন—তৎকালীন যে তাহাকে পাইবেন তদোপরি ইমান আনিবে বাইবেলের পঞ্চম খণ্ডে পর্ব্বনাস অংশে লিখিত আছে। ইছায়ীগন অনেক স্থলে হজরতের নামের অনুবাদ না করিয়া গোপন করিয়াছে; যাহা মহম্মদের প্রশংসায় পরিপূর্ণ ছিল। হজরত দাউদের জবুর নামক কেতাবে লিখিত আছে "হে দাউদ্! তুমি তরবারিকে স্বীয় কমরে ধারণ কর এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও যে পর্য্যন্ত লোক তোমার প্রতি আকৃষ্ট না হয়। সোয়েব পয়গম্বরের "ছহিকায়" লিখিত আছে আমার পয়গম্বরদিগের মধ্যে একজনার স্কন্ধদেশে মুহরে নবুয়ত অর্থাৎ পয়গম্বরীশীল (পয়গম্বর সুচক চিহ্ন) থাকিবেক এইসকল ভিন্ন ধর্ম্মীয় স্বর্গীয় কেতাব কর্ত্তৃক আমাদের হজরত মহম্মদের তত্ত্ববাহক হওয়ার সম্বক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

হজরতের জনৈক ভৃত্য, হজরতের বাক্যের উপর বিশ্বাস করিয়া সনাতন ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। তাহাকে বাল্যকালে কোরেস বংশীয় এক দল লোক ধৃত করিয়া বিক্রয় করিয়াছিল। তৎপর নওফেলের পুত্র ওরকা তাহাকে ক্রয় করত বিবি খোদেজাকে উপঢৌকন স্বরূপ সমর্পণ করেন। খোদেজা বিবি পুনরায় তাহাকে আমাদের হজরতের হস্তে প্রদান করেন। কয়েক বৎসর পরে বর্ণীত ভৃত্যের পিতা হারেছ স্বীয় পুত্রের এরূপ দুর্দ্দশার বিষয় শ্রবণ করিয়া হজরতের সমীপে উপস্থিত হইল এবং বহুল পরিমাণে অর্থ প্রদান করিয়া স্বীয় পুত্রের দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু হজরত অর্থ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন—যদি জায়েদ যাইতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে আমি আনন্দ অন্তঃকরণে তাহাকে অনুমতি প্রদান করিতেছি, কিন্তু জায়েদ আপন পিতার সহিত যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া হজরত রসুল করিমের সেবায় আজীবন থাকাই মুক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করায় হজরত তাহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বরূপ গ্রহন করিলেন। এই স্থলে একটী কথা প্রকাশ করা আবশ্যক যে এসলাম ধর্ম্মে জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না, যেহেতু কোন ব্যক্তি কাহাকেও পুত্র বলিয়া সম্বোধন বা স্বীকার করিলে সে প্রকৃত পক্ষে পুত্র হয় না। এই জন্য জেষ্ঠ পুত্র জায়েদ যখন স্বীয় পত্নি জয়নবকে অনৈক্যতা হেতু পরিত্যাগ করেন তখন হজরত রসুল করিম করুনাময় আল্লাতালার আদেশানুযায়ী জয়নবকে আপন বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন। ইহার উল্লেখ পবিত্র কোরান শরিকে বিশেষ রূপে নিহিত আছে।

বিধর্ম্মীগণ হজরত মহম্মদকে আপন পুষ্যপুত্রের পরিত্যাক্ত স্ত্রীর পানি-গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া নানারূপ বিদ্রুপ করিতেছিল, এই জন্য কোরান মজিদে ইহার প্রত্যুত্তর বর্ণিত হইয়াছে যথা—"মহম্মদ কোন পুরুষের পিতা নহেন, বরং আল্লাহতালার প্রেরিত তত্ব বাহক মাত্র"। জয়নবের সঙ্গে জায়েদের যে বিবাহ ক্রিয়া সমন্ন হইয়াছিল, তাহাও হজরত কতৃক সম্পাদিত। "ডিয়োনপোর্ট" নামক জনৈক সহৃদয় ইংরাজ বিধর্ম্মীগনের এই প্রশ্নের উত্তর স্থলে বলিয়াছেন "হজরত মহম্মদ যে বহুবিবাহের বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন তাঁহার ৫০ বৎসর বয়স অতিক্রম হয়ার পরেই তাহা সংঘটিত হয় অর্থাৎ

খোদেজা বিবির পরলোকগমনান্তে রসুল করিমের বিবাহ সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পরীক্ষা দ্বারা এবং স্বাভাবিক দৃষ্টান্ত স্থলে দেখা যায় যে কামেন্দ্রিয় শক্তির বাহুল্য প্রভাব ৪০ বৎসর অন্তে থাকে না। এতদৃষ্টে হজরতের বহুবিবাহ কামেন্দ্রিয় বাধ্যতা হেতু বলিয়া কোনরূপে প্রমাণিত হইতে পারে না; যাহারা হিতাহিত জ্ঞান শুন্য এবং যাহারা শরীর তত্বের কোন ধারধারে না সেইরূপ গণ্ড মুর্খদের সারহীন বাক্যের প্রতি লক্ষ করাই অনুচিত। হজরতের ৫০ বৎসর বয়স অতিক্রম হওয়ার পর বিবাহ সংখ্যাবৃদ্ধি করা আল্লাহতালার আদেশ পালন ব্যতীত আর কিছুই নহে। মহম্মদ (স) স্বীয় পয়গম্বরীর বিষয় প্রকাশ করায়, কোরেস ও বনিউম্মির বংশীয়গণ এবং বনিহাসেমের কতকাংশ তাহার ঘোর বিরোধী হয়। বনি ওম্মিয়া ও কোরেস বংশীয়দের তৎকালীয় দলপতির নাম আবুছুফিয়ান ছিল। এ ব্যক্তি উম্মিয়ার পৌত্র এবং আব্দুস সমছের প্রপৌত্র; ধনেমানে সাহসে সম্মানে একজন বীরপুরুষ বলিয়া ঘোষিতহইত। সে অনেক দিন যাবত হজরত রসুল করিমের ঘোর প্রাণ-নাশক শত্রু ছিল এই জন্য তিন বৎসর পর্য্যন্ত হজরত লোকদিগকে প্রাধান্য-ভাবে ইসলাম ধর্ম্মের প্রতি আহ্বান করিতে নিরস্থ ছিলেন। এই জন্য তিন বৎসর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ৩৯ ব্যক্তি মাত্র ছিল। ইহাদের অধি-কাংশই অল্প বয়স্ক প্রবাসী ও দাস বংশোদ্ভব ছিল। ইহারা আপনাপন নামাজাদি স্বগৃহে বা পর্ব্বত গুহা সমূহে গোপনীয় ভাবে সম্পন্ন করিতেন। কিন্তু এতাধিক সতর্কতা ও গোপনীয় উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করা সত্বেও বিধর্ম্মী-গণ তাহাদের উপর নানারূপ দৌরাত্ম করিতে বিরত থাকিত না। একদা অল্পসংখ্যা মুসলমানগণ একস্থানে সমবেত ছিলেন ইতিমধ্যে হটাৎ চতুর্দ্দিক হইতে বিধর্ম্মীগণ ক্রোধান্বিত ভাবে আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমন করে, তন্মধ্যে সায়াদ এবে আবিবেকাস একজন কাফেরের মস্তকোপরে ভীষণ আঘাত করে, এইজন্য সেই তারিখ হইতে সায়াদ অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও সম্মানীয় বলিয়া পরিচিত হইতেন যেহেতু তিনি সর্ব্বাগ্রে বিধর্ম্মীর রক্ত দ্বারা স্বীয় পবিত্র হস্তকে রঞ্জিত করিয়াছেন। মহম্মদের ঘোর শত্রুদলের মধ্যে তাঁহার পিতৃব্য আবুলাহাব সর্ব্বাগ্রগন্য ছিল। সে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ও স্ববংশের দলপতী হওয়ায় অত্যন্ত অহঙ্কারী ও অসৎ চরিত্র ছিল।

"ওতবা" ও ওতায়ব নামক আবু লাহাবের দুই পুত্রের সঙ্গে উম্মেকুলছুম ও রকিয়ানামক মহম্মদের দুই কন্যার সঙ্গে বাল্য বয়েসে বিবাহ হয়। আবু লাহাবের পত্নী আবু ছুফিয়ানের ভগ্নি উম্মে জমিল নামে পরিচিত ছিল, এই দুশ্চরিত্রিনী স্ত্রীর মতানুবর্ত্তি হইয়াই আবুলহাব হজরতের ঘোর বিরোধী ছিল, সমুদায় কার্য্যেই সে স্বীয় পত্নীর বসিভূত হইয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে প্রয়াস পাইত। এইরূপ বৃদ্ধাচরণ হেতু আপন কন্যাদ্বয়ের জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত ও ব্যাকুল, থাকিতে। দ্বিতীয় বার অহি অবতীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত বিধর্ম্মী, গণ রসুল করিমকে কেহ পাগল কেহ বা উন্মত্ত বলিয়া ঘোষনা করিত। বিশেষত আবু ছুফিয়ানের ভগ্নি উম্মে জমিল যারপরনাই উপদ্রব করিত। দ্বিতীয় অহির পর হজরত প্রকাশ্য ভাবে এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারের অনুমতি পাইয়া পয়গম্বরি পাওয়ার চতুর্থ বৎসরে "ছফা" নামক পর্ব্বতো পরি আরোহন পূর্ব্বক বনিহাসম বংশীয় লোকদিগকে সমবেত করিয়া আপন পয়ম্বরীর বিষয় প্রকাশ করেন। এতৎ শ্রবণে আবুলহব অত্যান্ত রাগান্বিত ও মর্ম্মাহত হইল এবং তাহার সহধর্ম্মিনী দুষ্টমতি উম্মে জমিল হজরতের প্রতি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিল। এই ঘটনা উপলক্ষে "তব্বত ইয়াদা" ছুরা অবতীর্ণ হয় (ইহার বিস্তৃত বিবরণ ১০।১১ সংখ্যার প্রচারকে তফসির বিভাগে যথা-যথ বিবৃত হইয়াছে)। ইহার পর সমবেত লোকগণ চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। আবু লাহাব ও তাহার পত্নী এতদূর রাগান্বিত হইল যে আপন পুত্রদ্বয়কে মহম্মদের কন্যাদ্বয়কে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। কিছুকাল পরে তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান এব্নে আফ্‌ফানের সহিত হজরতের ঐ কন্যা দ্বয়ের নেকাহ্ হয়। এই সকল বাধা বিঘ্নহেতু ও হজরত কোনরূপে ইসলামধর্ম্ম প্রচার করিতে বিরত বা ভিত হইলেন না। বরং তিনি প্রকাশ্যভাবে বনিহাসেমদিগকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া একটী ভোজ দিলেন এবং যথা তথা প্রকাশ্যরূপে স্বীয় পয়গম্বরির বিষয় প্রকাশ করিতে ছিলেন। "আবুকোবায়েছ ও ছোরা" নামক পর্ব্বতদ্বয়ের উপর অনেকসময়ে ধর্ম্ম বক্তৃতা করিয়া খৃষ্টান ও ইহুদিদিগের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন বিষয় প্রচার করিতেন এবং একেশ্বর বাদিত্ব ধর্ম্মের প্রতি লোকদিগকে আহ্বান করিতেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কোরেস বংশীয় বিধর্ম্মীগণ যখন মুসলমানগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে তখন হজরত আপন সহচরবর্গকে স্থানান্তর (হেজরত) হইতে আদেশ প্রদান করেন। অধিকাংশ মুসলমানগণ হাবস দেশাভিমুখে প্রস্থান করেন তন্মধ্যে হজরতের পিতৃব্য ভ্রাতা জাফরে তৈয়ার এবং তাঁহার জামতা ওসমান বেনে আফফান ছিলেন। তৎকালীন হজরত ওসমানের সঙ্গে রসুলে করিমের কন্যা রোকীয়া সঙ্গিনী ছিলেন। হাব্‌সা রাজ্যের রাজা যিনি নজ্জাসী নামে অভিহিত হইতেন, তিনি মোসলমানদের আগমনে যার পর নাই সন্তোষ হইয়া তাহাদের প্রতি সমধিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন এবং তাহাদের বাসোপযোগী স্থান নির্দ্দেষ করিয়া দিলেন। কোরেস বংশিয়-বিধর্ম্মিগণ এই সংবাদ শ্রবণে বিদ্বেষ ও হিংসানলে দগ্ধিভূত হইল। স্থানান্তরিত মুসলমানদিগের অন্য একদল-যাহাদের দলপতী ওমর এব্নে আছ ছিলেন—বিবিধ প্রকারের উপঢৌকন সহকারে হাব্‌সাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দলপতী উপঢৌকন সহ রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া মুসলমানদিগের দুরাবস্থার বিষয় বর্ণনা করিলেন। নজ্জাসী মুনলমানদিগকে সমবেত করিয়া উভয় দলের কথোপকথন শ্রবণ করিলেন, এবং জাফর তৈয়ারের বাক্যালাপ প্রশংসনীয় বলিয়া স্থির করিলেন। তৎপর এইরূপ মত প্রকাশিল যে যদ্যপি রাজ্যশাসনের ভার আমার উপর অর্পিত না হইত তাহা হইলে আমি আরাবী পয়গম্বরের খেদমতে উপস্থিত হইয়া কৃতার্থ হইতাম। এই বলিয়া কোরেসিয় বিধর্ম্মী-দিগের উপঢৌকন ফেরত পাঠাইলেন। এতদ্দর্শনে মক্কার কাফেরগণ আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল আবু জেহাল নামীয় জনৈক কোরেস বংশীয় বিধর্ম্মী নজ্জাসি-রাজার এরূপ মীমাংসার বিষয় শ্রবণ করিয়া ক্রোধে ব্যাকুল হইয়া প্রকাশ্য সভাস্থলে বলিল যে ব্যক্তি মহম্মদের মস্তক কর্ত্তন করিয়া আনিবেক তাহাকে একশত উষ্ট্র বা ৪০ হাজার মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া যাইবেক, উহার মধ্যে উমর বেনে খাতাব যাহার বয়স ২৫ বৎসর এবং হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ট ছিল এইকার্য্যের ভার গ্রহণ করিল এবং হজরতের অনুসন্ধানে বহির্গত হইল। পথিমধ্যে

হজরত নইমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি জিজ্ঞাসিলেন হেউমর! তুমি কোথা যাইতেছ? উমর উত্তর করিলেন—মহম্মদের (স) শিরশ্ছেদনোদ্দেশে গমন করিতেছি। তিনি বলিলেন তুমি কি বনি-হাসেমের প্রতিশোধের ভয় কর না? উমর বলিল "বোধ হইতেছে তুমিও মুসলমান হইয়াছ সর্ব্বাগ্রে তোমাকেই বধ করিব"; নইম বলিল—আমি আপন পূর্ব্ব পুরুষগণের ধর্ম্মের উপরিই স্থির আছি কিন্তু তোমার ভগ্নি ও ভগ্নিপতী যাঁহারা মুসলমান হইয়াছেন তাহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে বধ কর যেহেতু তাহারা তোমার নিকটবর্ত্তী আত্মীয়। উমর প্রত্যুত্তর করিল—মুসলমান হওয়ার চিহ্ন কি? নইম তদুত্তরে বলিলেন—তাহারা তোমার জবেহ (বলিদান করা) কৃত কোন প্রাণী ভক্ষন করিবেকনা। খোব্বার ছাহাবী গৃহের দ্বার বদ্ধ করিয়া উমরের ভগ্নিকে তৎকালীয় অবতীর্ণ "সুরায় তাহা" শিক্ষা দিতেছেন, এমন সময়ে উমর দ্বারে উপস্থিত হইয়া শব্দ করিল। তাহার শব্দ শ্রবণে হজরত খোব্বাব লুক্কাইত হইলেন। উমর গৃহে প্রবেশ করিয়া একটী ছাগল জবেহ করিয়া আপন ভগ্নি ও তাহার স্বামী জায়েদের পুত্র ছইদকেও নিমন্ত্রণ করিল। কিন্তু তাহারা খাদ্য ভক্ষন করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ইহা দেখিয়া উমর তাহাদিগকে অত্যন্ত মার পিট করিয়া রক্ত প্রবাহিত করিয়া দিল এতদ্দর্শনে তাহার ভগ্নি বলিলেন যদি আমাকে প্রাণেও বধ কর তাহাতে ও আমি মহম্মদর মমতা ভুলিতে পারিব না এবং তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইতেও বহির্গত হইব না। এরূপ কথা শুনিয়া উমরের অন্তকরণে দয়ার সঞ্চার হইল এবং তাহার হৃদয়ে ইমানের কিরণ বিস্তার হইতে আরম্ভ হইল তৎপরে বলিল—তুমি কি পড়িতেছিলে? তাহা শুনাও। তাহার ভগ্নি "ছুরা তাহা" পাঠ করিলেন তাহা শুনিয়া বলিল আহা! কি উৎকৃষ্ট বাক্য। হজরত খোব্বাব তাহার মৌখিক একথা শুনিয়া নিশ্চয়রূপে বুঝিলেন যে উমরের অন্তকরণে ইমানের কিরণ প্রতিবিম্ব হইল তিনি জবনিকা হইতে বহির্গত হইয়া বলিলেন হে উমর! তোমাকে ধন্য রসুল করিমের প্রার্থনা তোমার সম্বন্ধে কবুল হইল। পরে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া হজরতের সমীপে উপস্থিত হইলেন। হজরত উমরের সঙ্গে ময়ানেকা করিলেন; ইহাতে ওমরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যাঙ্গ হইতে শব্দ হইতে আরম্ভ হইল এবং তিনি কলেমা তৈয়ব পড়িয়া সনাতন ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

এই সময়ে মুসলমানদিগের সংখ্যা ৪০ জন হইয়াছিল। এই সময় হইতে মুসলমানগণ প্রকাশ্যে মসজিদে উপাসনা কার্য্য করিতেন। এই সনেই সৎ সাহসের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি হজরতের পিতৃব্য আমিরহামজা ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সত্য ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিলেন। (ক্রমশঃ)

মহম্মদ মনিরজ্জমান। ইসলামাবাদী।

সুরায় নছরের তফসির আরম্ভ।

(৮)

"এজাজায়া নছরুল্লা হে অল্‌ফত্‌হ" যখন আল্লাহতালার পক্ষ হইতে জয় ও সাহায্য আসিবে অর্থাৎ যখন বিধর্ম্মীদিগের উপর তরবারি ও তীর ধনু দ্বারা পাপীষ্ট বেদাতি লোকদিগোপরি, অকাট্য প্রমাণাদি ও স্বীয় আন্তরিক কুইচ্ছার উপর পবিত্র শব্দাবলীর দ্বারা এবং সয়তানের উপর উপাসনা ও তপস্যা প্রভাবে জয়লাভ করা যায় এবং মক্কানগর ও অন্যান্য স্থান সমুহ ইসলামাধিকারে আসিবে, বিধর্ম্মীগণের ধর্ম্মমন্দিরাদি বিচূর্ণিত হইবেক এবং আবশ্যকীয় বিদ্যা সমুহের কিরণজাল বিস্তার হইবেক "আরা-আয়তন্নাছা ইয়াদ খুলুনা ফিদিনিল্লাহে আফয়াজান্" হে মহম্মদ! আরও যখন তুমি আরব দিগকে দলে দলে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে দেখিয়া "ফছবে বহ বেহামদে রবেবকা ও য়াস্তাগ্‌ফেরহু ইন্নাহোকানা তওবা" এই সকল দেখিয়া তোমার প্রতি পালকের প্রশংসা বর্ণনাকর এবং তাহার নিকট মার্জ্জনা প্রার্থী-হও তিনি নিশ্চয় তাহা মনোনিত করিবেন। এই সুরার সার মর্ম্ম এই যে হজরত পয়গম্বরীর দাবী করার পর হইতে দুই এক জন করিয়া মুসলমান হইতেছিল বটে কিন্তু হজরত মক্কা হইতে মদিনা নগরে স্থানান্তর হওয়ার পর প্রকাশ্যে ধর্ম্মযুদ্ধ করার শক্তি প্রাপ্ত হইলেন এবং চতুর্দ্দিক হইতে নবদীক্ষিত মুসলমানগণ হজরতকে সাহায্য করিতে প্রাণপণে যত্নবান হইলেন। এই সময়কে হজরতের জমর্ণ অর্থাৎ জয় ফল বলিয়া কথিত হয়। মক্কানগর জয় হওয়ার পর হইতে বিধর্ম্মী অধিকৃত অন্যান্য নগর ও স্থান সমুহ এসলামাধিকারে আসিতে লাগিল। হিজরি ৯ ও ১০ বর্ষে চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে

লোকগণ এবং নিম্নলিখিত বংশীয়গণ হজরতের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আজ্ঞাপালনার্থ সর্ব্বতভাবে উদ্যত হইলেন এবং বিধর্ম্মী দিগের সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধ করার আকাঙ্খা প্রকাশ করিতে লাগিলেন হজরতের ইয়ার চতুষ্টয় অহরহ তাহার হুকুমে উপস্থিত থাকিয়া বিবিধ বিষয়ক ধর্ম্ম উপদেশ শিক্ষা করিতেন এবং হজরতের আচার ব্যবহার ও কথোপকথন প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অসীম অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার অধিকারী হইলেন ; যখন এসলাম ধর্ম্মের এই পরিমাণে উন্নতি ও পুষ্টি সাধন হইল এবং মুসলমানগণ তৎকালীন চতুর্দ্দিকে স্বীয় আধিপত্য ও প্রাধান্য স্থাপন করিলেন এমত অবস্থায় হজরতের ইহলোকে আর অবস্থান করার আবশ্যক রহিল না, এই জন্য তাঁহার মরণ কাল অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। এতদপর আল্লাহতায়ালা হজরত মহম্মদ (স) কে স্বীয় প্রশংসা-কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলেন, যদ্বারা হজরতের আত্মার সম্যক পবিত্রতা সাধিত হয়। আরও আল্লাহতায়ালা অত্রসুত্রায় হজরতের প্রতি আদেশ করিয়াছিলেন যে,তোমার উম্মতগণের মধ্যে যাহারা পাপী এবং যাহারা আত্মার পবিত্রতা সাধন করার উচ্চসীমায় আরোহণ করিতে অক্ষম তাহাদের জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট মার্জ্জনা ও উন্নতি প্রার্থনা কর, যেহেতু তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও মার্জ্জনাকারী, সুতরাং তুমি স্বীয় উন্নতির জন্য মার্জ্জনা প্রার্থী হইলে, এবং তাহাদের পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করিলে আল্লাহতায়ালা নিশ্চয় তাহা কবুল করিবেন। এই সুরা কোরান শরিফের সর্ব্বশেষ অবতীর্ণীত সুরা। ইহার পর অন্য কোন সুরা অবতীর্ণ হয় নাই। হজরতের পিতৃব্য আব্বাছ হইতে রয়ায়ত আছে, যখন তিনি অত্রছুরা শ্রবণ কবিলেন তখন ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। লোক দিগের জিজ্ঞাসার প্রতি উত্তর করিলেন আমি অত্র ছুরা দ্বারায় হজরতের মৃত্যু সংবাদ পাইতেছি, ইহাই ক্রন্দনের কারণ"। হজরত পয়গম্বর সাহেব মদিনা প্রস্থানের নবম ও দশম বর্ষে বনুতমিম, আবুল কায়েসের বংশাবলি, বনুতাই, এমন দেশীয়গণ, এবং শাম ও এরাক দেশ হইতে দলে দলে বিভিন্ন বংশীয় লোক বৃন্দ হজরতের সমীপে ধর্ম্মোপদেশ শিক্ষা এবং ইসলাম ধর্ম্মের সাহার্যার্থ সমবেত হইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

মহম্মদ মনিরজ্জমান। ইস্‌লামাবাদী।

নববর্ষে উদ্বোধন। *

জাগ জাগ—নেত্র মেলি মুস্‌লেম নন্দন,
নূতন বরষ আসি দেছে দরশন।
উৎসাহ উদ্যমলায়ে
আছে ধারে দাঁড়াইয়ে
নূতন বরষ ওই তোমার কারণ
জাগ জাগ নেত্র মেলি মুস্‌লেম নন্দন।

২

জাগ জাগ হে বঙ্গীয় মুস্‌লেম নন্দন
নূতন বরষে আজি আলস্য শয়ন
নূতন বরষে আজি
বীরোচিত সাজে সাজি
পশ ওই কর্ম্মক্ষেত্রে আনন্দিত মনে
বাধা-বিঘ্ন ফেলি দূরে ঠেলিয়া চরণে।

৩

মুস্‌লেম সন্তান হয়ে করিছ ভাবনা
ধিক ধিক—এর চেয়ে কি আছে লাঞ্ছনা ?
জীবনের মহোন্নতি
সাধিতে কি হেতু ভীতি ?
"মুস্‌লেমের ভীতি ইহা অপরূপ অতি
মুস্‌লেম জানেনা কভু কারে বলে ভীতি"।

৪

সিংহের সন্তান হয়ে শৃগালের প্রায়
কি হেতু তোমরা অহো ! হৃদি ফেটে যায় !

* প্রচারকের নূতন বর্ষ।

তোমাদের দাস যারা
অই দেখ যায় তারা
তোমরা পড়িয়া কিহে রহিবে পশ্চাতে
জাগ তবে এই বেলা নব বরষেতে।

৫

জাগহে জাগহে তবে মুস্‌লেম সন্তান
তোমাদের দশা হেরি বিদরে পরাণ!
উদরেতে অন্ন নাই
সদা কর খাই খাই
পরিধানে বস্ত্র নাই দিনতায় ক্লিষ্ট
তথাপি কি বুঝিবে না আপনার ইষ্ট!

৬

নূতন বরষে আজ দেখনা খুজিয়া
কি হেতু তোমরা হায় স্বস্থান ছাড়িয়া
পড়িয়া অবনতি কূপে
কূপ-মণ্ডুকের রূপে
ফিরিতেছ ঘুরিতেছ আপনা ভুলিয়া
তরুণ-অরুণ-করে দেখনা খুজিয়া

৭

হে মুস্‌লেম! একবার নয়ন মেলিয়া
ছিলে কোথা এবে কোথা? দেখনা চাহিয়া!
ছিলে তুমি তেজীয়ান
বীরদর্পে বলিয়ান
সেবিত তোমার পদ কত শত জন
এখন ঘৃণিছে তারা তোমার কারণ।

৮

জাগ জাগ হে বঙ্গীয় মুস্‌লেম সন্তান!
'জড়বৎ' স্তব্ধ কেন? নাই কিহে প্রাণ?

কর্ত্তব্য করি যাপন
সফল করি জীবন
ভবনদী পারে যেয়ে করিতে বিশ্রাম।
নাই তথা দুঃখ ক্লেশ পাইবে আরাম।

৯

জাগহে জাগহে তবে মুস্‌লেম নন্দন!
সিদ্ধিদাতা বিভুপদ করিয়া স্মরণ,
আলস্য ঠেলিয়া পায়
শয্যাহতে তুলি কায়
যাও চলি কর্ম্মক্ষেত্রে করি দৃঢ়পণ
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।"

১০

নূতন বরষ আজি চাই দেখিবারে
কে কত ছুটিতে পারে উন্নতি প্রান্তরে,
দেখিব সে ভাগ্য রবি
ধরিয়া বিমল ছবি
উদে কিনা মুস্‌লেমের শিরোদেশ পরে,
দেখিব আঁধার রাশি যায় কিনা দূরে?

খাদেম উল এস্‌লাম।
মহম্মদ এসমাইল হোসেন। সিরাজী।

রাজর্ষি এবরাহিম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সৃষ্টির সুখ-স্বচ্ছন্দ যেমন এক ভাবে চিরকাল বিদ্যমান থাকেন, তেমনি শোক দুঃখও চিরকাল সমভাবে থাকিতে দেখা যায় না। কালে সকলেই লোপ হয়। ঐ চিরাগত পদ্ধতি অনুসারে কালক্রমে বালখ্‌রাজ, কন্যা-শোক

কিছু পরিমাণে বিস্মৃত হইয়া, রাজ-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি প্রথম হইতেই একান্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, ও মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয়ে গিয়া বালক গণের লিখন-পঠন প্রণালী দেখা শুনা করিতেন এবং শুদ্ধ লিখন-পঠন পটু বালকদের যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিতেন। একদা রাজা সভাসদ-গণ সহ বিদ্যালয়ে গিয়া দেখিলেন, অষ্টম-বর্ষীয় এক বালক, মধুর স্বরে বিশুদ্ধ রূপে পবিত্র কোরান পাঠ করিতেছে। বালকের কণ্ঠস্বর ও বিশুদ্ধ শব্দো-চ্চারণ শুনিয়া রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, তাহার দিকে বিশেষ মনঃসংযোগ করিলেন। এবং তিনি ও তাঁহার সঙ্গী সকলে মোহিত হইয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ফলে সকলেরই মন অবিচলিত ভাবে সেই বালকের দিকে আকৃষ্ট হইল। যে হেতু, কোরান অতি পবিত্র; ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, পার্থিব অপার্থিব, লৌকিক অলৌকিক প্রভৃতি বিষয় বর্ণনায় পরিপূর্ণ; যাহা কোরানে নাই, তাহা স্বর্গেই বল, মর্ত্তেই বল, আর যেখানেই বল, কোথাও নাই। উহার প্রতি শব্দ, এমন কি প্রতি অক্ষরও বহুবিধ ভাব প্রকাশক এবং উহা কোন মনুষ্যের রচনা বা কোন অতিরঞ্জিত কাল্প-নিক উপাখ্যান নহে। স্বয়ং ঈশ্বর যে গ্রন্থের রচয়িতা, তাহা যে একান্ত সুললিত ও মনোহারিত্ব গুণ বিশিষ্ট হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? তাহার উপর বালকের রূপ এমনি নির্ম্মল ও পবিত্র যে দেখিবা মাত্রেই তদ্গত প্রাণ হইতে হয় এবং কণ্ঠস্বর এরূপ সুমধুর যে, বসন্ত-মাখা কোকিলের কূজনও উহার তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ প্রতীয়মান হয়। আর অল্প বয়সে তাহার যেরূপ পাঠ-নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল, তাহাও বর্ণনাতীত ও প্রশংসনীয়। সুতরাং, শ্রোতৃবর্গ বালকের পাঠে যে একান্ত মুগ্ধ-চিত্ত হইবেন ও তাঁহাদের মন যে অনির্ব্বচনীয় প্রীতি-রসে অভিষিক্ত হইবে, একথার আর সংশয় কি?

রাজা, কিয়ৎক্ষণ অবিচলিত মনে কোরান শুনিয়া নীরবে বালকের মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন "আহা—স্বীয় সন্তানকে দেখিয়া মন যেমন স্নেহ-রসে অভিষিক্ত হয়, এ বাল-ককে দেখিয়া আমার মন সেরূপ হইতেছে কেন? আমার সন্তানাদি নাই বলিয়াকি ইহাকে দেখিয়া মন এত স্নেহপূর্ণ হইতেছে! যাহা হউক পরকীয় সন্তান দেখিলে মনে এমন স্নেহরসের সঞ্চার হয়, একথা কখনও জানিতাম

না। আহা এ বালক যাহার পুত্র, সে ইহাকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া যখন ইহার কোমল মুখচুম্বন করে, তখন নাজানি সে কতই প্রীতিলাভ করে?" এই বলিতে বলিতে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বালকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। তখন রাজার অন্তঃকরণ কি এক অভূতপূর্ব্ব ভাবময় এবং বাৎসল্য স্নেহরসে উচ্ছলিত ও আপ্লুত হইল এবং কে জানে কি কারণে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে দর বিগলিত ধারায় অশ্রুরাশি প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিঞ্চিৎপরে তিনি অপেক্ষাকৃত চিত্তের ধৈর্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক বালককে লইয়া অন্তঃপুরে মহিষীর নিকট গমন করিলেন। রাজা প্রথমে বালককে দেখিয়া ক্রোড়ে লইবার জন্য যেমন ব্যাকুল হইয়াছিলেন মহিষীও তাহার দর্শনে তেমনি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন পূর্ব্বক স্নেহ ভরে তদীয় মুখ চুম্বন করিলেন। অনন্তর রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "স্বামীন্! এই অপরিচিত পরম সুন্দর বালক কাহার তনয়? আপনি ইহাকে কোথায় পাইলেন? আহা—ইহাকে ক্রোড়ে লইয়া আমার সর্ব্বশরীর শীতল হইল! মন স্নেহ রসে দ্রবীভূত হইল! আহা এই বালক, যাহার গর্ভজাত, ইহাকে দেখিলে, সেই ভাগ্যবতীর মন না জানি কতই আহ্লাদিত হয়! সে কত প্রীতি প্রাপ্ত হয়! কিন্তু, মহারাজ! ইহাকে দেখিয়া মন যেমন একদিকে স্নেহরসে প্লাবিত হইতেছে, তেমনি অন্য দিকে একান্ত শোকাকুল হইতেছে কেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা। ফলে আমাদের কোন পুত্র না জন্মিয়া থাকিলেও, ইহাকে আপন সন্তান বলিয়া বোধ হইতেছে। আর এ যে নীচ ঘরে, নীচ কুলে জন্মে নাই, তাহা ইহার গঠনে ও মুখাবয়বে স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে। অতএব, রাজন্! এ কাহার তনয়, ত্বরায় বলিয়া আমার মনের উদ্বেগ নিবারণ করুণ।" এই বলিয়া মহিষী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। রাজা, মহিষীর সান্ত্বনা জন্য কহিলেন, "প্রিয়ে পরের পুত্র দেখিয়া অকারণে রোদন করিতেছ কেন?" রাজ-প্রিয়া অশ্রু মার্জ্জন করিতে করিতে ক্রন্দন-বিজড়িত ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "না—মহারাজ! এ বালককে ত অপরের সন্তান বলিয়া বোধ হইতেছে না। অধিকন্তু, ইহার অঙ্গের অনেক স্থানে আমাদের মৃত কন্যার অঙ্গের সামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে এবং ইহাকে দেখিয়া আমার কন্যা-শোকানল প্রদীপ্ত হইতেছে।" এই বলিয়া মহিষী আবার

করুণস্বরে রোদন ও কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাজাও নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়া নীরবে নয়নাশ্রুপাত করিতে করিতে মহিষীকে বলিলেন, "ভাল, একবার বালকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। তাহা হইলে এ কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ঠিক বুঝিতে পারা যাইবে।" এই বলিয়া, রাজা বালককে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসায় উদ্যত হইলে সে ভীত চিত্তে কহিল, "মহারাজ! ভয় পাইতেছে, মার কাছে যাইব।" এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে, রাজা স্নেহভরে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "ভয় কি বাছা! ক্ষণেক স্থির হও; তোমার মাকে আনাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া তাহার পিতা মাতার নাম ও নিবাস জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক ভয় বশতঃ কাঁপিতে কাঁপিতে ধীরে ধীরে কহিল, "মহারাজ! বাবা তপস্বী; মাতা তপস্বিনী; আমরা বনে বাস করি। বাপ মার নাম আমি জানিনা।"

ক্রমশঃ।

বিনীত

আব্দুল লতিফ। মানকর।

লামজহাবিগণের ধর্ম্ম রহস্য ভেদ।

(৪)

(৩য় রহস্য) "তরিকীয়ায় মহম্মদীয়ায়" ১৭।১৮ এবং "ফতহুলমগিছ" কেতাবের ১৪।১৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, উষ্ট্র গো ছাগলের ব্যতীত আর কিছুতেই জকাত আবশ্যকীয় নহে। অলঙ্কারাদিতে জকাত ওয়াজেব নহে বলিয়া ফতওয়া দেওয়া হইয়াছে। "নাহজল মকবুল" নামক কেতাবের ৩৫ পৃষ্ঠায় এই মর্ম্মের উল্লেখ আছে; ইহাদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে বাণিজ্য সামগ্রী লক্ষাধিক টাকার হইলেও তাহাতে জকাত হইবেক না, এবং মহিষ ও ভেড়া লক্ষ টাকার হইলেও এবং স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার কোটী কোটী টাকার হইলেও তাহার আর জকাত দিতে হইবে না। যে ধর্ম্মে এত স্বাধীনতা কৃপণতা করিয়া জকাত না দেওয়ার এতাধিক প্রশস্ত পথ সেই ধর্ম্মের রহস্য বুঝিতে বাধা কি? যেসকল বস্তুর জকাত আদায় করা ফরজ বলিয়া সমুদয় আলেম

ও ইমামগণ আজ ১২।১৩ শত বৎসর হইতে মত দিয়া আসিতেছেন। আজ লা মজহাবীগণ স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য তাহা উঠাইয়া দিতে বিরত থাকিলেন না। কালে যে তাহারা ইসলাম ধর্ম্মের পঞ্চ মূলের এক একটী ক্রমান্বয়ে সমূলে উৎপাটন করিয়া সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? ধন্য তোমাদের স্বাধীনতায়। *

(ক্রমশঃ)

মহম্মদ মনিরজ্জান ইসলামাবাদী।

দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ বিবরণ।

(৩)

জগতের নিত্য ঘটনা নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, মনে হয় এই সংসার একটী নাট্যাগার। সমস্ত প্রাণী নটের বা নটীর কার্য্য করিতেছে, সেই সমস্ত প্রাণিগণই তৎসমুদয় দৃশ্যের দর্শক। অর্থাৎ আমরা যাহা দেখাইতেছি তাহাই দেখিতেছি। কি চমৎকার ব্যাপার! কি অভাবনীয় চিন্তা!! কি অতুলনীয় দৃশ্য!!! হে ব্রহ্মাণ্ডপতি! একবার মানবের হৃদয়ক্ষেত্রে পবিত্র ভাবের উত্তেজনা করিয়া দাও। মানবের যে হৃদয়ে দানবের তাণ্ডব তাড়নার পৈশাচিক মূর্ত্তি দেখা যায়, সেই বিদগ্ধ হৃদয়ে স্বর্গীয় শান্তি বারি সিঞ্চন করত তাহা অনন্ত সুখের আধার কর। তোমার অনন্ত শক্তির অনন্ত মহিমায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিমোহিত রহিয়াছে। প্রভু! একবার সেই বিমুগ্ধ ও বিজড়িত প্রাণকে জাগাও। যেন তোমার অনির্ব্বচনীয় শক্তির মাহাত্ম্য বুঝিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলেই সকলের শান্তি নিশ্চয়!!! যে সভ্যজগতে একটীমাত্র প্রাণী হত্যা মহা পাপ গণ্য হইয়া হন্তার প্রাণদণ্ডের দণ্ড হয়, সেই সভ্য জগতের সভ্যতাভিমানি গণ্যমান্য ব্যক্তির আদেশে সমরাঙ্গনে শত শত নরের জীবনযবনিকা পতনান্তরালে কে যেন দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "ক্ষান্ত হও! মানব তুমি মানবই আছ, দেবতা হইতে পারিবে না! তোমার ঐ অসম্পন্ন আত্মায় দেবতার দেবত্ব-আবির্ভাব অসম্ভব!!"

---

* কাপি না থাকায় এত কম করিয়া ছাপান হইল। (প্র, স,)

আমাদের লেখনির অনিচ্ছাসত্ত্বেও যুদ্ধ বিবরণ লিখিতে যাওয়া কর্ত্তব্য পালন মনে করি ; বস্তুত এরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। সংসারের বর্ত্তমান অবস্থার অনুরোধ রক্ষাই যেন এখনকার ধর্ম্ম ; আমরাও যেন সেই ধর্ম্মানুরোধে আবার সংগ্রাম সমাচার বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। পাঠক মহাশয় কিছু মনে করিবেন না, কারণ পূর্ব্ব হইতেই লেখক প্রতিশ্রুত আছেন।

নেটালে প্রবাসী ভারতবাসীরা ইংরাজের নিকট সদ্ব্যবহার না পাইলেও ইংরাজকর্ত্তৃক ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহৃত হইলেও বর্ত্তমান বুয়র সংগ্রামে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন "আপাতত সাহায্য গ্রহণের আবশ্যকতা নাই। প্রয়োজন হইলে সাহায্য লইবেন"। ভারতবাসীরা অস্ত্র ধারণ করে নাই সত্য, কিন্তু বাহকাদির কার্য্য করিতে গিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিতেছে। এমন কি অগ্নিবৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া রণক্ষেত্র হইতে আহত সৈন্যদিগকে তুলিয়া লইয়া যাইতেছে। এই সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা জগতের ইতিহাসে ইহাও চিত্রিত হউক যে, ভারতবাসী পবিত্র প্রেমের প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ, স্বর্গীয় ভাবের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ, আত্মোৎসর্গের চরমোৎকর্ষের একান্ত পক্ষপাতি এবং প্রজারঞ্জক-রাজার পরম ভক্ত। ত্রান্সভাল যুদ্ধ উপলক্ষে ইংরাজের মনস্তুষ্টির জন্য সভাসমিতিই হউক, আর চাঁদা সংগ্রহই হউক, হাহাকারই হউক আর আত্মীয়তাই হউক, দরিদ্র ভারত যেমন কায়মনোবাক্যে ঈশ্বর চিন্তা করিতেছে, এমন অন্যত্র হওয়া অসম্ভব।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধের উল্লেখ না করিয়া কয়েকটী প্রধান যুদ্ধের কথাই লিখিব, স্থির করিয়াছি ; যেহেতু এই মহাসমর-বাসরে খণ্ডযুদ্ধের সীমা নাই। তদ্দ্বারা কাগজের কলেবর পূর্ণ করিয়া উদ্দেশ্য ব্যর্থ করা অনুচিত।

কোন সংবাদ পত্রে প্রকাশ "মডার রিভার যুদ্ধে দুইহাজার বুয়র নাকি সংগ্রামানলে জীবনাহুতি দিয়াছে। পোষাক পরিবর্ত্তনে শত্রু মিত্র চিনিতে না পারিয়া আপনা আপনি অনেকে কাটাকাটি করিয়া প্রাণ হারাইয়াছে। ইংরাজ পক্ষেই এই ভয়ঙ্কর ঘটনা ; বুয়রপক্ষে এত শবদেহ নদীতে ভাসিয়াছিল যে নদীর জল কিছুমাত্র দেখা যায় নাই, কেবল শবরাশি দৃষ্ট হইয়াছিল।

ম্যাগার্সফণ্টিনের যুদ্ধে লর্ড ম্যাথুয়েন পরাভূত হওয়ায় ইংরাজ পক্ষে ১৬০ একশত ষাটজন ব্যক্তির কম্‌তি হইয়াছিল। জেনারেল ওয়াকুপ মৃত এবং তদীয় পুত্র লেফ্‌টেনেণ্ট ওয়াকুপ আহত। অতএব কিম্বার্লি উদ্ধারে বিলম্ব পড়িল। মেফেকিং অবরুদ্ধ সৈন্যদিগের খাদ্যাভাব ও পেটের পীড়ার প্রাদুর্ভাব বিবেচিত হওয়ায় একটা চিন্তার কারণ হইয়াছে। শত্রুগণ একটু অধিক উত্তেজিত হইয়াছে। তাহার কারণ এই 'মেফেকিং হইতে সেনাপতি বেডেন পাউয়েল বুরসেনাপতি স্নাইমানকে বলিয়াছিলেন "আর কেন ? যদি শক্তি থাকে যুদ্ধ করিয়া মাফেকিং দুর্গটা গ্রহণ কর, নয় ঘরে ফিরিয়া যাও। দূর হইতে এই দুর্গপানে চাহিয়া থাকিলে কি হইবে ? যদি ভাল চাও, তাহা হইলে প্রত্যেকে আপন আপন ঘোড়াটী বন্দুকটী এবং টোটাগুলি আমাদিগকে দিয়া ঘরে ফিরিয়া যাও। তিন দিনের ভিতর যে এইরূপ করিবে তাহাকেই ক্ষমা করিব, কেবল আফিসারদিগকে কয়েদ করিয়া রাখিব"। সাইমন্স ইহার উত্তরে বলিয়াছেন "যদি পুরুষবাচ্ছা হও তাহা হইলে আসিয়া আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাও"। বলাবাহুল্য এই তীব্র কটূক্তি দ্বারাই একটা গজকচ্ছপী কাণ্ড সমুপস্থিত হইবে। জানি না অস্ত্রযুদ্ধে বাকযুদ্ধ অঙ্গন্যাস স্বরূপ গণ্য কিনা, জানি না ইহা সভ্য জগতের অনুমোদিত কিনা। কিন্তু ইহা বলিবার বাধা নাই যে, যে বাক্যে অন্যের উত্তেজনা হয় তাহা দোষার্হ ; ইহা ব্যবহার শাস্ত্রের অনুমোদিত।

বিগত ১লা পৌষ একটা ভীষণ সমরপরীক্ষা হইয়াছে। এই পরীক্ষায় আমাদের ইংরাজ মহারথিগণ উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই।

গত ২৩শে অগ্রহায়ণ হইতে ১লা পৌষ পর্য্যন্ত তিনটা মহাসমর এবং চারিটী খণ্ড সমর সংঘটিত তন্মধ্যে পশ্চিমে মাফেকিং নগরে ১০ই ডিসেম্বর একটা বড়, কুরুমান সহরে একটা ক্ষুদ্র ; ১৩ ডিসেম্বর দুইটী ক্ষুদ্র। ২৬শে অগ্রহায়ণ মেজেস্ ফণ্টীনে যে দ্বিতীয় মডারযুদ্ধ নামে আখ্যাত তাহা অতীব ভয়ানক সংগ্রাম। এই মহাসমরে ইংরাজপক্ষে হতাহত ও বন্দী ৮১৭। এক হাইল্যাণ্ড দলেই ৬৫০ জন। এ যুদ্ধে বিখ্যাত সেনাপতি জেনারেল ওয়াকোপ এবং মারকুইস্ অব উইঞ্চেষ্টার হত ; ৩ জন কর্ণেল, ৩ জন মেজর, ৮ জন কাপ্তেন এবং ৫ জন লেপ্টেনাণ্ট হত ; ৫ জন মেজর, ১২ জন কাপ্তেন,

২৪ জন লেপ্টেনাণ্ট এবং ১ জন ডাক্তার আহত, ১ জন মেজর ২ জন কাপ্তেন বন্দী। বুর পক্ষে, কেহ কেহ বলেন, ৭০০ শত হত।

১লা পৌষ শুক্রবার তুগেলার যুদ্ধ, যে যুদ্ধের ফলাফলের জন্য সমগ্র জগৎ উৎকর্ণ হইয়াছিল, যাহার যজ্ঞাহুতি পূর্ণাহুতি হইবে মনে করিয়া, শোকার্ত্তা ইংলণ্ডবাসিনীগণের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে সেই আশার কুসুমে দৈব প্রতিকূলতায় নির্রাশের নিরস পরিণাম প্রদর্শিত হইল। সেনাপতি স্বয়ং তারযোগে বলিতেছেন, "আক্ষেপ সহকারে জানাইতেছি আমাদের ঘোরতর পরাজয়ই সহ্য করিতে হইয়াছে। আমরা চীভলির মাঠেই ছিলাম। ভোর ৪টার সময় চত্বরস্থ সৈন্যদল সহ তুগেলা পার হইতে চেষ্টা করিলাম।

কর্ণেল লং বুয়রের গোলায় আমাদের সমস্ত অশ্ব হারাইলেন, সৈনিকদিগের ক্রমশঃ ধ্বংশ হইতে লাগিল কামান দশটা গেল সুতরাং লোক ক্ষয় হইতে না দিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত স্থির করিলেন। এ যুদ্ধে, হার্ট, বার্টন, হিল্ড্রিয়ার্ড, লিটিলটন, লর্ড ডণ্ডলাল্ড এই পঞ্চ রথি সেনাপতি বুলারের সহকারী ছিলেন। এরূপ যুদ্ধ দক্ষিণ আফ্রিকায় পূর্ব্বে হয় নাই। ৯২ জন হত, ৬৬৭ জন আহত, ৩৪৮ জন নিরুদ্দেশ; সেনাপতি রবার্টের পুত্র লেপ্টেনাণ্ট ফ্রেডরিক রবার্ট আহত হইয়া পরে প্রাণান্ত হয়।

২৮শে অগ্রহায়ণ অরেঞ্জ প্রদেশের ১০মাইল পূর্ব্বে জটপানে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে আমাদের পক্ষে কাপ্তেন ব্রাডসা হত, লেপ্টেনাণ্ট গ্রেগসন আহত ৩০টি সৈনিক হতাহত। নাপুট নগরের কাছে, ইংরাজ ফ্রেঞ্চ বুয়রদিগকে পরাজয় করিয়াছেন। বুয়র পক্ষে ৪০জন হতাহত। ইংরাজ পক্ষে ১টী সৈনিক হত আর কাপ্তেন মোর্সলি আহত।

এই সমস্ত কাণ্ডের পর পশ্চিমে এগার হাজার গোরাসৈন্য লইয়া লর্ড মেথুয়েন, দক্ষিণে আট হাজার সৈন্য সহ জেনারেল গ্যাটেকার পূর্ব্বদিকে স্বয়ং সেনাপতি রেডভার্স বুলার প্রায় ত্রিশ হাজার সেনাসঙ্গে অবস্থিতি করিতেছেন। উত্তর দিকেও একদল ইংরাজসৈন্য নদীর তীরে, বসিয়া আছে। এতদ্ব্যতীত অতঃপর মহারথির ভার প্রাপ্ত লর্ড রবার্ট বিলাত হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে সমর ক্ষেত্রে উপস্থিত। তাঁহার সহায়তার নিমিত্ত

লর্ড কিংচনার সুদান হইতে সসৈন্য গমন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে গুপ্ত জর্ম্মাণ সৈন্য ও অন্যান্য ইউরোপীয় অনেক উপনিবেশী, বুয়র অনিকিনী মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; কিন্তু এরূপ প্রবেশাধিকার দ্বারা বার্লিন সন্ধিপত্রের নিয়ম উল্লঙ্ঘন হইবে কিনা তাহার বিচার চলিয়াছে। সকলেই জানেন শত্রুপক্ষ গুপ্ত মন্ত্রণা পাছে অবগত হয় কিম্বা তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ হইলে পাছে অনিষ্টাশঙ্কা ঘটে তজ্জন্য ইংরাজ পক্ষ হইতে সংবাদ পরীক্ষার ব্যবস্থাপক কমিটী নির্ব্বাচন করিয়া সকল জাতির তাড়িৎবার্ত্তা ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে অনেক ইয়ুরোপীয়ান শক্তি বিরক্ত হইলেন। রুষ স্পষ্টাক্ষরেই বলিলেন 'ইংরাজের একার্য্য করিবার অধিকার নাই। ইহারও বিচার হইতেছে। যে কয়েকখানি জর্ম্মণ জাহাজ ইংরাজ রণতরী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিল, তাহার একখানি ব্যতীত সকলই এখন বিচার অপেক্ষায় আটক রাখা হইয়াছে।

অবরুদ্ধ সৈন্যগণের স্বাস্থ্য ক্রমে ভঙ্গ হইবার সম্ভব। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকায় এক্ষণে অত্যন্ত বর্ষা; বর্ষার জল স্বতঃই অস্বাস্থ্যকর তদ্ব্যতীত বাসস্থান আর্দ্র। শত্রুপক্ষের গোলায় কখন কি হয়, এইরূপ আশঙ্কায় সতর্কতাবলম্বন জন্য মৃত্তিকার নিম্নে খাদ করিয়া তক্তা আচ্ছাদন করত তন্মধ্যে অবরুদ্ধ ইংরাজ সৈন্যকে এক্ষণে বাস করিতে হইতেছে। আহারাদির কষ্ট ও অনাটন আরম্ভ হইয়াছে ইহাও সর্ব্বোপরি চিন্তার কারণ। ৯ই ডিসেম্বর সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, কিম্বার্লিতে অশ্বাদির উপযোগী ৩০ দিনের খাদ্য এবং সৈনিকদিগের উপযোগী ৪০ দিনের খাদ্য আছে। গত মঙ্গলবারে ৩০ দিন পূর্ণ হইয়াছে আগামী শুক্রবারে ৪০ দিন পূর্ণ হইবে। ইতিমধ্যে লর্ড-মেথুয়েন কিম্বার্লি উদ্ধারের একবার চেষ্টা করিবেন বলিয়া বোধ হইতেছে। নতুবা তথায় অবরুদ্ধ লোকজনের বিশেষ কষ্ট হইবে।

বিগত ৬ই জানুয়ারী শনিবার ও ৭ই জানুয়ারী রবিবার লেডিস্মিথে জেনারেল হোয়াইটের সহিত বুয়র সৈন্যের একটা যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে পরাজিত ৪০০ বুয়র সৈন্য বন্দী হইয়াছে। জেনারেল হোয়াইট সংবাদ পাঠাইয়াছেন, এই ভীষণ যুদ্ধে উভয় পক্ষেই বহুতর সৈন্য হতাহত। দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়রদিগের নিকট পরাজিত হওয়ায় বিলাতের লোক ক্রমেই মন্ত্রি সম্প্রদায়ের উপর অসন্তুষ্ট হইতেছে। আমাদের ভূতপূর্ব্ব বড় লাট লর্ড ল্যান্সডাউন

বর্ত্তমান সমর সচিব। প্রকাশ, তাঁহারই অকর্ম্মণ্যতায় নাকি বিপদ ঘটিতেছে, বিলাতের টাইমস্ বর্ত্তমান মন্ত্রীদিগের মুখপত্র। কিন্তু টাইমস্‌ই এক্ষণে মন্ত্রিবর্গের নিন্দাবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। সকলেই বলিতেছেন ইংরাজ সেনার কোন দোষ নাই। তাহাদিগকে ব্যবহার করিবার জন্য পুরাতন অকর্ম্মণ্য কামান দেওয়া হইয়াছে। রয়েল আর্টিলারার কর্ণেল হোপ্ "ডেলিমেলে" লিখিয়াছেন, যদি সুসময়ে নৌ-সেনা দক্ষিণ আফ্রিকায় উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে ইংরাজ সেনার পরিণাম অধিকতর শোচনীয় হইত। টুগেলা যুদ্ধের পর দক্ষিণ আফ্রিকার ৪৮৮ জন সেনা নায়ক এবং ২৫৫২৭ জন সাধারণ সৈন্য উপস্থিত হইয়া ইংরাজ বলবৃদ্ধি করিয়াছে।

যুদ্ধের ফলাফল যাহা বিধাতা লিখিয়াছেন তাহাই হইবে। সাধারণ চক্ষে তখন কিছুই অদৃশ্য থাকিবে না। সকলেই বিশেষতঃ ভারতবাসীগণ ইংরাজের জয় কামনা করিতেছেন। এই অসামান্য বুয়র সংগ্রামে জগৎবাসী সকলেরই একটা মহৎজ্ঞান শিক্ষা হইল। বিধাতা যেন সেই মহৎ উদ্দেশেই এসমর সন্দর্ভের রহস্যাসর প্রকাশ করিবেন। রাজা শিখিলেন, প্রজামাত্রেই রাজার শরীরে শিরা প্রশিরাভাবে অবস্থিত, সেই আত্মস্বরূপ প্রজারঞ্জন কার্য্যই রাজার ধর্ম্ম। রাজার চক্ষে, শ্বেত-কৃষ্ণ, কুবের কৃষক, কুটীর কোটা সমান প্রতিভাত হইবে। দাম্ভিক, স্বার্থপর আত্মসুখে রত কর্ম্মচারীগণ শিখিলেন,—সকলের বিচার কর্ত্তা সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বর। যিনি একটী কারণের মীমাংসা করণাভিলাষে দ্বিতীয় কারণ সৃষ্টি করিতে পারেন। মানব কেবল করণ স্বরূপ? দর্শনশাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তির তর্ক অতল সাগরে নিক্ষিপ্ত হউক, অসীম প্রতিপত্তি বিশিষ্ট বীরের অসম্পূর্ণ জাগতিক শক্তি দূরে থাকুক, সত্য! শান্তির আধার,সত্য!! সেই পরম পবিত্র সনাতন সত্য!!! নির্ভয়ে ঘোষণা করিতেছে যে "তুমি যাহা অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করিলে সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষ তাহা পবিত্র বলিয়া কোলে লইলেন। তুমি অজ্ঞানতা নিবন্ধন যে প্রাণীর প্রাণবায়ু পদাঘাতে বাহির করিলে সেই প্রাণীর প্রাণ কর্ত্তা তাহাকে নিজ দেহে ধারণ করিলেন। এইরূপ শত শত ক্ষুদ্র শক্তির সমষ্টি সেই মহাশক্তি জগতে পাপ মোচনের জন্য অবতীর্ণ হন।" অতএব এই লোক ক্ষয়কর অমঙ্গল জনক পাপ সমরানুষ্ঠান কর্ম্মজ পাপনাশের জন্যই উপস্থিত

হইয়াছে। নীতি ভ্রষ্ট অধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির শিক্ষা এক ঈশ্বর ভিন্ন, কোন মনুষ্যের নিকট যথোপযুক্তরূপে প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। আমার স্থির বিশ্বাস অসহায় দরিদ্র ব্যক্তির উত্তপ্ত নিশ্বাস স্বর্গপর্য্যন্ত বিকম্পিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত জগৎ এত তমগুণ সম্পন্ন যে অতি সূক্ষ্মভাব গ্রহণ করা সামান্য জ্ঞানের কর্ম্ম নয়, সুতরাং সে বিষয় প্রমাণ করিতে যাওয়া এখন একরূপ অসম্ভব।

ক্রমশঃ শ্রীমাঃ

রমণী।

ইহুদী, খ্রীষ্টীয়ান ও মুসলমান শাস্ত্রে রমণীর সৃষ্টি সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব আখ্যান লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। শাস্ত্রে লিখিত আছে, বিধাতা মানব সৃজন করিবার ইচ্ছায় স্বর্গীয় দূতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দূত জিবরাইলকে প্রথমে এক মৃণ্ময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছানুযায়ী জিবরাইল একটা মৃণ্ময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর তাঁহার আজ্ঞাক্রমে উক্ত মৃণ্ময় মূর্ত্তির অভ্যন্তরে আত্মার সঞ্চার করাইলেন। বিধাতা এইরূপে মানবগণের আদিপুরুষ আদমকে সৃজন করেন, পরে তাঁহার বামভাগের জঙ্ঘা প্রদেশস্থ খণ্ডেক অস্থি হইতে আদি স্ত্রী 'হবা'কে সৃজন করেন।

বিধাতা অবশ্য সর্ব্বশক্তিমান; তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন তদ্বিষয়ে কাহারও কোনরূপ বক্তব্যই নাই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, তিনি যেরূপ ভাবে আদমকে সৃজন করিলেন, সেইরূপ ভাবে অনায়াসে আদেশমাত্র হবাকেও সৃজন করিতে পারিতেন, তবে তিনি সেরূপ করিলেন না কেন?

এইপ্রকার গুরুতর প্রশ্নের ও তাহার উত্তরের বিষয় আলোচনা করিলে তাঁহার সৃষ্টি কৌশল ও অসীম জ্ঞানগরিমার কথা ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় অপার আনন্দরসে আপ্লুত হয়। তাঁহার এবম্বিধ অপূর্ব্ব সৃষ্টিকৌশলের রহস্য ভেদ করা মানবজ্ঞানের সাধ্যাতীত। তবে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইমাত্র বুঝিতে পারি যে রমণী কোন মতে উপেক্ষার সামগ্রী নহে। রমণী প্রেমের আধার, রমণী ভালবাসার সামগ্রী, রমণী প্রীতির পাত্রী এক কথায় রমণী সম্মান, আদর প্রভৃতির উপযুক্ত বস্তু। বিশ্বশ্রষ্টার এক সামান্য সৃষ্টি

কৌশল পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা যে শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হই, শত শত নীতিশাস্ত্র পাঠ করিয়া বা শত শত উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তাহার কিয়দংশ শিক্ষালাভ করিতে পারিনা।

হিন্দুশাস্ত্রে রমণী 'প্রকৃতি' বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে; হিন্দুগণ রমণীকে আদ্যাশক্তিরূপে পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রত্যেক নীতিশাস্ত্রে রমণীর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, আদর ও সম্মান প্রদর্শন করিবার ভূরি ভূরি উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। "মাতৃবৎ পরদারেষু" এই মহাজন বাক্যে অগাধ জ্ঞান ও অগাধ উপদেশ নিহিত রহিয়াছে; কেবলমাত্র ঐ নীতির অনুসরণ করিলে এই সংসারে অর্দ্ধেক পরিমাণে পাপাচরণ কমিয়া যায়।

ফলতঃ এক্ষণে যে যে ধর্ম্মাবলম্বী লোক পৃথিবীর পৃষ্ঠে বিরাজিত রহিয়াছে সকলেরই নিকট রমণী ভক্তি প্রেম আদর ও সম্মানার্হ। আমার বিশ্বাস, যে জাতি রমণীর প্রতি যেরূপ আদর ও সম্মান প্রদর্শন করে, সে জাতির উন্নতিও তদ্রূপ হয়। রমণীর প্রতি সম্মান ও জাতির উন্নতি যেন সম অনুপাতে রহিয়াছে।

ইদানীং ইউরোপ ও আমেরিকা উন্নতি ও সভ্যতার উচ্চমঞ্চে অধিরোহণ করিয়াছে। তত্তৎদেশবাসীগণ সভ্যতাভিমানে সগর্ব্বে ধরণী বক্ষে পাদচারণ করিতেছে। তাহাদের সভ্যতা, তাহাদের উন্নতি অপর দেশবাসিগণের অনুকরণের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে; * অনেকে তাহাদের পথাবলম্বী হইয়া জগতে সভ্য বলিয়া সমাদৃত হইতেছে ভাল, কিছুদিন পূর্ব্বে যে আমেরিকা বা যে ইউরোপ নিতান্ত অসভ্য ও বর্ব্বরোচিত অবস্থায় কালাতিপাত

* যদি ইউরোপ এবং আমেরিকার সভ্যতার অনুকরণ করিতে চান, তাহা হইলে তিনজনকে খোদা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। স্ত্রীকে অপর পুরুষের সঙ্গে বিলাতে পাঠাইতে হইবে। জারজ সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে ইত্যাদি।

আমরা এ কথা বলিতে চাই না যে, খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে সৎগুণ একেবারে নাই। যে সকল সৎগুণ আমরা খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে দেখিতে পাই, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের জীবনী আলোচনা করিলে তাহাপেক্ষা অধিক সৎগুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি সৎগুণের অনুকরণ করিতে ইউরোপ এবং আমেরিকায় যাইতে হইবে না। (প্র, স,)

করিতেছিল, যে আমেরিকা ও ইউরোপ অবনতির নিম্নস্তরে পতিত ছিল তাহার এইরূপ দশা পরিবর্ত্তনের কারণ কি? পাঠক পাঠিকাগণ আপনারা উল্লিখিত দশা পরিবর্ত্তনের জন্য যে কোন কারণ নির্দ্দেশ করুন না কেন আমার বিশ্বাস রমণীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ও রমণীর প্রতি আদর ও সম্মান প্রদর্শনই উহার প্রকৃত মূলীভূত কারণ *। তাহারা যদবধি রমণীকে ভালবাসিতে শিক্ষা করিয়াছে, যদবধি রমণীকে সম্মানের উচ্চাসন প্রদান করিতে শিক্ষা করিয়াছে, তদাবধি তাহাদের উন্নতি ও সভ্যতার সূত্রপাত হইয়াছে। †

অন্যপক্ষে ইহাও প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে যে, যেজাতি যেদিন হইতে রমণীর প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে যেদিন হইতে রমণীর প্রতি অনাদর ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছে, যেদিন হইতে রমণীর মানসম্ভ্রম বিনষ্ট করিবার উপক্রম করিয়াছে সেইদিন হইতেই সেই জাতির অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছে। জগতের ইতিহাসের প্রতিপৃষ্ঠায় ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ সমূহ স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। গ্রীসের ইতিহাস উদ্ঘাটন করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? গ্রীসের অবনতির কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা কি জানিতে পারি? যে রোমের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে একদা সমগ্র ধরণী প্রকম্পিত হইত সেই রোমের পতন ও হীনাবস্থার প্রকৃত কারণ কি? রমণীর প্রতি অত্যাচার, রমণীর প্রতি অনাদর, রমণীর প্রতি অসম্মান প্রদর্শনই উহার প্রকৃত কারণ। ‡

আবার দেখুন এককালে ইসলামের তেজোপ্রভাবে সমগ্র জগৎ চকিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল; ইসলামের জ্ঞান গৌরবে অন্যান্য সকল জাতিই পরিম্লান হইয়াছিল; ইসলামের শক্তি, ইসলামের বল ও ইসলামের ঐশ্বর্য্য দর্শনে

* আমাদের বিবেচনায় ১ম বিদ্যা শিক্ষা, ২য় বিজ্ঞানের চর্চ্চা। (প্র, স,)

† ইউরোপীয়ানেরা স্ত্রীজাতিকে সম্মান ও ভালবাসিতে মোসলমানদের নিকট সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা করিয়াছিল। তাই বলিয়া আমাদের মত নামধারি মোসলমানদের কাছে নয়। (প্র, স,)

‡ আমাদের বিবেচনায় এক ঈশ্বরবাদীদের সহিত সংঘর্ষণেই রোমের পতন হইয়াছিল। তাই বলিয়া আমাদের মত মৌখিক এক ঈশ্বরবাদী তাঁহারা ছিলেন না। (প্র, স,)

জগত সন্ত্রস্ত ও ভীতচিত্ত হইয়াছিল। সেই ইসলামের এখন সে তেজ, সে জ্ঞানগৌরব বা সে শক্তি ও ঐশ্বর্য্য কোথায়? কেন এরূপ হইল? ইসলামের এরূপ অধঃপনের কারণ কি? * শাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘনই ইহার প্রকৃত হেতু নহে কি? শাস্ত্রের উপদেপ পদদলিত † করিয়া রমণীর প্রতি অত্যাচার করাই ইসলামের পতনের কারণ নহে কি? শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন পূর্ব্বক রমণীকে অনাদর ও অবজ্ঞা করাই ইসলামের এরূপ দুর্দ্দশার হেতু, ধর্ম্মশাস্ত্রের বচনানুযায়ী রমণীর সম্মান, রমণীর সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ না রাখাই ইসলামের অধোগতির মূলীভূত কারণ।

সহৃদয় পাঠকগণ, আপনারা একবার মুসলমান রমণীর প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করুন, তাহা হইলে অনায়াসে আমার কথার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। রমণী যে কি বস্তু তাহা আমরা বুঝিতে পারি না; রমণী যে কিসের পাত্র কিরূপ আচরণের যোগ্য তাহা আমরা আদৌ জানি না এবং বুঝিনা, জানি না বলিয়াই আমাদের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে। আমাদের সমাজে রমণীর কিছুমাত্র আদর নাই কিছুমাত্র সম্মান নাই। আমরা আমাদের গৃহপালিত পশুপক্ষীর প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকি তাহাদিগকে যেরূপ আদর করি, তাহার কলামাত্র আদর বা ভালবাসা যদি আমাদের রমণীর প্রতি দেখাইতে পারিতাম, তাহা হইলে আজ আমাদের এরূপ হীনাবস্থা কখনই হইত না।

ভাই মুসলমান আমার কথায় রাগ করিও না, আমার প্রতি বিরক্ত হইও না। আমি যাহা বলিলাম, তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে। আমি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং স্বচক্ষে দেখিতেছি আপনাদিগকে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাষ মাত্র প্রদানের চেষ্টা করিতেছি। আপনার নিজ সহরের বা নিজ গ্রামের মুসলমান রমণীর অবস্থার প্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখুন দেখি, তাহারা কিরূপ ভাবে জীবন যাপন করিতেছে, তাহারা পুরুষের

* আমাদের মতে ইসলামকে পদে দলন করাই পতনের প্রধান কারণ। (প্র, স,)

† আমরা নামধারি মোসলমান বলিয়াই শাস্ত্রের বচন পদে দলন করিতে সাহসী হইয়াছি। (প্র, স,)

নিকট কিরূপ ভাবে সমাদৃত হইতেছে, তাহা হইলে আমার কথা সত্য কি অসত্য অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। অদ্য এই পর্য্যন্ত বারান্তরে রমণীজাতি সম্বন্ধে আরও কিছু লিখিবার বাসনা রহিল।

এস, ও, আলি বি, এল,

আপত্তিখণ্ডন।

(৫)

আমরা প্রথম আপত্তির মীমাংসাকালে, প্রবন্ধের আরম্ভে দেখাইয়াছি যে, হজরত মহম্মদের (দ) পূর্ব্বে বিবাহ সীমাবদ্ধ ছিলনা। বিশেষতঃ প্রতিমা পূজক দুর্নীতি পরায়ণ আরবগণ অনাথা বিধবাদিগের দুর্গতির একশেষ করিত। আরবগণ বিধবাদিগকে একবারে বেশ্যাপেক্ষাও ঘৃণার চক্ষে দেখিত; ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রে ইহা জ্ঞাত আছেন। স্ত্রীজাতির প্রতি সেই ভয়ানক অত্যাচার নিবারণার্থ ও ব্যভিচারের স্রোত রুদ্ধ করিবার জন্য সুরা নাসের ১।২।৩ আয়তে বিবাহ বিধি, প্রকাশিত হয়। তাহাতে লিখিত আছে "যদি তোমরা অনাথাদিগের (বিধবা) প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না এমত আশঙ্কা কর" অর্থাৎ হৃদয়ের কঠিনতা হেতু স্বীয় স্ত্রীতে সন্তুষ্ট না হইয়া লোকে (প্রতিমা পূজকেরা) যেমত অনাথাদিগকে ভ্রষ্টামিতে সংলিপ্ত করে, আপনাদিগের বিষয় তেমত করা আশঙ্কা কর, তাহা হইলে পাপাচরণ ও ভ্রষ্টতাতে সংলিপ্ত না হইয়া ২।৩।৪ পর্য্যন্ত নারীর পানিগ্রহণ করিতে পার। তার পর বলা হইয়াছে যে, পরন্তু যদি আশঙ্কা থাকে যে, ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না, তাহা হইলে একই নারীর পানিগ্রহণ করিবে" ইত্যাদি। বহু স্ত্রী গ্রহণাভিলাষী যদি সর্ব্ব বিষয়েতে স্ত্রীগণের সহিত সম ব্যাবহার করিতে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্থ জ্ঞান না করেন, তাহা হইলে কোন মতে বহুস্ত্রী গ্রহণ তাহার পক্ষে শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। যে হেতুবাদ গুলি উল্লেখ করিয়া আপত্তিকারিগণ হজরতকে আক্রমণ করিয়া থাকেন, বিধি প্রদাতা তাহা অগ্রেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

অজ্ঞান পক্ষপাতী ব্যক্তি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দোষারোপ করেন, একবার

চক্ষু চাহিয়া দেখেন না যে, বহু বিবাহ মানব সমাজে কেবল চির প্রচলিত তাহা নহে, কিন্তু তাহা শাস্ত্র সম্মত এবং সদা প্রভু যিহোবা দ্বারা তাহা আশীর্ব্বাদ যুক্ত। আদি পুস্তক ৩০ অধ্যায় ৫ পদ হইতে লিখিত আছে যথা "ইহা বলিয়া রাহেল আপন দাসী বিল্‌হার সহিত তাহার (যাকুবের) বিবাহ দিল, তখন যাকুব তাহার কাছে গমন করিলে, সে গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিল। তখন রাহেল কহিল, ঈশ্বর আমার বিচার করিলেন এবং আমার কাকুক্তি শুনিয়া আমাকে পুত্র দিলেন" ইত্যাদি। ঐ ৯ পদে লিখিত আছে যথা "তখন লেয়া আপন গর্ভ নিবৃত্তি হইয়াছে জানিয়া আপনার সিল্পা নাম্নি দাসীকে লইয়া যাকুবের সহিত বিবাহ দিল" ইত্যাদি। বাইবেলের কি আদি ভাগ কি অন্তভাগ, উভয়ে মিলিয়া বহু বিবাহ সমর্থন করিতেছে। জগতের ইতিহাস আমাদিগকে অসীম বহু বিবাহের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অসীম বহু বিবাহ প্রথাকে সীমাবদ্ধ করিয়া হজরত মহম্মদ যে, কোন অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, আমাদের যুক্তিতে এমত আইসে না বরং ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রে অবগত আছেন যে, তিনি অসীম বিবাহ প্রথাকে সীমাবদ্ধ করিয়া জগতের অসীম মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। ৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে জর্ম্মনীর ফন্‌ফেসর পোপ গ্রেগরির নিকট বহু বিবাহ সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া যে উত্তর পাইয়াছিলেন আমরা নিম্নে তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিতেছি; "যদি কোন স্ত্রী নিতান্ত পীড়িতা হইয়া সহবাস অক্ষমা হইয়া পড়ে তাহা হইলে, তাহার স্বামি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু স্বামির কর্ত্তব্য যে নিজ পীড়িতা স্ত্রীকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উপযুক্তরূপে ভরণ পোষণ যোগায়। ভরসা করি যে, এতাবত আলোচনা দ্বারা আমরা বহু বিবাহ যে শাস্ত্রানুমোদিত ও মানব সমাজে চিরপ্রচলিত তাহা পাঠকদিগকে বিশদরূপে দেখাইয়াছি বিশেষতঃ আপত্তিকারিদিগের মধ্যে যাহারা প্রথম শ্রেণীর তাহাদের অবলম্বিত শাস্ত্রই বহু বিবাহ সম্পূর্ণরূপে যিহোবা সদাপ্রভুর অনুমোদিত বলিয়া সাক্ষ্য দেয় তাহাও দেখাইছি, এখন উপসংহারে আরও দুই একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। যিহিষ্কীয়েল পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করিলে দেখিতে পাই যে, সদা প্রভু আপনি দুই স্ত্রী গ্রহণ করিবার উপমা দেখাইতেছেন। ভাল জিজ্ঞাসা করি, পবিত্র সদাপ্রভু পরমেশ্বর কি কোন অপবিত্র পাপজনক বিষয় আপনার প্রতি আরোপ করিয়া উপমা দেখাইবেন!! শুন খ্রীষ্টীয়ান চূড়ামনী মহাত্মা পৌল * ইব্রিয়দিগের প্রতি পত্রের ১৩ অধ্যায়তে কি বলিতেছেন— "বিবাহ সর্ব্বতোভাবে আদরনীয় ও তাহার শয্যা বিমল, কিন্তু ব্যাভিচারী ও বেশ্যাগামীদের বিচার ঈশ্বর করিবেন। ভাই আপত্তিকারী তুমি অন্যায়রূপে আপত্তি উথাপন করত হজরতের প্রতি অবিশ্বাস ও অসম্মান প্রদর্শন করত অপরাধী হইতেছ। সুবিচার কর দেখিবে ঐ রমণীর পাণি গ্রহণের আদেশ প্রদান করিয়া, কোন মতে শাস্ত্র বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করেন নাই।

শ্রীচন্দ্রনাথ সরকার।

গঙ্গারাম টাটারু।

(একটি চুট্‌কি।)

প্রথম-উদ্যম।

চাই কাঁসার বাসন।

মুর্শীবাদের কোন পল্লীগ্রামে গঙ্গারাম চট্টোপাধ্যায় নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সাধারণ লোকে তাঁহাকে গঙ্গারাম চাটুয্যে বলিয়া ডাকিত। তিনি লেখা পড়া জানিতেন না এবং তাঁহার কোন আত্মীয় স্বজন ছিলনা। ব্রাহ্মণ সন্তান মূর্খ হইলে, এবং পিতৃ পুরুষের অর্জ্জিত ধন সম্পত্তি না থাকিলে, পরিবার পোষণ জন্য যে, তাঁহাকে কত কষ্ট পাইতে হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেরই জানা আছে, সুতরাং, গঙ্গারামকে সামান্য কাঁসারি বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। মাথায় বহিয়া লওয়ার উপযুক্ত কাঁসার বাসন ডালা সাজাইয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করিতেন। তদ্দ্বারা যাহা লভ্য হইত, তাহাতেই কষ্টে সৃষ্টে তাঁহার দিন পাত হইত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন গঙ্গারামের বয়স ষাট বৎসরের কিছু উপর; অথচ বাহাত্তুরে তেও যান নাই। গঙ্গারাম দেখিতে গৌরবর্ণ হইলেও, তখন শরীর বেশ

* ইব্রীয় পত্রের লেখক সম্বন্ধে মত ভেদ আছে। আমার মত যে উহা মহাত্মা পৌলের লেখা।

সুঠাম ছিলনা। গায়ের চাম্‌ড়া ঢিলে, দন্ত গলিত ও কেশ পলিত হইয়াছিল। মস্তক সর্ব্বদা মুণ্ডিত থাকিত কেবল নিষ্ঠাবানের নিদর্শন স্বরূপ ঝাড়া এক হাত টীকি—মুণ্ডিত মস্তকে পক্ক-কেশের সেই সাদা ধব্‌ধবে টীকিটি—নাড়া হোলার উপর বক্‌বিষ্ঠার ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। ভুরু দুইটি ঝুলিয়া চ'খের তারা ঢাকিবার উপক্রম করিয়াছিল—ভাল করিয়া বাসন পত্র যাচাই করিতে হইলে, ব্রাহ্মণকে চ'খের পর্‌দা" তুলিয়া চাহিতে হইত। পাঠক, কখনও বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর অথবা বর্দ্ধমান হইয়া মেদিনীপুর গিয়া থাকিলে, অবশ্যই "তারাজুলির থাল" দেখিয়াছেন—সেই তারাজুলির থালের মত দুই গালে দুইটি "ডোব" পড়িয়াছিল।—অধর ওষ্ঠের দুই প্রান্তভাগেই দুইটি সাল্‌কি বিরাজ করিত। ব্রাহ্মণ, এ অবস্থাতেও গ্রামে গ্রামে—পাড়ায় পাড়ায়—"চাই——কাঁসার বা—স—ন——চাই——কাঁসার বা—স—ন" বলিয়া হাঁকিয়া বেড়াইতেন।

"কই ? চুট্‌কিতে রস কই ?—
প্রথমেই বুড়ো হাড় ? আর না।"
চটেন কেন, থামুন—অবশ্যই রস পাইবেন।

"তবে চল।"

দ্বিতীয়-উদ্যম।

মধুরান্ন।

গঙ্গারামের পরিবারের মধ্যে কেবল মাত্র পত্নী—তাঁহার নাম—কমলা। কমলা রূপে গুণে সাক্ষাৎ কমলা।

"এ আবার কি ? মুসলমান হয়ে হিন্দু দেবী কমলার উপমা ?"

আবার চ'ট্‌লেন ? শ্রীহট্টের কমলা কখনও দেখেন নাই ?—খান নাই ? কেমন দেখিতে সুন্দর—কেমন গুণে মধুরান্ন ?

"বেশ—বেশ—তবে বেশ।"

কমলার বয়স আন্দাজ ১৬।১৭ বৎসর। পাঠক, অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইনি ব্রাহ্মণের প্রথমা পত্নী নহেন। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া পত্নীরা যেমন পদে পদে স্বামীর প্রতি অভিমানিনী হন, কথায় কথায় স্বামীকে পায়ে ধরাইতে চান, আধুনিক কোন কোন গুণশালিনী কামিনীর ন্যায় কমলাতে সে

সকল গুণ ছিলনা। ব্রাহ্মণ জরাগ্রস্ত ও দরিদ্র হইলেও কমলা তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে ভক্তিমতী ও যত্নবতী ছিলেন, যথোপযুক্ত অশন, বসন, ভূষণ না পাইলেও তিনি কখনও ব্রাহ্মণের প্রতি মুখ বাঁকাইয়া কথা কহিতেন না।

তৃতীয়-উদ্যম।

কাপড়ের দোকান।

সহরের ভদ্র হিন্দু-মহিলারা প্রায় দোতলার নীচে নামেন না—নাচে ঘাটে দাঁড়ান না—বাহ্যে ত্যাগ করিতে দল বাঁধিয়া ময়দানে যাননা। কিন্তু, পাড়াগাঁয়ে সে সভ্যতা টুকু এখনও সম্যক্ প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই সুতরাং অনেকস্থলে হিন্দু ললনারা নাচে ঘাটে দাঁড়ান—পাড়ায় পাড়ায় বেড়ান—আর পুরুষেরা জলের কলসী স্পর্শ করেন না—কাজেই বাড়ী হইতে পুষ্করিণী এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত হইলেও, বাম কাঁকে কলসী করিয়া—মরাল—গ্রীবা হেলাইয়া দক্ষিণ হস্তটি "রেলগাড়ির হাতার" মত আন্দোলিত করিয়া—কুল বধূরা পানীয় জল আনয়ন করেন। এই স্বভাব সিদ্ধ নিয়মানুসারে আমাদের কমলাও প্রতিবেশিনী মোহিনীগণে মিলিয়া পানীয় জল আনয়ন করিতেন। কমলা যে পথ দিয়া নিত্য জল আনিতেন, সেই পথের ধারে একটা খুব ধুম ধামের সোণা রূপার অলঙ্কার ও দেশী বিদেশী নানারঙ্গের নানাঢঙ্গের কাপড়ের দোকান। যিনি ঐ দোকানের মালিক, তাঁহার কথা পর উদ্যমে কথিতব্য।

চতুর্থ উদ্যম।

বিরাট পুরুষ।

যে গ্রামে কমলাদের বাস, সে গ্রামটি পল্লীগ্রাম হইলেও ছোট ছিলনা, খুব বড়—সহরের মত না হইলেও—আধ সহর গোছের বটে। সেখানে একটা পোষ্টাফিস্ একটা থানা—একটা ইংরেজি স্কুল প্রভৃতি ছিল—কাজেই সে গ্রামটাকে আধসহর বলিতে বাধ্য হইলাম। উপরে যে দোকানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মালিক এ দেশী নহেন—বিদেশী, বিলাতী নহেন পাঞ্জাবী। মুর্শীদাবাদ সহরে প্রসার প্রতিপত্তি করিতে না পারিয়া মফঃস্বলেই দোকান খুলিয়াছিলেন। পাঞ্জাবীভায়া মাঝারি গোছের ধনবান্ এবং

ও অঞ্চলে পয়সার জোরে মাননীয় ছিলেন। বয়স ৪০।৪২ বৎসর। দেখিতে বেশ সুপুরুষ। পরিধানে চুড়িদার পাজামা—গুল্‌ফের (মোটা কথায় পায়ের এড়ির) আধ হাত উপরে হাড়ে চামড়ায় কশিয়া বোতাম আঁটা—ঐ বোতাম আঁটা জায়গার আবার আধহাত উপরে (পাজামাটির) "হাড়গিল্লার গলার থলির মত একটা থলি। গায়ে চোগাচাপ্‌কান্। মস্তকে লম্বা চাঁদর চুলের উপর দিল্লীর জুমা মস্‌জিদের গুম্বজের ন্যায় কিংবা বারাণসীর বিশ্বনাথ মন্দিরের চূড়ার মত ভাবাল, জাঁকাল, জম্‌কাল পাগুড়ি। সুতরাং পরিচ্ছদ বেশ পরিচ্ছন্ন ছিল। তিনি কি জাতি, বলিতে পারিনা। পাঠক, ক্ষমা করিবেন না কি? এখানে এক কথা বলিয়া রাখি, এই বিরাট পুরুষই আমাদের কমলার প্রণয়ভিখারী।

পঞ্চম উদ্যম।

গাল পেতে দি আবার মারো মা!

ভাদ্রমাসের শেষ—পূজা নিকট প্রায়—খরচপত্রের দরকার—হাতে পয়সা-কড়ি নাই—এই বলিয়া গঙ্গারাম, তৈজসপত্র মাথায় করিয়া গ্রামান্তরে বিক্রয় করিতে চলিলেন। তখন ভোর হইয়াছে—চন্দ্র, শান্ত, স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ লইয়া পশ্চিমদিকে ঢলিয়া পড়িয়াছেন—পূর্ব্বদিক লোহিতাভ হইয়াছে—উষার ললাটে শুক্র তারকা ঝলমল করিতেছে—কুমুদ মুদিতেছে—কমল দল প্রস্ফুটিত হইবার উদ্যোগ করিতেছে—কেহ কেহ বা ফুটিতেছে—ভ্রমর গুঞ্জরণ করিতেছে—কোকিলের কুহু নাই—তৎপরিবর্ত্তে শৃগালের "হুঁকি হু" শ্রুত হইতেছে—পেচক ডাকিতেছে—ঘুঘু ঘোষণা করিতেছে—গ্রামের লোক দুই একজন জাগিতেছে। গঙ্গারাম বাটীর বাহির হইয়াই মাঠে পড়িলেন। দুই পাশে আউষে ভূমি, মাঝে মাঝে সরু আ'ল পথ—ধানগাছ গুলি শস্য উদ্গীরণ করিয়া ধনবান্ ব্যক্তিকে নম্রতা শিখাইবার জন্যই যেন আ'লের উপর লতাইয়া পড়িয়াছে—সেগুলি আবার শিশির-সিক্ত। গঙ্গারামকে ধান ঠেলিয়া যাইতে হইল। শিশিরে পরিধানের কাপড়টি সমস্ত ভিজিয়া গেল। গঙ্গারাম কষ্টে-সৃষ্টে কিছুদূর গিয়া আউষে ভূমির যন্ত্রণা হইতে তিস্কৃতি লাভ করিলেন। "বাবা, বাঁচলেম" বলিয়া উলঙ্গ হইয়া কাপড়খানি নিংড়াইলেন। তখন সূর্য্য উদয় হয় নাই—আর মাঠেও কোন লোক

নাই—অতএব, গঙ্গারাম উলঙ্গ হইতে লজ্জা বোধ করিলেন না। আর লাজ করিয়াই বা করিবেন কি? একে বুড়ো হাড়, তাতে শিশির—হাড়ে একবার ভিজিতে পাইলে সর্ব্বনাশ! সঙ্গে সঙ্গে কাশী আসিয়া জুটিবেন। কাশী একবার—অন্তরে ঢুকিতে পাইলে সদ্য সদ্যই ঠাকুর কাশীবাসী হইবেন। তখন আমাদের কমলার দশায় কি হইবে? কমলার পেটে দুটো ছেলে পুলে হয় নাই যে, তারা কমলার ভরণ পোষণ করবে। বাপ ভাইএর বাড়ীতে সচ্ছলতা নাই যে, তারা কমলাকে দুমুঠো-খেতে দিবে। আর জানেন্ ত মা যত দিন—তত দিনই বাপের বাড়ীতে মেয়ের আদর; কমলার সে স্বর্গস্বরূপা মাও নাই। আর এক কথা, কমলা ক্ষুধার সময় পেট ভরিয়া খাইতে না পাইলেও, দুমুঠো চিম্‌শে মুড়ি মুখে দিয়া পিত্ত রক্ষা করেন। ঠাকুর কাশীবাসী হইলে যে, কমলার পিত্ত মাথায় উঠিবে। এই সমস্ত ভবিষ্যৎ বিষয়ের যদি একটু সুমীমাংসা করিতে পারেন, তবে আপনি গঙ্গারামের উলঙ্গ হওয়াটা দোষ বলিয়া ধরিয়া লউন।

"আর গোল করো না—চল।"

গঙ্গারাম চলিলেন—সেই নিংড়ানো কাপড়খানি পরিয়া মাঠে মাঠেই চলিলেন। মাঠটা বড় না হইলেও—গঙ্গারামের পক্ষে "খুব বড়" হইয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে পা—টি, পা—টি চলিয়া ব্রাহ্মণ আর কতদূর যাইবেন? এক ক্রোশ পথ না যাইতেই জলখাবার বেলা—জল খাবার ত সঙ্গে আর কিছু নাই—কেবল "স্বামী, পাড়া ফির্‌তে যাবেন" ভাবিয়া সন্ধ্যার সময় কমলা আধ পয়সার পাটালি আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই। মাঠে জল নাই—হৈমন্তিক ধান্য সকল, জলের অভাবে জ্বলা জ্বলা হইয়া গিয়াছে—মাটী ফাটিয়া গিয়াছে—এমন কি বেল ভাঙ্গিলেও চলে। পুষ্করিণী আছে—তাহাতে জল নাই; কৃষকেরা সমস্ত জল সেচিয়া কর্দ্দমরাশি অবশিষ্ট রাখিয়া দিয়াছে। কাদা সরিয়া কোথাও অল্প স্বল্প জল দাঁড়াইবে কি, দোর্দ্দণ্ড-মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণে কাদা সকল আঁটা আঁটা হইয়া গিয়াছে—উহাতে পা দিলে এমন ভাবে আঁটিয়া ধরে যে উঠান ভার। গঙ্গারাম জল পাইলেন না। একখানি পাটালি মুখে দিয়া পিত্ত রক্ষা করিলেন। গ্রাম আর বেশীদূর নাই—দশরশি পার হইলেই—পঁহুছা যায়। তেমন সময়ে বাহে তলব হইল।

"টেপাটিপি" করিয়া দু' দশ হাত গেলেন—আর যাইতে পারিলেন না—আর টিপিয়া রাখিতে পারিলেন না—আর সামলাইতে পারিলেন না—ডালা নামাইয়া কাপড় সরাইয়া—বসিবার অবসর পাইলেন না—একবারেই কাপড়ে চোপড়ে! ব্রাহ্মণ বড় বিপদে পড়িলেন। অগত্যা সেইখানে ডালা নামাইয়া তাড়াতাড়ি গ্রামদিকে ছুটিলেন। বেশী কষ্ট পাইতে হইল না, গ্রামের ধারে গিয়াই একটা পুকুর পাইলেন। পুকুরটার চারিধারে দল—মাঝখানে পাণি-ফলের গাছ—ঘাট নাই। সেখানে গ্রামের কোন লোক সরে না। ঠাকুর দল ঠেলিয়া জলে নামিলেন। পূর্ব্ব হইতেই প্রবল পিপাসা ছিল—অগ্রে একটু জল পান করিলেন—তারপর কাপড়-চোপড়—গা-হাত ধুইলেন। এই অবসরে একটা জোঁক তাঁহার বাম উরুতে ধরিয়া গেল। তিনি পাড়ে উঠিয়া জোঁক ছাড়াইতে ছাড়াইতে দেখিলেন, ডালার কাছে একটা স্ত্রীলোক। ঠাকুর চম্‌কাইলেন—আর থাকিতে পারিলেন না—ছুটিলেন। একে বুড়ো মানুষ—প্রথমে একছুট হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর আবার ছুট—কাজেই তালছুট হইয়া পায়ে পা লাগিয়া পড়িয়া গেলেন। একটা পদনখর ছিন্ন হইয়া রক্তপাত হইল। ঠাকুর উঠিয়া সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া দ্রুতপদে ডালার নিকট আসিলেন—দেখিলেন, ডালায় একটা ঘটী নাই। তখন এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া হতাশ হইয়া হাঁটুতে হাত দিয়া "হায়, হায়, আমার কি হলো!" বলিয়া বসিয়া পড়িলেন।

সেই পথে এক গোয়ালিনী ঘাসের বোঝা মাথায় করিয়া ক্লান্ত হইয়া ঘর্ম্মসিক্ত কলেবরে, দ্রুতপদসঞ্চারে গ্রাম অভিমুখে চলিতেছে। বেশী বোঝা মাথায় ছিল, পথে কোন লোক পাইলে, তাহার সাহায্যে নামাইয়া, একটু দম লইবে, তাহার পর চলিবে, এই মনে করিতেছে—এমন সময়ে গঙ্গারাম তাহার সম্মুখ হইয়া বলিলেন, "নামাও বোঝা।" গোয়ালিনী তাড়াতাড়ি বোঝা নামাইয়া, একধারে বসিয়া হাঁপ ছাড়িতে লাগিল। গঙ্গারাম রাগত হইয়া বলিলেন, "বিটি, তু আমার ঘটী নিয়েছিস্, বের কর।" গোয়ালিনী তখনও ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়িতে ছিল, কোন উত্তর করিল না। ঠাকুর আর কোন কথা না বলিয়া, ঘাসের বোঝার ভিতর ঘটী থাকা সন্দেহ করিয়া যেমন বোঝা খুলিতেছেন, অমনি গোয়ালিনী তাঁহার "ডানগালে বাঁ হাতের

এক ঠোনা" মারিয়া বলিল, "মর্—মিন্‌সে—মর্, তোর্ ঘটী কে জানে।" "মা—আবার মারো—মা—গাল পেতে দি, আবার মারো—মা—তবু আমার ঘটীটি দাও মা।" গোয়ালিনী ঘাসের বোঝা খুলিল না, খুলিতে দিলও না। ব্রাহ্মণ বেচারা হতাশ হইয়া ডালা মাথায় করিয়া আস্তে আস্তে গ্রামে প্রবেশ করিলেন। সেদিন আর বাড়ী ফিরিতে পারিলেন না।

ষষ্ঠ-উদ্যম।

কে ও?

সন্ধ্যা হইল। প্রদীপ ভাতিল। তারকা হাসিল। কমল মুদিল। কুমুদ হাসিল। ২।৪ দণ্ড স্বামী আসার অপেক্ষা করিয়া কমলা নৈশাহার সমাপন পূর্ব্বক খিল দিয়া ঘরের মেঝেয় একাকিনী শয়ন করিলেন। "রূপ কাল—যৌবন কাল—রাত্রি কাল, তার সঙ্গে নিদ্রাও এক মহাকাল।" এই কথা কয়টি কমলার শোনা ছিল। সুতরাং, স্বামী বাড়ীতে না থাকিলে, কমলা রাত্রে প্রায় ঘুমাইতেন না, জাগিয়া যাপন করিতেন। সেই অভ্যাস অনুসারে কমলা সজাগ্রতে যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণপক্ষ—কিছুক্ষণ পরে চাঁদ উঠিলেন। ক্রমে ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল। কমলা জাগিয়া থাকিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু দু'এক মুহূর্ত্তের জন্য নিদ্রা যেন তাঁহাকে চাপিয়া ধরে—এই অবকাশে কত সুস্বপ্ন-কুস্বপ্ন দেখেন। আবার জাগেন। ভাবেন, "স্বামী কোথায়, কি অবস্থায় রহিলেন।" কমলা ঘুমাইতেছেন—জাগিতেছেন—ভাবিতেছেন—এদিকে শারদীয় বিভাবরীর বিমল সুধাংশু রশ্মি "চালের ফাঁক" দিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া কমলার কমলাননে পতিত হইতেছে—সেই সঙ্গে ললিত-লবঙ্গ লতা তুল্য কমলার সুললিত দেহ-লতিকার লীলাময়ী লাবণ্য-লহরী মিশ্রিত হইয়া ভাবুকের মনশ্চক্ষুঃ সার্থক করিতেছে। পাঠক, একবার মনশ্চক্ষু উন্মীলিত করুন। নিশীথে স্ফুটিত পদ্ম কখনও দেখেন নাই—কমলার মুখ পানে চাহিয়া দেখুন—সে সাধ মিটিবে। মৃণালে কাল ফণিনী জড়িত দেখিবার সাধ থাকিলে, কমলার দিকে চাহিয়া দেখুন। নিদ্রাবেশে শয্যা-সংঘর্ষিত কবরিস্খলিত বেণী কমলার মৃণাল-ভুজে কেমন জড়াইয়া আছে দেখুন। কমলা, কমলগন্ধা—

কমলা, কমলাক্ষা। কমলার নয়ন কমল—কমলার বদন কমল—কমলার চরণও কমল—"আর কি কমল?" কমলার কোমলতাও কমল। অতএব, কমলার "কমলা" নাম সার্থক হইয়াছে। বন্ধো! এখানে ব্যাকরণের কুটতর্ক বাহির করিও না, ভাষাবিন্যাসে দোষ ধরিও না, উচু নীচু শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিও না; কেবল, কমলার চক্ষুর দিকে লক্ষ্য রাখ—সব ভুলিবে—স্বর্গ ভুলিবে—মর্ত্ত ভুলিবে—রসাতল বলিয়া কোন শব্দ থাকিলে, তাহাও ভুলিবে। আহার ভুলিবে—বিহার ভুলিবে—মোটের মাথায় সব ভুলিবে। "ভুলিবে না কি?" কেবল কমলাকে ভুলিবে না—কমলাকে ভালবাসিতে ভুলিবে না। কমলার চক্ষু ধীর—স্থির—প্রশস্ত—প্রশান্ত। কমলা কটাক্ষ জানেন না। কোন কোন সুনয়নার নয়ন ভঙ্গীতে তোমার হৃদয়ে কুলিশ পতন হয়—সর্ব্বশরীর জর্জ্জরীভূত হয়—কমলার নয়নভঙ্গীতে তাহা নাই। কমলার নয়নভঙ্গী, কেবল, সরলতা মাখা—প্রীতিমাখা—ভালবাসা মাখা।

কমলা জাগিতেছেন—ভাবিতেছেন—এপাশ ওপাশ ফিরিতেছেন—এমন সময়ে কাঁসার তৈজস পত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দ সহ দ্বারে করাঘাত হইল। স্বামী আসিয়াছেন—মনে করিয়া কমলা দ্বার খুলিতে গেলেন। কিন্তু, অধিক রাত্রি—কথার সাড়া না বুঝিয়া দ্বার খোলাটা ভাল নয়, এই ভাবিয়া মৃদু মধুর স্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—

"কে ও?"

বহির্দ্বার হইতে গম্ভীর স্বরে এই উত্তর হইল,

"হাম গঙ্গারাম টাটারু।"

শব্দটা নির্ভিক পুরুষের, ভাষাটা পশ্চিমে; কমলা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন—ভয়ে জড়সড় হইয়া ঘরের কোণে দাঁড়াইলেন।—গায়ে ঘাম ছুটিল—হৃদয় কাঁপিল,—বাক্‌রোধ হইল—শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল—মূর্চ্ছা হয়, এমত অবস্থা হইল। সেই অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা, কাষ্ঠপুত্তলিকা তুল্যা কমলা—সেই শান্তা, শিষ্টা, সুশীলা কমলা—"এইত প্রথম অঙ্ক, ইহার পর অঙ্ক গর্ভাঙ্ক কেমন হইবে" এই ভাবনায় আকুল হইলেন। কিন্তু, প্রথম অঙ্কেই যবনিকা-পতন হইল—বহির্দ্বার হইতে আর কোন শব্দ হইল না।

তথাপি কমলা অবশিষ্ট রাত্রি দাঁড়াইয়াই যাপন করিলেন। প্রভাতে গঙ্গারাম বাটী আসিলে, কমলা রাত্রির ঘটনা তাঁহাকে জানাইলেন। ঠাকুর মাথা দুলাইয়া অল্প হাসিয়া বলিলেন "ব্যাটা চোর, আমার ঘরে কি চুরি ক'র্‌বে?" কমলা ঈষৎ কুপিত হইয়া বলিলেন, "অ্যা—মরো—বুড়োহয়ে কি ভাম হ'য়েছ—সে—কি চোর, বুঝ্‌তে পার্‌লে না?" ঠাকুর, "অ্যাঁ, অ্যাঁ, তবেত সর্ব্বনাশ!" এই বলিয়া ঝুমিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর অনেক ভাবা-চিন্তা করিয়া, নিজের, বাড়ীতে না থাকা কালে এক প্রতিবেশিনীর কমলার কাছে রাত্রে শুইবার, থাকিবার পাকা বন্দোবস্ত করিয়া পরদিন দূরে ব্যবসায় করিতে চলিয়া গেলেন। দুর্গোৎসবের নবনীর দিন না হইলে, তাঁহার ফেরা হইবে না; কেননা, সেদিন বাড়ুয্যে-বাড়ীতে তাঁহার নিমন্ত্রণ। আর বিজয়ার দিনে তাঁহার বাড়ীতে, গোটা, আড়াইজন ব্রাহ্মণের ষোড়শোপচারে ভোজন হইবে। যে প্রতিবেশিনীর, কমলার কাছে থাকিবার বন্দোবস্ত উপরে হইয়াছে—তাহার নাম পরে বলিব।

সপ্তম উদ্যম।

ঝী'ঝেয়ারীর ঝম্‌ঝমানি।

সহরের সভ্যতায় সভ্যা, শিক্ষিতা লেখিকা-পাঠিকা রসিকা পাচিকা দলের দুর্লভ হইলেও, উল্টা গোঠে মাথা আঁটা, তার উপর, পান কাঁটা—গোঠা পাঠ্যা এবং সীমন্তে সিন্দুরের ফোঁটা দেওয়া রঙ্গ মঞ্চে পাস করা, দু'গাছা হইতে চা'র গাছা পর্য্যন্ত মল পরিধানা, "ঝী ঝেয়ারীর ঝম্‌ঝমানি" পাদচারণ মধুর নিনাদে কর্ণ কুহরে অমৃত বর্ষিত না হইলেও, পল্লীগ্রামে বিদ্যাসুন্দরের "মালিনী মাসীর" মত "ছিটে ফোটা তন্ত্র মন্ত্র" জানা, গোয়ালিনী, কলুনী, তেলিনী মালিনী, রজকনন্দিনী প্রভৃতি গজেন্দ্রগামিনা প্রেমরস রঙ্গিণী ফেরিওয়ালিদের একান্ত অভাব ছিলনা। এখানে এক কথা বলিয়া রাখা ভাল, সরলা নামা এক রামাও তাহাদের মধ্যবর্ত্তিনী।

অষ্টম-উদ্যম।

সধবা কি বিধবা।

সরলা জাতিতে ধোপা; উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা; বয়সে প্রৌঢ়া; তপাপি ষোড়শীর মত মুখে জল টল টল করিতেছে। দেখিতে পাতলা সিপসিপে—মুখখানি

যেন ছাঁচে ঢালা—চোখ দু'টি "আমের ফাঁকের" মত লম্বা লম্বা—নাকটি সরু অথচ উন্নত—ঠোঁট দু'টি তাম্বুল রাগে সর্ব্বদা লোহিতাভ—কাঁকালটি মুঠায় ধরা যায়। মোট কথা—সরলা নামে "সরলা" নহে—দেখিতেও বেশ সরলা, সুমধ্যমা, সুলোচনা। পরণে কালো-কাশীপেড়ে পাছা শাড়ী—বুকে বেড়া—আঁচলা পীঠে পড়া—আঁচলার খুটে বিলাতী রিংএ আঁটা ছোট বড় নানা রকমের চাবি কাঠি এক ছড়া। সে সধবা কি বিধবা জানিনা; তবে হাতে বালা, অনন্ত; প্রতি কাণে তিনটি করিয়া মাকুড়ি (কুণ্ডল); উপরকারটি ছোট, মাঝেরটি তা অপেক্ষা বড়, আবার নীচেরটি মাঝেরটি অপেক্ষাও বড়। সরলা যখন চোখ বাঁকাইয়া, চোখের পল্লব ঈষৎ কুঞ্চিত ও কম্পিত করিয়া, মাথা দুলাইয়া কথা কয়, তখন মাকুড়ি গুলিও তাহার চাহনির ভাব দেখিতে একটু আগু হইয়া পড়ে—আবার "চাহনিশরে" জর্জ্জরীভূত হইয়া নিমেষের মধ্যেই পিছু হয়—চাহনি ভুলিতে না পারিয়া আবার আগু হয়—আবার পূর্ব্ববৎ পিছু হয়—মুহুর্মুহু এইরূপ করিতে থাকে। বন্ধু, একবার ভাবিয়া দেখ, তখন তোমার অবস্থা কেমন হয়। সরলা বাক্‌নিপুণা সরলা কলির মর্ম্মাভিজ্ঞা। সরলা হাসিতে জানে—হাসাইতে জানে; কাঁদিতে জানে—কাঁদাইতে জানে—"আর কি জানে?"—মরিতে জানে—মারিতেও জানে; এককথায় বলি—সরলা "সব জানে।" এই সরলাই আমাদের কমলার শয়ন-কক্ষ-সঙ্গিনী।

গঙ্গারামের বন্দোবস্ত অনুসারে সরলা কমলার নিকট রাত্রে থাকিতে লাগিল। কমলা, চপলা, চতুরা বাক্-নিপুনা—রসকলাভিজ্ঞা ছিলেন না। সর্ব্বদা লজ্জা-বিনতবদনা এবং সংসার দুঃখে নিমগ্না। মুখে প্রায় হাসি দেখিতে পাওয়া যাইত না। কমলা দরিদ্র তনয়া, দরিদ্রজায়া, সন্তান সন্ততি হীনা। তাহার উপর গঙ্গারাম সারাদিন পরিশ্রম করিয়া, রাত্রে বাড়ী আসিয়া যেমন শয়ন, অমনি নিদ্রা। কমলার সহিত কোমল কথায় রসালাপ বা হাস্য-পরিহাস করিতে অবসর পাইতেন না। কমলা সে সুখেও বঞ্চিত ছিলেন। সে জন্যও দুঃখ করিতেন। কিন্তু প্রকাশ করিবেন কাকে?—মনের ভাব, মনেই গোপন করিয়া রাখিতেন। সরলা শয়ন-সঙ্গিনী হওয়ায়, তাঁহার সে দুঃখের অনেক পরিমাণে লাঘব হইল। সরলা নানা স্থানের, নানা ভাবের নানা কথা কহিয়া

কমলার মনে প্রীতি জন্মাইতে লাগিল। ভাব-ভঙ্গী কথা-বার্ত্তা শিখাইতে লাগিল। সরলার সাহায্যে কমলা অল্পদিনের মধ্যেই, শিক্ষিত দরের হইয়া উঠিলেন। তাহাকে মনের কথা এক আধটু খুলিয়া বলিতে লাগিলেন। সরলা যখন দেখিল যে, কমলা প্রায় তাহার অনুগত হইয়া আসিয়াছে, তখন একদা রাত্রে বলিল,—

"বউ, একদিন রাত্রে দাদাঠাকুর বাড়ী ছিলেন না, তখন কি হ'য়েছিল?"

কমলা। কই, কিছুই ত হয় নাই।

সরলা। বউ, গোপন কর্‌ছো? তা—করো। বোন, আমি তোমাকে আপনার মনে ক'রে সব কথা খুলে বলি। কিন্তু তুমি আমায় নিতান্ত পর মনে কর।

কমলা, দেখিলেন সরলা প্রায় চটিয়া আসিয়াছে—তখন তাহার ক্রোধ নিবারণের জন্য কহিলেন,

"তুই কি ক'রে শুন্‌লি সরলা?"

সরলা। শুন্‌তে কি আর বাকি থাকে?

কমলা। কেউ জানেনা সরলে! কাওকে ত বলি নাই, তুই কি ক'রে জান্‌লি?

সরলা। কেন? যাঁর কথা তিনি ব'লেছেন।

কমলা। কে, ঠাকুর? তিনি ত কাওকে ব'ল্‌বেন না।

সরলা। না, ঠাকুর নন; যাঁর কথা তিনি।"

কমলা আর কথা কহিলেন না। সরলা গতিকটা "খুব" ভাল নয় বলিয়া আর সেই "তিনির" কথা উঠাইল না। অপরাপর কথা পাড়িয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই উভয়ের নিদ্রা।

কেমন, রস পেয়েছেন ত?

"আর জিজ্ঞাসা করো না; চলিতে থাকো।"

তবে চলুন। (ক্রমশঃ)

বিনীত

শ্রীআব্দুললতিফ।

সোলতান মাহমুদ।

একালপর্য্যন্ত ধরণীমণ্ডলে যে সমস্ত নরপতি মুসলমানকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বিদ্যানুরাগ বীরত্ব এবং সুবিচারগুণে পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, বিদ্যানুরাগে জগতে বিদ্যার আলোক-প্রভা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহাদের অমানুষিক বীর্য্যবত্তা এবং ঐকান্তিক চেষ্টায় সত্যসনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিশুদ্ধবিভা দিকদিগন্তর পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, যাঁহাদের সুবিচারে জগৎ হইতে চৌর্য্য দস্যুতা ব্যভিচার সুদগ্রহণ, প্রভৃতির হ্রাস হইয়াছে, যাঁহাদের বীর পদভরে ধরণী বিকম্পিতা হইয়াছে ; গজনীপতি সোলতান মাহমুদ তাঁহাদেরই একজন।

এই প্রখ্যাতনামা সোলতান মাহমুদের পিতার নাম সাবক্তগীণ। সাবক্তগীণ প্রথম অবস্থায় গজনীরাজ্যের সংস্থাপয়িতা আলপক্তগীণের ক্রীতদাস ছিলেন। আলপক্তগীন, সাবক্তগীনের সচ্চরিত্রতা বুদ্ধিমত্তা এবং প্রভুভক্তি দর্শনে অতিমাত্র মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই নিজ কন্যা সম্প্রদান করেন এবং রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া যান। আলপক্তগীনের মৃত্যুর পরে সাবক্তগীন সিংহাসনাধিরোহণ করেন। সাবক্তগীন ৯৭৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিংশতি বৎসর রাজ্যশাসন করিবার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। সাবক্তগীন এই বিংশতি বৎসর রাজত্বকালে গজনীরাজ্যের প্রচুর উন্নতি এবং বিস্তৃতি সাধন করিয়া যান। তিনি লাহোরের হিন্দুরাজা জয়পালকে পরাজিত করিয়া পেশোয়ার প্রদেশ গজনীর সহিত সংসৃষ্ট করেন। যাহা হউক সাবক্তগীনের মৃত্যুর পরে ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক বালক মাহমুদ গজনীর মস্‌নদে উপবিষ্ট। গজনীর সিংহাসনে রাজনৈতিক জ্ঞানশূন্য কোমলমস্তিষ্ক বালককে সমাসীন দেখিয়া, রাজ্যের উদ্ধত প্রকৃতি সামন্তবর্গ ঘোরতর অন্তর্বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। কিন্তু বালক মাহমুদ অতি সত্বরেই স্বাভাবিক প্রতিভা-জাত-তীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রভাবে অতি সুকৌশলে দক্ষতা এবং পরাক্রম সহকারে এই বিদ্রোহের দমন করিলেন। বালক মাহমুদের তেজস্বীতা এবং মনীষা দর্শনে সকলেই বিস্ময় ভাবিতে লাগিল। গজনীর উচ্ছিন্নতাভিলাষী ব্যক্তিবর্গ হতাশ হইয়া পড়িল। খোরাসান এবং পারশ্বের ভূপতিগণ বালক মাহমুদের রাজ-

নৈতিক জ্ঞানের প্রভাব এবং বীরোচিত পরাক্রম শ্রবণে বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন।

মাহমুদ বিদ্রোহ দমন করিয়া আভ্যন্তরিক শান্তি সংস্থাপন এবং শাসন সুশৃঙ্খলার বিধান করিলেন। অতঃপর ক্রমশঃ সৈনিক বিভাগের উন্নতি বিধানপূর্ব্বক রাজ্যবিস্তারের সংকল্প করিলেন। বালক মাহমুদ দেখিতে দেখিতে যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন। বদনমণ্ডল ভ্রমর কৃষ্ণ শ্মশ্রুদামে এক অপূর্ব্বশোভা ধারণ করিল। সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট হইয়া বীরোচিত সাহস এবং গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিল। ফলতঃ মাহমুদের যৌবনকালীয় প্রদীপ্ত কান্তি কমনীয় মূর্ত্তি যে দেখিত, সেই বিমোহিত হইয়া মনে মনে সৃষ্টিকর্ত্তা বিশ্বাধিপকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিত। তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় প্রশস্তললাট উন্নতবপুঃ আয়তবক্ষঃ, সুগঠিত সুগোল ভুজদণ্ড, কৃষ্ণতার দীর্ঘাকার অক্ষিযুগল, প্রভৃতি প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতেই যেন তীক্ষ্ণবুদ্ধি দৃঢ়তা বীরত্ব এবং সর্ব্ববিষয়িনী প্রতিভার জ্যোতিঃ বিনিঃসৃত হইত। মাহমুদ যথাকালে নৃপোচিত সমারোহ সহকারে এক পরম রূপলাবণ্যবতী সুলক্ষণা কোমালাঙ্গীর পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিলেন। কিন্তু তিনি পৃথিবীর অধিকাংশ নৃপতির ন্যায় ভোগসুখাসক্ত, ব্যসনবিলাসপ্রিয় নিকৃষ্ট জীবের প্রকৃতি বিশিষ্ট ছিলেন না। উন্নতমনাঃ বীরহৃদয়ে ভোগ সুখ বা ব্যসন-বিলাস কখনই স্থানপ্রাপ্ত হইতে পারে না। নীচমনাঃ কাপুরুষেরাই ব্যসন-বিলাস-সম্ভোগকে একমাত্র সুখব্রত বলিয়া মনে করে। মাহমুদ অচিরেই একদল প্রচণ্ড তেজাঃ শস্ত্রকোবিদ, সুকৌশল নিপুন বীর-বাহিনী সংগঠিত করিয়া তুলিলেন। তিনি বৎসরের পর বৎসর আফগানিস্তানের প্রত্যণ্ড শৈলমালার অভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়া মহাসমুদ্রের সংক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার ন্যায় অপ্রতিহত বিক্রমে কখনও শস্যশ্যামল পঞ্চনদপ্রদেশে, কখনও সিন্ধুপ্রদেশে, কখনও প্রকৃতির রম্য কানন কাশ্মীরে, কখনও যমুনা এবং গঙ্গার সমতলক্ষেত্রে পতিত হইয়া দেবোপাসক হিন্দুস্তানের নৃপতিবর্গকে অস্থির করিয়া তুলিলেন। তিনি পাপের দুর্গ স্বরূপ হিন্দুস্তানের অসংখ্য দেবমন্দির ভূমিসাৎ ও অগণ্য বিগ্রহ চূর্ণীকৃত করিয়া আপনাকে যশস্বী করিয়া তুলিলেন*। এই মূর্ত্তিবিনাশক

* ইসলাম যশস্বী হয় নাই, কারণ ইসলাম যুক্তবলে জগতে জয়লাভ করিয়াছে। (প্র, স,)

মুসলমান নরপতির বিরুদ্ধে হিন্দুস্থানের যাবতীয় নরপতি একত্র হইয়া প্রাণপণ যুদ্ধেও কদাপি জয়লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। (ক্রমশঃ)

মহম্মদ এসমাইল হোসেন।

বিবিধ বিষয়।

দীক্ষা—সিরাজগঞ্জের নিকট হোসেনপুরের শ্রীযুক্ত মুন্সী মেহের উল্লা সাহেবকে খ্রীষ্টীয়ান করিবার জন্য তাঁহার বাটীতে পাদরি সাহেব একটী পাঠশালা করিয়াছিলেন, এই সুযোগে খ্রীষ্টীয়ান শিক্ষকদের সহিত উক্ত মুন্সী সাহেবের অনবরতঃ কিছু দিন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তর্ক বিতর্ক হয়। যখন নিম্নলিখিত খ্রীষ্টীয়ানগণ জানিতে পারিলেন যে, ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম্ম, তখন তাঁহারা তিন ঈশ্বরকে জলে ভাসাইয়া দিয়া প্রকৃত অনুতাপ করতঃ সনাতন এক ঈশ্বরের নিকট আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। পাদরি সাহেব হিতে বিপরীত দেখিয়া পাঠশালাটি উঠাইয়া দিয়াছেন। মুন্সী সাহেব নিজে শিক্ষক রাখিয়া পাঠশালাটি চালাইতেছেন।

(ইহাঁদের খ্রীষ্টীয়ানবেলা কি নাম ছিল জানি না)

শ্রীময়াজ্জেল হোসেন খাঁ সাং ধানবাড়া, সেরাজগঞ্জ। শ্রীআব্দুলগফুর সাং আটাচড়া, সেরাজগঞ্জ। শ্রীআমির হোসেন সাং মাদারিপুর, ফরিদপুর। শ্রীরোমজান আলি সাং মহম্মদপুর, সেরাজগঞ্জ।

নিম্নলিখিত ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সনাতন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।

যাদব মাজি সাং ভেঙ্গড়ি, পাবনা। অমৃত কর্ম্মকার সাং অলিদহ, পাবনা। পাবনা জেলার অন্তর্গত উল্লাপাড়া থানার নিকট ডেঙ্গড়ি গ্রামের মাধব মাজি এবং তাহার স্ত্রী দুইটী পুত্র সন্তান সহ সনাতন ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে। শ্রীমত্যা হরসুন্দরী দাসী সাং উলিপুর, পাবনা। শ্রীমত্যা ব্রজমোহিনী দাসী সাং উলিপুর, পাবনা। শ্রীমত্যা বেজারিসুন্দরী দাসী সাং বাদুল্লাপুর, পাবনা।

পাবনা জেলার অন্তর্গত শাহজাদপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত মৌলবি ওসমানগণি

সাহেবের নিকট কুর্ম্মি জাতীয় একটি হিন্দু সনাতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। এখন ইহার নাম রাখা হইয়াছে কছিমদ্দীন। ভারত মোসলমান হইতে আর কত দিন লাগিবে?

শাহনামা।

("হাফেজ" মাসিক পত্রে প্রকাশিতের পর হইতে।)

রজনী প্রভাত হইলে জাবলেশ্বর জামাতৃ-দর্শনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি রাজোচিত আড়ম্বর ও মন্ত্রীবর্গ সহ উদ্যানের অভিমুখে চলিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে তথায় উপনীত হইলেন। চতুর চূড়ামণি জামসেদ জাবলেশ্বরের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন। তখন পরস্পর যথারীতি সাদর সম্ভাষণ হইল। জাবলস্থানাধিপতি জামাতার প্রতি যথেষ্ট অনুকম্পা ও স্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, "আপনাকে জামাতারূপে পাইয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি। এতদপেক্ষা পরম সৌভাগ্যের বিষয় আমার আর কিছুই নাই। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে এস্থানে সুখে অবস্থান করুন। আপনার পূর্ব্ব গৌরব রক্ষার্থ আমি প্রাণপণে যত্ন করিব। শত্রু পক্ষ অতি প্রবল হইলেও আমার অধিকার মধ্যে আসিয়া আপনার অনিষ্ট সাধন করিতে সমর্থ হইবে না।" জাবলপতি জামাতাকে এবংবিধ অনুকূল বাক্যে বিবিধ প্রকারে অভয় প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু সন্দিগ্ধচেতা জামসেদ তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। পলায়নের উপায় অনুসন্ধানে চিন্তিত হইলেন। অধিকন্তু তাঁহার সন্দেহ বদ্ধমূল হইবার আর এক কারণ উপস্থিত হইল; তিনি দৈব সুযোগে গুপ্তভাবে অবগত হইলেন যে, জাবলস্তানাধিপের মন্ত্রীবর্গ তাঁহাকে ধৃত করিয়া দিবার জন্য পরামর্শ করিতেছেন। কেননা তাঁহার এস্থানে আশ্রয় গ্রহণের কথা যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে নব ভূপতি জোহাকের যৎপরোনাস্তি অসন্তোষ উৎপাদন করা হইবে এবং তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া জাবলস্তান রাজ্য আক্রমণ এবং ধ্বংসমুখে পাতিত করিবেন। একজনের জন্য যাবতীয় প্রজার প্রাণ, পুত্র পরিবার ও ধনসম্পত্তি সকলই বিনষ্ট হইবে। অতএব

অভ্যাগত ব্যক্তিকে মহারাজ জোহাকের অনুজ্ঞার বিরুদ্ধে গুপ্তভাবে আশ্রয় প্রদান করিয়া স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা অপেক্ষা তাহাকে ধৃত করিয়া দিয়া রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধন করাই সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য।

জামসেদ মন্ত্রীবর্গের এই ভীষণ ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া অতীব শঙ্কিত হইলেন। রাজ্যহারা হইয়া এই দূরবর্ত্তী স্থানে আসিয়া শুভক্ষণে প্রিয়ম্বদা প্রেয়সীর সহবাসে তিনি কয়েক দিবসাবধি যে কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, আজ আবার তাহা তিরোহিত হইল, আশঙ্কার গাঢ়তম আবরণ আজ আবার তাঁহার হৃদয়ালোক ঢাকিয়া ফেলিল। তিনি বিষণ্ণমুখে দিবাভাগ অতিবাহিত করিলেন—প্রিয়তমা প্রণয়িণীকে উদ্বেগের কথা ঘুণাক্ষরেও জানিতে দিলেন না। যখন রজনী গভীরা হইল, দাসদাসীবৃন্দ নিদ্রার শান্তিপূর্ণ ক্রোড়ে শায়িত হইয়া অস্পন্দ শরীরে বিশ্রাম সুখলাভ করিতেছিল, উদ্যানের দ্বারপালও ঢুলুঢুলু চক্ষে চৈতন্যহারা হইয়া পড়িল, চতুর্দ্দিক নীরব, নৈশ সমীরণ মৃদু পদবিক্ষেপে বিচরণ করিতেছিল, যখন নক্ষত্রমণ্ডল স্থির-দৃষ্টিতে নিস্তব্ধ জগতের পরিণাম চিন্তা করিতেছিল, সেই সময়ে মন্দভাগ্য জামসেদ নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে দস্যু তস্করের ন্যায় ভয়ে ভয়ে উদ্যান হইতে অলক্ষে বহির্গত হইলেন এবং বাহির হইয়াই দ্রুত চলিতে লাগিলেন। স্থানের নির্দ্দিষ্ট নাই, পথের স্থিরতা নাই, দৃষ্টিশক্তির নির্দ্দেশ অনুসারে চলিলেন। অতঃপর কত নদ-নদী অরণ্যানী অতিক্রম করিয়া প্রথমতঃ তিনি চীনরাজ্যে আসিয়া উপনীত হন। তথায় কতিপয় দিবস অবস্থানের পর আবার পর্য্যটন আরম্ভ করিলেন এবং কিয়দ্দিবসের মধ্যে ভারতবর্ষে সমুপস্থিত হইলেন। এই ধন ধান্য-পূর্ণ পরম কল্যানীয় দেশে আসিয়া তিনি অবিশ্রান্ত বহুদূর পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে একদা ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষচ্ছায়ায় যাইয়া উপবেশন করিলেন এবং সজল নয়নে আপনার রাজ্য-সিংহাসন, অপার দুঃখ ও শোচনীয় দুরাবস্থার পরিণাম বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একে পরিশ্রান্ত তাহাতে আবার অনাহার, সুতরাং তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, তরুতলে শুইয়া পড়িলেন। হায় যে দাসদাসী পরিসেবিত কমনীয় কোমলাঙ্গ সুখময় স্বর্ণ-সিংহাসনে পরম যত্নে রক্ষিত হইত, আজি তাহার কি

না ধূলি-ধূসরিত অনাদরে অযত্নে নির্জ্জনে পতিত! উঃ অদৃষ্ট-চক্রের কি ভীষণ আবর্ত্তন!! কি চরম অধঃপতন!!!

নিরাশ্রয় জামসেদ ধরাতলে শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন "হায় এইরূপ দুর্দ্দশাতে থাকিয়াই কি আমাকে মৃত্যু-মুখে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে? দীন হীন অনাথের ন্যায় আমার এই পঞ্চ ভৌতিক দেহ, পরমাণু সমূহে পরিণত হইবে? হে সর্ব্বশক্তিমান করুণাময় জগন্নিধান! তোমার অখণ্ড সাম্রাজ্য মধ্যে তোমার পবিত্র নিয়মে বদ্ধ আমার ন্যায় মন্দভাগ্য, আমার ন্যায় দুঃখ প্রপীড়িত অপর কেহই কখন জন্ম গ্রহণ করে নাই। হা দগ্ধবিধে! হা অদৃষ্ট!! আর সহ্য হয় না। এই কি আমার নির্দ্দিষ্ট নিয়তি? না—না, না, এরূপ ভীষণভাবে জীবন-লীলা সাঙ্গ করিবার জন্য আমি কখনই জন্ম গ্রহণ করি নাই।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দুর্ভাবনার তীব্র তাড়নায় কাতর হইয়া অবশেষে তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। এদিকে জোহাক তাঁহার অন্বেষণার্থে জনৈক দূতকে একদল অশ্বারোহী সৈন্যসহ চীনাধিপতির নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে সেইদূত স্বকীয় দলবল সহ যে স্থানে জামসেদ নিদ্রিত ছিলেন, তাহারই পার্শ্বদেশ দিয়া গমন করিতেছিলেন; সহসা বৃক্ষতলে চাহিয়া দেখেন, এক ব্যক্তি ধূলায় পতিত হইয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন আছে। তখন তিনি সেই দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন; শীঘ্রই মহারাজ জামসেদকে চিনিতে আর বাকি রহিল না। পলাতক কেশরী পুনঃ আয়ত্তে আসিল, পরিশ্রম সফল হইল ভাবিয়া দূত মহোল্লাসিত হইয়া জামসেদকে নিদ্রোত্থিত করিলেন। তিনি জাগরিত হইয়াই সম্মুখে শত্রুসৈন্য দর্শনে ম্রিয়মাণ হইলেন—অব্যক্ত ভীষণ যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইয়া হতাশ মলিন হৃদয়ে মনে মনে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। অতঃপর দূত আর ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া জামসেদের কোমল কর-পল্লবে ও পদযুগে শৃঙ্খল আবদ্ধ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে বন্দীভাবে বিজয়ী ভূপতি জোহাকের নিকট প্রেরণ করিলেন। অহো কি আক্ষেপ! কি অনুতাপ!! কি অসহনীয় হৃদয় বিদারক দৃশ্য!!! হায় এই জগৎ—মোহময় ক্ষণপরিবর্ত্তন শীল, জগৎ কাহারও পক্ষে সুখশান্তিপূর্ণ আরামের স্থান নহে; অতএব বৃথাভিমানী মানব! মরণ-ধর্ম্মশীল অকিঞ্চিৎকর মানব!

অনিত্য পার্থিব সুখ-সম্পত্তির উপর—জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর অধীন এই দেহ পিঞ্জরের উপর কদাচ বিশ্বাস করিও না—অন্তর নিবদ্ধ করিও না। নির্জ্জনে নিবিষ্টচিত্তে জামসেদের অদৃষ্টের বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখিও। যিনি সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন, এক সময়ে যাঁহার যশো-সৌরভ দিগন্ত প্রমোদিত হইয়াছিল, গৌরব-গরিমা আকাশমার্গ স্পর্শ করিয়াছিল, আজ কি না সেই অমিতবিক্রান্ত মহামান্য রাজ রাজেশ্বর শৃঙ্খলাবদ্ধ! সামান্য দাসের হস্তে লাঞ্ছিত ও বিচারার্থ প্রেরিত। হায় ত্রতদপেক্ষা বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয়, শিক্ষা করিবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

(ক্রমশঃ)

শ্রীমোজাম্মেল হক্।

প্রচার সংবাদ।

গত ২২শে জানুয়ারি দিবা গতে রাত্রিতে নদীয়া জেলার অন্তর্গত সোনাতলা গ্রামের মসজিদে আমরা সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলাম। তথাকার মসজিদের এমাম শ্রীযুক্ত মুন্সী হাফিজদ্দীন সাহেব আমাদিগকে বলিলেন যে, আমি অনেক মৌলবির বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্তু আপনার মত হৃদয় আকর্ষণকারী বক্তৃতা আর কখন শুনি নাই।

গত ২৪শে জানুয়ারি নদীয়া জেলার অন্তর্গত কাপাসডাঙ্গার দেড় ক্রোশ দূরে কুড়ালগাছি গ্রামের নিকট আইসা বিলের ধার দিয়া আমরা রামনগরাভিমুখে যাইতেছি, এমন সময়ে তাম্বু দেখিতে পাইলাম। জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলাম, মিস্ সাহেবেরা এখানে প্রচার করিতে আসিয়াছেন। মিস সাহেবের সহিত আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত মতিলাল বিশ্বাস ও শামুয়েল বিশ্বাস প্রভৃতি কয়েকজন চাকর ছিল। তাহারা আমাদিগকে খুব যত্নের সহিত বসাইল। মিস এডামের সহিত তাহারা আসিয়াছে, তাহাও বলিল। এবং কিছু ইসলাম ধর্ম্মের কথা শুনিতে চাহিল। আমরা খুব আগ্রহের সহিত বাইবেলের যে সকল স্থানে হজরত মহম্মদের (দ) কথা আছে, সেই সকল স্থান আমরা তাহাদের নিকট প্রচার করিতে লাগিলাম। মিস সাহেব বেগতিক দেখিয়া

আমাদিগকে ডাকিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু তর্ক করিলেন। এবং বলিলেন "আপনি লোকদিগকে ভুল শিক্ষা দিতেছেন কেন?" আমরা বলিলাম ভুল শিক্ষা দিচ্ছি না। সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি। পরে মিস সাহেব বলিলেন "আপনি আর এখানে প্রচার করিবেন না চলিয়া যান" অগত্যা আমরা চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম। এখন মিস সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি সত্য আর কত দিন চাপিয়া রাখিবেন?

রামনগর—

রামনগর ষ্টেসনের নিকট একটী রেজেষ্টরি আফিস আছে। রেজিষ্টার হাকিম শ্রীযুক্ত মৌলবি সৈয়দ তজম্মল আলি সাহেব একটি বিদ্যোৎসাহি ভদ্রলোক তাঁহার যত্নে তথায় একটি পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। সেই পাঠশালার ছাত্র সংখ্যা ৩৯ জন; তন্মধ্যে ২০ জন মোসলমান। আমরা মৌলবি সাহেবের মত লইয়া পাঠশালার ছেলেদের নিকট কিছু প্রচার করিলাম। পাঠশালার শিক্ষকটীও উৎসাহি মোসলমান যুবক। আমরা বিদায় হইবার পূর্ব্বে মৌলবি সাহেব আমাদিগকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন।

সভা—

পাবনা জেলার অন্তর্গত সাহজাদাপুর গ্রামে তথাকার এণ্ট্রেন্স স্কুলের ছেলেদের যত্নে শাহজাদপুর বাজারে একটি প্রকাণ্ড গৃহে ৫ই ফেব্রুয়ারি একটী সভা আহূত হইয়াছিল। সভাগৃহ নানাবিধ সুন্দর পুষ্প, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল। বাস্তবিক ঘরটি যখন গণ্যমান্য লোক দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তখন সে দৃশ্য দর্শনে আমাদের মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে ছাত্রবৃন্দ আমাদিগকে সভাগৃহে আত সমারোহের সহিত লইয়া গিয়াছিলেন। পরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থানীয় সর্ব্ব সম্মানিত শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহম্মদ আব্দুচ্ছোবাহান সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সভাপতি সাহেব লোকদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন যে, কলিকাতা হইতে "প্রচারক" নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মুন্সা ময়েজউদ্দীন আহম্মদ সাহেব আমাদিগকে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় বক্তৃতা শুনাইবেন।

আমরা সভাপতির আদেশক্রমে বক্তৃতা মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া "ইসলামের

জন্য কি করা উচিত” এই বিষয় লইয়া, প্রায় এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিয়াছিলাম। আমাদের বক্তৃতা শুনিয়া—স্থানীয় অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মৌলবি মাজ্জম আলি খাঁ সাহেব (বি, এ, ফেল) বলিলেন—যখন কোন জাতির পতন হয়, তখন সেই জাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য এহ রকম সদ্বক্তাকেই প্রেরণ করিয়া থাকেন” শাহজাদপুর স্কুলের পার্সিয়ান শিক্ষক শ্রীযুক্ত মৌলবি আব্দুল হামিদ সাহেব বলিলেন—“ইঁহার বক্তৃতা ও কার্য্যাদি দর্শনে আমার বোধ হয় মোসলমান সমাজ আবার জীবন্ত হইবে।”

অবশেষে সভাপতি সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন “ইঁহার বক্তৃতায় বাস্তবিকই আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। এই রকম লোক সমাজের মধ্যে না থাকিলে সমাজের উন্নতি হয় না।”

স্থানীয় লোকেরা চাঁদা করিয়া আমাদিগকে ১৯৸০ টাকা দিয়া বিদায় করিলেন।

প্রচার—৯ই ফেব্রুয়ারি সেরাজগঞ্জের মসজিদে আমরা প্রচার করিয়াছিলাম। স্থানীয় লোকেরা সর্ব্বসমেত আমাদিগকে ১৫৲ টাকা দিয়া বিদায় করিলেন।

সত্যের জয়ে দুঃখ কেন ?

(৩)

“প্রচার” নামক একখানি খ্রীষ্টীয়ানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক, এক সময়ে বাইবেলকে নীতিপূর্ণ শাস্ত্র বলিয়া অহঙ্কার করিয়াছিলেন, তাই আমরা সহযোগীর ভ্রমপূর্ণ মত সংশোধন করিবার জন্য বাইবেলের যে স্থানে কন্যের সহিত ব্যাভিচারের কথা আছে! কেবলমাত্র সেই একটি স্থান দেখাইয়া সহযোগীর অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছি। তিনি একাল পর্য্যন্ত এই কথার প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। সুতরাং আমরাও বুঝিলাম সহযোগীর ভ্রমপূর্ণ মত সংশোধন হইয়াছে।

প্রচার সম্পাদকের ২য় ভ্রম খ্রীষ্টিয়ান কখন মুসলমান হয় না। আমরা নরপূজক সহযোগীর এই অযথা গলাবাজি বন্ধ করিবার জন্য ইংলণ্ডের অন্তর্গত লিবরপুল নগরে ২।১ জন খ্রীষ্টীয়ান নয়, দলে দলে খ্রীষ্টীয়ান মোসলমান হইয়া তথায় তাঁহারা উপাসনা (নমাজ) করিবার জন্য একটী প্রকাণ্ড মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সনাতন ইস্‌লাম প্রচার করিবার জন্য ২ খানা খবরের কাগজ বাহির করিতেছেন। নিয়ম মত বক্তৃতাদি দ্বারা সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন ইত্যাদি।

এই সকল কথা নরপূজক সহযোগী মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

এখন সুযোগ্য সম্পাদক জানিতে পারিয়াছেন যে, লিভারপুল ২০০ শত মোসলমান আছে। তবে সেই সকল মোসলমান ইংলণ্ডের খ্রীষ্টীয়ান হইতে হয় নাই, তাহারা “ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী খালাসী মোসলমান, আর হতে পারে ২।১টী নিম্ন শ্রেণীর খালাসী জাতীয় ইংরাজ লিভারপুলের বিদেশী খালাসী মোসলমানদের সহিত যোগ দিয়া থাকিবে।”

এখন নরপূজক সহযোগীর যদি এই সকল ভ্রমপূর্ণ মতের প্রতিবাদ করি, তাহা হইলে সহযোগী অগ্নি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া নাক শিটকাইতে শিটকাইতে “অভদ্র” “বর্ব্বর” ইত্যাদি বিশেষণে আমাদিগকে বিশেষিত করিয়া নরপূজক সমাজে বাহাদুরি লইতে চেষ্টা করিবেন।

আমরা কেন ? যিনি আমাদের পথপ্রদর্শক, যিনি জগতে আসিয়া লুপ্তপ্রায় ঈশ্বরের একত্ববাদ পুনঃস্থাপন করিয়াছেন, যিনি আজীবন জ্বলন্ত সত্য ঘোষণা করিয়া আরবে স্থাপিত পাপের দুর্গ সকল ভস্মে পরিণত করিয়া গিয়াছেন, যিনি ঐশ্বরিক সত্য নির্ভিক চিত্তে পাপময় জগতে ঘোষণা করিয়া জয়লাভ করতঃ একেশ্বরে বিশ্বাসী যাবতীয় লোকের স্বর্গের পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, সেই প্রেরিতকুল-ভূষণ হজরত মহম্মদ (দ)কে যখন নরপূজক এবং প্রতিমাপূজক দল, গালি, তাড়না, লাঞ্ছনা, অপমান এমন কি প্রহার পর্য্যন্ত করিতে ছাড়ে নাই। তখন নরপূজকদল আমাদিগকে গালি দিবে এবং অপমান করিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি!

পাঠকগণ, আমরা জানি লিভারপুলে ২০০ শতের অনেক বেশী ইংরেজ মোসলমান হইয়াছেন।

পাঠকগণ, যাঁহাদের কল্পনাশক্তি এতই প্রবল যে চারহাত লম্বা একটা মনুষ্য (হজরত ইসা)কে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত

লোকেরা শাদা ইংরেজ মোসলমানদিগকে কল্লাবলে বিদেশী কালা রংগের মোসলমান বলিয়া অবধারণ করা ত আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। আর সেই সকল সম্ভ্রান্ত ইংরেজ মোসলমান যথা—কলেজের প্রফেসার, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, খবরের কাগজের সম্পাদক, লিভারপুল হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার, কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে থালাসী বলিয়া অবধারণ করিবেন, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি ?

"নীচ যদি উচ্চ ভাসে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে, মানির মান তাতে যায় না।"

আমরা নাকি নরপূজক সহযোগীকে গালি দিয়া থাকি। কি বলিয়া গালি দিয়া থাকি তাহা কি প্রচার সম্পাদক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারেন ? "পর মুখে কটু ভাষা সহিতে না পার, তবে আগে আপনার মুখ মিষ্টি কর।"

আমাদের লেখক পাদরি চন্দ্রনাথ সরকার আজ কয়েক মাস ধরিয়া তীব্রভাবে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সমালোচনা করিয়া আসিতেছেন। আমাদের নরপূজক সহযোগী সেই সকল সমালোচনার প্রতিবাদে অক্ষম হইয়া পাদরি চন্দ্রনাথ সরকার কে ? পাদরি চন্দ্রনাথ সরকারের পরিচয় চাই, ইত্যাদি বলিয়া উচ্চ চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি পাদরি না থাকিতে পারেন, তাতে কিছু যায় আসে না। খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তিনি যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এ যাবত যখন কোন পাদরি তাহার উত্তর করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহাকে কি পাদরি অপেক্ষাও উচ্চাসনে উপবেশন করান উচিত নয় ?

কুষ্টীয়া ভ্রমণ।

আজ ২৫শে জানুয়ারি, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে চুয়াডাঙ্গা ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। টিকিটের ঘণ্টা পড়িল। টিকিট কাটিবার জন্য সকলে ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। সকলি আগে টিকিট কাটিবার জন্য ব্যস্ত হইল। আমরা ভাবিলাম টিকিট কাটিয়া রেলগাড়িতে বসিতে পারিলেই লোক গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিবে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই লোক টিকিট কাটিবার জন্য এত অধৈর্য্য হইয়াছে।

আমাদের এই সময়ে একটা চিন্তার উদয় হইল। ভাবিলাম, জগতের যাবতীয় লোক ত স্বর্গের যাত্রি। সেই স্বর্গে যাইবার জন্য ত ঈশ্বর কেবল ইসলাম-গাড়ি চালাইতেছেন। আদিকাল হইতে চালাইতেছেন। "ইসলাম গাড়িতে উঠ, ইসলাম গাড়িতে উঠ" বলিয়া ঈশ্বর সর্ব্বদা ঘণ্টা বাজাইতেছেন। কৈ লোক ত সে সনাতন গাড়িতে যাইবার জন্য টিকিট কাটিতে ছুটোছুটি করিতেছে না, বরং শয়তান চালিত নরকের গাড়িতে উঠিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত।

পাঠক ! লোকের কথা ছাড়িয়া দাও। তুমি কি ইসলাম-গাড়ি যাইবার জন্য টিকিট কিনিয়াছ ? যদি না কিনিয়া থাক ত শীঘ্র কেন। একদিন, এমন দিন আসিবে, যে দিন কিনিতে চেষ্টা করিয়াও ফল পাইবে না। নরকে যাইতে হইবে। উঃ ! অনন্ত নরকে যাইতে হইবে !!

যথাসময়ে আমরা টিকিট কিনিয়া পোড়াদা ষ্টেসনে যাইবার জন্য গাড়িতে আরোহণ করিলাম। প্রায় রাত্রি আটটার সময়ে পোড়াদায় পৌছিলাম।

আমরা পোড়াদার নিকট স্বর্গপুর যাইবার জন্য এখানে নামিলাম। পোড়াদা হইতে স্বর্গ পুর কত দূর জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলাম, প্রায় তিন মাইল। পথ তো ভাল নয়। তাতে ঘোর অন্ধকার রাত্রি। কোলের মানুষ দেখা যায় না। অপর কাহারও সঙ্গে আলাপও নাই। ভয়ানক শীতের সময়ে গাছতলায়ও থাকা যাইবে না। সুতরাং বড়ই বিপদে পড়িলাম। তথাপি একেবারে হতাশ হইলাম না। কারণ আমরা জানিতাম খোদাতায়লা আমাদের সঙ্গে আছেন। আর আমরা তাঁহারই কার্য্য করিতে আসিয়াছি। এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ধীরে ধীরে গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। গ্রামের ভিতর গিয়া জানিতে পারিলাম যে, স্বর্গ পুরের মৌলবীচাঁদ অলকাদরি সাহেবের শ্বশুর বাড়ী এখানে। (বলা বাহুল্য কেবল তাঁহারই সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি)। তাঁহার শ্বশুর বাড়ীর কথা শুনিয়া মনে বড়ই আনন্দ অনুভব করিলাম। আবার ভাবিলাম, মুরগীর ডিম দেখিয়া লাফালাফি করা উচিৎ নয়। বগা হইয়াও যাইতে পারে। আমাদের অদৃষ্টক্রমে কিন্তু বগা হইল না। অর্থাৎ তাঁহার শ্বশুর বাটীর লোকেরা আমাদিগকে খুব সাদরে গ্রহণ করিলেন।

আমরাও সেই সর্ব্বশক্তিমান খোদাতায়ালাকে "এশার" নমাজান্তে হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম। খুব সুখের সহিত রাত কাটিয়া গেল।

আজ ২৬ জানুয়ারি শুক্রবার। রাত্রি প্রভাত প্রায়। এমন সময়ে একটা শব্দ আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। শব্দটী অতি মধুর, যেন সুধাপেক্ষাও মিষ্ট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পাঠক সে শব্দটি কোকিলের "কুহু কুহু" ধ্বনি মনে করিবেন না, সে শব্দটি আজানের ধ্বনি। যখন আমরা শুনিতে পাইলাম "একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত ঈশ্বর নাই, হজরত মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত এবং দাস" এই সুধা সদৃশ শব্দ ধ্বনিতেই আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলাম, পুষ্প সকল বনের মধ্যে থাকিয়াও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া হাসিতেছে। পক্ষিগণ, আনন্দ সঙ্গীত দ্বারা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। এই সকল দর্শনে মনে নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করিলাম।

পরে প্রাতাতিক উপাসনা সমাপনান্তে গৃহ কর্ত্তার নিকট হইতে বিদায় হইয়া বন্ধু দর্শনে স্বর্গপুর অভিমুখে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিলাম। প্রায় বেলা আটটার সময়ে স্বর্গপুরে উপস্থিত হইলাম। অদৃষ্টক্রমে মৌলবী সাহেব বাটীতেই ছিলেন, তিনি আমাদিগকে পাইয়া এতই আনন্দিত হইলেন যেন তাঁহার হৃদয় হইতে প্রেমের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমরা অপ্রেমিক হইলেও সেই স্রোতে ভাসিতে লাগিলাম। তিনি আমাদিগকে বলিলেন যদি পত্র লিখিয়া আসিতেন, তাহা হইলে আপনার জন্য পালকি পাঠাইয়া দিতাম। আমরা মৌলবী সাহেবকে বলিলাম—যিনি স্বজাতির শোচনীয় পতন হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন, তিনি কি পালকিতে উঠিয়া আমোদ করিতে পারেন।

আমরা মৌলবী সাহেবকে বলিলাম "প্রচারকের" অর্থ সংগ্রহের জন্য আসিয়াছি। আর বসিব না, "প্রচারকের" গ্রাহকদের নিকট যাইব।

মৌলবী সাহেব আমাদিগকে বিশ্রামার্থে অনেক অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমরা বলিলাম বিশ্রামের জন্য আমরা জগতে আসি নাই, গোরের মধ্যে বিশ্রাম করিবার অনেক সময় পাইব।

মৌলবী সাহেব শ্বাসরোগে ভুগিতেছেন দেখিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত হইলাম। তাহার উপর আবার উপবাস করিতেছেন। ইহা সত্বেও তিনি

কোরান ও হাদিস শরিফ "প্রচারকের" সাহায্য জন্য আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। সেদিন কাটিয়া গেল। আগামী কল্য যে যে গ্রামে যাইতে হইবে, রাত্রি তাহা ঠিক করিলাম। আমাদের দুরাদৃষ্ট ক্রমে রাত্রি ১২টার পর মৌলবী সাহেব প্রবল জ্বরাক্রান্ত হইলেন। সে কারণ সকালে আমাদের সকল আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। যে ধর্ম্মকার্য্য বন্ধ করিতে খ্রীষ্টীয়ান, ইহুদি পার্শী এমন কি জগতের যাবতীয় লোক পারে নাই, আজ কিনা তুচ্ছ জ্বরে তাহা বন্ধ করিয়া দিল! এই সমস্ত বিষয় আমরা মনে মনে ভাবিতেছি। এমন সময়ে মৌলবী সাহেব আমাদিগকে বলিলেন, জ্বরে খোদাতায়ালার কার্য্য বন্ধ করিতে পারে না, অতএব "এই জ্বরগায়ে আমি "প্রচারকের" জন্য খাটিব।" এই মৃত্যুসঞ্জীবনী বাক্য শ্রবণমাত্র আমাদের এ অলস হৃদয়ও উৎসাহে নৃত্য করিয়া উঠিল। ও! অহঙ্কারী ভ্রাতৃগণ! ও! অলস প্রিয় বন্ধুগণ! এই উৎসাহের জ্বলন্ত বাক্য শুনিয়া কি তোমাদের হৃদয়-উদ্যানে উৎসাহের প্রবল ঝড় বহিবে না! তোমরা কি অধঃপতিত সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে ছুটিবে না?

মৌলবী সাহেব, এই মৃত্যু প্রায় অবস্থায় আমাদের সঙ্গে প্রায় আট মাইল হাটিয়াছিলেন। এবং নানা স্থান ঘুরিয়া অবশেষে কুষ্টীয়ায় যাইবার জন্য জগতী ষ্টেসনে লইয়া গেলেন। রেলে উঠিলাম। প্রায় একটার সময়ে আমরা কুষ্টীয়ায় নামিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় মৌলবী সাহেবের জ্বর সম্পূর্ণ সারিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

বার্ষিক **ইসলাম** মূল্য ২৷৷০ টাকা।
ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মাসিকপত্র।
ইসলামে কি কি আছে?
যে "তফসীর হাক্কানি" প্রকাশিত হওয়ায় আজ জগৎব্যাপী খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের উজ্জ্বল বিভা ম্লান হইয়া যাইতেছে, পাদরিদিগের বিষদন্ত ভগ্ন হওয়ায় বক্ষে করাঘাত করতঃ উর্দ্ধদিকে তাকাইয়া কেবল "যীশু, যীশু" করিতেছে। তর্ক প্রিয় খ্রীষ্টীয়ানের কণ্ঠরোধ হওয়ায় অধমুখে বসিয়া হায়! হায়!! করি-

তেছে। সেই তফসীর হাক্কানির বঙ্গানুবাদ রীতিমত মাসে মাসে "ইসলামে" বাহির হইবে।

যে তফসীর হাক্কানি প্রকাশিত হওয়ায় বাকচতুর ব্রাহ্মগণ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়, যুক্তিপ্রিয় ব্রাহ্মগণের যুক্তি জাল ছিন্ন, নাস্তিকগণ হতবুদ্ধি এবং জড়-সড়। হিন্দুগণের কথা আর কি বলিব! তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া হাঁ করিয়া ইসলামের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। এহেন তফসীরের বঙ্গানুবাদ "ইসলামে" বাহির হইবে।

আর কি আছে?

সমস্ত হদিসের সার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত জগৎ সম্মানিত "মেসকাত শরিফের" বঙ্গানুবাদ রীতিমত মাসে মাসে বাহির হইবে। কেবল এই দুইটী বিষয় ইহাতে রীতিমত বরাবরই বাহির হইবে। চৈত্রমাসের "ইসলাম" বাহির হইয়াছে। সকলে মনে রাখিবেন, ৬ অগ্রিম টাকা ব্যতীত কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হইবে না। আশা করি কেহ আমাদিগকে অনুরোধ পত্র লিখিবেন না। যাঁহারা ইদের পূর্ব্বে টাকা দিবেন, তাঁহাদিগকে ২৲ টাকায় দিব।

সমাজ সেবক

ময়েজউদ্দীন আহমদ।

প্রচারক আফিস

১।৩৫ নং ক্যানাল ইষ্ট রোড, নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা।

মাসিক সাহার্য্য আদায়।

(মাঘ ও ফাল্গুণ)

লা মজহাবি-অরি শ্রীযুক্ত মওলানা মহম্মদ মনিরজ্জমান সাহেব	২৲
লা মজহাবি-নাশক শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ আমানত আলী সাহেব	২৲
শ্রীযুক্ত মুন্সী আব্দচ্ছমাদ খাঁ সাহেব	২৲
শ্রীযুক্ত মুন্সী জোবেদ আলী হালদার	২৲

মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

[২য় বর্ষ]

শ্রীযুক্ত মুন্সী রহিম উদ্দীন আহমদ	H. C. আসাম	২৲
শ্রীযুক্ত মুন্সী মহম্মদ তাহের সাহেব	কলিকাতা	১৲
Mr. J. Monro Esq. C. B.	Ranaghat	Rs. 2
খানবাহাদুর সৈয়দ মাজ্জম হোসেন	সায়েস্তাবাদ	২৲
মুন্সী উমেদ আলী,	গোখুরাপোতা	২৲
মৌলবী সিদ্দিক আহমদ,	ওভারসিয়ার লোকাল বোর্ড, দ্বারভাঙ্গা	১৸০
মুন্সী ওয়াজেদ আলী,	পাঁচপাড়া	২৲
Rev. A. T. Teichman		Rs 2
Moulavi Abdul Aziz	Sub deputy. Noakhali. (১ম বর্ষ)	২৲
মৌলবী কাজি মাজেদ বকস	কলিকাতা	১৲
মুন্সী দেলাওর আলী খাঁ	অনারারি মাজিষ্ট্রেট, শাহজাদপুর	১৲
মুন্সী রহিম উদ্দীন আহমদ	দরিয়াপুর	১৲
শ্রীএবরাহিম আকন্দ	দারিয়াপুর	১৲
মৌলবী অবুওয়ায়েজ মহম্মদ ময়েজ	সিরাজগঞ্জ	১৲
মৌলবী আবুল হাসেম খাঁ চৌধুরী বি, এ,	নাটর	১৲
সৈয়েদ আব্দুল ওয়াহেদ	গোপালপুর	২৲
মুন্সী মসারত আলী খাঁ	ভেড়াদা	২৲
মুন্সী দিদার বক্স সাহেব,	গোলাবাড়ী, হাবড়া	২৲
মুন্সী রহমউল্লা সরকার,	সিরাজগঞ্জ	২৲
মুন্সী বদর উদ্দীন আহমদ	"	২৲
মুন্সী করিম বক্স,	"	১৲

এককালিন সাহার্য্য।

খানবাহাদুর মির্জ্জা সুজাত আলী বেগ	কলিকাতা	১০৲
স্বজাতি প্রেমীক, ধার্ম্মিক প্রবর, বিদ্যোৎসাহী শ্রীল শ্রীযুক্ত মৌলবী মাজ্জম আলী খান সাহেব,	ভেড়াদা	৫৲

মৌলবী ওসমানগণী সাহেব	মসজিদপাড়া	১৲
মুন্সী গোলাপ খাঁ সাহেব	পুকুরপাড়	১৲
হাজি হাফিজ উদ্দীন সাহেব	দরিয়াপুর বাজার	১৲
ডাক্তার মহম্মদ আব্দুচ্ছোবাহান	শাহাজাদপুর	১৲
সাহাজাদপুর স্কুলের মোসলমান ছাত্র বৃন্দ		১৲
খোন্দকার মোজহার উদ্দিন-আহমদ	দরগাপাড়া	।৹
মুন্সী আলিমদ্দিন খাঁ	শাহাজাদপুর	১৲
ডাক্তার রইসউদ্দিন-আহম্মদ	রেঙ্গুন	১৲
খোন্দকার ফজলল হক সাহেব	শাহাজাদপুর	১৲
মুন্সী মাহতাব উদ্দীন আহমদ	শাহজাদপুর	॥৹
শাহাজাদপুরের সবরেজেষ্টার শ্রীযুক্ত মৌলব আব্দুল খালেদ সাহেব		১৲

উপরোক্ত সাহায্য আদায় করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ চেষ্টা করিরাছিলেন। শ্রীযুক্ত মুন্‌শী আব্দুল আজিজ সাহেব, শ্রীযুক্ত ডাক্তার রইসউদ্দিন আহমদ, মুন্‌সী মসারত আলী খাঁ ও শ্রীযুক্ত মুনশী ডাক্তার আব্দুচ্ছোবাহন সাহেব ইঁহাদের মধ্যে মুনশী আব্দুল আজিজ সাহেব প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল মহাত্মাদের নিকট আমরা চির বাধিত থাকিলাম।

(সিরাজগঞ্জ হইতে)

সৈয়দ আব্দুল গফফার জমিদার	রায়পুর	২৲
মৌলবী মতিয়র রহমান,	মাদরাজা	১৲
মৌলবী আব্দুল বাকী	”	১৲
মুন্‌শী আবদচ্ছমাদ	পুলিস সব ইনস্পেক্টর	১৲
হাজি মহম্মদ তমিজউদ্দীন সাহেব		॥৹
মুন্সী সাহেব উদ্দীন সাহেব		॥৹
সৈয়েদ হোসেন উদ্দীন আহমদ, জমিদার,	রায়পুর	১৲

উপরোক্ত সাহায্য আদায় করিবার জন্য শ্রীযুক্ত মৌলবী আব্দুল বাকী ও শ্রীযুক্ত মৌলবী মতিয়র রহমান সাহেব যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন।

২য় বর্ষ চৈত্র, ১৩০৬। ৩য় সংখ্যা।

প্রচারক।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

“* * যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তাহা প্রচার কর, * *”
মহাকোরান সুরেমায়দা ১০ম রুকু ৬০ আয়েত (পদ)।

মধু মিয়া দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

১।	সোলতান মাহমুদ—শ্রীযুক্ত মুন্সী মহম্মদ এস্‌মাইল হোসেন	৫৭
২।	গঙ্গারাম টাটার—শ্রীযুক্ত মুন্সী আব্দুল লতিফ ...	৬০
৩।	প্রতিভা	৬৫
৪।	দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ বিবরণ—শ্রীমা ...	৬৭
৫।	নিদাঘ চাতক—শ্রীযুক্ত মুন্সী আব্দুল লতিফ ...	৭৩
৬।	ভ্রমণ বৃত্তান্ত	৭৫
৭।	কুসুম—এস, ও, আলী, বি, এল, ...	৭৮
৮।	“সেই ভাববাদী”	৮০
৯।	রাজর্ষি এবরাহিম—শ্রীযুক্ত মুন্সী আব্দুল লতিফ	৮২
১০।	শাহনামা—কবিবর শ্রীযুক্ত মুন্সী মোজাম্মেল হক্	৮৪
১১।	বিবিধ বিষয়	৮৭

PRINTED BY SARAT CHANDRA CHAKRAVARTI.
AT THE KALIKA PRESS,
17, Nanda Kumar Chowdhury's 2nd Lane,
Calcutta.

এই সংখ্যার মূল্য ১০ আনা।

নিয়মাবলী।

১। প্রচারকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲
২। যাণ্মাসিক মূল্য ১৷৹
৩। বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম, প্রতি পৃষ্ঠা প্রত্যেক বার ৪৲ টাকা অর্দ্ধপেজ ২৷৹, প্রতি লাইন চারি আনা।
৪। মুনশী ময়েজউদ্দীন আহম্মদ সাহেবের নামে আফিসের ঠিকানায় টাকা কড়ি, বিনিময় পত্র, প্রবন্ধ এবং পত্রাদি পাঠাইতে হইবে।

আব্দর রসিদ ম্যানেজার প্রচারক।
১৷৩৫ নং ক্য নাল ইষ্টরোড, নারিকেল ডাঙ্গা, কলিকাতা।

রূপার ঘড়ি !!

(গ্রাণ্টি তিনবৎসর)

আমরা বিলাত হইতে খাটি রৌপ্যনির্ম্মিত (হাণ্টিং ওয়াচ) ঘড়ি আনায়ন করিয়া সস্তামূল্যে বিক্রয় করিতেছি। এই ঘড়ি ওয়াণ্ডিং অর্থাৎ চাবিদারা দমদিতে হয়। সেকেণ্ড ও মিনিট হ্যাণ্ড অতি উত্তম। যত্নের সহিত ব্যবহার করিলে একটি ঘড়িতে আজীবন কাটিতে পারো

মূল্য।

১ নং ... ... ১২৲ টাকা।
২ নং ... ... ১০৲ টাকা।

অর্ডার পাইলে আমরা ঘড়ি ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া থাকি।

বিক্রেতা—শ্রীআব্দচ্ছমদ খাঁ।
১৷৩৫ নং ক্যানাল ইষ্ট রোড, নারিকেল ডাঙ্গা, কলিকাতা।

বোট মার্চেণ্ট এণ্ড অর্ডার সপ্লায়ার।

নৌকার কার্য্যালয়।

আমাদের কারখানায় সকলপ্রকার নৌকা ভাড়ায় বিলি ও বিক্রয়ের কারণ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে ও অর্ডারে প্রস্তুত করি, বিশেষ বিবরণ রিপ্লাই কার্ড দ্বারা জানা যায়।

সেখ ওয়াজেদ আলি।
পাঁচ পাড়া।
পোঃ আঃ শাখরাইল। জেলা হাওড়া।

দ্বিতীয় খণ্ড। চৈত্র, ১৩০৬। তৃতীয় সংখ্যা।

প্রচারক।

বিবিধ-বিষয়ক মাসিক পত্র।

সোলতান মাহমুদ।

(২)

সোলতান মাহমুদের সপ্তদশবার আক্রমণে সিন্ধু হইতে গঙ্গাপর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশ, কত মণিমুক্তা, কত রজত কাঞ্চনই যে তাঁহার চরণে ঢালিয়া দিয়াছিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে ? নৃপতিকুল-গৌরব মাহমুদ কেবল ভারতবর্ষের গঙ্গাতট পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি পশ্চিমদিকেও খোরাসান এবং পারস্য রাজ্য জয় করিয়া কলনাদিনী খরপ্রবাহী ইউফ্রেটীসের তট পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্যের সীমা বিস্তার করিলেন। ক্রমে তাঁহার রাজ্য দক্ষিণে ভারতসিন্ধু এবং উত্তরে কাস্পিয়ানহ্রদ ও জৈহুন (আমুর) নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। সমস্ত এসিয়া ভয়চকিত এবং সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। মাহমুদ অন্যান্য নরপতির ন্যায় কেবলমাত্র রাজ্যজয় করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। তিনি মনে করিতেন, রাজ্যে শান্তি এবং শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে, কেবল অস্ত্রপ্রতাপে রাজ্যজয়ে কোনও গৌরব নাই। এজন্য তিনি রাজ্যজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আভ্যন্তরিক শাসন এবং সুশৃঙ্খলা-স্থাপনে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেন। সোলতান মাহমুদ, পশ্চিমে ইউফ্রেটীস, উত্তরে কাস্পিয়ানহ্রদ ও জৈহুন নদী, পূর্ব্বে জাহ্নবী-তট এবং দক্ষিণে ভারত

মহাব্ধি এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী বিশাল ভূখণ্ডে সূচীপরাক্রমে রাজদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

মহামতি মহারথী মাহমুদ দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন সর্ব্বপ্রধান রাজধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। তিনি কোনও রাজ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক কোনও প্রজাকে অত্যাচারিত হইবার কথা শ্রবণ করিলে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যথোচিত দণ্ড বিধান করিতেন। তিনি দণ্ড-বিধানে কদাপি কাহারও প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহ প্রদর্শন করিতেন না। এ বিষয়ে দুইটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

একদা এক প্রবীণা স্ত্রীলোক রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া সোলতান-সমীপে আবেদন করিল যে, তাহার একটীমাত্র পুত্র পারস্যদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিল, তথায় দস্যুরা তাহাকে নিহত করিয়া তাহার সমস্ত ধন-সম্পত্তি এবং পণ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে। সোলতান মনোযোগ পূর্ব্বক আবেদন শ্রবণ করতঃ বলিলেন, "মাতঃ! ঘটনাস্থল অতি দূরদেশে, তাহাতে দস্যুদলের সন্ধান করা এবং তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া একান্ত কঠিন, বহুব্যয়সাপেক্ষ ও বহুলোকসাধ্য।" বৃদ্ধা এতচ্ছ্রবণে রোষপরবশ হইয়া দৃঢ়তা সহকারে গম্ভীরভাবে বলিল, "জাঁহাপানা! যদি রাজ্যশাসন করিতে অক্ষম হন, তবে রাজ্যজয় করা আপনার পক্ষে নিতান্ত অন্যায়।" মহামান্য সোলতান মাহমুদ, প্রকাশ্য রাজসভায় মন্ত্রী এবং সেনানীবর্গের মধ্যে একজন সামান্য স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক এবম্বিধ ভাবে উক্ত হইয়াও কিঞ্চিন্মাত্র ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক্, বরং বৃদ্ধার সৎসাহসে অতীব প্রীত হইয়া তৎক্ষণাৎ উক্ত প্রদেশ শাসনকরণার্থ দস্যুদলকে ধৃত করিবার জন্য একদল প্রচণ্ড বাহিনী প্রেরণ করিলেন এবং বৃদ্ধার ভরণ-পোষণের জন্য রাজকোষ হইতে মাসিক বৃত্তি প্রদানের অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন।

অপর একদিন জনৈক কৃষক আসিয়া মাহমুদ-সমীপে নিবেদন করিল যে, একজন সৈনিক পুরুষ, তাহার রূপলাবণ্যবতী উদ্ভিন্নযৌবনা কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে তাহার বাটীতে গমন করিয়া নানাবিধ অত্যাচার এবং উৎপীড়ন করিয়া থাকে। মাহমুদ কৃষকের আবেদন শ্রবণে বলিলেন, "আবার যখন সৈনিক পুরুষ তোমার বাটীতে গমন করিবে, তুমি তৎক্ষণাৎ

আসিয়া আমাকে সংবাদ প্রেরণ করিও।" অতঃপর অপর দিবস সেই দুর্দ্দান্ত সৈনিক, কৃষকের বাটীতে উপস্থিত হইবামাত্র, কৃষক ঊর্দ্ধশ্বাসে নৃপতির নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিল। মাহমুদ তৎক্ষণাৎ শশব্যস্তে উলঙ্গ কৃপাণকরে কৃষকের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। যে গৃহে সৈনিক পুরুষ প্রবেশ করিয়াছিল, মাহমুদ বিদ্যুদ্বেগে সেই গৃহে উপস্থিত হইয়া প্রদীপ নির্ব্বাণ করতঃ প্রচণ্ড কৃপাণের এক আঘাতেই ব্যভিচারলিপ্সু সৈনিককে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর কৃষককে পুনরায় প্রদীপ প্রজ্বলিত করিতে অনুমতি করিলেন। প্রদীপ প্রজ্বলিত হইলে মাহমুদ তাহা স্বহস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক সৈনিক পুরুষের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করতঃ মহিমাময় বিশ্বাধিপকে শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

কৃষক, সোলতান মাহমুদের এবম্বিধ আচরণ দর্শনে অর্থাৎ প্রথমে একবার দীপনির্ব্বাণ-করণ, সৈনিককে বধ, অতঃপর দীপ জ্বালাইয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে দেখিয়া, বিনীত-ভাবে তাহার কারণ-জিজ্ঞাসু হইলে, সোলতান বলিলেন, "আমি যখন গৃহে প্রবেশ করি, তখন মনে সন্দেহ হইতেছিল যে, হয় ত এই সৈনিক পুরুষ দুর্ব্বৃত্ত ভ্রাতুষ্পুত্রও হইতে পারে; যদি হয়, তবে দীপালোকে তাহার বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক আমার মনে স্নেহের উদয় হইয়া পাছে আমাকে কর্ত্তব্যকার্য্য হইতে বিমুখ করে, এই ভয়ে প্রথমতঃ প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়াছিলাম; কারণ, অন্ধকারে দেখিতে পাইব না; সুতরাং আমারও মনে স্নেহের উদয় হইবে না। অতঃপর দীপ জ্বালাইয়া মনের সন্দেহ দূরীভূত করণার্থ তাহার বদনমণ্ডল দর্শন করিলাম; কিন্তু যখন দেখিলাম, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র নহে, তখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।"

মহাম্মদ এসমাইল হোসেন।

গঙ্গারাম টাটারু।

(২)

নবম উদ্যম।

কমলা নতমুখী।

"আজ দুর্গোৎসবের সপ্তমী। গোলাপ দিদি! আমার বাপের বাড়ীতে পূজা; সেখানে এই পূজাতে ২০।২২ টা পাঁটা বলিদান হবে, দু'মন বেসনের সিড়ির লাড়ু হবে, আর কত কি হ'বে। ঠাকুর-বাড়ীতে নাই—এবার আমার ভাগ্যে বাপের বাড়ীর পূজা দেখাটা হলো না।" বেলা তিনটার সময় কোন প্রতিবেশিনীকে এই কথা বলিতে বলিতে কমলা ঘাট হইতে বাড়ী আসিল। এমন সময়ে সরলা আসিল। সপ্তমীর দিন, তাই সরলার আজ বড় স্ফূর্ত্তি। সরলা আলবোট তুলিয়া মাথা বাঁধিয়াছে—পূজার সময় মত্ত-মাতঙ্গিনী সাজিবার জন্য এক শিশি "হাতী মার্কা সালসা" একবারে সেবন করিয়াছে; কাজেই স্ফূর্ত্তি। তাহার উপর সেই পতিত-পাবনী সুরা-দেবীরও এক আধ চুমুক সেবা লইয়াছে। কাজেই স্ফূর্ত্তির উপর স্ফূর্ত্তি ত হইবেই। সরলা "তাম্বুল বিহার" দিয়া "ডবল" গ্রেটের পানের খিলি মুখে দিয়াছে—"ফুলেলা" মাখিয়াছে, বিলাতী "এসেন্স লেভেণ্ডারের" সৌরভে পথ-ঘাট—শেষে কমলার বাড়ী পর্য্যন্ত আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। আনন্দে আটখানা হইয়া, আনন্দের জুয়ারে হাবু-ডুবু খাইয়া ভাসিয়া যাইতেছে—সে আনন্দের সমভাগিনী আর কে আছে? আছে বই কি? আছে আমাদের কমলা। তাই কমলাকে বলিল:—

"বউ, আজ কি পূজো দেখ্‌তে যাবে না? এখনও পান খাও নাই—ঠোঁট-দুটি সাদা "চড়্‌চড়ে হ'য়ে আছে—তাই ব'ল্‌ছি, আজ কি পূজো দেখ্‌তে যাবে না? এখনও মাথা বাঁধো নাই—অমন চিকণ চক্‌চ'কে চুলগুলি নুকুড়ুকু হ'য়ে আছে—তাই ব'ল্‌ছি. আজ কি পূজো দেখ্‌তে যাবে না?"

কমলা। এক বছর পরে "মা" এয়েছেন, আর দেখ্‌তে যাবো না?

সরলা। কৈ—তোমার যাবার গা দেখ্‌ছি কৈ?

কমলা। তা—তুই বোন্ যখন পূজো দেখ্‌তে যাবি, তখন আমায় ডেকে যাস্।

"বেশ" বলিয়া সরলা চলিয়া গেল। কমলা কোন প্রতিবেশিনীর নিকট মাথা বাঁধিয়া পূজা দেখিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত রহিলেন।

সন্ধ্যার সময়ে আবার সরলা আসিল। কমলা তাহার সঙ্গে বাঁড়ুয্যেদের চণ্ডীমণ্ডপে ঠাকুর দেখিতে গেলেন। দেখিলেন, ঠাকুর-বাড়ীর চারিধার আম্রপল্লবের মালায় শোভিত হইয়াছে। ঝাড়-গ্ল্যাস-ফানুস্, চিউনি প্রভৃতির আলোকে ঠাকুর-বাড়ীর শোভা দশগুণ বাড়িয়াছে। পূজারী ব্রাহ্মণ "নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে" ইত্যাদি শব্দে পূজা আরম্ভ করিয়াছেন। ঝাঁগুড়গুড় ঢোল বাজিতেছে, "পোঁ পোঁ রবে বাঁশীর বাজনা উঠিতেছে—শঙ্খ "ভোঁ ভোঁ" করিতেছে—কাঁসী "কাঁই নানা কাঁই নানা" ডাক ছাড়িতেছে। সকল বাড়ীর মেয়ে-ছেলেরাই পূজা দেখিতে আসিয়াছে—ব্রাহ্মণ-কায়স্থ হইতে আরম্ভ করিয়া, ডোম-মুচি-হাড়ি পর্য্যন্ত সকলেরই মেয়েরা আসিয়াছে। "আসে নাই কে?"—যিনি লাখ্‌পতি, তাঁহার পরিবার আজ "পদব্রজে" আসিয়াছে—আর যে তালপাতার কুঁড়েয় মাথা গুঁজিয়া থাকে, তাহারও স্ত্রী, কন্যা ও অন্যান্য পরিবার আসিয়াছে। আজ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের অঙ্গ * * * স্পর্শনে বাধা নাই—সকলেই সকলের সহিত ঘেঁসা-ঘেসি, মেশামেশি, ঠেশা-ঠেশি করিলেও কোন ক্ষতি হয় না; সমাজে কোন দোষ হয় না। সকলেই (এখানে কেবল স্ত্রীলোকের কথা হইতেছে) আজ অবস্থানুসারে ভাল কাপড়, ভাল গয়না পরিয়াছে। তাহাদের মধ্যে বাঁড়ুয্যেদের বড় বউ, মেজো বউ, ছোট বউ আপাদ-মস্তকের যেখানে যাহা দরকার—সোণা-রূপার অলঙ্কারে মণ্ডিত করিয়াছে—কেহ বোম্বেয়ে, কেহ বালুচরে, কেহ বেণারসী, কেহ বা প্রভাবতী শাড়ী পরিয়াছে। সাটিন-মখ্‌মলের বডিও আঁটিয়াছে। সকলেই পূজা দেখিল, কমলাও দেখিলেন; সকলেই দেবীকে প্রণাম করিল, কমলাও করিলেন। কিন্তু কমলা নতমুখী।

"এ সময়ে 'নতমুখী' কেন?

আচ্ছা, বুঝিতে পারিবেন।

দশম উদ্যম।

সেঁকো।

কমলা পূজা দেখার পর সরলা ও অন্যান্য প্রতিবেশিনীগণের সহিত বিষণ্ণবদনে বাড়ী ফিরিলেন। পথে একটিও কথা কহিতে তাঁহার ভাল লাগিল না। বাড়ী আসিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন—আহার করিলেন না, শুইয়া পড়িলেন। সরলা দ্বারে খিল লাগাইয়া কমলার মুখের কাছে বসিল—জিজ্ঞাসা করিল :—

"বউ, হাসি-খুসি ক'রে পূজো দেখ্‌তে গেলে, তার পর"—

কমলা। তার পর কি লো?

সরলা। অমন কাঁদো কাঁদো যে হ'লে? আর কি কা'ল পূজো দেখ্‌তে যাবে না?

কমলা। না—আর কা'ল যাবো না।

সরলা। কেন? কেউ ত তোমার অপমান করে নাই, বোন!

কমলা। অপমান আর কে ক'র্‌বে লো? আমি নিজেই—অপমান বোধ করেছি—তা, তুই যেমন আমার অন্তরে থেকে ভালবাসিস্, সরলে! আমিও তোকে তেম্‌নি ভালবাসি। তুই যখন কথাটা জিজ্ঞাসা কর্‌ছিস্, তখন তোকে বই আর কা'কে বল্‌বো সরলে! দেখ্‌লি না লো——বাঁড়ুয্যে-বউরা কেমন ভাল ভাল শাড়ী প'রে, কেমন সোণা-রূপার অলঙ্কার প'রে পূজো দেখ্‌তে এলো? আমার পরণে এই আল্‌তা-পেড়ে কাপড়খানি——তাও আবার দেঁড়ে সেলাই-করা—হাতে, গায়ে, কাণে, কপালে, কাঁকালে কোন গয়না নাই—সধবার নিদর্শনস্বরূপ হাতে তিনগাছি করিয়া কাশ্মীরী চুড়ী—তাও আবার ভাল নয়। বাঁড়ুয্যে-বউদের কাপড়-গহনা দেখে—আর আমার এই হীনবেশ দেখে আমি লাজে ম'রে গেলাম। বাঁড়ুয্যে-বউরা যখন আমায় "চাটুয্যে-বউ" বলে ডাক্‌লে, তখনি লাজে ম'রে গেলাম। দেখো, আমার মাথা খাও সরলে—কাউকে বলো না, সরলে—বিধাতা আমার রূপ দিয়াছেন, কিন্তু আমার মনমত গয়না হলো না। ঠাকুরের অবস্থা ভাল নয় যে, আমায় গয়না দিবেন, আর অধিক ব'ল্‌বো কি সরলে—আমায় যোগ্য * * হয় নাই। সরলা, সেঁকো পাই ত এ জীবন রাখি না।

কমলার কথা শুনিয়া সরলা একটু ঠোঁট বাঁকাইয়া হাসিল—সে হাসির অর্থ আছে। সরলা নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির পথ পায় নাই—আজ পাইয়াছে, তাই হাসিয়াছে।—সরলা বলিল, "এমন সোণার প্রাণটা সেঁকোতে হারাবে? ও কথা আর মুখে এনো না।"

কমলা। মুখে না আন্‌লে আর উপায় কি বল্?

"আচ্ছা, আমার নিকট উপায় আছে" এই বলিয়া সরলা কমলার মুখপানে চাহিল। কমলা নতমুখী হইলেন। সরলা বলিল,—একটু আদর করিয়া বলিল, "আমার পানে একবার তাকাও কমলে—একবার মুখ তুলো কমলে!"

কমলা মুখ তুলিলেন—সরলার দিকে চাহিলেন—সরলা ধীরে ধীরে কি বলিল, আবার কমলা নতশিরা হইলেন। সরলা তখন নিজের ডান হাতে কমলার কমলমুখ তুলিয়া আপনার দিকে ফিরাইয়া কহিল, "আমার পানে একবার চাও কমলে!" কমলা অর্দ্ধ-মুকুলিত নেত্রে চাহিলেন—সরলা বুঝিল, অভীষ্টসিদ্ধি হইয়াছে। ঔষধ ধরিয়াছে। পাখী ফাঁদে পা দিয়াছে।

কমলার শ্বশুরবাড়ী হইতে বাপের বাড়া কিছু দূরে—সে গ্রামটা অতি ছোট। ভদ্রলোকের বাস নাই—কেবল দু'দশ ঘর চাষা-ভূষো। সেখানকার কোন লোক সহরে চাকরী করে না। কমলা পূজার সময় প্রায় বাপের বাড়ী যাইতেন, সে গ্রামের স্ত্রীলোকদিগকে কখনও বোম্বেয়ে—বালুচরে শাড়ী, সাট, বডি বা সোণা-রূপার অলঙ্কার পরিতে দেখেন নাই। দেখেন নাই—তাই তাঁহারও পরিবার ইচ্ছা হয় নাই; শ্বশুরগ্রামের স্ত্রীলোকদিগের কাপড়-অলঙ্কার দেখিয়া—কমলার মনে আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিলই, আজ সে আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠিয়াছে—ফলবতী হইবে কি না, তাহা পর উদ্যমে দ্রষ্টব্য।

একাদশ উদ্যম।

সরলা বাহিরে গেল।

আজ অষ্টমী। সরলা ভোর ভোর উঠিয়া গিয়াছে। কমলা প্রভাতে বিছানা হইতে উঠিয়া—গৃহপাট সারিয়া স্নান করিয়া আসিলেন। বেলা আন্দাজ আটটা কি নটা। কমলা এক এক বার বাহির দিকে তাকাইতেছেন,

এমন সময়ে, আবার সরলার প্রবেশ। সরলা এবার সুধু হাতে আসে নাই—হাতে আছে—একটা গাঁটরী। সরলা, কমলার হাত ধরিয়া ঘরের মেঝেয় লইয়া গিয়া গাঁটরি খুলিল। তাহাতে ছিল, একটা বম্বের শাড়ী—একটা মখ্‌মলের বডী—আর একজোড়া বালা, একজোড়া অনন্ত, এক ছড়া চিক্ (কপিপাতা),—ছয়টা ছোট বড় মাক্‌ড়ী। এ অলঙ্কারগুলি সব সোণার; আর রূপার ছিল, একছড়া রেট, চার গাছা পাকদেওয়া মল। কমলা বস্ত্র অলঙ্কার দেখিয়া আনন্দ-সাগরে ঝাঁপ দিলেন। সরলা দুই.চার ঢেউ খেলাইয়া চলিয়া গেল। কমলা আনন্দগদ্‌গদ-চিত্তে বাহিরে আসিলেন। তারপর ঘরে বাইশ-বছরের পুরাণো খেজুরে গুড় আড়াই পোয়া ছিল, তাহার এক পোয়া পর বৎসরের জন্য রাখিয়া বাকি দেড় পোয়ার ভিয়ান চাপাইয়া অর্দ্ধেকের "সিড়ির লাড়ু" ও অর্দ্ধেক "থই-লাড়ু" করিলেন। তাহাতেই সারা বৎসরের জল খাওয়া চলিয়া যাইবে।

কমলা এদিক্ ওদিক্ কাজ-কর্ম্ম সারেন, আর আকাশপানে চান, কখন্ সন্ধ্যা হইবে, কখন্ তিনি বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জীভূত হইয়া ঠাকুর দেখিতে যাইবেন, আর বেশ-ভূষা লোককে দেখাইবেন? এইরূপ ভাবনা-চিন্তাতেই দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা হইল। সরলা আসিয়া বলিল, "অ্যাঁ, এখনও কাপড়-গয়না পরো নাই? আজ্‌কে "সাতটা চল্লিস্ মিনিটের" সময় পূজো, আবার যাবে কখন্?" কমলা তাড়াতাড়ি কাপড় অলঙ্কার পরিয়া সরলার সঙ্গে পূজা দেখিতে গেলেন। একবার এখানে, একবার সেখানে পূজা দেখিয়া কমলা একাকিনী বাড়ী ফিরিলেন।

সংগ্রাহক,
শ্রীআব্‌দুল লতিফ।

প্রতিভা।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটি দেবতা নিজ নিজ স্বার্থানুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকিয়া জীবরাজ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে। সুচতুর শিল্পচূড়ামণি বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বেশ্বর বিবিধ ভাণ্ডারে রচনা করিয়া তাঁহার অনন্তশক্তির প্রকাশ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডবাসীকে বিমুগ্ধ করিতেছেন। অতলস্পর্শী বারিধিবক্ষে বাড়বানল, অচল পাদপপূর্ণ অরণ্য-মাঝে দাবানল, অসংখ্য-তারকা-বিমণ্ডিত নভোমণ্ডলের নীল-চন্দ্রাতপের উপর উল্কাপিণ্ড, দ্বিপাদ দ্বিহস্ত বাক্‌শক্তিবিশিষ্ট মানবহৃদয়ে প্রতিভা;—অহোরাত্র সমস্তই তাঁহার অনির্ব্বচনীয় মহিমার জলন্ত প্রমাণ সর্ব্বত্রই তাঁহার অনন্তমহিমা স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে।

১। যে শক্তি-সাহায্যে মানব অসীম ভূখণ্ডকে একখণ্ড কাগজে চিত্রিত করিয়া দর্শকের কৌতূহল নিবৃত্ত করিতেছে, গ্রহাদির গতিবিধি নির্ণয় করিতেছে, ভূগর্ভস্থ রত্নাদির আবিষ্কার করিতেছে, নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন, কি চমৎকার বিশ্ব-রহস্য উদ্‌ঘাটনোদ্দেশে বিধাতা মানবজাতির সৃষ্টি করিয়া নিজমাহাত্ম্য-প্রকাশচ্ছলে প্রতিভারূপে মানবমস্তিষ্কে সেই শক্তি ঢালিয়া দিতেছেন। সূক্ষ্মজ্ঞান-প্রাপ্ত নরের অসাধ্য-সাধন দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়, মানব! তুমি দেবতা, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। তুমি ধন্য!

২। প্রতিভা স্বর্গীয় শক্তি, প্রতিভা অনৈসর্গিক ভাব, প্রতিভা অনির্ব্বচনীয় মহাপ্রাণতা। কল্পনার অতীত গুণগ্রাম-সমন্বিত, নির্ম্মল-জ্যোতিবিশিষ্ট পবিত্র হৃদয়ক্ষেত্র প্রতিভার আধার। প্রতিভা সূর্য্য বিস্তৃত জ্বলন্তাগ্নিকুণ্ডের ন্যায়, চতুর্দ্দিকস্থ সামান্য-জ্ঞান-বিশিষ্ট জীবগণকে আকর্ষণ করিয়া, স্বীয় মহীয়সী শক্তির নিকটে অভিভূত করিয়া ফেলে। প্রতিভার প্রতিপত্তির নিকট সকলেরই মস্তক অবনত। যাঁহার হৃদয়ে সেই অমানুষিক অতুলনীয়া শক্তি নিহিত, তিনিই জগৎসম্মানিত। যে মানব প্রতিভার আধার, মনুষ্যাকারে বিরাজমান থাকিলেও তিনি দৈবপুরুষ; তাঁহার বাক্যে, কার্য্যে সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান অতি অসাধারণ, মন দৃঢ়, দেহ কর্ম্মঠ, প্রবৃত্তি নির্ম্মল। অচল, অটল, হিমাদ্রি সদৃশ, প্রতিজ্ঞাপূর্ণ হৃদয় প্রতিভার নিশান

উড়াইয়া বিশ্ববাসীকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে শারদীয়া শুভ্রজ্যোৎস্নারূপ দিগন্তব্যাপী যশঃসুধা পানার্থ আহ্বান করে। প্রতিভাশালী সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি জগতের শিক্ষা দীক্ষা-স্বরূপ, ভবিষ্য ইতিহাসের দৃষ্টান্তস্বরূপ, অসহায় নিরাশপ্রাণের অমৃতময় শান্তিস্বরূপ।

এই ঐশী-শক্তি-প্রাপ্ত পবিত্র প্রাণ সৃষ্টির দুঃখাপনোদন দ্বারা সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে। মানব! নির্ম্মলংস্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনীর কলকল নাদ, কুসুমিত সুবিশাল চম্পকতরুর সুশীতলচ্ছায়া, সৌরভপূর্ণ কমনীয় পুষ্পোদ্যানে কোকিলের কাকলি, ভ্রমরের গুঞ্জন, সর্ব্বজনবিমোহন বাসন্তানিলের মৃদুমন্দ হিল্লোল, শারদীয় পূর্ণশশীর সুস্নিগ্ধ কিরণমালা সম্ভোগ করিয়া তোমার প্রাণ যে শান্ত পায় না, প্রতিভারূপ-বৈশ্বানর-প্রদীপ্ত মহাপ্রভাব দ্বারা তদপেক্ষা বহুগুণে সুখশান্তি উপভোগ করিতে পারিবে। যে প্রতিভা-সম্পন্ন মহাত্মা-মণ্ডলীর পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া কতশত নরনারী ভূমণ্ডলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন, কত মানব কৃতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, কত নগণ্য ব্যক্তি কীর্ত্তিস্তম্ভ সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, সেই বাক্যাতীত প্রদীপ্ত প্রভা-প্রাপ্ত মহাপুরুষ যে কি পুণ্যফলে ভগবৎ-কৃপায়, এই অসীম ঘটনাপূর্ণ কর্ম্মভূমি ধরাধামের মঙ্গলবৃদ্ধির হেতুভূত হন, তাহা সামান্য লেখনীর সাহায্যে বর্ণনা করা আর অনন্তসমুদ্রের জলরাশির পরিমাণ করা উভয়ই তুল্য। যেহেতু, ঈশ্বরের মহিমার ইয়ত্তা নাই।

কোন মহাত্মা দীন রাখালবেশে জন্ম লইয়া সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছেন, কোন মহাত্মা সামান্য গৃহস্থ-সন্তান হইয়া, জগতের যাবতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের অমূল্য জ্ঞানরত্ন আহরণ করিয়া, আপামর সাধারণের সম্ভোগার্থ সকলের দ্বারে দ্বারে সেই অমূল্য নিধি বিতরণ করিয়াছেন, কোন মহাপুরুষ কৃষকপুত্র হইয়া সম্রাট্‌পদবীর অধিকারী হইয়াছেন, কোন মহাপুরুষ দাসত্ব-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া প্রতিভাবলে কত রাজ্যের রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন। এমনও দেখা যাইতেছে, কেহ দৈনিক মজুরী করিতে আরম্ভ করিয়াও সেই স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া কত শত দৈশিক-পুঙ্গবের পরিচয়ের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। কোথাও বা নিস্তব্ধ নির্জ্জন গিরিগহ্বরবাসী তপস্বী তুল্য মহামতি, পর্ণকুটীরবাসিনীর রত্নগর্ভে জন্ম লইয়া, সাহিত্যরাজ্যের সুরম্য

সিংহাসনের সম্রাট্‌পদ গ্রহণান্তর জগতের মোহবিমোচনার্থ অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার রক্ষা করিতেছেন। সকলের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইতিবৃত্তি যোজনা করিতে হইলে দ্বিতীয় জীবনচরিত প্রস্তুত হইয়া পড়িবে। পাঠকমহোদয়গণ যদি কৌতূহল চরিতার্থ করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ যে যে প্রতিভা-প্রাপ্ত মহাত্মগণের উল্লেখ করিতেছি, তাঁহাদের জীবন-চরিত পুস্তকগুলি অন্ততঃ একবার পাঠ করিবেন। ক্রমশঃ

দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধবিবরণ।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

অনেক সময় উচিত কথা বলা চলে না; "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।" সংসারে শান্তিলাভার্থ দশের সহিত মিলিয়া থাকিতে হয়। তজ্জন্য কেহ কেহ উক্ত নীতি অবলম্বন শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করেন। মনের অবস্থানুসারে যে বাক্য এককালে অপ্রিয় বুঝিয়াছি, কালক্রমে তাহাই শুভ-কর ভাবিয়া থাকি। সাধারণের যে প্রার্থনা গবর্ণমেণ্ট এক সময়ে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহাই আবার সময়ান্তরে গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তজ্জন্যই বলিতে পারা যায়, রাজাজ্ঞা সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। ত্রান্সভাল যুদ্ধ সম্বন্ধে কাহারও কাহারও উচিত বক্তব্য থাকিলেও, মনের ভাব মনে রাখিতে বাধ্য হইতেছেন, নচেৎ অন্ততঃ ইহাও বলা হইত যে, উত্তরোত্তর ঘোর ঘনঘটা সন্দর্শন এবং প্রবলবাত্যার পূর্ব্বলক্ষণ অনুভব করতঃ সকলেই বলিতে পারেন, বোধ হয়, একটা না একটা কিছু অমঙ্গলঘটনা ঘটিবার অবশ্যম্ভাবী দুর্লক্ষণ দেখা দিতেছে। যেহেতু, এত বহু আয়োজন সত্ত্বেও, বারংবার প্রাণপণ-চেষ্টাতেও, লেডাস্মিথের উদ্ধার হইতেছে না কেন? মহারথী রেডভার্স বুলার এবং অতিরথী মহাত্মা রবার্টস্ উভয়েই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন। শত শত বীরগণ রণশায়ী হইতেছেন, অসংখ্য অনীকিনী-হত্যা-সংঘটন হইতেছে, কত শত হয়, হস্তী বিনষ্ট হইতেছে, অজস্র অর্থরাশির অপব্যয় হইতেছে। কত উদ্বেগ, কত উৎকণ্ঠা, কত আশঙ্কা, কত কষ্ট যে বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা

নাই। নিম্নে যে কয়টী প্রধান প্রধান যুদ্ধের বিবরণ বর্ণিত হইল, তদ্দৃষ্টে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, কিরূপ ঘন হইতে ঘনতর ঘটা সংঘটিত হইতেছে এবং তদ্ধেতু সমগ্র ভূমণ্ডল উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে শূন্যমার্গে দৃষ্টি করিতেছে। ঈশ্বর যাবতীয় ক্রিয়ার কর্ত্তা, আমরা করণস্বরূপ; তথাপি মানব-স্বভাব স্বকর্ম্মের নিশ্চিত আয়ত্ত। তাই একজন দেখে, আর একজন দেখায়।

পাঠকমহাশয়! একবার মারামারি কাটাকাটির কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে ত শ্রবণ করুন। প্রায় সকলেই কাগজ খুলিয়া অগ্রে সমর-সংবাদ পাঠ করেন; সুতরাং আমরাও পাঠকগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারি না।

বিগত ১৪ই মাঘ যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহের সংবাদপত্রে প্রকাশ, লেডীস্মিথে একটা ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছে। বুয়র-পক্ষের সেনাপতি ভ্রিটোরিস্ গোলাবর্ষণ দ্বারা জেনারেল হোয়াইটের বাসগৃহ ধূলিসাৎ করিয়াছে; জেনারেল হণ্টারের গৃহও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে। কত প্রাণী বিনষ্ট হইল, তাহার সংবাদ প্রকাশ নাই।

তৃতীয় সপ্তাহের সংবাদে জানা গেল, আপাততঃ লেডী স্মিথ-উদ্ধারের আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। মহারথী বুলার আবার বিপুলবিক্রমে তুগেলা পার হইয়া লেডী স্মিথের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন। জেনারেল ওয়ারেণকে অগ্রগামী করিয়া শনৈঃ শনৈঃ লেডী স্মিথের দিকে যাইতেছিলেন। ২৭শে জানুয়ারী বুলার সাহেবের সংবাদে প্রকাশ, জেনারেল ওয়ারেণ স্ত্রিয়ান কোপ অধিকার করিয়াছিলেন কিন্তু বেগতিক দেখিয়া রজনীযোগে প্রস্থান করেন। ২৭শে তারিখে প্রাতে জেনারেল ওয়ারেণ সসৈন্যে টুগেলার দক্ষিণ পারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এই ঘটনাসূত্রে যে কয়টী যুদ্ধ ঘটে, তাহাতে ইংরাজের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই; ১৫০ জনমাত্র ইংরাজ বুয়র-হস্তে বন্দী হন। ইংরাজের নিক্ষিপ্ত লিডাইট গোলা আদৌ ফাটে নাই। জনরব, লর্ড রবার্টের সাহায্যার্থ আরও ৫০ হাজার সৈন্য পাঠাইতে হইবে এবং ৫০ হাজার মজুত রাখিতে হইবে। তবেই না বোধ হইতেছে, লেডী স্মিথের উদ্ধার-সাধন সুদূরপরাহত। প্রার্থনা, ভাল হউক্।

ডারবান। ৩০শে জানুয়ারী। জোহান্সবার্গে বেগবীর ফ্যাক্টারি নামক

এক কারখানায় বড় বড় গোলা প্রস্তুত হইত, গত ২০শে জানুয়ারী সহসা অগ্নিসংযুক্ত হইয়া উড়িয়া গিয়াছে। সে সময়ে অনেকে ঐ কারখানায় কাজ করিতেছিল, তাহাদের অনেকেই পঞ্চত্ব পাইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

লণ্ডন। ২৬শে জানুয়ারী। জেনারেল বুলার সংবাদ পাঠাইয়াছেন, ২৫শে তারিখের যুদ্ধে ছয়জন সেনানী হত, ১২ জন সেনানী আহত, ১৮ জন সৈনিক হত, ১৪২ জন আহত এবং ৩১ জন নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

লণ্ডন। ২৭শে জানুয়ারী। ডেলীনিউস বলেন, গবর্ণমেণ্ট সত্বর প্রায় ৩০ কোটি টাকা যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য পালামেণ্টের নিকট চাহিবেন। ইহার পূর্ব্বে প্রায় ১৫ কোটি টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন। ২৯শে জানুয়ারী। ডণ্ডোনাল্ডের ব্রিগেড সৈন্যদল টুগেলা নদীর দক্ষিণতীরে উপনীত হইয়াছে।

মাগার্স ফণ্টীনের যুদ্ধে ইংরাজের বিখ্যাত হাইল্যাণ্ড ব্রিগেডের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে, সকলেই তাহা জানেন। হাইল্যাণ্ড ব্রিগেডের সাহস জগদ্বিখ্যাত ও অতুলনীয়। প্রসিদ্ধ ব্লাকওয়াচ সৈন্যদল জেনারেল ইয়াকোপের অধীনে রজনীযোগে যাত্রা করিয়া এমন কুস্থানে উপস্থিত হইয়া পড়ে যে, বিপক্ষের মুষলধারে অগ্নিবৃষ্টিতে এই দল প্রায় নির্ম্মূল হয়। যুদ্ধের সময় "প্রত্যাবর্ত্তন কর" এই আদেশ কে প্রকাশ করে। তখন অবশিষ্ট দল রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করে। সংবাদপত্রে প্রকাশ, লর্ড মেথুয়েনের সৈন্যদল এক্ষণে এরূপ ভগ্ন-হৃদয় হইয়াছে যে, তাহার পর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

ট্রান্সভালের "ডিগার নিউস" পত্র বলিতেছেন, ইংরাজ সংকল্প করিয়াছেন, যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই ইংরাজ ক্রুগারকে সেণ্টহেলেনায় বন্দী করিয়া রাখিবেন। যে বাড়ীতে নেপোলিয়ান ছিলেন, সেই বাড়ী মেরামত করা হইতেছে। এ কথাটী বড় মঙ্গলজনক নয়।

স্পিয়ানকোপের যুদ্ধে ইংরাজ-সৈন্য মহাবীরত্ব প্রকাশ করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু কেমন যে গ্রহবৈগুণ্য কিংবা কুযাত্রার কুফল অবশ্যম্ভাবী বলিয়া ইংরাজকে পশ্চাৎ হটিতে হইল। ২০শে জানুয়ারী হইতে ২৪শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত পাঁচদিন ক্রমাগত এই ঘোর সমরানল প্রজ্বলিত ছিল।

বুয়রগণের ধূমশূন্য নূতন কামান এমনই ভীষণ কাণ্ড উপস্থিত করিল যে, বৃটিশবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল। কত যে নরমুণ্ড খণ্ড-বিখণ্ড হইল, কত প্রাণীর প্রাণবায়ু যে অনন্ত বায়ুতে নিশিয়া গেল, তাহার ইয়ত্তা হয় নাই। এ পর্য্যন্ত যতগুলি স্থান ইংরাজ অধিকার করিয়াছিলেন, সে স্থানগুলি অগত্যা ত্যাগ করিয়া পুনরায় তুগেলানদী পার হইয়া তাহার দক্ষিণতীরে ছাউনী করিতে বাধ্য হন। সেনাপতিগণ বিফল মনোরথ হইয়া ভগ্নহৃদয়ে শিবিরে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বুয়রগণ বলিতেছে ঐ যুদ্ধে ইংরাজের ১৫০০ সৈন্য হত হইয়াছে।

ইংরাজ-সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণেল প্লুমার ম্যাফেকিং উদ্ধার করিতে গিয়া বুয়র-হস্তে পরাজিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ কুম্ভীরনদীর তটদেশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই সময়ে বুয়রগণ একটী ছলনা প্রকাশ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। বীর বুলার যখন পট্‌গিটার অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন বুয়রগণ চিভেলি আক্রমণ করে। সেনাপতি বার্টনের সহিত একটী খণ্ডযুদ্ধ হইল। তাহাতে কতকগুলি লোক হতাহত হইল। কিন্তু সেই অবধি বার্টন সাহেবের আর কোন সংবাদ নাই। সে জন্যও একটা দুর্ভাবনা।

কোলেঙ্গের দীর্ঘ সেতুটী বুয়রগণ ভাঙ্গিয়াছে। ইহাতে ইংরাজ পক্ষে ক্ষতি-স্বীকার করিতে হইবে। এ সময় নদীপার হইবার নিমিত্ত ইংরাজ-সৈন্যের অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছে। কেবল বুয়রজাতিই ইংরাজের বিপক্ষ নয়,ভিতরে ভিতরে অনেক জাতি ইংরাজের শত্রুতা করিতেছে। ২৫০০ আইরিস বুয়র-দিগের অধীনে ইংরাজ-বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই আমেরিকানিবাসী। জর্ম্মাণগণ সংগোপনে বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রবেশ করিতেছে। চিরশত্রু ফরাসিস কত কি করিতেছে, তাহা প্রবাশ করিতে ঘৃণা বোধ হয়। কূটনীতিজ্ঞ রুষ সুসংযোগ মনে করিয়া পারস্যরাজের উত্তমর্ণ হইলেন। মহা-মতি লর্ড কর্জ্জনের ভবিষ্যবাণীর প্রতি ইংলণ্ডের মহামন্ত্রিগণ কর্ণপাত করিলে এই বিপদাশঙ্কা উপস্থিত হইত না।

নিউইয়র্কের ডচ্ সমিতি পাথেয় দিয়া এবং একশত দশজন সৈন্য দিয়া বুলগেরিয়াবাসী জনৈক সৈনিক কর্ম্মচারীকে বুয়রগণের সাহায্যার্থ পাঠাইয়া

দিয়া সহানুভূতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। ইহারা বিলক্ষণ বলিষ্ঠ এবং কষ্টসহিষ্ণু।

ইংলণ্ড নিজগৌরবরক্ষার্থ ক্রমশঃ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। ইংলণ্ডে ছয়লক্ষ ইংরেজ-সৈন্য রাখিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ইংলণ্ডবাসীকে স্বদেশ-রক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিবার জন্য উত্তেজিত করা হইতেছে, আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য কল্পনা হইতেছে। জাপান এবং ইউরোপের আর কয়েকটী রাজ্য এ সময়ে ইংলণ্ডকে একশত ভাল ভাল কামান যুদ্ধের জন্য প্রদান করিয়াছে। ইহাতেই বোধ হইতেছে, সমরানল শীঘ্র নির্ব্বাপিত হওয়া অসম্ভব।

মহারথী বুলারের তৃতীয় আক্রমণও ব্যর্থ হইল। বারংবার ভীমনাদে ইংরাজ-বাহিনী অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু প্রচণ্ড বুয়র ব্যূহের বজ্রনিনাদী কামানের অগ্নিবর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া ভগ্নমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। রণচণ্ডিকা ডাকিনী, যোগিনী, শাকিনী, পিশাচী প্রভৃতি দল বল সঙ্গে লইয়া রণাঙ্গনে তাথৈ তাথৈ নৃত্য করিতেছেন। শকুনি গৃধিনী, শ্যেন প্রভৃতি পক্ষিগণ বিকটাকার ধারণ করিয়া শ্রবণবিদারক শব্দ করিতেছে; শৃগাল, কুকুর প্রভৃতি শ্বাপদেরা লোহিত সৃক্কণী বহির্গত করিয়া ভৈরবরবে রুধিরাক্ত-কলেবরে রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে, দুর্গন্ধময় পূতিগন্ধে দিঙ্মণ্ডল বিষোদ্গীরণ করিতেছে। নদ, নদী, সরোবর ও কূপাদি শোণিত পূর্ণ সলিল ধারণ করিয়া ভীষণাকার ব্যক্ত করিতেছে। যেদিকে দৃষ্টিপাত করিবে, কেবল নরমুণ্ডময় ভূমণ্ডল বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কঙ্কালময়ী বসুন্ধরা, রুধিরময়ী ধরণী আর গৃহে গৃহে হাহাকার ধ্বনি এই কালসমরের ফলাফল।

এখন একটু আনন্দ আসিল। অন্ধকার ঘুচিল।—১৯০০। ২৭ ফেব্রু-রারী মঙ্গলবার রজনী সুপ্রভাতা। যাঁহার মহানু-কম্পায় দুক্ষিণ আফ্রি-কার মহাশ্মশান-ক্ষেত্রের ভীষণ দৃশ্য, শান্তি-সমীরণযুক্ত আশাবৃক্ষের ছায়া প্রাপ্ত হইবার সম্ভব হইল, তাঁহাকে ধন্য। জগৎসম্মানিত বুয়র-বীর-কেশরী ক্রুঞ্জি, মহাত্মা রবার্টসের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া ও সমগ্র বীরমণ্ডলীপ্রদত্ত যশোহার পরিধান করিয়া অধিকতর গৌরবান্বিত হইলেন। ভূমণ্ডলে এই অতুলনীয় বীরপুরুষ যে অদ্ভুত সমরলীলা দেখাইয়া জগৎকে চমৎকৃত করিলেন, তাহার যথোপযুক্ত বর্ণনা করা অসম্ভব। এই ইতিহাসের

ভবিষ্য পাঠকগণ কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে যে, চারিহাজারমাত্র বুয়র-সৈন্য লইয়া, বীরবর ক্রুঞ্জি রবার্টসের ৪৫ হাজার ইংরাজ-সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া, ৬০টা ভয়ঙ্কর কামানের মুষলধারে গোলাবর্ষণ ব্যর্থ করিয়া, ইংরাজের মহা মহা বীর সেনাপতিকে হতাহত করতঃ অসংখ্য ইংরাজ-সৈন্যদল দলন করণানন্তর সগর্ব্বে বলিয়া পাঠাইল "আমি জয় লাভ করিয়াছি, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার বিশ্রাম চাই-আমার আটশত হত সৈন্যের সমাধিকার্য্য বাকী আছে। কি কলঙ্ক-রেখা মহাত্মা রবার্টসের চরিত্রে যে প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা তিনি অজ্ঞাত ছিলেন বলিয়াই উত্তর পাঠাইলেন, "চব্বিশ ঘণ্টার সন্ধি করিব না।" এত-দ্ব্যতীত দিবারাত্রি যুদ্ধ, অবিশ্রান্ত যুদ্ধ, শাস্ত্রবিবর্জ্জিত যুদ্ধ। ইংলণ্ডেশ্বরীর সমুদায় রাজ্যে জয়োল্লাস হইতে পারে, লর্ড রবার্টস-পত্নীর শিরে ক্রাউন-স্থাপন হইতে পারে, লর্ড রবার্টস স্বয়ংও উপাধিমালার সহিত পুষ্পমালার আপাদ মস্তক পরিশোভিত হইতে পারেন, কিন্তু সাহসী ইতিহাস-লেখকের কলম সত্যের অনুরোধে অবশ্যই লিখিতে বাধ্য যে, ইংরাজ! এইরূপ প্রহে-লিকাপূর্ণ গৌরব ঘুড়ী না উড়াইয়া যদি বুয়রজাতিকে প্রথমেই অভয় দেওয়া হইত, যদি বলা হইত, "ক্রুগর! তুমি ঐ দেশটুকু পাইলেই যদি সুখী হও, আমরা তোমাকে উহা দান করিলাম," তাহা হইলে সমস্ত সভ্যজগতে ইংরাজের মহানুভবতার ভূয়সী প্রশংসা করিত। বুয়রগণ ইংরাজের যে সকল স্থান বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিল, তাহার উদ্ধার করিতে অনেক অমূল্য জীবনের বিনাশ এবং ক্ষতিস্বীকার করাই যে ইংরাজের জয়, তাহা লিখিতে অনেকের লেখনীর মস্তক অবনত হয়। যদি ইহার প্রকৃত কথা প্রকাশ জন্য রাজদণ্ডের আশঙ্কা না করিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিতে পারিত, ইহার ভিতর কিছু রহস্য আছে। হে মহাত্মাগণ আমাদিগের স্বাধীনতা দাও আমরা প্রাণের কথা খুলিয়া লিখি। হংসের ন্যায় সারগ্রাহী রাজা অসার বাক্য ত্যাগ করিয়া প্রজার হৃদয় অধিকার করুন। এখনও যে কি ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত মেঘ মণ্ডলী আকাশ মণ্ডলে ভীষণাকার ধারণ করিয়া প্রলয় উপস্থিত করিবে তাহা কে স্থিরবাক্যে বলিতে পারে? ত্রাণস্নভাল সমর প্রসঙ্গের অবসান যে ক্রুঞ্জির আত্মসমর্পণে সম্পূর্ণ হইল, তাহা এখন কেমন করিয়া নিশ্চয় বলিতে পারি? কিম্বার্লি এবং লেডিস্মীথ উদ্ধার হইল তদ্‌বিনিময়ে কত

শত প্রাণী সংসার সুখে বঞ্চিত হইল, কত অর্থনাশ মনস্তাপ ঘটিল তাহা ভাবিলে কোন্ পাষণ্ডের অশ্রু বিগলিত না হয়?

নিদাঘ-চাতক।

একটি টোস।

১

শ্রবণে অমৃত ঢালি, শুনাইলে কি কাকলী
তরু শিরে থাকি,
মুগ্ধ হয় জগজন, বিমোহিত হয় মন,
ওহে প্রিয় পাখি,
আবার শুনাও পাখি, অমৃতের সার—
"একটি টোস একটি টোস" শব্দ চমৎকার!

২

বটে তব কণ্ঠস্বর, অতিশয় মনোহর,
কিন্তু কেন কাতরতাময়,
এ স্বর লহরী শুনে, কারবালার ব্যথা মনে
একেবারে জাগরূক হয়!
শোক বজ্রে ভাঙ্গে হৃদি অশ্রু বহে অনুক্ষণ!
"একটি টোস একটি টোস" কেনহে কূজন?

৩

দুরন্ত মধ্যাহ্নকাল, প্রভাকর-কর-জাল,
দগ্ধে জগজনে;
যথা উঠি দাবানল, দগ্ধ করে বনস্থল-
বন্য-জীবগণে।
এসময়ে কেন পাখি, বৃক্ষের উপরে,
"একটি টোস একটী টোস" ডাক সকাতরে?

৪

বায়ু যথা অগ্নিকণা, সন্তাপিতা দিগঙ্গনা,
ক্ষিতি অগ্নিপ্রায়!

৩

কাতর পথিক কুল, নীরব বিহঙ্গকুল
নীড়েতে লুকায়।
হে পাখি, একাকী কেন নিরখি গগনে,
ডাকিতেছ "একটি টোস" বিরস বদনে ?
হে পাখি চরণে ধরি, বল দেখি সত্য করি,
কিসের কারণে,
ত্যজ্য করি নীড়-সুখ, সদা হয়ে ঊর্দ্ধমুখ,
আছ অনশনে ?
বিহার-বিশ্রাম-আদি ছাড়িয়া সকলি
করিতেছ "একটি টোস" বিনয় কাকলী ?

৬

বুঝেছি বুঝেছি পাখি, কে কারণে আজি দুঃখী,
তোমার মানসে,
প্রবল-পিপাসা বলে, বসিয়া গাছের ডালে,
যাচকের বেশে,
ডাকিতেছ জলধরে হইতে সদয় ;
"একটি টোস একটি টোস" করি অনুনয়।

৬

যাচিলে কি পাবে নীর ? জলদে কোথায় ক্ষীর ?
ওহে পক্ষিবর !
ডাক ডাক নিরঞ্জনে, ভক্তিময়-প্রাণ-মনে
হয়ে অকাতর।
সে পূরাবে তব আশা করি বারি দান ;
"একটি টোস একটি টোস" গাও মতিমান।

বিনয়াবনত,
শ্রীআব্দুল লতিফ।
জেলেখা প্রণেতা।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

(কুষ্টীয়া)

(২)

কুষ্টীয়াতে রেলের দুইটি ষ্টেশন আছে। একটীর নাম কুষ্টীয়া ও অপরটীর নাম কুষ্টীয়াকোর্ট। আমরা এই শেষোক্ত ষ্টেশনে নামিলাম। নামিবামাত্র যাহা দেখিলাম তাহা বর্ণনাতীত। একটী একত্ববাদের মন্দির মস্তক উন্নত করিয়া খোদাতায়লার একত্ব উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে। মসজিদটী দেখিয়া আমাদের বোধ হইল, যেন আমাদিগকে আগন্তুক মনে করিয়া উপাসনার্থে সাদরে আহ্বান করিতেছেন। আমরা তাঁহার আহ্বানে আত্মহারা হইয়া ব্যগ্রচিত্তে ঈশ্বরের স্তবার্থে মসজিদ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে দেখিলাম, কোনরূপ স্ত্রী সঙ্গীত নাই ; কিম্বা যুবতী কামিনীদিগের হাব-ভাব পূর্ণ নয়ন কটাক্ষ্যও নাই ; অথবা রসিকাদিগের যুব-জন-মনোহারিণী মৃদু মধুর হাস্যও নাই।

আছে কি ?

আছে কেবল পবিত্র ! অতিপবিত্র ! সাম্যভাব চতুর্দ্দিকে বিরাজমান ! আর আছে একত্ববাদী মানব-বৃন্দের একই যোগে একই প্রাণে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সন্নিধানে প্রণিপাত।

আরও দেখিলাম, কোন কোন ঈশ্বর প্রেমিক ঈশ্বর-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া মায়াময় জগৎ ভুলিয়া একাগ্রচিত্তে নির্ম্মল হৃদয়ে "ইসলাম" শান্তি-সুধা পান করিতেছেন। আমরা মুগ্ধ হৃদয়ে এই সকল স্বর্গীয় দৃশ্য দর্শনে আনন্দ সাগরে সন্তরণ করিতে লাগিলাম। পরে মাধ্যাহ্নিক উপাসনা সমাপনান্তে নগর দর্শনে চলিলাম।

সেখানে একটী এণ্ট্রেন্স স্কুল আছে। সেই স্কুলে প্রায় ৩০০ শত ছাত্র অধ্যয়ন করে। তাহার মধ্যে মোসলমান সন্তান প্রায় ১০০ জন। দুঃখের বিষয় এখানে আদৌ মোসলমান বোর্ডিং নাই, না থাকিবারই কথা, কারণ আমরা জানি মোসলমানেরা বহু বিষয়ে হইতে

জড়তায় জড়ীভূত হইয়া জড়ের ন্যায় কালযাপন করিতেছে। সুতরাং আমাদের দুঃখিত হইবার বিশেষ কারণ ছিল না।

এখানে কতকগুলি মোসলমান ছাত্র একত্রিত হইয়া সামান্য বাড়ী ভাড়া করিয়া আছে। আমরা সর্ব্ব প্রথমে সেই স্থানে গেলাম। সেই সরল প্রাণ ছাত্রেরা আমাদিগকে খুব স্বাদরে গ্রহণ করিল।

যদিও সেই সকল ছাত্রেরা হিন্দু পরিচ্ছদে ভূষিত ছিল; তথাপি তাহাদের ইসলামোচিত ভদ্রতা দর্শনে বাস্তবিকই আনন্দিত হইলাম। এবং কিছুক্ষণও বিশ্রাম করিলাম।

কুষ্টীয়া নগরী নিতান্ত ছোট নয়। অনেক লোকের বাস আছে শান্তিপুরের ন্যায় ঘোনবস্তি নয়। নগরটী একে ফল পুষ্প সমন্বিত বৃক্ষমালায় সুশোভিত তাতে আবার উত্তর পূর্ব্বদিকে মনোহর গড়ই নদী কল কল নাদে প্রবাহিত থাকায় নগরটীর দৃশ্য শতগুণে মনোহর হইয়াছে। সেই মনোহর দৃশ্যে আমাদের মন মোহিত হইয়া গেল।

কুষ্টীয়ার ষ্টেসনের নিকট বাজার আছে শুনিয়া আমরা দেখিতে গেলাম। বাজারটী নিতান্ত ছোট নয়। অনেক দোকানি পসারী আছে। নানারকমের দেশী কাপড় দেখিয়া আমরা পুলকিত হইলাম। কারণ কাপড়ের কলে এখানকার কারিকরদিগকে একেবারে বিকল করিতে পারে নাই।

এই বাজারে কতকগুলি পূর্ণযৌবনা ইউরোপীয় স্ত্রীলোক গর্ব্বিতা হইয়া বেড়াইতেছে। আরও দেখিলাম ইহাদের পিছে পিছে অনেক গুলি যুবক ঘুরিতেছে!! শুনিলাম ইহারা যীশুর ধর্ম্ম বিতরণ করিয়া বেড়াইয়া থাকে।

একে রোজার দিন তাতে বেলা অবসান প্রায়; সুতরাং প্রচার করিতে পারিলাম না। সেই ছাত্রদের বাসায় ফিরিয়া আসিয়া রাত্রি কাটাইলাম।

আজ ২৭শে জানয়ারি, শনিবার। উষা আগত প্রায়। কুষ্টীয়াবাসী মোসলমানদের অবনতি দর্শনে পূর্ব্বগগণে সূর্য্য ক্রন্দন করিতে করিতে চক্ষু রক্তাভ করিয়া উদয় হইতেছে, দেখিয়া আমাদেরও হৃদয় ক্রন্দন করিয়া উঠিল। না দেখিলাম তাহাদের জাতীয় জীবন, না দেখিলাম তাহাদের জাতীয় পরিচ্ছদ; না পাইলাম দেখতে তাহাদের স্বজাতি প্রেম। অহো! কবে এখানকার

মোসলমানেরা একতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া স্বার্থ পদে দলন করিয়া উন্নতির পথে ধীরে ধীরে প্রধাবিত হইবে? কবে এখানকার মোসলমানেরা জাতিভেদ পুড়াইয়া মনোহর সাম্যের নিশান আকাশমার্গে উড়াইয়া জগতকে মুগ্ধ করিবে?

বড় আশা ছিল, বঙ্গভাষার বিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত মির মশাররফ হোসেন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিব। দুঃখের বিষয় আমাদের সময়ের অল্পতা বশতঃ সে আশা পূরণ হইল না।

আজ আমরা গোয়ালন্দে যাইবারজন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। প্রায় ৯টার সময় ষ্টেশনে যাইবার জন্য যাত্রা করিলাম। আব্বাছ আলি প্রভৃতি কয়েকটী স্কুলের ছাত্র আমাদের সঙ্গে ষ্টেসন পর্য্যন্ত আসিল। ছাত্রদের ভালবাসা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম। ষ্টেসনে যাইবার সময় বাজারে দেখিলাম অনেকগুলি স্ত্রীলোক একত্রিত হইয়া চাউল বিক্রয় করিতেছে। সেই স্থানটীকে স্ত্রীলোকের বাজার বলিয়া বোধ হইল। আমাদের মনে হইল, যদি এই সময় হাইকোর্টের জজ, মাননীয় আমীর আলি সাহেব এই খানে থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি কতই আনন্দিত হইতেন, কেননা তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষে পক্ষপাতী!

ষ্টেসনে গেলাম। ছাত্রবৃন্দ অতি আগ্রহের সহিত টিকিট কাটিয়া আনিল। আমরা গাড়ীর অপেক্ষায় একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলাম। "কেয়ামতের" অপেক্ষায় যদি এইরূপ চাহিয়া থাকিতে পারি তাহা হইলে আমরা সেই ভয়ঙ্কর দিনের ভীষণতা হইতে রক্ষা পাইব!

গাড়ী যথা সময়ে ষ্টেসনে আসিল, শ্রীযুক্ত মৌলবী চাঁদ অলকাদরি সাহেব ও ছাত্রবৃন্দ আমাদিগকে স্বজল নয়নে বিদায় দিলেন। বিদায় হইবার সময়ে আমাদেরও চক্ষে জল আসিয়াছিল।

প্রায় ১১টার সময় গোয়ালন্দে পৌঁছিলাম।

কুসুম।

ফুটেছে কুসুম ওই কিবা মনোহর
তরুবর শরীর শোভন। চারিদিক
করিয়াছে আলো, হাসিছে আপনি ফুল
হাসাইবে সবে, হাসির সাগরে যেন
ভাসিছে জগত। কেন তুমি হাস ফুল
বলত আমায়? কি লাভ তোমার ইথে?
কেন মুগ্ধ হয় নর নিরখি তোমায়?
শোক দুঃখে পরিপূর্ণ ধরা, পাপস্রোত,
বহিছে প্রবল অত্যাচার, অবিচার,
নরহত্যা, ব্যভিচার, ঘটিছে নিয়ত;
প্রবঞ্চনা প্রতিহিংসা উগারে গরল,
রোগে চিরজর্জ্জরিত তনু সভাকার,
সাধিছে সংহার কার্য্য কাল মারীভয়।
এ হেন সংসারে, ভীষণ সংসারে, সদা
হেরি তব প্রফুল্লবদন, কভু নাহি
হেরি তোমা' বিষাদে মলিন। বুঝিয়াছি,
হেতু এর ঃ—পার্থিব পদার্থ নহ তুমি,
স্বর্গ তব বাসস্থল, আনন্দ প্রবাহ
যথা বহে অবিরাম, জীবগণ যথা
অপার আনন্দ-সুখ করে উপভোগ,
নাহি জানে শোক তাপ, জরা মৃত্যু যথা
পশিতে না পারে, তথা রহ তুমি সুখে
তেঁই তোমা' হেরি সদা প্রফুল্ল বদন।
অমর তথায় ছিলে; সমভাবে সদা
করিতে বিরাজ, তোষিতে অমরগণে।
মর্ত্তে আসি মরগণ প্রায়, কিছুদিন

পরে অনন্তে মিশাও—এই যা প্রভেদ।
কি হেতু আইলে তবে পাপ ধরাধামে?
বিশ্ব প্রেম শিখাইতে নরে আসিয়াছ
বুঝি হেথা? অথবা দেখাতে স্বরগের
সুষমা অতুল, স্বীয় আচরণে, যার
চিত্র নর কাল্পনায় রচে অনুক্ষণ?
তোমারে হেরিয়া তেঁই ভুলে যাই ফুল,
শোক দুঃখ ব্যাধি জরা ক্ষণকাল তরে,
স্বর্গ সুখ করি অনুভব।
নাহি ভেদ তব; অকাতরে মধুদান
করহ সবায়। নিঠুর ভ্রমর তব
সুকোমল কমনীয় দেহে বিঁধে ছেল
অকাতরে, তবু তারে কর মধু দান।
চঞ্চল পবন আছাড়ে তোমায় আহা
কত শত বার, কুপিত না হও তার
প্রতি, সুগন্ধি পরাণ পুনঃ প্রফুল্লিত
মনে কর তারে বিতরণ। ধন্য তব
প্রেম, ধন্য মানি তোমা। হের ওই আসে
নর বৃন্তচ্যুত আহা করিতে তোমায়,
ভীত তাহে হহ তুমি, হরষ অন্তরে
তারে বিতর সৌরভ। হেন বিশ্বপ্রেম
কোথা আছে আর? প্রেমের আদর্শ স্থল
তুমি; শিখাও মানবে বিশ্বব্যাপী প্রেম।
সৌন্দর্য্যের খনি তুমি। যে বলে সৌন্দর্য্য
বরণ বিশেষে, পাগল সে জন, কিম্বা
সৌন্দর্য্যের বুঝে না মরম। শ্বেত, পীত
সুনীল লোহিত আদি বিবিধ বরণে
হেরি তোমা সুরঞ্জিত সদাই সুন্দর,

সদাই নিরখি তোমা সৌন্দর্য্যে জড়িত।
আকারে সৌন্দর্য্য ? অনে নাহি লয় হেন
কথা ? কতই আকার নেহারি তোমায়
তবু তুমি সৌন্দর্য্য আকর। তবে বুঝি
সৌন্দর্য্য সৌরভে ? সৌরভ বিহীন হেরি
কত ফুল, সৌন্দর্য্য বিহীন নহে কেহ।
নামেতে সৌন্দর্য্য বুঝি ? তাও অসম্ভব,
শত শত নামে তুমি বিরাজ জগতে
সকল নামেই তুমি পরম সুন্দর।
কি গুণে সুন্দর তবে তুমি ? নাহি জানি
তাহা ; তথাপি তোমারে ভালবাসি ফুল।
কেন ভাল বাসি তোমা তাহাও জানি না
না চাহি জানিতে হেতু এর। চিরদিন
তবু ভালবাসিব তোমায় সমভাবে
প্রাণের সহিত ভালবাসিব তোমায়
শিখিব তোমার কাছে বিশ্বময় প্রেম।

এস, ও, আলি বি, এল।

"সেই ভাববাদী"
বা
সত্যের বিভা।

আমরা "প্রচারকের" প্রথমবর্ষের ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যায় আল্লার দাস শীর্ষক প্রবন্ধে মহম্মদ (দ) দেবের আগমন সূচক দুইটী পদ বাইবেল হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, জে, হনরো নামক জনৈক খ্রীষ্টিয়ান সাহেব (এখন সাহেব বলিলে কেবল খ্রীষ্টীয়ান বুঝায় না, কারণ বিলাতে অনেক সাহেব মোসলমান হইয়া গিয়াছেন) খ্রীষ্টীয়ান চালিত "প্রচার" পত্রিকায় আমাদের সেই উদ্ধৃত

পদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। পাঠকদিগের অবগতির জন্য সেই পদ আবকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কিন্তু যিনি (মহম্মদ) আমার পরে আগমন করিতেছেন, তিনি আমা অপেক্ষা ক্ষমতাবান, যাঁহার পাদুকা বহন করিতেও আমি যোগ্য নহি, তিনিই তোমাদিগকে পবিত্র আত্মাতে এবং অগ্নিতে (অগ্নির ন্যায় জ্বলন্ত ধর্ম্মে) বাপ্তাইজ (দাক্ষিত) করিবেন। কুলা (জেহাদীয় করবাল) তাঁহার হস্তে রহিয়াছে, তিনি আপনার খামার (মণ্ডলী) নিঃশেষে পরিষ্কার করিবেন, আপনার গোম (মোসলমান লোক) তিনি গোলায় (মণ্ডলীতে) সংগ্রহ করিবেন, এবং আগড়া (কাফের) সকল তিনি অনির্বানীয় অগ্নিতে (অনন্ত নরক অগ্নিতে) দগ্ধ করিবেশ।"

কেহ কেহ বলেন—যোহন ভাববাদী যীশু খ্রীষ্টের আসিবার কথা বলিতেছেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, কারণ যোহন ভাববাদী বলিতেছেন "যিনি আসিবেন, তিনি" বাইবেল পাঠে জানিতে পারা যায়, তখন যীশু এসেছেন। আসিবেন, একথা বলার সময় তখন অতীত হইয়া গিয়াছিল। আর যোহন ভাববাদীর এই ভাবোক্তির সঙ্গে যীশু খ্রীষ্টের কোনও মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। যেহেতু যোহন ভাববাদী বলিয়াছেন, তিনি খামার (মণ্ডলী) পরিষ্কার করিবেন। কিন্তু যীশু মণ্ডলী পরিষ্কার করিবার স্থলে বলিয়াছিলেন, শামা খাস (মন্দলোক) থাকিতে দাও। সুতরাং যোহন ভাববাদীর কথা যীশু খ্রীষ্টের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত। পক্ষান্তরে ভাববাদির অগ্রগণ্য হজরত মহম্মদের (দ) সঙ্গে প্রত্যেক কথার মিল জ্বলন্ত ভাবে রহিয়াছে। মথি ৩য় অধ্যায় ১১শ ও ১২শ পদ।"

এখন এই পদদুইটীর আরও কিছু আলোচনা করা যাউক। সত্যের বিভার এমনি তীক্ষ্ণ জ্যোতি যে উহা কোন মতেই ঢাকিয়া রাখিতে পারা যায় না। বাইবেল কর্ত্তারা এই দুইটী পদের সত্য নষ্ট করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

এই পদদ্বয়ের মধ্যে যোহন ভাববাদী বলিতেছেন—"যিনি আমার পরে আগমন করিতেছেন" আমরা একটী পুরাতন বাইবেলে দেখিয়াছি আসিবেন বলিয়া লেখা আছে। যোহন ভাববাদী বলিতেছেন—আমার সময়ে নয়, কি আমার পূর্ব্বেও নয়, তবে কি ? আমার পরে।

বাইবেল পাঠে আমরা দেখিতে পাই, যীশু জগতে আসিয়াছিলেন, যোহন ভাববাদীর পরে ত দূরের কথা, বরং তাঁহার সময়ে এমন কি তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইতে গিয়াছিলেন !! এই পদ দুইটী ভাববাদী যীশুর উপর যে, খাটেনা তাহা আমরা এর পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। "পরে" শব্দ তুমিই ধন্য আজ তোমার জোরে আমরা সত্য বাহির করিতে সক্ষম হইলাম।

রাজর্ষি-এবরাহিম।

(৮)

রাজা কহিলেন, "বৎস! বাপ মা'র নাম লুকাইতেছ কেন? নির্ভয়ে তাহাদের নাম কর।" বালক বলিল, "আমরা যেখানে বাস করি, সেখানে আর কারও বাস নাই। কোন লোকও সেখানে যায় না। কাজেই আমি বাপ মা'র নাম কারও কাছে শুনি নাই। বাবাকে 'বাবা, ও মা'কে মা-' বলিয়া ডাকি।" এমন সময়ে প্রতিহারী বহির্দ্বার হইতে গিয়া বলিল, "প্রভু, যে বালক আপনার কাছে বসিয়া আছে, উহার বাবা, উহাকে লইতে আসিয়াছে।" প্রতিহারীর কথা শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ বাহিরে গিয়া দেখিলেন, যিনি সেই বালকের পিতা বলিয়া প্রতিহারীর নিকট পরিচয় দিয়াছেন, তিনি মহর্ষি আদহাম। রাজা তখন সাতিশয় পুলকিত অন্তঃকরণ হইয়া, মহর্ষি আদ্হামকে সাদরে ও সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া নিরতিশয় আনন্দলাভ করিলেন। কন্যা জীবিত এবং মহর্ষি আদ্হামের পরিগৃহীতা হইয়া যে, তনয়-রত্ন প্রসব করিয়াছেন, তাহাতে মহিষীর সুখের ও আহ্লাদের সীমা পরিসীমা রহিল না। বালকও এত দিন জানিত না যে, তাহার মাতা রাজকন্যা এবং সে রাজার দৌহিত্র। ঐ সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া সেও যুগপৎ বিস্ময় ও হর্ষ সাগরে নিমজ্জিত হইল। মহারাজা জামাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! আমার কন্যা যখন পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া তোমায় বরণ করিয়াছিল, তখন তুমি আমায় কেন সংবাদ প্রদান কর নাই? পুত্র প্রসবের

সমাচারও কেন দাও নাই? কেনই বা তোমরা বনে বাস করিতেছ? কন্যার পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তি ঘটনা জানিতে পারিলে, অবশ্যই আমি মহাসমারোহে তাহাকে তোমার করে সমর্পণ করিতাম। এতদিন তোমাদের বনে বাস করিতে হইত না। আচ্ছা, তোমার এ পুত্রের নামই বা কি ইহার বয়সই বা কত?" মহর্ষি আদ্হাম বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! আপনার প্রধান-মন্ত্রী প্রথম হইতেই আমায় মায়াবী সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন; আবার যাঁহাকে মৃত বলিয়া আপনারা সমাধিস্থ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে জীবিত দেখিলে, মন্ত্রীর সে সন্দেহ প্রগাঢ় হইত। তিনি নিশ্চয় বলিতেন, 'মায়াবী মন্ত্র-বলে কাহারও প্রেতাত্মাকে রাজকন্যার মৃত দেহে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছে।' সুতরাং, আমার নিষ্কৃতি ছিলনা; পুনরায় কোন না কোন বিপদে পড়িতে হইত। এ জন্যই বিবাহাদির সংবাদ আপনার দিতে পারি নাই। মহারাজ! ঈশ্বর দ্রোহী রাজা নমরুদের ভয়ে, তাহার কন্যা 'আদ্নি' নির্জ্জন স্থানে সন্তান প্রসব করিয়া নাম রাখিয়াছিলেন, 'এবরাহিম'। মহারাজ! বলিতে ভয় হয়, আর যথার্থ কথা বলিতে ভয়ই বা কি? পবিত্র কোরাণে উক্ত হইয়াছে, যে, 'অঙ্গীকার লঙ্ঘন করিও না, অকারণে কাহাকেও কষ্ট দিওনা।' আপনি কোরানের সে আদেশের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, মন্ত্রীর কথায় ভুলিয়া যখন স্বকীয় অঙ্গীকার লঙ্ঘন ও অকারণে আমায় কষ্ট দিয়াছিলেন, তখন আপনাকেও ঈশ্বরদ্রোহী রাজা বলিয়া স্থির করিয়া এবং আপনার ভয়ে ভীত হইয়া নির্জ্জন বনে বাস করিতে ছিলাম। ইত্যবকাশে অর্থাৎ ১৬১ হিজরিতে আপনার কন্যা এই সন্তান প্রসব করায়, ইহার নাম রাখিয়াছি, 'এবরাহিম।" এখন ১৬৯ হিজরি চলিতেছে অতএব আমার এই সন্তানের বয়স আট বৎসর হইয়াছে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মহর্ষি ফজিল, শিষ্যদের সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—

"হে শিষ্যগণ! এইরূপে এবরাহিমের জন্ম।"

শিষ্যগণ বলিল, "তৎপর মহর্ষি আদহাম এবং তাঁহার পত্নী ও পুত্র, কোথায় কি অবস্থায় রহিলেন, স্বরূপতঃ বর্ণনা করিয়া, আমাদিগকে পরিগৃহীত করুন।"

শাহনামা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যখন জোহাক তাঁহার শত্রু ধৃত ও বন্দীভূত হইয়া আসিয়াছেন, তাই সংবাদ শুনিতে পাইলেন, তখন তিনি বিজয়ামোদে উল্লাসিত হইয়া জামসেদকে সিংহাসনের সম্মুখভাগে আনয়নার্থ অনুমতি করিলেন। আজ্ঞামাত্র মন্দভাগ্য বন্দীকে উপস্থিত করা হইল। তখন সভাস্থ সকলেই সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজার উপর একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হস্তদ্বয় পশ্চাৎ দিকে আবদ্ধ ছিল; এবং গ্রীবাদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত অতি গুরু লৌহশৃঙ্খল লম্বিত ছিল। তিনি ভীষণ রোষ, ক্ষোভ ও অসহ্য যাতনার সহিত লজ্জাবনত বদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। জোহাক উপহাস ও ঘৃণাব্যঞ্জক হাস্য করিয়া কহিলেন,—

কোথায় মুকুট তব? ছত্র সিংহাসন?
কোথা রাজ্য? আর সেই সভাসদ গণ?
রাজকীয় বিধি, সার্ব্বভৌমিক ক্ষমতা;
কোথা এবে? কোথা সেই শূরতা বীরতা?
দেখ দেখি, পূর্ব্বাপর করিয়া স্মরণ,
ঘটেছে কি ঘোর তব ভাগ্য-বিবর্ত্তন!!

জামসেদ অবজ্ঞা মিশ্রিত মৃদু অথচ তেজস্বিতার সহিত বলিলেন, "আমাকে অন্যায়রূপে শৃঙ্খলিত করিয়া তোমার সমীপে আনয়ন করা হইয়াছে। আমার এই দুরবস্থা, অবমাননা প্রভৃতির একমাত্র মুখ্য কারণ তুমিই। ইহা অবগত সত্ত্বেও তুমি আমারই অন্যায়াচরণ ও অদৃষ্টের দোষোল্লেখ করিতে উদ্যত হইয়াছ। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও, এই ভূমণ্ডলে ধন, মান, রাজ্য, সম্পদ কাহারও চিরস্থায়ী নহে। এই সম্রাজ্য ও সিংহাসন এক দিন আমার পদানত ছিল, অধুনা ভাগ্যফলে তোমার হস্তগত হইয়াছে। পরন্তু তুমিই যে আজীবন এইরূপ সুখ সম্ভোগে পরমানন্দে কালাতিপাত করিবে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি আছে?" জামসেদের তেজোবীর্য্যপূর্ণ এই উপেক্ষার কথা শ্রবণ করিয়া জোহাক প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া রোষকর্কশ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ভাগ্যমাত আর তোর বৃথা বাক্য-

জাল বিস্তার করিতে হইবে না। তুই এক্ষণে কি প্রকারে মরিতে কামনা করিস, তাহাই প্রকাশ করিয়া বল। সুতীক্ষ্ণতরবারি প্রহারে তোর মস্তক বিচ্ছিন্ন করিব, কি শূলাগ্রে আরোপণ করিয়া অথবা শূলাগ্র শরাঘাতে তোর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া শমন-সদনে প্রেরণ করিব।, ইহার কোনটী তোর স্পৃহনীয়, অগৌণে সেই উত্তর শুনিতে চাই।" জামসেদ এতৎশ্রবণে অবিচলিত চিত্তে জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন "রে অত্যাচারিন্! আমি তোর অনুগ্রহের প্রত্যাশী নহি। জগদীশ্বর আমাকে সেরূপ নীচ প্রকৃতিক করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। আমি এক্ষণে বন্দী এবং তোর করতলগত। তোর নিষ্ঠুর অন্তর তোর কলুষ-কালিমাময় কঠিন হৃদয় যেরূপে তৃপ্তিলাভ করিতে চায়, তদনুসারেই আমার বধকার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিজয়ামোদে উল্লাসিত হইতে পারিস; তজ্জন্য আমি শঙ্কিত বা কুণ্ঠিত নহি।" বীর-হৃদয়ের এই বীরত্বব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণমাত্র জোহাক, ক্রোধোন্মত্ত হইয়া এক রাক্ষসোচিত নৃশংস উপায়ে জামসেদের জীবন সংহার করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি জামসেদকে কাষ্ঠফলকে বন্ধন করিয়া দ্বিখণ্ড করিতে অনুমতি করিলেন। কি ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসা! কি লোমহর্ষণ ভীষণ ব্যাপার!! কি শোচনীয় দৃশ্য!!! রাজাজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ দুই খানি কাষ্ঠফলক আনীত হইল। উহার এক খানি মন্দভাগ্য জামসেদের সুকোমল বক্ষঃস্থলে ও অপর খানি পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন করা হইল। তৎপরে সেই মহামূল্য মণিমুক্তা শোভিত মস্তকোপরি করপত্র স্থাপন করতঃ পদতল পর্য্যন্ত চিরিয়া দ্বিধা বিভক্ত করিল। হায় সেই পবিত্র প্রাণবায়ু অলক্ষ্যে ঊর্দ্ধগামী হইয়া গন্তব্য স্থানে যাইয়া স্থান লাভ করিল। আর নশ্বর ক্ষণ ধ্বংসশীল দেহ বিকৃত অবস্থায় জনসাধারণের ভীতি উৎপাদন পূর্ব্বক আবর্জ্জনাময় ধূলিশয্যায় পড়িয়া রহিল!

হায় রে মানব কেন মোহের ছলনে,
অনিত্য সংসারে করে প্রণয় স্থাপন?
নিষ্ঠুরতা নিত্য যথা ভীষণতা সনে,
বৃদ্ধি হয়ে অট্টহাসে করে আস্ফালন!
মৃত্যুর বিকট নাদ আরো ভয়াবহ,

জীবমূল ছিন্ন যথা করে অহোরহ !!
(তাহ বলি) হে বিধাতঃ ! করুণা-নিধান,
আর তো আমার চিত,
ক্ষণ তরে নহে প্রীত,
এ দুঃখ-প্রবাহ হতে ত্বরা পরিত্রাণ
করহ আমারে প্রভো জগত-কল্যাণ ॥

নিষ্ঠুর জোহাকের নীতি-বহির্ভূত পরলোকের চিরঘৃণ্য নৃশংস কার্য্যের সংবাদ অবিলম্বে জাবলস্তানে যাইয়া পৌঁছিল ! জাবল-রাজকুমারী প্রাণোপম পতির নিধনবার্ত্তা শ্রবণ-মাত্র উচ্চ আর্ত্তনাদ করিয়া ছিন্নমূল বিটপীর ন্যায় ধরাশায়িনী হইলেন। তাঁহার সোণার দেহ ধূলায় পতিত হইয়া মসীর বর্ণ ধারণ করিল। শোকের অবধি রহিল না। অপাঙ্গে অশ্রুধারা অনর্গল বহিতে লাগিল। এত দিন আশা ছিল, জীবনে কোন না কোন দিন স্বামীর সহিত পুনর্ম্মিলিত হইতে পারিবেন। কিন্তু হায় আজ সে আশা অতল জলধিতলে বিসর্জ্জন দিতে হইল। অখিল সংসার শূন্যময় ও আঁধার দেখিতে লাগিলেন। দুঃখের দারুণ প্রপীড়নে তাঁহার বিজলী-প্রভা-গঞ্জন দিব্য কান্তি আতপদগ্ধ প্রফুল্ল প্রসূনের ন্যায় মলিন হইয়া গেল। হায় ! যে নধর ললিত দেহ দর্শন করিলে নয়নের তৃপ্তি সম্পাদিত হইত ; ভীষণ সন্তাপানলে বিদগ্ধ হওয়ায় সে বরাঙ্গের সে কমনীয় সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আজ অদৃশ্য ! সংসারের সুখ, শান্তি, মায়া মমতা আসক্তি সমুদয়ই চিরতরে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। কেবল বিলাপ, রোদন, ও দীর্ঘশ্বাস তিনি সার করিলেন। অবশেষে উন্মাদিনী রাজনন্দিনী অসহ্য শোকের গুরু ভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া তীব্র হলাহল পানে সকল যন্ত্রণার অবসান করিলেন।

জামসেদের নিধন সাধনে জোহাক এক্ষণে নির্ব্বিঘ্ন হইলেন। তাঁহার দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ, লালসা সমুদায়ই শান্তভাব ধারণ করিল। কিন্তু তিনি হাহা করিয়া বিরত হইলেন না। মহারাজ জামসেদের সহরনাজ ও আনোয়ারনাজ নাম্নী দুইটী পরমাসুন্দরী ভগিনী ছিলেন। সেই কোমলাঙ্গী কামিনীদ্বয় রাজধানীতে আনীত হইলে দুষ্টমতি জোহাক তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখিয়া আপন উপভোগের সামগ্রী করিয়া রাখিলেন।

ফলতঃ তাঁহার নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার দিন দিন অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি প্রতিনিয়ত নরশোণিত পাতে ও বিবিধপ্রকার অকথ্য অন্যায়াচরণে ধরাতল কলুষিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্কন্ধস্থিত সর্পদ্বয়ের পরিপোষণ জন্য প্রত্যহ দুইটি করিয়া নরবলি হইতে লাগিল। তদ্ভিন্ন দুর্দ্ধর্ষ জোহাক স্বকীয় রক্তলোলুপ তরবারি কি যোদ্ধৃপুরুষ কি সাধারণ প্রজা, কাহার উপর নিক্ষেপ করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। (ক্রমশঃ)

শ্রীমোজাম্মেল হক্।

বিবিধ বিষয়।

প্লেগ—

প্লেগ রাক্ষসী হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে হাঁ করিয়া কলিকাতায় সপ্তাহে সপ্তাহে প্রায় সহস্রাধিক নরনারীকে গ্রাস করিতেছে ! আমাদের ভয় হইতেছে, কলিকাতা বা শ্মশানে পরিণত হয় !

প্লেগ কি ?

আমাদের বিশ্বাস, কলিকাতায় যে প্লেগ হইতেছে, উহা প্লেগ নয়—খোদাতায়লার শাস্তি। এই শাস্তি নূতন নহে ; ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় ইহা আদি কাল হইতে এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

যখন মানববৃন্দ সর্ব্বশক্তিমান খোদাতায়লার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হয়, যখন খোদাতায়লাকে দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া খোদাজ্ঞানে প্রস্তর, প্রতিমা, বৃক্ষ, গো, কুম্ভির, অগ্নি মানব ইত্যাদি পূজা করিয়া থাকে ; তখনি সর্ব্বশক্তিমান খোদাতায়লা মানবকে শিক্ষা দিবার জন্য এই-রূপ শাস্তি দিয়া থাকেন। তাই বলিতেছি, ইহা কি প্লেগ ? আমাদের বিবেচনায় ইহা শাস্তি।

পাদরী চন্দ্রনাথ সরকার, এখন ত্রিত্বর পরিবর্ত্তে একত্বের জয় ঘোষণা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তিনি পিরোজপুরে প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। পিরোজপুরের লোকেরা তাঁহাকে বহু মান্যের সহিত গ্রহণ করিয়া ছিলেন। প্রচার অবসানে তথাকার লোকেরা তাঁহাকে ১৫৲ টাকা পাথেয় দিয়া বিদায় করিয়াছিলেন।

সত্যের জয়—

সম্প্রতি দশহাজার লোক একদিনে সনাতন ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। ভ্রাতাগণ মনে করিবেন না যে, এই সকল লোক অসভ্য আফ্রিকাবাসী অথবা জড়বৎ এসিয়ার নিবাসী, ইঁহারা সুসভ্য ইউরোপের অন্তর্গত সার্ভিয়াদেশ নিবাসী খ্রীষ্টীয়ান। ইঁহাদের মধ্যে অনেক পাদরীও আছেন, এবং শিক্ষিত লোক ত আছেনই, প্রচার-সম্পাদক এই সকল লোককে জাহাজের খালাসী না বলিলেই রক্ষা পাই! নরপূজক ভায়া! সত্যের জয় একবার দেখিয়া নিন!

এবার শীবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ওভারসিয়ারের শেষ পরীক্ষায় একটী মোসলমান যুবক সর্ব্বপ্রথম হইয়াছে। ছাত্রটির নাম ওসমানগণি।

মাসিক সাহায্য আদায়।

(চৈত্র)

লা মজহাবী—অরি শ্রীযুক্ত মওলানা মহম্মদ মনিরজ্জমান	...	১৲
লা মজহাবি-নাশক শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ আমানত আলি	...	১৲
স্বজাতিপ্রেমিক শ্রীযুক্ত মুনশী আব্দচ্ছমদ খাঁ	... ...	১৲
শ্রীযুক্ত মুনশী জোবেদ আলি হালদার	... ...	১৲

প্রাপ্তি স্বীকার।

মৌলবী সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরী (১ম ও ২য় বর্ষ)	...	৬৲
মুন্সী আব্দচ্ছমদ খাঁ, দারিয়াপুর	... ...	১৲
মুনশী কাদের বক্স, বড়বিলা	... ...	২৲
মুনশী বছির উদ্দান আহমদ, বেলঘরিয়া M. E. School.	...	২৲
মুনশী বজলুর রহমান, ভবানীপুর	... ...	২৲
Mowlavi Golam Azam. Head Clerk roadcess. Jessore.		Rs 2
Mowlavi Hemaet uddin Ahmed B. L.	... ...	2
মুনশী মএন উদ্দীন সাহেব, রংপুর	... ...	২৲
মুনশী কাজেম উদ্দান খাঁ, বনয়ারি নগর	... ...	২৲
” মহম্মদ আব্দুল আজিজ, ধলা H. E. School.	...	২৲
” মহম্মদ আলি, চুঁয়াডাঙ্গা	... ...	২৲
” বদি উদ্দীন আহমদ, জামালপুর	... ...	২৲
” আব্দররহমান, খিদিরপুর	... ...	১৲

২য় বর্ষ বৈশাখ, ১৩০৭। ৪র্থ সংখ্যা।

প্রচারক।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

“* * যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তাহা প্রচার কর, * *”
মহা কোরান সুরে মায়দা ১০ম রুকু ৬০ আয়েত (পদ)।

মধু মিয়া দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

১।	রাজর্ষি এবরাহিম—শ্রীযুক্ত মুন্সী আব্দুল লতিফ	৮৯
২।	পথ ভ্রান্ত সূর্য্যরশ্মি—এস, ও, আলী, বি, এল,	৯৩
৩।	একটী উপদেশ—শ্রীযুক্ত মাখনলাল ভঞ্জ ...	৯৬
৪।	দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ বিবরণ—শ্রীমা ...	৯৮
৫।	মজহাবের সত্যতা—শ্রীযুক্ত মওলানা মহম্মদ মনিরজ্জমান	১০৩
৬।	ভ্রমণ বৃত্তান্ত	১০৬
৭।	অদ্বিতীয় বীর ওস্মান পাশা	১০৮
৮।	সমালোচনা	১১০
৯।	বিবিধ বিষয়	১১১
১০।	তফসীর হাক্কানির বঙ্গানুবাদ	

PRINTED BY SARAT CHANDRA CHAKRAVARTI.
AT THE KALIKA PRESS,
17, Nanda Kumar Chowdhury's 2nd Lane,
Calcutta.

এই সংখ্যার মূল্য ১০ আনা।

নিয়মাবলী।

১। প্রচারকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲

২। ষাণ্মাসিক মূল্য ৷৷০

৩। বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম, প্রতি পৃষ্ঠা প্রত্যেক বার ৪৲ টাকা অর্দ্ধপেজ ২৷৷০, প্রতি লাইন চারি আনা।

৪। মুনশী ময়েজউদ্দীন আহম্মদ সাহেবের নামে আফিসের ঠিকানায় টাকা কড়ি, বিনিময় পত্র, প্রবন্ধ এবং পত্রাদি পাঠাইতে হইবে।

আব্দর রসিদ ম্যানেজার প্রচারক।

১।৩৫ নং ক্যানাল ইষ্টরোড, নারিকেল ডাঙ্গা, কলিকাতা।

রূপার ঘড়ি !!

(গ্রাণ্টি তিনবৎসর)

আমরা বিলাত হইতে খাটি রৌপানির্ম্মিত (হাণ্টিং ওয়াচ) ঘড়ি আনায়ন করিয়া সস্তামূল্যে বিক্রয় করিতেছি। এই ঘড়ি ওয়াণ্ডিং অর্থাৎ চাবিদ্বারা দমদিতে হয়। সেকেণ্ড ও মিনিট হ্যাণ্ড অতি উত্তম। যত্নের সহিত ব্যবহার করিলে একটি ঘড়িতে আজীবন কাটিতে পারে।

মূল্য।

১ নং ... ... ১২৲ টাকা।

২ নং ... ... ১০৲ টাকা।

অর্ডার পাইলে আমরা ঘড়ি ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া থাকি।

বিক্রেতা—শ্রীআব্দচ্ছমদ খাঁ।

১।৩৫ নং ক্যানাল ইষ্ট রোড, নারিকেল ডাঙ্গা, কলিকাতা।

বোট মার্চেণ্ট এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার।

নৌকার কার্য্যালয়।

আমাদের কারখানায় সকলপ্রকার নৌকা ভাড়ায় বিলি ও বিক্রয়ের কারণ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে ও অর্ডারে প্রস্তুত করি, বিশেষ বিবরণ রিপ্লাই কার্ড দ্বারা জানা যায়।

সেখ ওয়াজেদ আলি।

পাঁচ পাড়া।

পোঃ আঃ শাখরাইল। জেলা হাওড়া।

দ্বিতীয় বর্ষ। বৈশাখ, ১৩০৭। চতুর্থ সংখ্যা।

প্রচারক।

বিবিধবিষয়ক মাসিক পত্র।

রাজর্ষি এবরাহিম।

(৯)

মহর্ষি ফজিল বলিতে লাগিলেন,

অতঃপর বালখ্-রাজ আপন কন্যাকে বন হইতে আনয়ন করিলেন, রাজ কিশোরী অতীব হৃষ্ট-চিত্তে পিতামাতার শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন, তদবধি রাজকন্যা পুত্রসহ পিত্রালয়েই থাকিলেন। মহর্ষি আদহাম বনে চলিয়া গেলেন ; কেবল কখনও কখনও পুত্রকে দেখিতে আসিতেন মাত্র।

এদিকে এবরাহিম, রাজার অতুলনীয় স্নেহে ও যত্নে এবং রাজকীয় অধ্যাপকগণের সুশিক্ষায় বিদ্যালাভ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অতি অল্প দিনের মধ্যেই এবরাহিম একজন সুবিদ্বান হইয়া উঠিল। ধর্ম্মপুস্তক কোরানের এরূপ সুন্দর ব্যাখ্যা করিত যে, সে অঞ্চলে কোন শাস্ত্রবিদ্‌ই তাহার মত রহিত করিতে পারিতেন না। ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ মৃগয়াদি পটু ও রাজনীতিজ্ঞ হইলে, রাজা শুভ দিন স্থির করিয়া মহাসমারোহের সহিত দৌহিত্রকে রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। সেই অবধি এবরাহিম বাল্‌খে আধিপত্য করিয়া আসিতেছিল।

মহর্ষি ফজিল এইরূপে এবরাহিমের জন্ম ও রাজ্য-লাভ কাহিনী বর্ণনা করিলে, তাঁহার শিষ্যগণ নিতান্ত পরিগৃহীত হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল এবং ঈশ্বরের স্থানে এবরাহিম ও তদীয় পিতামাতার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল।

উপসংহার।

* * *

একদা মহর্ষি এবরাহিম নদী তীরে বসিয়া জীর্ণ বস্ত্র সেলাই করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার এক পারিষদ সেই দিকে যাইতে যাইতে তাঁহাকে দেখিয়া রাজা বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং নিকটে গিয়া প্রণাম, প্রদক্ষিণ ও মঙ্গল-বাদ জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, "মহারাজ! এ হীন বেশ কেন? যাঁহার দাস দাসী পর্য্যন্ত নিত্য নব নব বসন ব্যবহার করিয়া থাকে, তাঁহার পক্ষে নিজ হস্তে জীর্ণবস্ত্র সেলাই করা বড়ই বিস্ময় ও পক্ষান্তরে দুঃখের বিষয়!" এবরাহিম বলিলেন, "আর আমায় 'মহারাজ' বলিও না। আমি মহারাজের দাস।" সভ্য কহিলেন, "আপনি এ কি কথা বলিতেছেন?" এবরাহিম কহিলেন, "সত্য বলিতেছি, আমি যাঁহার দাস, তিনিই ত রাজাধিরাজ মহারাজ। তুমিও আপনাকে মহারাজের দাস বলিতেছ? দেখি তোমার কেমন ক্ষমতা!" এই বলিয়া সূচটি নদী জলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "সূচটি আনাইয়া দাও।" রাজসভ্য কহিলেন—"ইহা আমার সাধ্যের অতীত।" "ইহাতেই তুমি 'রাজসভ্য' এই গর্ব্বিত উপাধিতে অভিহিত?" তবে দেখ এই বলিয়া মহর্ষি নীরব হইলে, একটি মৎস্য তাঁহার নিক্ষিপ্ত সূচটি মুখে লইয়া তীরে লাগিল, মহর্ষি আপন সূচ লইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। রাজসভ্য এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া, মহর্ষি এবরাহিমের শিষ্য হইয়া তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসী হইলেন এবং বন অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর তাপস প্রবর এবরাহিম আরব দেশের নেশাপুর নগরের সমীপস্থ বনে গিয়া এক প্রকাণ্ড গর্ত্ত মধ্যে একাকী বাস এবং ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন ধর্ম্মমত উপবাস করিতেন এবং সপ্তাহ মধ্যে কেবল

গুরুবারে গর্ত্তের বাহির হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠ আহরণ করিয়া নেশাপুরে বিক্রয় করিতেন। যে সামান্য মূল্য পাইতেন, তাহার অর্দ্ধেক দীন-দরিদ্র, অনাথদের দান ও অপরার্দ্ধ দ্বারা আহার সামগ্রী ক্রয় করিয়া গর্ত্তে আসিতেন; তাহাতেই সপ্তাহকাল কাটিয়া যাইত। এই অবস্থায় দশ বৎসর কাল সেখানে অবস্থান করিলেন। এই সময়ের মধ্যে সে দেশে তাঁহার এরূপ যশোমাহাত্ম্য বিঘোষিত হইয়াছিল যে, তাঁহাকে দেখিবার ও তাঁহার নিকট শাস্ত্রসম্বন্ধীয় গুরুতর তর্ক মীমাংসা জন্য নিত্য সুধিগণের সমাগম হইত।

অতঃপর রাজর্ষি এবরাহিম সেখানকার বাস ত্যাগ করিয়া পরম পবিত্র পুণ্যধাম মক্কায় তীর্থ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তথায় উষ্ট্রাদি বাহনের অভাব না থাকা স্বত্বেও পদব্রজেই যাইতে আরম্ভ করিলেন এবং অধিক পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য প্রতিপদে উপাসনা (দুই রেকাত নমাজ) করিতে লাগিলেন। ঐরূপ উপাসনা করিতে করিতে চতুর্দ্দশ বৎসরে মক্কা নগরীতে উপস্থিত হইলেন; এবং যাহা ঈশ্বরের গৃহনামে প্রসিদ্ধ ও পূজনীয় তাহাতে প্রণাম, প্রদক্ষিণ ও আরাধনা প্রভৃতি সমাপন করিলেন। তৎপর মদীনা নগরীতে গিয়া, ধর্ম্মগুরু মহম্মদের (দ) সমাধি সন্দর্শনে নয়ন মনের পবিত্রতা ও সার্থকতা সম্পাদন করিলেন এবং তথাকার বিধি ব্যবস্থানুসারে যেখানে যেরূপ উপাসনা করিতে হয়, তাহাও সম্পন্ন করিলেন। মক্কা ও মদীনা লইয়া তাঁহার প্রায় পঞ্চাশত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি মদিনা নগরীতে বিখ্যাত মহর্ষি বাকেরের অনেকবার সাক্ষাৎ লাভ ও তাঁহার নিকট আধ্যাত্মিক অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

অনন্তর সুপ্রসিদ্ধ কুফানগরীতে গিয়া মহর্ষি গুরু আবু হানিফার নিকটে অবস্থিতি করেন। মহর্ষিপ্রবর আবুহানিকা একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। এতাবৎকাল তাঁহার সমান বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার মতই অধিকাংশ শাস্ত্রজ্ঞানীর অনুমোদিত। ভারতবর্ষ, তুরস্ক, আফগানিস্থান, মধ্য এসিয়া, মিসর, ও অন্যান্য স্থানের অধিকাংশ মুসলমানেরা তাঁহারই মতে চলিতেন এবং এখনও চলিতেছেন। জগতের মুসলমানেরা চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত; তন্মধ্যে মহর্ষি আবুহানিফার

মতাবলম্বীরাই "বৃহৎ সম্প্রদায়ী" নামে অভিহিত। সুতরাং, তাঁহার সহবাসে যে তাপস এবরাহিম বিশেষ ফল লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

তদনন্তর এবরাহিম সুফিয়ান্ সুরী নামক জনৈক সাধুপুরুষের নিকট কিছুকাল তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করিয়া ক্রমে ক্রমে একজন অসীম ধীশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া ধরাতলে খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন। সেই মহাপুরুষের জীবন ও মাহাত্ম্য কাহিনী এই ক্ষুদ্র লেখকের লেখনীতে প্রকাশ পাওয়া নিতান্ত অসম্ভব ও দুরূহ। যাহাহউক, তিনি যে, জগতে একজন মহামনস্বী সিদ্ধপুরুষ জন্মিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বাপর সকল সুধীগ্রন্থকারই স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। *

বিনীত

শ্রীআব্দুল লতিফ্।

---

* প্রচারক! যখন মিহির-সুধাকরে পর্য্যায়ক্রমে "হানিফি-লাম জহাবীর" বাদ প্রতিবাদ চলিতেছিল, যখন চারিদিকের সুধী হানিফি লেখকগণের লেখনী অনবরত চলিতেছিল, তখন তোমার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মুন্সী ময়েজ উদ্দীন আহমদ সাহেব তোমাকে প্রকাশ করিবার প্রস্তাব করেন। অনেক সুলেখক হানিফার প্রবন্ধ যখন স্থানাভাব বশতঃ "মিহির-সুধাকরে" প্রকাশ হইতে পায় না সেই সময়েই তোমার উদয় হইল। তুমি উদয় হইয়াই বঙ্গীয় হানিফী ভায়াদিগের মুখ উজ্জ্বল করিলে। তোমার প্রভাবে শত্রুকুল আজ নীরব। সূর্য্যোদয়ে পেচককুল যেমন অন্ধকার কোঠরে লুক্কাইত হয়, তোমার উদয়ে শত্রুদলও তেমনি ভাবে লুকাইয়াছে। এবং এই ক্ষুদ্র লেখকও তোমার প্রথম সংখ্যাতেই—মৌলানা মনিরজ্জমান সাহেবের ছাত্র রূপে, তোমার সেবায় উপস্থিত হইয়াছে এবং হানিফী মজহাবের একজন উচ্চ শ্রেণীর আওলিয়া এবরাহিম আদহামের কথা তোমার গর্ভে ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। তোমার প্রারম্ভে তোমার সেবক ছিল, দুইজন, এখন অনেক হইয়াছেন। সকলের প্রতি যেন তোমার ভালবাসা থাকে। (লেখক)।

পথভ্রান্ত সূর্য্যরশ্মি।

একদা এক রশ্মি সৌরমণ্ডল হইতে বহির্গত হইয়া ভূমণ্ডলে আসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নানারূপ আমোদ প্রমোদে রত ছিল।

রশ্মি পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়া নানাজাতি পুষ্প পরশোভিত পুষ্পোদ্যানের মধ্য দিয়া কখন সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্য দিয়া নৃত্য করিতে করিতে যাইতে লাগিল কোথাও নিবিড় অরণ্য মধ্যে বিশাল বিটপীশ্রেণীর সমুন্নত শীর্ষদেশে নবীন পল্লব গণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন; কোথাও খরস্রোতা কল্লোলিনী বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার সহিত ক্রীড়া করিতেছিল। রশ্মি কখন উড্ডীয়মান পতঙ্গের অথবা প্রজাপতির বিস্তারিত পক্ষ স্পর্শ করিয়া উহার স্বভাবরঞ্জিত সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত ও বিভাসিত করিতে লাগিল।

রশ্মি নাকি সুরসিক তাই সে কখন উচ্চ বৃক্ষস্থিত পক্ষি কুলায়ে উঁকি পাড়িতে লাগিল, কুলার মধ্যে কোন বিহঙ্গীকে অণ্ড গুলির উপর সাবধানে তা'দিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলে রশ্মি উহার সম্মুখে এরূপ হর্ষভরে নৃত্য করিত যে, উহার পরিম্লান ও ক্লান্ত চক্ষুদ্বয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত এবং ক্ষণকালের নিমিত্ত সকল জ্বালা যন্ত্রণা বিস্মৃত হইত। আর যদি উহাতে কোন বিহঙ্গশাবক দেখিত তাহা হইলে উহার নিকট এরূপ আমোদ জনক অঙ্গ ভঙ্গিমা করিত যে, উহা হর্ষান্বিত হইয়া চঞ্চুপুট উত্তোলন করিত এবং মুহূর্ত্তের নিমিত্ত ক্ষুৎপিপাসা ভুলিয়া গিয়া আনন্দে অধীর হইয়া অস্ফুটস্বরে রশ্মির কত প্রশংসা করিত। কোন নিদ্রালুপশুর বিবর সম্মুখে এরূপ রঙ্গভরে নৃত্য করিত যে, সেই পশু মুখব্যাদান পূর্ব্বক হস্তপদ প্রসারণ করিয়া রশ্মিকে শত ধন্যবাদ দিত।

অনন্তর রশ্মি পল্লীগ্রামে প্রবেশ করিয়া মানব সংসর্গে উপস্থিত হইল। পল্লীপথদিয়া বিচরণ করিতে করিতে শোক দুঃখে বিষাদিত বদন বিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে দেখিলে রশ্মি তাহাকে প্রফুল্ল বদন করিয়া দিত; সংসারের দুর্বিষহ ভারাক্রান্ত কোন দুঃখী ব্যক্তিকে দেখিলে তাহার দুঃখ মোচনের ও ভার লঘু করিবার প্রয়াস পাইত। আবার কখন সরলতার আধার স্বরূপ

ছল চাতুরীশূন্য ক্রীড়া নিরত কৃষক বালক বালিকা দিগকে দেখিলে তাহাদের সহিত নানা কৌতুক করিত।

এবার সূর্য্যরশ্মির কপাল ভাঙ্গিল! তাহার সুখ নিশা যেন অতিবাহিত হইল! হায়! হায়! সূর্য্যরশ্মি পথ ভুলিয়া গেল! যতক্ষণ পল্লীগ্রামে ছিল ততক্ষণ বেশ ছিল; এক্ষণে সে এক বৃহৎ নগরীর প্রান্তদেশে আসিয়া সমুপস্থিত। অগত্যা নগরে সভয়ে প্রবেশ করিয়া কিয়ৎক্ষণ প্রশস্ত রাজপথে যথেচ্ছারূপ ভ্রমণ করিতে লাগিল। রাজপথের উভয় পার্শ্বস্থিত সুউচ্চ সুন্দর কারুকার্য্য সুশোভিত সুধাধবলিত বিবিধ অট্টালিকা দর্শন করিয়া যেন বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল। দোকানে দোকানে ক্রেতাগণের হুড়াহুড়ি ও জনতা দর্শন করিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। জনগণের কোলাহলে শকটের কর্কশ শব্দে এবং কল কারখানার ভীষণরবে তাহার কর্ণ-পটাহ ভীষণ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। চারিদিকে নানাবিধ সুসজ্জিত আশ্চর্য্য দর্শনীয় বহুবিধ পদার্থ দর্শন করিয়া মহা বিস্ময়াপন্ন হইলা পড়িল। ফল কথা চতুর্দ্দিকে সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল, বদন কমল পরিম্লান হইয়া পড়িল।

সুপ্রশস্ত রাজপথ ছাড়িয়া অবশেষে সে এক সঙ্কীর্ণ গলির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। ও সর্ব্বনাশ! একি এযে অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার! দিনমানে সহরের মধ্যে এরূপ ভয়ঙ্কর অন্ধকার বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! বোধ হয় এ গলিতে বা ইহার সন্নিকটে মিউনিসিপালের কমিশনার বা তাহার কোন আত্মীয় স্বজনের বসবাস নাই, সেইহেতু একটা আলোর বন্দোবস্ত নাই। সে পথে রশ্মির কোন বন্ধু-বান্ধব কস্মিনকালেও প্রবেশ করে নাই আজ তাহাকে সেই পথে প্রবেশ করিতে হইবে ভাবিয়া সে প্রথমে কিঞ্চিৎ পশ্চাদপদ হইয়াছিল। কিন্তু রশ্মি সাহসিক ও তেজস্বী ছিল, সুতরাং মনে মনে বলিয়া উঠিল "যেখানে যত অন্ধকার সেখানে ততই আমার আদর অতএব আমি পশ্চাদপদ হইব কেন?" এই বলিয়া সে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল ততই তাহার অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। গলিটা অত্যন্ত সংকীর্ণ, আবর্জ্জনায় ও দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ ছিল, এবং তথায় আলোকের সহিত কোন সংশ্রব না থাকায় রশ্মির পক্ষে উহা যেন সাক্ষাৎ তমিশ্রময় যমপুরী বলিয়া

বোধ হইতে লাগিল। অসীম সাহসে ভর করিয়া রশ্মি ক্রমাগত চলিতে লাগিল; রশ্মির নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল; চরণ আর চলিতে চাহেনা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতে লাগিল; নাসারন্ধ্র আবৃত করিয়া যাইতে লাগিল তথাপি দুর্গন্ধের হস্তে পরিত্রাণ পাইল না।

পরিশেষে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া রশ্মি এক দরিদ্রের কুটীরে প্রবেশ করিল। তথায় গিয়া দেখিল মলিন শয্যার উপর একটি মৃতকল্প শিশু শায়িত রহিয়াছে। কুটীরের আয়তন অতি সঙ্কীর্ণ। শয্যায় যৎসামান্য আচ্ছাদন রহিয়াছে, চতুর্দ্দিকে অপরিষ্কার! শিশুর শয্যার পার্শ্বে এক বৃদ্ধারমণী উপবেশন করিয়া রহিয়াছে দুর্ভাবনায় ও মনোদুঃখে তাহার শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা নীরবে বদন অবনত করিয়া রহিয়াছে, তাহার নয়নদ্বয় হইতে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। নিকটে একটি ভগ্ন মৃন্ময় পাত্রে কতকগুলি পুষ্প সঞ্চিত রহিয়াছে। কুসুম গুলি শুষ্কপ্রায় হইয়াছে অস্পষ্ট আলোক বশতঃ উহাদের বর্ণও বিশেষরূপে দৃষ্টি গোচর হইতেছে না। শিশুটির নিষ্প্রভ নয়নের ক্ষীণ দৃষ্টি কুসুম গুলির উপর নিপতিত রহিয়াছে।

এদিকে রশ্মিও নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। ধীরে ধীরে অথচ অস্পষ্ট স্বরে বলিয়া, উঠিল "আমার এই অবশিষ্ট জীবনে কি কিছুই করিতে পারিব না। অনন্তর অতি সন্তর্পণে সে শিশুটির বদন স্পর্শ করিল এবং অবশিষ্ট বল ও সাহস পূর্ব্বক কুসুম গুলির উপর লক্ষ প্রদান করিল, কুসুমেরাও হাসিয়া উঠিল। শিশুর বদন প্রফুল্ল হইল, শিশু বলিয়া উঠিল "আইমা ঐ সূর্য্য আদরের সূর্য্য—ঐ ফুলগুলিন" বৃদ্ধা "কই বাছা" বলিতে না বলিতেই এক প্রকাণ্ড মেঘ আসিয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলিল। সেই সঙ্গে শিশুর প্রাণবায়ুও অনন্তে মিশাইয়া গেল এবং পরিশ্রান্ত রশ্মিও গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল। পথভ্রান্ত সূর্য্যরশ্মির কার্য্য শেষ হইল।

এস্, ও, আলি বি. এল।

বাছানড়ী নিবাসী মহাত্মা ৺মাধবচন্দ্র সরকারের মুমূর্ষাবস্থায় একটী উপদেশ।

১

সময়ের গুণে সকলি গিয়াছে,
সময়ের গুণে সকলি যাইবে।
সময় ভূতলে আনিয়াছে যারে,
সময়ই তার প্রেরক হবে,

২

পবিত্র বিদ্যায় পবিত্র হৃদয়ে
যাহার অন্তর আলোকিত হয়,
সেই ত আয়ত্ত করেছে সময়,
সময় সমরে হয়েছে জয়।

৩

বিজনে ফুটিল কুসুম রতন,
কেহ ফিরে চাহি দেখিল না যায়,
যাহার জিনিস তাহার সদন,
সময় ফিরিয়া দিয়াছে তায়।

৪

মানুষ গিয়াছে স্মৃতি যায় নাই
পদাঙ্ক অঙ্কিত এখন রয়েছে,
ফুল শুখায়েছে গন্ধ যায় নাই।
গুণের অভাব গৌরব আছে।

৫

যাহার প্রসাদে নির্ধনের ধন,
যাহার প্রসাদে মূঢ়ত্ব গিয়াছে
যাহার প্রসাদ করিয়া স্মরণ,
রাজ দরবার প্রতিভা যাচে।

৬

কালস্রোতে তারে ভাসায়ে দিয়াছে,
তথাপি তাহার জলন্ত জীবন,
অক্ষরে অক্ষরে অন্তরে জাগিছে,
জাগিবে অন্তরে অনন্তক্ষণ।

৭

হৃদয় বিহীন নাহি একজন
জানিবে দেখিলে হৃদয় দর্পণে
তায় যার চিত্ত দেখিতে পাবে না
ফেলে দাও তারে বিজন বনে

৮

শমন শিয়রে বসিয়া রয়েছে
তথাপি দেখিনু নির্ভয় হৃদয়,
একটী পলকে প্রতীক্ষা করিছে,
তখন ধ্বনিত "অভয় অভয়"

৯

দুটীমাত্র কথা প্রবেশিল কাণে
ভাবনা বিষম না বুঝি মরম,
বহুদিন গাঁথি রাখিয়াছি প্রাণে,
"অভয় অভয়" বুঝি না মরম।

১০

বুঝিনা মরম তাই কতজনে,
বলিনু মরম বুঝাইয়া দাও
তিন বর্ষ গেল বিফল রোদনে
বুঝাবার লোক না দেখি কোথাও

১১

তটিনীর তীরে বসি একদিন,
ভাবি মনে মনে, "অভয় অভয়"
চারিদিক্ শূন্য জনপ্রাণী হীন,
প্রতিধ্বনি তবু "অভয় অভয়"

১২

জাগিল হৃদয় পরাণ হাসিল,
অভয় অভয় বুঝিনু মরম
হৃদয়ের তন্ত্রী নাচিয়া উঠিল,
বাজিল সুস্বরে "অভয় অভয়"

১৩

হাসিল অন্তর কেহ না দেখিল।
দেখিল কেবল অন্তর-নয়ন।
অপরে দেখিলে বলিবে পাগল,
তাই বা অন্তর করিল গোপন।

১৩

সুখ শান্তি কথা বলিব না কারে,
গোপন জগতে গোপন থাকিবে,
প্রকাশিয়া গুপ্তি বলিব যাহারে,
না বুঝি মরম সেই ত হাসিবে।

১৫

যে বুঝে মরম "অভয় অভয়"
তাহারই কাছে কহিব এ কথা,
তাহারই শুনিব "অভয় অভয়"
তাহারে শুনাব অভয় গাথা॥

১৬

সবাই কি হবে ভণ্ড পাপাচারী?
সবাই কি মুখে সরল হৃদয়?
সবাই কি রাখে বিষমাখা ছুরী?
সবাই কি প্রাণে ক্ষমা হীন রয়?

১৭

প্রতিধ্বনি সায় দিল পুনরায়,
শুনিনু আবার "অভয় অভয়"
আবার মাতিল অন্তর তাহার
আবার নাচিল বিকল হৃদয়

১৭

বড়ই প্রমাদ দেখি বারম্বার
চৌদিগে ঘেরিল, বায়সের দল,
খাইতে আসিল করিয়া আহার
উড়িল সকলে, নিজ নিজ স্থল।

১৯

একি চমৎকার! এত সাধ করি
সাধিলাম প্রাণে "অভয় অভয়"
কেহ না পাইল চিত্ত স্থির করি
সিদ্ধির সাধনা "অভয় অভয়"

শ্রীমাখনলাল ভঞ্জ।
সাং বাছানড়ী।
পোষ্ট মলয়পুর, জেলা হুগলি।

দক্ষিণ-আফ্রিকার যুদ্ধ বিবরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশের পর)

"জয় ভারতেশ্বরীর জয়" ভারতের সর্ব্বত্রে প্রতিধ্বনিত। ভারতের শ্বেত-কৃষ্ণ ভেদাভেদ এখন আর বুঝা যাইতেছে না। বীরাগ্রগণ্য মহাত্মা রবার্টস সমগ্র পৃথিবীর সর্ব্বত্র সম্মানিত হইলেন। তিনি এক মন্ত্রে, কিম্বার্লি উদ্ধার, লেডিস্মিথ উদ্ধার, দুর্দ্ধর্ষ বীর ক্রঞ্জি দলন এবং অমিততেজা বুয়র সেনার বল-হরণ করত ইংরাজ অনীকিনীর দ্বিগুণ আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন। এই মহা-শঙ্কট-সাগরের কর্ণধার মহামতি রবার্টসের প্রতি যাবতীয় বৃটীশভক্তের ভক্তি আরও অটল হইল, পুণ্যশ্লোকা মহারাণী ভিক্টরীয়ার যশঃরূপ কৌমুদী-রাশি, জগতের ইতিহাস গ্রন্থের বর্ণাবলির সমুজ্জল দীপ্তি প্রকাশ করিবে। এত আনন্দ বর্ত্তমান শতাব্দীর কাহারও ভাগ্যে কখন ঘটে নাই। মানবের মন যদি দেবতার ন্যায় নিয়ত পবিত্র হইত, যদি দেবোচিত কার্য্যে মানবাত্মা নশ্বর, জীবন উৎসর্গ করিতে সাহসী হইত, তাহা হইলে এই শুম্ভ নিশুম্ভ যুদ্ধের অবসান সঙ্গে, সকলেই স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইতেন; সকলেই স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া শোণিত স্রোতের বহুদূরে থাকিতে ভাল বাসিতেন; কিন্তু রণচণ্ডীকার পূর্ণাহুতি হয় নাই বলিয়া, সমর তরঙ্গের লীলা বর্ণন করিতে লেখনী কুণ্ঠিত হইল না। কি করি সকলি বিশ্বপতি বিধাতার বিধিনিবন্ধ। মানব কেবল সাক্ষীস্বরূপ অবস্থান করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। বুয়র সৈন্যগণের দুর্দ্দশা দেখিলে হাসিও পায়, দুঃখও জন্মে। তাহারা এখন যূথপতি হীন মৃগকুল কিম্বা যূথভ্রষ্ট হস্তীর ন্যায় নানাদেশে নানা ক্লেশে ভ্রমণ করিতেছে। তাহাদের স্বভাব কিন্তু তাদৃশ হীন নহে যে, জন্মের মত নিরাশ হইল। একজন প্রধান সমরদক্ষ সেনাপতি পাইলেই আবার রণোন্মত্ত হইবে।

ক্রুগর! আর কেন নিরস্ত হও! তোমার যে সম্ভ্রম গৌরব ছিল তাহা নিজের দোষে হারাইলে। নিজে ত মজিয়াছ, ষ্টীনকেও মজাইলে, বৃদ্ধ জুবার্টকেও মজাইলে। এখনও নিরস্ত হও রণশান্তি করিয়া অসংখ্য নর নারীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হও, জগতের কিছু উপকার করিয়া যাও। এই কাল সংগ্রামে শত শত অমূল্যরত্ন বিলুপ্ত হইল এখনও কত কি যে হইবে তাহার

স্থিরতা নাই। তুমিই এই নরহত্যা জীবহত্যার মূল। তুমি সত্য সত্যই কুলাঙ্গার, তোমাকে ধিক্! হে ইংরাজ! শরণাগতকে রক্ষা করাই তোমার ধর্ম্ম; তাই ভূমণ্ডলে তোমার এত আদর এত প্রতিপত্তি। ক্রুগর এখন ভীতচিত্তে সন্ধির প্রার্থী হইয়াছে, এ সময় তাহাকে স্বাধীনতা দিয়া সন্ধি করিলেও বৃটীশ গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। আমরা বুঝি "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং" বাক্য দেববাক্য। এই সংযোগে হীনবল বুয়র জাতিকে চিরদিনের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলে, জগতে তোমার প্রতিষ্ঠালাভের আশা নাই। বীরের জাতি বীরত্ব দেখাইয়া জগৎকে চমকিত করিয়াছ, ইহাই প্রতিষ্ঠা। বিশে-ষতঃ যখন কোন রাজাই মধ্যস্থতা করিতে স্বীকার করিতেছেন না, বিশাল বুদ্ধি জর্ম্মাণীও যখন সাহস করিয়া বিবাদ ভঞ্জন করিতে অগ্রসর হইতেছেননা, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে সকলেই বৃটীশশক্তির বিকটমূর্ত্তি দর্শনে সন্ত্রস্ত। অথবা গ্রীস তুরস্ক বিবাদের অনতিদীর্ঘকালের কার্য্যাবলি, নৃপতিবৃন্দই তাঁহাদের হৃদয় পট হইতে বিলুপ্ত করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

যুদ্ধের বিরাম নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার আকার সমরাঙ্গন বলিয়া বর্ণনা করিতে হইবে। যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হইতেছে। মার্চ্চ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্য্যন্ত ইংরাজ পক্ষে ১৫ হাজার লোক হত আহত বন্দী ও নিরুদ্দেশ। বুয়র পক্ষেও ৮-১০ হাজার নিহত, আহত বন্দী হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ভারত হইতে যে সখের সৈন্যদল তথায় যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছেন, তাঁহারা আত্মীয় স্বজনকে যে পত্রাদি লিখিতেছেন তাহা ভীতিব্যঞ্জক। ইঁহারা ব্লুম ফণ্টীন্ নগর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এই নগর অরেঞ্জ স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী। ইহা ইংরাজ সৈন্যের হস্তগত হইয়াও নিরাপদ নহে। এখানে সম্প্রতি বুয়র হস্তে লেপটেনাণ্ট লাইগান প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। আরও কয়েকজন আহত হইয়াছেন। প্রকাশ যে, শ্বেত পতাকা দেখাইয়া ইংরাজগণ অব্যাহতি পায়। অন্যত্র বুয়র সেনাপতি ষ্টেম্যান মেফেকিংএর কিয়দ্দূর উত্তরে লোবাটসী নামক স্থানে, ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল প্লমারকে এমন পর্য্যুদস্ত করিয়াছেন যে, রজনীর ঘনান্ধকারে ইংরাজবীর সসৈন্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। লর্ড মেথুয়েনও পদে পদে বাধা পাইতেছেন। মেফিকিং আরও কিছুদিন অবরুদ্ধ থাকিবে। কর্ণেল বেডেন পাওয়েল এবং ইংলণ্ডের

প্রধানমন্ত্রী লর্ড সালিস্‌বরীর পুত্র লর্ড এডওয়ার্ড সিসিল উভয়ের প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের ফলে এখন পর্য্যন্ত বৃটীষ গৌরব অক্ষুণ্ণ আছে, নতুবা ইংরাজ সৈন্য আত্ম সমর্পণ করিতে এতদিন বাধ্য হইত। গত ৩০শে মার্চ্চ বুয়রেরা যে শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় দিয়াছে ইংরাজ সেনাকে আক্রমণ করিয়া যেরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়াছে তাহাতে শত্রুমিত্র সকলেই চমৎকৃত হইয়াছেন। ব্লুম ফণ্টীনের পূর্ব্বে থাবাঞ্চু নামক স্থানে ইংরাজ সেনানী কর্ণেল ব্রড্‌উড্‌ এবং কর্ণেল পিলস্বর সসৈন্যে অবস্থান করিতেছিলেন। ইংরাজপক্ষে প্রকাশ প্রায় আট দশহাজার বুয়র ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়। ইংরাজ সেনানীদ্বয় বেগতিক দেখিয়া পিছাইয়া আসেন। বুয়রেরা দুই দিক হইতে অগ্রসর হইতে থাকে। পরদিন প্রাতে বুয়রেরা ইংরাজ সেনাকে তিন দিকে আক্রমণ করে। পাছে রসদাদি শত্রুহস্তে পতিত হয় এই আশঙ্কায় কর্ণেল ব্রড্‌উড্‌ ব্লুম ফণ্টীন অভিমুখে কতক সৈন্য সহ রসদাদি প্রেরণ করেন। দুই মাইল দূরে একটা নদী অবস্থিত। ইংরাজসেনা যেমন ইহা অতিক্রম করিবে, অমনি নদীগর্ভে লুক্কায়িত শত্রুগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করে। এই আকস্মিক আক্রমণে অনেক ইংরাজ যোদ্ধাকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। একটা ব্যাটারিই প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছে। ইংরাজের সাতটা কামান, বিস্তর রসদ বুয়রদের হস্তগত হইয়াছে। অনেক ইংরাজ যোদ্ধা বন্দী হইয়াছে। বুয়রেরা পুনর্ব্বার পার্ডিবার্গ অধিকার করিয়াছে। কিম্বার্লিতে লর্ড মেথুনকে আসিতে হইতেছে, সুতরাং মেফেকিং উদ্ধার আশা সুদূরপরাহত।

মহাবীর ক্রঞ্জী ২৬শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া আত্ম সমর্পণ করেন। সেই শোকে মহাত্মা জেনারেল জুবার্ট হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছিলেন। ১৫ই চৈত্র বুধবার লণ্ডন হইতে সংবাদ আসিল জেনারেল জুবার্ট আর ইহধামে নাই। বুয়রদিগের ভাগ্যাকাশ ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইল। সৌভাগ্যসূর্য্য পুনরুত্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তথাপি শক্তির অবতার ক্রুগার যুদ্ধে ক্ষান্ত নাই। স্বয়ং সৈনাপত্যের ভার লইয়া সংগ্রাম চালাইতেছেন। ইংরাজ সৈন্য পার্ডিবর্গে পরাস্তপ্রায় হইয়া বুলুম ফণ্টীনে হটিয়া আসিয়াছে। বুলুমফণ্টীনের উত্তর মডার নদীর নিকট কারি ও ব্রাণ্ড ফোর্ড নামক গ্রামদ্বয়ে ৮ হাজার বুয়র সৈন্য সহ ইংরাজের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে

১০৮ জন ইংরাজ সৈন্য এবং সেনাধ্যক্ষ হতাহত হন। বুয়র সৈন্য পরাস্ত হইয়াছে।

২৭ শে মার্চ্চ। বুয়রেরা মেফেকিংএর উপর ভয়ানক গোলাবৃষ্টি করিয়াছিল। মেফেকিংএর নিকট কর্ণেল প্লুমারের সহিত বুয়রদিগের ঘোরতর সংগ্রাম হয় তাহাতে ইংরাজপক্ষে ৩ আফিসর, ৭ সৈনিক নিহত এবং কর্ণেল প্লুমার সহ ৩ জন অফিসর ২৪ সৈনিক আহত ও ১১ জন নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

৪ ঠা এপ্রেল। "লণ্ডন টাইমস"। ট্রান্সভালের খনিসমূহে ও ব্যাঙ্কগুলিতে যে সকল ইংরাজ কার্য্য করিতেছিল তাহাদিগকে বুয়রেরা তাড়াইয়া দিয়াছে। বুয়রেরা রক্সডেলী স্থান অধিকার করিয়াছে।

রেডার্সবার্গস্থানে জেনারেল গ্যাটেকারের অধীন পাঁচদল ইংরাজ সৈন্যকে বুয়রেরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এজন্য বিলাতের লোক আবার বড়ই বিচলিত হইয়াছেন। লর্ড মেথুয়েন বিপুল বিক্রমে একদল বুয়র সৈন্যকে পরাস্ত ও বন্দী করিয়াছেন, তথাপি কাহারও মন শান্ত হইতেছে না। বুয়রগণ সম্ভবতঃ ওলিভিয়ার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। সেনাপতি বোথাও প্রধান বীর বলিয়া বুয়রগণ মধ্যে সম্মানিত হইয়াছেন। অর্থাৎ যেমন দুই মহাবীর বুয়র সৈন্যের সৈনাপত্য করিতে করিতে সমরশায়ী হইলেন, অমনি তৎসদৃশ দুই বীরবরের অভ্যুত্থান হইল। আবার চারিদিগেই যুদ্ধ চাগিয়া উঠিতেছে। অরেঞ্জ রাজ্যের পূর্ব্বভাগ পুনরায় বুয়রেরা দখল করিয়াছে।

বীরপ্রসবিনী বসুন্ধরে! রুদ্রমূর্ত্তি ভৈরবের ভীষণ শবারূঢ়া রণোন্মাদিনী রণচণ্ডীকার সংহারসজ্জার গুরুভার বহনে চির অভ্যস্ত বলিয়া কি এখনও তোমার শোণিত পিপাসার শান্তি হয় নাই? এ আবার কি ভয়ঙ্কর কথা শুনিতে পাইলাম! ট্রান্সভালের বীরাঙ্গনাগণ বীরসাজে সজ্জিতা হইয়া, অসী বর্ম্ম পরিধান করিয়া, হুংকারে প্রিটোরিয়ার প্রকটমূর্ত্তি প্রকাশ করিতেছেন। মনে হইতেছে যেন মহাকাল রমণীরূপে রণবেশে সংসারের সংহার সাধন করিয়া প্রলয়ান্তে নূতন সৃষ্টির প্রয়োজন প্রদর্শন করিবেন। আর মনে হইতেছে আলুলায়িত কেশপাশ, অট্ট অট্টহাস সুকর্ণীকেহন, তাথৈ তাথৈ নৃত্য, গুরুগম্ভীর হুহুংকার শব্দ, কৃপাণের বিদ্যুৎঝলস, নূপুরের এবং কিঙ্কিণীর রোল। মা দনুজদলনি! আমরা মানব হইয়া তোমার বিরাটমূর্ত্তির ভীষণ

দৃশ্য দর্শন করিতে অসমর্থ। তাই প্রার্থনা শীঘ্র প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ কর আমরা শান্তি পাই।

রিভিউ অব্ রিভিউ পত্রের সম্পাদক ষ্টেড্ সাহেব বলিতেছেন, এখনও বুয়র সংগ্রামের উপসংহার না হইলে ২০ সহস্র ইংরাজবীর ধরাশায়ী হইবেন, ২০ সহস্র বুয়র রমণীর ভাগ্যে বৈধব্য যন্ত্রণা ঘটিবে, আমাদের বহুকষ্টে সঞ্চিত অর্থের বিনাশ হইবে, ইংলণ্ডবাসীকে করভারে প্রপীড়িত হইতে হইবে এবং স্বদেশের দরিদ্রদিগের মধ্যে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইবে। প্রিটোরিয়া অধিকার করিবার পর হইতে আমাদের প্রকৃত অসুবিধার সূত্রপাত হইবে। বুয়রদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য অন্ততঃ ৫০ সহস্র গোলন্দাজ তথায় মজুত রাখিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকারেই এ যুদ্ধ ইংলণ্ডের পক্ষে অহিতকর।”

যুদ্ধ প্রবলভাবেই চলিতেছে। বিগত এপ্রেল মাসে উরষ্টার দলের কাপ্তেন প্রোথেরো ও আরও কয়েকজন হত হইয়াছেন। তাহার পর লেফ্‌টেনেণ্ট থিওবল্ড, লেফ্‌টেনেণ্ট মার্চ্চ, লেফটেনেণ্ট ওয়ারি প্রভৃতি ইংরাজবীর বুয়রহস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন। বুয়রপক্ষে হতাহতের সংখ্যা অপ্রকাশ থাকিলেও তাহাদের মৃত্যু সংখ্যা কম নয়, ফলতঃ লর্ড রবার্টস আর এখন উল্লেখযোগ্য কোন কার্য্য করিতে পারিতেছেন না; রাষ্ট্র যে তিনি কিছু দমিয়া গিয়াছেন। আমাদের মনে হইতেছে, মহাত্মা রবার্টস যে অদ্ভুত কৌশলে রণজয়ী হইবেন তাহা কোন ক্রমেই বিপক্ষ পক্ষকে জানিতে দিবেন না; তজ্জন্যই বিশেষ সংবাদ সাধারণের গোচর হইবার নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিতে হইয়াছে। এজন্য আমরা তাঁহার নিন্দা করিতে পারি না সত্য, কিন্তু একটা আশাজনক কার্য্যানুষ্ঠান দেখিতে চাই। যুদ্ধের বিরাম নাই, রীতিমত অস্ত্রপরীক্ষা হইতেছে। ঘোরতর সংগ্রাম হওয়াই সম্পূর্ণ সম্ভব; যেহেতু আয়োজন অনুষ্ঠান দেখিয়া মনে হইতেছে অচিরে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড ঘটিবে। সেই ঘটনায় জগতের সমুদয় লোক স্তম্ভিত হইবে। যাহাই হউক, বৃটীশ গৌরবসূর্য্যের প্রখর করাতপ তাপিত হইবে না, এমন কোন জাতি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। যুদ্ধে জয় পরাজয় যাহা হইবার হইবে, কিন্তু ঈর্ষাজর্জ্জরিত নৃপতিবৃন্দের কার্য্য দেখিয়া, নিরপেক্ষ সাধুমহাত্মাগণের হৃদয়ে নানাপ্রকার ভাবের উদয় হইয়াছে। ধন্য সভ্যতা? তুমি কোন্ পরিচ্ছদ বিভূষিত হইয়া কখন্ কি অভিনয় কর তাহা

আমরা বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই কি তোমার মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে জগতের সকলেই নির্ব্বোধ! যদি এরূপ বিশ্বাস হইয়া থাকে তবে তোমার সম্পূর্ণ ভ্রম।

ক্রমশঃ—

মজহাবের সত্যতা।

লা মজহাবী পক্ষের প্রশ্ন।

(১)

আপনারা মজহাব অবলম্বিগণ বলিয়া থাকেন যে, যখন কোন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মসলায় মত ভেদ উপস্থিত হয়, তখন তন্মধ্যে সমুদয় মত্ প্রকৃত ও সত্য হয় না। তন্মধ্যে এক মতই কেবল প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য বলিয়া স্থিরিকৃত হইবে; এমতাবস্থায় মজ্‌হাব চতুষ্টয় বরহক্ বা প্রকৃত ধর্ম্ম রীতি বলিয়া কোন রূপেই সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। এইমাত্র হইতে পারে যে, মজ্‌হাব চতুষ্টয়ের মধ্যে না হয়, এক মজহাবই সত্য হইবে, চারি মজহাবকেই প্রকৃত বলার কারণ কি?

উত্তর।

মজহাব চতুষ্টয় বরহক ও প্রকৃত হওয়ার অর্থ এই যে, কোন একটী নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে এক ইমাম, কোরান, হদিসের প্রমাণ দর্শনে যে মত স্থির করিয়াছেন, তাহা সত্য হইতে পারে; আবার অন্য ইমাম, কোরান হদিসের অন্য দলিল দর্শনে যে মত স্থির করিয়াছেন, তাহাও প্রকৃত হইতে পারে। এইরূপে প্রকৃত মতটী অনির্দ্দিষ্টরূপে প্রত্যেক ইমামেরই অংশান্তর্গত হইতে পারে। এই অর্থেই মজ্‌হাব চতুষ্টয়কে প্রকৃত ধর্ম্মরীতি বলিয়াই স্থির করা হয়। সুতরাং যে কোন মতানুবর্ত্তী, যে কোন ইমামের, নির্দ্দিষ্টভাবে মজ্‌হাব অবলম্বন করে, সে নিজ দারিত্ব হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে।

প্রশ্ন।

(২)

(ক) ইমাম আবু হানিফা সাহেবের মতাধীন হইয়া চলিবার আবশ্যক কি! আল্লাহতায়ালা এবং হজরত পরগম্বর সাহেব সেই জন্য কোন আদেশ করেন

নাই। বরং ইমাম আবু হানিকা (রঃ) স্বয়ং এ বিষয় কোন স্পষ্টমতামত প্রকাশ করেন নাই (খ) কোন মজ্তাহেদের (কোরান হদিসের প্রমাণ দর্শনে মস্লাদি আবিষ্কারক) মতাধীন হওয়ার আবশ্যকতা স্বীকার্য্য হইলেও একটী নির্দ্দিষ্ট মজহাব অবলম্বন করার আবশ্যক কি! যখন চারি মজহাবই সত্য তখন ইচ্ছা পূর্ব্বক যে সময় যে মত ভাল বিবেচনা হইবে, তাহা অবলম্বন করিলেই চলিতে পারে। (গ) একটু বক্তব্য এই যে, কোন নির্দ্দিষ্ট মজহাবের মতানুবর্ত্তি হওয়া আবশ্যক প্রমাণ হইলেও মজহাবের সংখ্যা চারিটীতে সীমা বদ্ধ হইবার প্রমাণ কি! প্রকৃত পক্ষে মজতেহেদগণের সংখ্যা এক শতাধিক ছিল। যথা—ইমাম আবুইউসক, মহাম্মদ ও গজ্জালী প্রভৃতি। তাহা ছাড়া এজতে হাদের (কোরান, হদিস দর্শনে মসলা আবিষ্কার করার) সীমাবদ্ধ হয় নাই এতদ্পরও ইমাম বা মোজতেহেদ হইতে পারে, অতএব এই গুরুতর প্রশ্ন সমূহের উত্তর প্রার্থনীয়।

উত্তর।

প্রথমতঃ (ক) শাখার উত্তর গ্রহণ করুন। মানবজাতি এই ধরাধামে কোন কার্য্য করিবে কিনা ইহাই প্রথম জিজ্ঞাস্য। না করাও সম্ভবপর নহে, যেহেতু আল্লাহতায়ালা স্বয়ং কোরান শরফে ব্যক্ত করিয়াছেন "কি মানবজাতি মনে করে যে, তাহারা কার্য্য বিহীন সৃষ্ট হইয়াছে?" এতদ্ব্যতীত তাঁহারা নমাজ, রোজা প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য না করিলেও ক্রয়, বিক্রয় বস্ত্র পরিধান আহার প্রভৃতি স্বাভাবিক কার্য্যাদি করিতে নিশ্চয় বাধ্য। সুতরাং তাহাদের কোন না কোন কায করাই প্রমাণিত হইবে। এমতাবস্থায় জিজ্ঞাস্য এই যে, যে সকল মুসলমানগণ ঐরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহারা কোরান, হদিস দ্বারা কোন বিষয় প্রমাণ লইতে বাধ্য হন কি না?। না হওয়াত একেবারেই অসম্ভব। ক্রয় বিক্রয়ে আহার প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যেই ধর্ম্মাদেশের নিয়মাধীন হওয়া সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্থিরিকৃত; অতএব কোরান হদিসের সাহায্যের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই। যখন মুসলমান মাত্রেরই কোরান হদিসের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, তখন দেখা আবশ্যক যে, প্রত্যেকে কোরান হদিসের নিগূঢ় তত্ত্ব শব্দ সমালোচনা, অর্থের প্রকার ও প্রণালীভেদ, দলিল দর্শনে মসলাদি আবিষ্কার করিতে সক্ষম কিনা,

এতদ্ব্যতীত "আয়ত ও হদিস সমূহের অগ্র পশ্চাত এবং পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত আয়ত ও হদিস সমূহকে তাহার বিপরীত আয়তাদি হইতে পৃথক্ করিয়া অর্থ নির্ণয় করিতে পারিবে কি না? যদি বর্ণিত বিষয় সমূহে কাহার পারদর্শিতা না থাকে কি একেবারেই অনভিজ্ঞ হয়, তাহাহইলে সে ব্যক্তিকে কোন না কোন (কোরান হদিস ব্যাখ্যাকারী) এমামের মতাধীন হওয়া একান্ত আবশ্যক। যাহারা তফ্সীর ও হদিসের ব্যাখ্যা দর্শনে কেবল অর্থ বুঝিতে সমর্থ; দলিল দর্শনে কোনরূপ মসলাদি আবিষ্কার করিতে পারেন না, এরূপ আলেমগণও সাধারণ লোকদিগের মধ্যে পরিগণিত; তাহাদিগকেও কোন এমামের মতাধীন হওয়া ব্যতীত পরিত্রাণ নাই। আর যাঁহারা কোরান, হদিসের যাবতীয় নিগূঢ় তত্ত্ব জানা সত্তে তদ্দর্শনে নূতন ঘটনা ও মসলাদির হুকুম আবিষ্কার করিতে পারেন, তাঁহাকেহ আমরা "মোজতাহেদ" বলি, তাঁহাদিগকে কাহারও মতানুবর্ত্তী হইতে হইবে না। যাহারা "মোজতাহেদ" শ্রেণীর না হইয়াও কোন এমামের মতাধীন হওয়া আবশ্যক মনে না করেন বরং "কোরান", "হদিস", "এজমা" এই মূল দলিল ত্রয়ের আদেশানুসারে কার্য্যকারী হওয়াই ন্যায় সঙ্গত মনে করেন, তাহাদের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে, মুসলমানদিগের ধর্ম্মমূল তিন হওয়ার বিষয় তিনি কোথা হইতে অবগত হইলেন, এমাম আবুহানিফাই সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মমূলকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; যেদিকেই পলায়নের প্রয়াসী হউন না কেন, অবশেষে বাধ্য হইয়া কোন এমামের অধীনতা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই; যেহেতু যাহারা বলেন যে, কোন বর্ণিত দলিল ত্রয়ের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিলেই চলিবে। তাহাদের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহারা "নাসেখ" (যে আয়ত বা হদিস দ্বারা অন্য আর এক ধর্ম্মাদেশ পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইয়া) "মনসুখের" (যে আদেশ রহিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে) পার্থক্য, কোরান হদিসের এবং এজমার রকম, শ্রেণী বিভাগ, প্রভৃতি বহুসংখ্যক তত্ত্বাদির বিষয় কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলেন, এই সকলের বর্ণনাকারী এমাম আবুহানিফা বলিয়াই সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থিরিকৃত। অতএব তাঁহার মতামত গ্রহণ না করিয়া কোন দিকেই পলায়নের উপায় নাই।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

(গোয়ালন্দ)

আমরা মাদারি পুরের ষ্টীমার ধরিবার জন্য এখানে নামিলাম। ষ্টীমার প্রত্যুষে চলিয়া গিয়াছে; সুতরাং আমরা এখানে আজকের দিন কাটাইতে বাধ্য হইলাম।

গোয়ালন্দ, পদ্মা এবং যমুনার সঙ্গমস্থলের উপর অবস্থিত, চতুর্দ্দিকে বৃক্ষপত্রাদি শূন্য, দোকানিপসারি পরিবেষ্টিত, লোকের ভিড়ে সর্ব্বদা শব্দায়মান গোয়ালন্দ আমাদের নিকট বড়ই সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। নদীর ধারে দেখিলাম ষ্টীমার নাচিতেছে, ধুম উদ্গিরণ করিতেছে, কোনটী বা নিদ্রা যাইতেছে। বড় বড় জাহাজগুলি নানাপ্রকার সজ্জায় সজ্জিভূত হইয়া বিমল সৌন্দর্য্য বিতরণ করিতেছে।

আরও দেখিলাম

পদ্মা, যমুনাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অতি আগ্রহের সহিত ছুটিয়াছে। পদ্মার আগ্রহ দেখিয়া যমুনা আনন্দে গদগদ চিত্তে পদ্মার গলাজড়াইয়া ধরিয়াছে; উভয় দ্বেষ, হিংসা পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে থাকিয়াও স্বর্গীয় আনন্দ ভোগ করিতেছে!!

আহা! আজ আমরা কি সুন্দর দৃশ্য দর্শন করিলাম। আনন্দে আমাদের হৃদয় ভরিয়া গেল। ভাবিলাম, যে সকল হিন্দুরা মোসলমানদের সহিত বিবাদ করিতে ভালবাসে, আজ যদি তাহাদিগকে পাইতাম, তাহাহইলে তাহাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতাম যে, কেমন করিয়া হিন্দু মোসলমানে মিলিয়া মিশিয়া চলিতে হয়। আমরা এই সকল চিন্তায় ব্যাপৃত আছি, এমন সময়ে শুনিলাম কার্ত্তিকপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত কফিলদ্দিন চৌধুরি সাহেবের ভগ্নির মৃত্যু হইয়াছে। বলাবাহুল্য" ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমরা কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছি। শান্তিপুরেরা শান্তিসুখ ত্যাগ করিয়া আমাদের অশান্তিতে কর্ণপাত করিলেন না!

কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণপক্ষের প্রকাশ হওয়ায় মোসলমানেরা গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন, তাঁহারা আমাদের চীৎকারে জাগ্রত, হইলেন না! কুষ্টীয়ার মোসলমানেরা কুশলে থাকায় আমাদের অকুশলে তাঁহারা কর্ণপাত করা সঙ্গত মনে করিলেন না! একই ভরসা ছিল; চৌধুরি সাহেব। তাঁহার ভগ্নির মৃত্যুতে আমাদের সে আশায় নৈরাশ হইলাম। নদীর ধারে বসিয়া পড়িলাম।

অনেক চিন্তার পর নদীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, নদীর জল সমুদ্রের দিকে অনবরত ছুটিয়াছে। বাতাসও বাধা দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। উভয়ের চেষ্টায় এক একটা ঢেউ উৎপন্ন হইতেছে সেই ঢেউ আমাদিগকে বলিতে লাগিল, "অগ্রসর হও, অগ্রসর হও" আমরা এই উপদেশ পাইয়া লাফাইলাম। চিন্তা আবর্জ্জনা ঝাড়িলাম। হৃদয়ে শত হস্তির বল অনুভব করিলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, টাকা সংগ্রহ না করিয়া কলিকাতায় ফিরিব না। সিরাজগঞ্জে যাইবার জন্য ঠিক করিলাম। দিবা অবসান হইল। রাতও কাটিয়া গেল। খুব সকালে আমরা ষ্টীমারের টিকিট কিনিবার জন্য শীতে কাঁশিতে কাঁপিতে ষ্টেশনে চলিলাম।

ষ্টেশনে লোকের খুব ভীড়। রাত একেবারে শেষ হয় নাই; সুতরাং একটু একটু আঁধারও আছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে দুই একটী স্ত্রীলোক বিদ্যুতের ন্যায় চমকাইতেছে। যুবকগণ সৌন্দর্য্য-সুধা-পান করিবার জন্য লালায়িত নেত্রে নয়ন কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। কেহ কেহ আমাদিগকে বলিলেন, বেপর্দ্দা অবস্থায় এই রকম স্ত্রীলোক লইয়া বিদেশে আশা উচিত নয়। আমরা তাঁহাদিগকে বলিলাম, মহাশয় "বেল পাকিলে কাগের কি?" তাঁহারাও আমাদিগকে ছাড়িলেন না; বলিলেন—দুই একটা ঠোকরও ত মারিতে পারে!!

ষ্টীমারে উঠিলাম। ষ্টীমার ত আর মোসলমানদের মত বালিশ হালান দিয়া হুক্কায় দম দিতে ভালবাসে না; সুতরাং সিরাজগঞ্জের দিকে ছুটিল! এই ষ্টীমারে আরোহণ কালিন আমাদের হৃদয় সমুদ্রে যে সকল চিন্তার ঢেউ উত্থিত হইয়াছিল, তাহা দীর্ঘতার আশঙ্কায় ত্যাগ করা গেল।

অদ্বিতীয় বীর ওস্‌মান পাশা।

এবার বীরগণের পক্ষে প্রকৃতই দুর্দ্দিন। কি কুক্ষণে দক্ষিণ আফ্রিকায় যুদ্ধ উপস্থিত হইল, কয়েক মাস ব্যাপিয়া সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর ভীষণ যুদ্ধে বৃটিশ ও বুয়ার বীরগণ সেই যুদ্ধের যজ্ঞকুণ্ডে প্রাণের আহুতি প্রদান করিয়া পুত্র কলত্র বন্ধু বান্ধবদিগকে শোকের জ্বালায় জ্বালাইয়া নিজেরা ইহজগৎ হইতে অন্তর্হিত হইতেছেন। এই সকল নিদারুণ ব্যাপার যুদ্ধের বিষময় ফল। এদিকে ভারতবর্ষে জেনারল লকহার্ট দুশ্চিকিস্য পীড়ায় পরলোকে গমন করিলেন। জেনারল জুবেয়ারের মৃত্যুসংবাদে জগতে সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন। আবার সে দিন প্লেভনা ক্ষেত্রের অদ্বিতীয় বীর ওস্‌মান পাশা মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ১৮৭৭ সালের জুলাই মাসে প্লেভনায় টার্কো-রুসিয়ান যুদ্ধে যে ওস্‌মান পাশা অসামান্য সমর-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া বিজয়লক্ষ্মীকে বলপূর্ব্বক তুরস্কে আনিয়া সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, যাঁহার রণকৌশল দর্শন করিয়া সমগ্র ইউরোপ বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিলেন, এমন কি যাঁহার অদ্বিতীয় শত্রু রুসিয়ার সম্রাট্ দ্বিতীয় আলেকজেণ্ডার, যাঁহার অসাধারণ বীরত্বে বিমুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, তুরস্কের সেই গৌরব স্তম্ভ আজ মৃত্তিকায় সমাহিত হইয়া চির নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়াছেন!

ওস্‌মান নিউবার পাশা ১৮৩২ সালে এসিয়া মাইনরের অন্তঃপাতী পোকাট নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কনষ্টাণ্টিনোপলে ওস্‌মানের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। ইনি যে স্কুলে প্রবিষ্ট হন, সেই স্কুলে ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হোসেন এফেণ্ডী আরবী ভাষার শিক্ষকতার কার্য্য করিতেন। বাল্যকাল হইতেই ওস্‌মানের সামরিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। ওস্‌মান, বীরদেহ ও বীরের সাহস লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সহিত তাঁহার সেই সকল ভাব ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত ও বিকাসিত হইতে লাগিল। ওস্‌মান সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যালয়ে দিন দিন লব্ধপ্রতিষ্ঠা হইয়া উঠিলেন। ১৭৫৩ সালে অতি শ্রেষ্ঠ প্রশংসা পত্র গ্রহণ করিয়া তিনি সমর বিভাগে লেপ্টেনাণ্টের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই

লেপ্টেনাণ্টের বয়স তখন ২০।২১ বৎসর মাত্র। তখন ক্রিমিয়ান যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এই ক্রিমিয়ান যুদ্ধে ওস্‌মান পাশার বীরত্বের পরিচয় সর্ব্বপ্রথমে পরিস্ফুট হয়। সমগ্র ইউরোপ তখন বিস্ফারিত নেত্রে এই অজাতশ্মশ্রু যুবকের বীরকীর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। ক্রমেই তাঁহার পদোন্নতি হইতে লাগিল। ১৮৬৬ সাল হইতে ১৮৬৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি ক্রিট দ্বীপের যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন! ইহার পরেই তিনি ক্রমশঃ ব্রিগেডিয়ার জেনারল পদে অধিষ্ঠিত হয়েন। টার্কোসারভিয়ান যুদ্ধে তিনি যে অসীম সমর-প্রতিভা ও বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহাকে মুসুহির বা ফিল্ড মারস্যাল অর্থাৎ প্রধান সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করা হয়। ১৮৭৭ সালে প্লেভনার যুদ্ধে ইঁহার বীরত্বে ও সমরকৌশলে যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া সুলতান ইঁহাকে "গাজী" অর্থাৎ বিজয়ী উপাধি প্রদান করেন।

কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে ১৮৭৭ সালের ১০ই ডিসেম্বর তুরস্কের বিজয়-লক্ষ্মী লীলা-চাঞ্চল্যের প্রমাণ করিয়া তুরস্ক হইতে সহসা অন্তর্হিতা হইলেন। গাজী ওসমান্‌কে টার্কোরুসিয়ান যুদ্ধে সহসা আত্ম সমর্পণ করিতে হইল। রুস ভল্লুকের ব্যূহে নিপতিত হইয়া আর তিনি সে ব্যূহ ভেদ করিতে পারিলেন না—বন্দী হইলেন।

রুষিয়ার বন্দীশালায় যখন ইনি প্রহরী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টি ছিলেন, তখন এক দিন এক জন কারাধ্যক্ষকে ইনি বলিলেন, "তোমরা আমাকে নজর বন্দী ভাবে রাখিতেছ কেন?" কারাধ্যক্ষ বলিলেন, "সম্রাটের এইরূপ হুকুম"। তখন প্রকৃত বীর ওসমান কারাধ্যক্ষকে অতি ঘৃণার সহিত বলিলেন, "তোমাদের সম্রাট্‌কে বলিও, ওস্‌মান সম্মুখ সমরে হাসিতে হাসিতে মরিতে শিখিয়াছে, কিন্তু পালাইতে শিখে নাই। রুষিয়ার কারাগার হইতে ওস্‌মান পালাইয়া আসিয়াছে, ইহার মত তীব্র তিরস্কার ওসমানের পক্ষে আর কিছুই নহে।" কারাধ্যক্ষ সম্রাটকে যথাযথরূপে এই কথা বলিয়াছিলেন, সেই দিবস হইতে সম্রাট আলেকজেণ্ডার, ওস্‌মানকে সমগ্র রুষিয়াতে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে অনুমতি দিলেন। প্রিয় পাঠক, এখানে একবার ওসমানের বীরহৃদয়ের তেজস্বীতার পরিমাণ করুন। (ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

নিম্ন প্রাথমিক অঙ্কাবলি। বাঁকুড়া, ইন্দাস, গোবিন্দপুর উঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত মুন্সী মহম্মদ এসমাইল সাহেব সংগৃহীত পুস্তকের আকার ডিমাই বারপেজি ১১৩ পৃষ্ঠা। ছাপা ও কাগজ উত্তম। মূল্য পাঁচ আনা মাত্র। গ্রন্থকার পুস্তকখানিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অতি দক্ষতার সহিত সন্নিবেশ করিয়াছেন। ১। ধারাপাত ২। শুভঙ্করী ৩। গার্হস্থ্য অঙ্কাবলী ৪। সাঙ্কেতিক আর্য্যাবলী ৫। পাটীগণিত। আমরা পুস্তক খানি আদ্যোন্ত পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় যে সকল অঙ্কের দরকার, এই পুস্তকে সেই সকল অঙ্কই সন্নিবেশিত হইয়াছে। অধিকন্তু, "হার বিশ" "খোয়াবাদ" ও "জমিজোত" ইত্যাদির সরল আর্য্যা ও স্থূল স্থূল জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি থাকায় পল্লীগ্রামের বালক-বালিকাদের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। অল্পবয়স্ক বালক বালিকারা যাহাতে অল্প আয়াসে বুঝিতে পারে, গ্রন্থকার সে বিষয়েও ত্রুটি করেন নাই। বলিতে কি পুস্তক খানি সর্ব্বতোভাবে নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যোপযোগী হইয়াছে। আশা করি বুক কমিটীর অনুমোদিত হইবে।

(আঁখি জল) পদ্য পুস্তক—প্রকাশক মৌলবী আবদুল গণি, মাটীয়া বুরুজ। কাগজ ভাল, ছাপাও ভাল, লেখকের কল্পনা শক্তিও ভাল। মানুষের নিখুঁত চরিত্রও যেমন বিরল, পদ্য লেখকের লেখাতেও পূর্ণ কবিত্ব পাওয়া তেমনি বিরল। এ পুস্তকের নূতন লেখক, নূতন ভাবুক সুতরাং নূতন ধরণের দুই একটী ভ্রান্তিও থাকা অসম্ভব নয়। যথা—"সুধবল-বেশা, সুকোমল উষা" উষার বিশেষণ 'সুধবল' শব্দ প্রয়োগ দ্বারা অলঙ্কার নষ্ট হইয়াছে। উষার রূপ শ্বেত নয়।

নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় মনোহর ভাবের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। কবি এস্থলে ভালবাসার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। যিনি প্রণয়ী, যিনি ভাবুক, যিনি ভালবাসায় আত্মহারা হইতে পারেন, তিনিই ইহার রসাস্বাদনে সমর্থ।

অতীতের স্মৃতি ভেদি হৃদয়ে উদিল রে—
একটী বচন;

বহুকাল ছিল, আহা, হৃদয়ের অন্তস্তলে
আঁধার মতন!
কোমল কৈশোর কালে, লিখেছিল বিধি ভালে
একটী কমল-কলি, প্রণয় রতন;
প্রণয়-সোহাগ ভরে ব'লেছিল সে আমারে—
"এক বৃন্তে দুটী মোরা ফুলের মতন।"

নিম্নে অসংলগ্ন উপমান দেখা যাইতেছে।

"সরযু আমার,—পূর্ণ বিকসিত পদ্ম, ছিল আলোকিত সদ্য প্রাতঃসূর্য্য প্রভাবৎ সৌন্দর্য্যে অপার;—"

১৩ পৃষ্ঠা। আর এক স্থলে "প্রণয়-বসন্ত-বনে" সমাস ঠিক রাখা যায় না।

সাঁঝে—সাধ কবিতায় সর্ব্বত্রে ছন্দ রক্ষা হয় নাই। এটীর ভাব চমৎকার। কবি যে ভবিষ্যতের আশা স্থল তাহা নিশ্চয়।

বিবিধ বিষয়।

বৈশাখ মাসের মাসিক চাঁদা আদায়।

লা মজহাবী-অরি শ্রীযুক্ত মওলানা মহম্মদ মনিরজ্জমান সাহেব	...		১৲
লা মজহাবী-নাশক শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ আমানত আলি সাহেব	...		১৲
মুনশী আব্দচ্ছমদ খাঁ, নারিকেল ডাঙ্গা	...	...	১৲
মুনশী জোবেদ আলী হালদার	...	...	১৲

এককালীন সাহায্য আদায়।

মৌলবী আব্দুল আহাদ জমিদার, ধামালিয়া ১০৲

খানবাহাদুর গোলাম কাছেম সাহেব	...	...	১৲

প্রাপ্তি স্বীকার।

(২য় বর্ষ)

মুনশী মহম্মদ আলি	চোয়াডাঙ্গা	... ...	২৲
„ বদিউদ্দীন আহম্মদ	জামালপুর	... ...	২৲
„ গোলাম আশরফ,	ঘোড়াশাল, ঢাকা,	...	২৲
„ মহম্মদ আব্দুল আজিজ	ধলা, ময়মনসিংহ	...	২৲
„ ময়েন উদ্দীন	রংপুর	...	২৲
„ কাদের বকস	বড় বিলা	...	২৲
„ আব্দুল করিম চৌধুরী	উলানিয়া,	...	২৲
„ আজহার মিয়া চৌধুরি	„	...	২৲
„ মিন্নুর আলি হাজারিকা	জোড়হাট, আসাম	...	২৲
„ মহম্মদ কালু ঠিকাদার	আলিকান্দা	...	২৲
„ কাজেম উদ্দীন খাঁ	বনয়ারিনগর	...	২৲
„ রোমজান আলি	কৃষ্ণনগর	...	২৲
„ শফি মহম্মদ	শোলমারি	...	২৲
Mr. Ahsan Ulla M. A.	Barisal.	...	Rs 2
মুনশী জিন্নুর আলি,	জোড়হাট, আসাম	...	২৲
মৌলবী বসির উল্লা সাহেব,	নামকানাই, ময়মনসিং	...	২৲

মুনশী আজাম হোসেন, কেপটাউন, দক্ষিণআফরিকা ৩৸০

মুনশী এলাহিবকস,	ধুপীল	...	৪৲
Mowlavi Abuahmed Abdulbased, Dacca M. A.		...	Rs 2
মুনশী মহম্মদ পাঞ্জুঠিকাদার,	আলিকান্দা	...	২৲
মুনশী কাজি মহম্মদ বজলেলহক, টেলিগ্রাম মাষ্টার যশোহর		...	১৲
„ সৈয়দ মহম্মদ মর্ত্তাজি,	খাসপুর	...	২৲
„ জছিম উদ্দীন আহমদ,	যশোহর	...	২৲
„ নইম উদ্দীন আহমদ,	বাড়ড়িয়া (১ম বর্ষ)	...	২৲

২য় বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭। | ৫ম সংখ্যা।

প্রচারক।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

"* * যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তাহা প্রচার কর, * *"
মহা কোরান সুরে মায়দা ১০ম রুকু ৬০ আয়েত (পদ)।

মধু মিয়া দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

১।	চোখ গেল—শ্রীযুক্ত মুনশী মহম্মদ এসমাইল হোসেন	১১৩
২।	অদ্বিতীয় বীর ওস্মান পাশা	১১৭
৩।	মজহারের সত্যতা—শ্রীযুক্ত মওলানা মহম্মদ মনিরজ্জমান	১১৯
৪।	প্লেভনা-কেশরী—শ্রীযুক্ত মুনশী গোলাম মওলা ...	১২৩
৫।	তুরস্কের সোলতান—শ্রীযুক্ত মুনশী সৈয়দ ফজলে হক্	১২৪
৬।	খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম নীতি—শ্রীযুক্ত পাদ্রী চন্দ্রনাথ সরকার	১২৭
৭।	ভ্রমণ বৃত্তান্ত	১৩০
৮।	বিবিধ বিষয়	১৩৪
৯।	তফসীর হাক্কানির বঙ্গানুবাদ	

PRINTED BY SARAT CHANDRA CHAKRAVARTI.
AT THE KALIKA PRESS,
17, Nanda Kumar Chowdhury's 2nd Lane,
Calcutta.

এই সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা।

নিয়মাবলী।

১। প্রচারকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲

২। ষাণ্মাসিক মূল্য ১।০

৩। বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম, প্রতি পৃষ্ঠা প্রত্যেক বার ৪৲ টাকা অর্দ্ধপেজ ২৷৷০, প্রতি লাইন চারি আনা।

৪। মুনশী মহেজউদ্দীন আহম্মদ সাহেবের নামে আফিসের ঠিকানায় টাকা কড়ি, বিনিময় পত্র, প্রবন্ধ এবং পত্রাদি পাঠাইতে হইবে।

আব্দর রসিদ ম্যানেজার প্রচারক।

১।৩৫ নং ক্যানাল ইষ্টরোড, নারিকেল ডাঙ্গা, কলিকাতা।

রূপার ঘড়ি !!

(গ্রাণ্টি তিনবৎসর)

আমরা বিলাত হইতে খাটি রৌপ্যনির্ম্মিত (হাণ্টিং ওয়াচ) ঘড়ি আনায়ন করিয়া সস্তামূল্যে বিক্রয় করিতেছি। এই ঘড়ি ওয়াণ্ডিং অর্থাৎ চাবিদ্বারা দমদিতে হয়। সেকেণ্ড ও মিনিট হ্যাণ্ড অতি উত্তম। যত্নের সহিত ব্যবহার করিলে একটি ঘড়িতে আজীবন কাটিতে পারে।

মূল্য।

১ নং ... ... ১২৲ টাকা।

২ নং ... ... ১০৲ টাকা

অর্ডার পাইলে আমরা ঘড়ি ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া থাকি।

বিক্রেতা—শ্রীআব্দচ্ছমদ খাঁ।

১।৩৫ নং ক্যানাল ইষ্ট রোড, নারিকেল ডাঙ্গা, কলিকাতা।

বোট মার্চেণ্ট এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার।

নৌকার কার্য্যালয়।

আমাদের কারখানায় সকলপ্রকার নৌকা ভাড়ায় বিলি ও বিক্রয়ের কারণ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে ও অর্ডারে প্রস্তুত করি, বিশেষ বিবরণ রিপ্লাই কার্ড দ্বারা জানা যায়।

সেখ ওয়াজেদ আলি।

পাঁচ পাড়া।

পোঃ আঃ শাখরাইল। জেলা হাওড়া।

দ্বিতীয় বর্ষ। জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭। ৫ম সংখ্যা।

প্রচারক।

বিবিধ-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।

চোখ গেল।

১

বাসন্তী-পূর্ণিমা নিশি হাস্যময় দশ দিশি
জীবগণ হরষিত মন,
নাহি বিষাদের লেশ সকলি মোহন বেশ
আনন্দেতে সবে নিমগন।

২

হেন সুখময় কালে বসিয়া রসাল ডালে
অভীব বিষাদমাখা স্বরে ;
কেনরে পাপিয়া পাখি! শ্রান্ত হও ডাকি ডাকি
"চোখ গেল" "চোখ গেল" ক'রে।

৩

এ হেন সুখ-নিশায় কি হয়েছে তব হায়!
চোখে তব ফুটিয়াছে কিবা ?
তাই "চোক গেল" বলে ডাকিতেছ উচ্চরোলে
কিম্বা খর চন্দ্রমার বিভা !!

৪

রে পাপিয়া! তাহা নয়, বুঝিয়াছি সমুদয়
"চোখ গেল" বল যে কারণে,
মোস্লেমের অবনতি নিদারুণ দুরগতি
শেল বাজে তোমার নয়নে।

৫

রত্ন-সিংহাসন পরে বিপুল বিক্রমভরে
যেই জন ছিল সমাসীন,
ছিল যেবা মহাবীর মহাজ্ঞানী মহাধীর,
সে আজি বিমূঢ় ভীরু দীন।

৬

যাঁহার চরণতলে মণিমুক্তা রত্ন দলে
বিতরিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল ভাতি;
যাঁর করতল ধৃত হেরি অসি সুশাণিত
ভীম বজ্র ভাবিত অরাতি।

৭

যাঁহাদের শ্রীচরণ ভারত নিবাসিগণ
সম্পূজিত শির করি নত;
আসমুদ্র হিমাচল ছিল যাঁর করতল
ছিল যেবা গৌরবে উন্নত।

৮

"প্রতিমা পূজক" হিন্দু যাঁহাদের কৃপাবিন্দু
লাভ আশে করিয়া যতন
স্নেহের তনয়াগণে "ভেট" দিত শ্রীচরণে,
ধন্য তাহে মানিত জীবন।

৯

সে আজি অন্যের দাস, নাহি অন্ন নাহি বাস,
সৌর্য্য বীর্য্য বিদ্যাবুদ্ধিহীন,

সে অতুল ধনমান সে গৌরব অভিমান
সকলি রে হয়েছে বিলীন।

১০

এবে সে মোস্লেম হায়! হেয় নীচ পশু প্রায়
নিদ্রামগ্ন আলস্য শয্যায়;
ব্যসনবিলাসে মতি নিদারুণ অধোগতি
সংঘটিত হইয়াছে হায়?

১১

কোরাণের আজ্ঞা যাহা সদা অবহেলি তাহা
পড়িতেছে বিঘোর আঁধারে;
ইস্লামের মহানীতি পবিত্র বিমল রীতি
ভুলিয়াছে যেন একেবারে।

১২

গোলাম হিন্দুর জাতি তাহারাও দিবা রাতি
হেরে এবে ঘৃণার নয়নে;
"ম্লেচ্ছ যবন" বলি দেয় সদা গালাগালি
অস্পৃশ্য ভাবিয়া গণে মনে।

১৩

পৃথিবীর বরণীয় ভারতের পূজনীয়
ছিল হায়! যেই মুসলমান;
হায় রে! তাঁদের এবে কাফের সন্তান সবে,
কুক্কুরের সম করে জ্ঞান!!!

১৪

হেরি তাই দুনয়নে ডাকিছ, অধীর মনে
"চোখ গেল" "চোখ গেল" করে,
রে অবোধ বনপাখি! তোরে আজ পোড়ে আঁখি
মোস্লেমের হীনদশা হেরে!

১৫

রে বঙ্গীয় মুসলমান! নাই কি তোদের প্রাণ?
হায়! হায়! নাই কিরে নেত্র?
ছিলিরে প্রচণ্ড রবি পবিত্র পুণ্যের ছবি,
এবে ঘোর খদ্যোতের চিত্র!!!

১৬

তথাপি হৃদয় মাঝে, শেল কিরে নাহি বাজে?
অশ্রুজলে ভাসেনা বদন?
তথাপি জীবন পণে লভিতে সে পূর্ব্বাসনে
হয় নারে মানসে মনন?

১৭

তবে হায়! কেন পাখি! শ্রান্ত হও ডাকি ডাকি
কিবা ফল অরণ্য-রোদনে!!
না-না পাখি! ডাক তুমি একাই শুনিব আমি
বসি এই বিজন কাননে!

১৮

একাকী বসি বিরলে ভাসিব নয়ন-জলে
শুনি তব "চোখ গেল" ধ্বনি;
চড়িয়া কল্পনা-রথে উঠিয়া আকশ-পথে
গাইব সর্ব্বত্র অই ধ্বনি।

১৯

রে পাপিয়া! প্রিয়তম, ডাক ডাক অবিরাম
"চোখ গেল" "চোখ গেল" বলি
আমিও তোমার সনে গাইবরে ক্ষীণ-স্বনে
সকরুণ প্রতিধ্বনি তুলি।

২০

যুগল নয়ন জলে নিবাইব হুখানলে
নিবাইব ভূমি হুতাশন,

একাকী বিজনে বসি সকাতরে দিবানিশি
বিভুপাশে করিব ক্রন্দন!

২১

প্রকাশ বিহঙ্গ বর! দিবানিশি নিরন্তর
হৃদয়ের বিষাদ-কাহিনী;
শুনিবেন ভবপতি হলে যাঁর কৃপারতি
দূর হয় হুখের যামিনী।

২২

যদি কোন দিন হায়! দয়া করি দয়াময়
দেন পুনঃ সুখময় দিন,
তবে বিষাদিত মন ফুল্ল হবে সেইক্ষণ
নহে যেন কেঁদে হই লীন!

মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন।

অদ্বিতীয় বীর ওস্‌মান পাশা।

(২)

রুসিয়ার বন্দীশালায় যখন ইনি প্রহরী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত ছিলেন, তখন এক দিন এক জন কারাধ্যক্ষকে ইনি বলিলেন, "তোমরা আমাকে নজর বন্দী ভাবে রাখিতেছ কেন?" কারাধ্যক্ষ বলিলেন, "সম্রাটের এইরূপ হুকুম"। তখন প্রকৃত বীর ওসমান কারাধ্যকে অতি ঘৃণার সহিত বলিলেন "তোমাদের সম্রাটকে বলিও, ওসমান সম্মুখ সমরে হাসিতে হাসিতে মরিতে শিখিয়াছে, কিন্তু পলাইতে শিখে নাই। রুসিয়ার কারাগার হইতে ওসমান পলাইয়া আসিয়াছে, ইহার মত তীব্র তিরস্কার ওসমানের পক্ষে আর কিছুই নহে।" কারাধ্যক্ষ সম্রাটকে যথাযথরূপে এই কথা বলিয়াছিলেন, সেই দিবস হইতে সম্রাট আলেকজেণ্ডার, ওসমানকে সমগ্র রুসি-

য়াতে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে অনুমতি দিলেন। প্রিয় পাঠক, এখানে একবার ওসমানের বীর হৃদয়ের তেজস্বীতার পরিমাণ করুন।

অতঃপর যখন তুরস্কের সহিত রুসিয়ার সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব হইয়া গেল, তখন সম্রাট ওসমানকে দেখিতে আসিয়া বলিলেন, "ওসমান পাশা, আপনি যে বাধ্য হইয়াই অগত্যা আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, সে জন্য অনুতাপ করিবেন না। কেন না, যুদ্ধে ওরূপ ঘটিয়াই থাকে। আপনি অতীব বিক্রমের সহিত স্বদেশ-সংরক্ষণ করিতে ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আপনাদের গবর্ণমেণ্ট যথাসময়ে আপনার সাহায্য করিতে সৈন্য পাঠাইতে পারেন নাই। সুতরাং আপনি অগত্যা আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু আমি আর এখানে আপনাকে বন্দী রাখিব না। এই আপনার তরবারি গ্রহণ করুন, এবং আমি যে আপনার ন্যায় এক জন প্রবল পরাক্রমশীল বীর পুরুষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি আমাকে প্রকৃতই গৌরবান্বিত মনে করিতেছি!"

এই কয়েকটী কথা বলিয়া তিনি ওসমানের বন্ধন মোচন করিলেন। প্রিয় পাঠক রুসিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজেণ্ডারের বীর হৃদয় কত মহৎ, কত উদার এবং কেমন সুন্দর, তাহাও একবার বুঝিয়া লউন। আমাদের বোধ হয়, বীরের প্রকৃত বীরত্ব যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয় না। বিপন্ন শত্রুগণ দৈব দুর্ব্বিপাকে যখন তাঁহাদের হস্তগত হইয়া পড়েন, তখন তাঁহাদের প্রতি মনুষ্যজনোচিত ব্যবহারই প্রকৃত বীরত্বের পরিচায়ক। রুসিয়ার সম্রাট ইচ্ছা করিলে ওসমানকে চিরজীবন কারাগারে অবরুদ্ধ রাখিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া প্রকৃত বীরের ন্যায় তাঁহার প্রতিদ্বন্দী বীরের দেবোচিত সম্মান করিলেন।

১৮৭৮ সালে ওস্মান কনষ্টাণ্টিনোপলে ফিরিয়া আসিলেন। সেইবার তাঁহাকে ইম্পিরিয়াল গার্ডে কমেণ্ডারইন্‌চিফের পদে অভিষিক্ত করা হইল। অতঃপর আরও বিবিধ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি ক্রীট দ্বীপের গবর্ণর জেনারল পদে অভিষিক্ত হয়েন। অনন্তর তিনি যুদ্ধমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন। দশচক্রে ১৮৮০ সালে যদিও তিনি এই পদ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পরের সালেই আবার তিনি উক্ত পদে পুনরধিষ্ঠিত হয়েন। ওসমান

পাশা ইয়োরোপের সর্ব্বত্রই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে তুরস্কের সোলতান, ওসমান্ পাশার দুইটী পুত্রের নিকট তাঁহার দুই কন্যা বিবাহ দিয়া ওসমান্ পাশাকে বিশেষ সম্মানিত করেন। ৬৮ বৎসর বয়সে দৈহিক ব্যাধিতে ওসমান পাশার পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। (সংগ্রহ)

মজহাবের সত্যতা।

(২)

প্রশ্নকারীর প্রশ্নের (খ) শাখার উত্তর। আমরা মজহাবলম্বিগণ বলিয়া থাকি যে, কোন একজন ইমামের মতানুবর্ত্তী হইলে আজীবন তদাধীনে থাকা ওয়াজেব বা একান্ত কর্ত্তব্য। এক মজহাব অবলম্বন করার পর অন্য মজহাব গ্রহণ করা অসিদ্ধ,—যেহেতু যে ব্যক্তি স্বীয় পূর্ব্বাবলম্বিত মোজহাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য মজহাব অবলম্বী হইলে ইহা প্রমাণিত হইবে যে, পূর্ব্ব মজহাব তাহার নিকট অপ্রকৃত বলিয়াই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক মজহাব চতুষ্টয়ের লোকেই অন্য মজহাবকেও প্রকৃত ও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। সুতরাং যাহাকে বাতেল ও অপ্রকৃত বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, তাহাকে বাধ্য হইয়া প্রকৃত ও "বরহক" বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তবে সত্য মজহাব পরিত্যাগ করার কারণ কি? ইহা ছাড়া সাধারণ ব্যক্তিগণের এক মজহাব হইতে অন্য মজহাবে প্রবৃত্ত হওয়ার কোন কারণ নাই। যেহেতু তাহারা মোজহাব সমূহের নিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া প্রকৃত অপ্রকৃত মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা রাখে না। আর যাহারা নিজকে আলেম বলিয়া পরিচিত করেন, তাহাদেরও প্রকৃত অপ্রকৃত মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা নাই। কারণ এক মজহাবকে অন্য মজহাব উপরি প্রাধান্য প্রদান করার জন্য প্রমাণের আবশ্যক এবং প্রত্যেক মজহাবের যাবতীয় বিস্তৃত নিয়মাবলীসহ হদিস কোরাণের বিশেষ তত্ত্বাদি জানা আবশ্যক। তদুপরি ত্রিবিধ এজমার ইতি বৃত্তান্ত এবং তাহার সর্ত্ত ও নিয়মাবলী সম্পূর্ণ রূপে জানা প্রয়োজন। যাঁহারা মজতাহেদ শ্রেণীতে

পরিগণিত নহেন, তাহারা এই সকল বিষয় জানিতে অক্ষম, আবার যিনি এই সকল ইতিবৃত্তান্ত কারণ সহ যথাযথ না জানেন; তিনি মজহাব চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত ও কোন্‌টী অপ্রকৃত সে বিষয় বিচার করিবারও অযোগ্য। কোন মজহাবকে অন্য মজহাবের উপর প্রাধান্য প্রদান করার কারণ না পাইয়াও যদি কেহ ঐরূপ কাজ করেন, তাহা হইলে সেটা অন্যায়ের পক্ষপাতি করা হইবে। সেই জন্যই আমরা বলি যে, যে মজহাবের অনুগত তাহাকে আজীবন সেই মজহাব অবলম্বী হইয়া থাকিতে হইবে। লা মজহাবীগণ বলিতে পারেন যে, মোসলমান অলী (ঋষি) দিগের মধ্যে অনেককেই এক মজহাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য মজহাব অবলম্বন করিতে দেখা গিয়াছে যথা—বড় পীর সাহেব প্রভৃতি। তবে তাহাদের পক্ষে মজহাব পরিবর্ত্তন করা সিদ্ধ হইল কেন, তদুত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ঋষিগণের কার্য্য কলাপ, আচার ব্যবহার, সঙ্গে অন্যান্য লোকের তুলনা করাই ন্যায়সঙ্গত নহে। তাঁহারা নিজ পবিত্র আত্মার দ্বারা অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন, এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের মজহাব পরিবর্ত্তন করা সম্বন্ধে কোন নিগূঢ় কারণ থাকিতে পারে। যথা—বড় পীরসাহেবের হাম্বলী মজহাবাবলম্বন করার কারণ জিজ্ঞাসায় তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি স্বপ্নযোগে অবগত হইয়াছি, ইমাম আহমদ হাম্বলী মোজহাবের মতানুবর্ত্তীগণের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে, যদি কিছুকাল এইরূপ ভাবে অবনতি স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে তাহার মজহাব বিলুপ্ত হইবারই সম্ভাবনা। আমি সেই মজহাব অবলম্বী লইলে আমার দেখা দেখি অনেকেই উক্ত মজহাবের অধীন হইবে। এরূপ কৌশলে একটী প্রকৃত ধর্ম্মরীতি চিরকালের জন্য স্থায়ী থাকিবে। ফল কথা অলী দরবেশগণের তুলনা করাই অন্যায়। এখন প্রশ্নের (গ) শাখার উত্তর গ্রহণ করুন। মজ্‌হাব সংখ্যা চারিটীতে সীমাবদ্ধ হইবার কারণ এই যে, যদি ইতিপূর্ব্বে ইমাম চতুষ্টয় ব্যতীত আরও অনেক ইমাম হইয়াগিয়াছেন এবং হইবারও সম্ভাবনা আছে, কিন্তু ইতিপুর্ব্বে যাহারা ইমাম নামে খ্যাত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেহই ইমাম (আচার্য্য) চতুষ্টয়ের সমতুল্য হন নাই, তাহা ছাড়া তাঁহাদের মজহাবের অধীনতা স্বীকার করার কোন সুযোগ, সুবিধাই নাই; কারণ এই যে, ইমাম চতুষ্টয়ের

মজহাব যেরূপ শৃঙ্খলার সহিত লেখনীসূত্রে আবদ্ধ এরূপ অন্য কোন ইমামেরই দেখিতে পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় তদ্রুপ মজহাবের মতানুবর্ত্তী হওয়া কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে। আগামীতে যদি কেহ মোজ্‌তাহেদ শ্রেণীতে পরিণত ও পরিগণিত হইবার যোগ্যও হন, তাহা হইলেও তাঁহার মত গৃহিত হইবেক না; যেহেতু বিশুদ্ধ হদিস দ্বারা প্রকাশিত আছে যে, হজরত রসুলে করিম (স) বলিয়াছেন "আমার বর্ত্তমান কাল সর্ব্বাপেক্ষা শুভ ও সত্য, তদপর আমার পরবর্ত্তী আছহাবগণের কাল, তদপর তাঁহাদের পরবর্ত্তীতাবেইনগণের সময় বা কাল। তদপর লোকদিগের মধ্যে মিথ্যা প্রভৃতি অসৎগুণ প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা হিজরী সনের ১২ শত বৎসর মধ্যে সত্যকালে ইমাম হইয়াগিয়াছেন, তাঁহাদের মত গ্রহণ সম্বন্ধে যখন এতাধিক আপত্য ও বাড়াবাড়ী, তখন হজরতের কাল হইতে এতাধিক দূরবর্ত্তীকালে, যিনি ইমাম হইবেন তাঁহার সমুদায় কার্য্যই মিথ্যাকাল মধ্যে সম্পাদিত হইবে। যে সকল লোক হদিসাদি রেওয়ায়েত করিবেন তাহারা নিশ্চয় এই কালের লোক হইবেন, সত্যকালের লোকের বাক্য যখন বিশ্বাষযোগ্য হইতে এতাধিক আপত্য, তখন মিথ্যা কালের ইমামের কথার প্রতি কতদূর বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে, ইহা সাধারণ লোকও অনুমান করিতে সক্ষম। লা মজহাবীগণ ইমাম আবুহানিফার (র) (যিনি তাবেইন শ্রেণীভুক্ত এবং সত্যকালের লোক) মত গ্রহণ করা শেরেক বা মহাপাপ মনে করেন, কিন্তু মিথ্যা যুগের (কলিকালের) মৌলবী নজির হোসেন সাহেবের মতকে বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিয়া তদানুযায়ী কার্য্য করেন। ধিক! তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধিকে; শত ধিক!! তোমাদের বিবেচনার।

(ক্রমশ)

মহম্মদ মনিরজ্জমান ইসলামাবাদী

প্লেভনা-কেশরী।

(শোকোচ্ছ্বাস)

(১)

কেন আজি তুরস্কের বীরপুত্রগণ,
শোকার্ত্ত হইয়া সবে করে আর্ত্তনাদ।
কোন্ মেঘে ঢাকা আজি তুরস্ক গগণ,
কার তরে শোকোচ্ছ্বাস, কিসের বিষাদ ?

(২)

কি হেতু কিসের তরে মোস্‌লেম জগত
কাহার বিচ্ছেদ হেতু প্রকাশিছে শোক ?
কেনরে জগতবাসী আজি মর্ম্মাহত,
নিভিল জগত হ'তে কিসের আলোক ?

(৩)

আরে রে নিদ্রিত হৃদি নাহি জান কিরে
কাহার বিচ্ছেদে সবে করে হাহাকার ?
তুরস্ক বীরত্বাকাশে জনমের তরে
নিভেছে সুরজ আজি হয়েছে আঁধার !

(৪)

অল্পমাত্র সৈন্য সহ যেই তুর্কী বীর,
দেড়লক্ষ রুস সৈন্যে জিনি প্রতিক্ষণ,
অনর্থক সৈন্য ক্ষয়ে হইয়া অধীর,
নিদানে করেছিলেন আত্মসমর্পণ।

(৫)

বীরত্বেতে মুগ্ধ যার আলেকজাণ্ডার,*
সম্মানিয়ে অস্ত্র যাঁরে কৈল সমর্পণ।
সেই সে ওসমান গাজী, বীর প্লেভনার,
তাহারি বিয়োগে সবে বিষাদে মগন।

(৬)

যে ওসমান পৃথিবীর অগ্রগণ্য বীর,
যাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ সমগ্র ভুবন,
তাঁহারি বিয়োগে আজি হয়েছি অধীর,
তাঁরি শোক-মেঘে ঢাকা মোস্‌লেম গগণ,

(৭)

যাও তবে যাও তুমি, প্লেভনা-কেশরী,
যাইয়া অমর ধামে লভহ বিশ্রাম।
এ মর জগতে আসি আত্মোৎসর্গ করি,
স্বধর্ম্ম, স্বরাজ্য তরে লভনি বিরাম।

(৮)

কাঁদুক পরাণ তবু প্রবোধিব মনে,
উপযুক্ত ছাত্র তব "থেসালী বিজয়ী
এধেম উদিত আজি তুরস্ক গগনে,
যাঁহার বীরত্বে তুর্কী আজি গ্রীকজয়ী।

(৯)

যাও তবে যাও বীর, যাও স্বরগেতে,
যে যশ রেখেছ তুমি ধরণী উপর,
যত দিন ইতিহাস রবে অবনীতে,
জগতে তোমার স্মৃতি রহিবে অমর।

(১০)

সন্তাপিত পরিবারে, মৃত ওসমানের,
জানাও শান্ত্বনা ভাই যত মোস্‌লেমীন্।
আত্মার কল্যাণ তরে স্বর্গীয় বীরবর,
উঠাও শান্তির সুর যত মোমেনীন্॥

শ্রীগোলাম মওলা।

তুরস্কের সোলতান।

যে মহামান্য তুরস্ক সম্রাট গমগ্র পৃথিবীর মুসলমানগণের অধীনেতা, যিনি সনাতন ইসলাম ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান রক্ষক, যাঁহার দ্বারা পবিত্র মক্কা ও মদিনা বরং সমগ্র আরব দেশ, বিধর্ম্মীর হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত থাকিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা করিতেছে; যে রুমের সোলতানকে জগতের যাবতীয় মুসলমান সম্মান ও ভক্তি করিয়া থাকেন। সেই মহামান্য সোলতানের জীবনী অবগত হইতে কাহার না হৃদয় আনন্দরসে পরিপ্লুত হয়। সেই জন্যই অদ্য "প্রচারকের" এই নব্য লেখক, মহামান্য সোলতান আবদুল হামীদ খানের জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী লইয়া পাঠক মহোদয়গণের সমীপে উপস্থিত হইলাম। তুরস্কের বর্ত্তমান সম্রাটের অদ্ভুত জীবনী, অপূর্ব্ব ও অতি উন্নতময় কাহিনীতে পরিপূর্ণ; তাঁহার বিগত ২০ বিশ বৎসর রাজত্বকালের সর্ব্ববিধ বিস্তৃত জীবনী সম্বন্ধে একটী বৃহৎ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, খোদা করেন ত আগামীতে তাহার অল্পাধিক বিবরণ ক্রমশঃ অনুবাদ করিয়া "প্রচারকে" প্রকাশ করিতে যত্নবান হইব। অদ্যকার প্রবন্ধে তাহার কোন অংশ উদ্ধৃত করা উদ্দেশ্য নহে, কেবল তাঁহার জীবনের কয়েকটী কথা, লেখাই উদ্দেশ্য। তুরস্কের সোলতান সম্বন্ধে বিজাতিগণকে অনেক সময় বিদ্বেষভাবে অযথা আক্রমণ করিয়া অনভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতে দেখা যায়, সেই জন্যই সোলতান সম্বন্ধে আমরা নিজ হইতে কিছু লিখিয়া আত্ম প্রশংসা অপবাদে পতিত হইতে ইচ্ছা করিনা। বরং ইংলণ্ডের জনৈক সুবিখ্যাত সাহিত্য সেবক এবং প্রধান পরিব্রাজক তুরস্ক রাজ্য ভ্রমণ কালে যাহা নিজ নয়নে পরিদর্শন পূর্ব্বক সোলতান সম্বন্ধে স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন, তাহারই সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া সোলতানের অবস্থা অনভিজ্ঞ দুর্ণামকারিগণের মুখে চুণ কালির চিহ্ন অঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি।

বর্ণিত পরিব্রাজক মহোদয় কি লিখিতেছেন দেখুন! যথা—আমিরুল মুমেনিন সর্ব্বদাই "এলদেজ কোশকে" অর্থাৎ তাঁহার ঘাস অপূর্ব্ব সোভা সৌন্দর্য্যধারিণী মন-প্রাণ-হরণকারিণী রাজ প্রাসাদে নির্জ্জন অবস্থায় নিজমনে সমাসীন থাকিয়া স্বীয় মূল্যবান জীবন অতিবাহিত করেন এবং সুবিশাল

রাজ্য শাসন সম্বন্ধে সদুপায় উদ্ভাবন চিন্তায় ব্যস্ত থাকেন। তিনি এতাধিক নির্জ্জনতা প্রিয় যে বৎসরের মধ্যে কয়েকবার মাত্রই রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া থাকেন। যে, সময় অপূর্ব্ব শ্রীধারিণী নগরীকুল-রাণী কনস্‌ণ্টাণ্টি নোপল মহানগরীতে হজরত রসুলে করিমের খেরকায়ে মবারক (হজরতের ব্যবহারীয় পিরহান বা বস্ত্র বিশেষ) দর্শন উপলক্ষে একবার বাহির হইয়া থাকেন; ইহা ছাড়া দুই ঈদের সময় তিনি আপন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও অন্যান্য দেশীয় প্রতিনিধি বা দূতদিগকে রাজপ্রাসাদের সংলগ্নস্থ রাজউদ্যানে সাক্ষাৎ প্রদানার্থে বিরাট আয়োজন করিয়া থাকেন। তদুপলক্ষে সকলেই তাঁহার সাক্ষাৎলাভে কৃতার্থ হইয়া মনবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তাঁহার নির্জ্জনতা প্রথা রোমের পোপের নির্জ্জনতার সদৃশ, কেবল পার্থক্য এই যে, মহামান্য সোলতান প্রত্যেক সপ্তাহ শুক্রবারে জুমার সময়ে "জামেহামিদিয়া" নামক বিরাট সুদৃশ্য মস্‌জিদে জুমা সমাপনার্থে আগমন করিয়া থাকেন। এইসময় প্রত্যেক শ্রেণীরই লোকে তাঁহাকে পরিদর্শন করিয়া তৃপ্তি সাধন করিতে সমর্থ হয়। সে দিবস জাতি ও শ্রেণীভেদের কোন চিহ্ন থাকে না। ইস্‌লাম ধর্ম্মের কি অপূর্ব্ব নিয়ম যাঁহাকে উচ্চ হইতে উচ্চতম কর্ম্মচারী,—সুবিখ্যাত ভ্রমণকারিগণ নানাবিধ চেষ্টা ও কৌশল অবলম্বনে পরিদর্শন করিতে সক্ষম হন না, শুক্রবারের দিন সেই গৌরবান্বিত পদের অধীকারী নিজ হইতে সাধারণের নেত্রগোচর হইতে বিরত থাকেন না। তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণ বিহীন কখনও জুমার নমাজার্থে বহির্গত হইতে ত্রুটি করেন না। বর্ত্তমান সম্রাট ক্ষীণকায় হইলেও তাঁহার স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভাল; তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষ সুদৃঢ় এবং শক্তিসম্পন্ন; এতদ্ব্যতীত তিনি একজন সুবিজ্ঞ, দুরদর্শী, সাহসী, বিদ্যোৎসাহী, পরাক্রমশালী, রাজনীতি বিশারদ, সুবিচারক, বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা। অনেক সময়ে ইউরোপের নামধারী সভ্য বিদ্বেষ-অভ্যাসী অবস্থা অনভিজ্ঞ লেখকগণ সোলতানের স্বাস্থ্য, সাহস বিচার বিবেচনা প্রভৃতি সম্বন্ধে নানারূপ অযথা বিদ্রুপ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাদের সেই সকল ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। তিনি রাজসিংহাসনে সমাসীন হওয়ার পর হইতে এই পর্য্যন্ত এক দিনের জন্যও গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হন নাই। তিনি এতাধিক রাজ্য শাসন সম্বন্ধীয়

ভাবনা চিন্তা এবং কোনরূপ শারীরিক ব্যায়ামাদী না করা সত্ত্বেও তাঁহার এরূপ স্বাস্থ্য থাকা বাস্তবিকই বিস্ময়কর ব্যাপার বলিতে হইবে। সোলতানের বদনমণ্ডলদ্বারা তাঁহার সৎসাহস ও উচ্চ চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। "সালামোলক" পর্ব্ব উপলক্ষে তিনি যে সময় রাজ আড়ম্বর সহকারে বহির্গত হইয়াছিলেন, তখন আমি স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়াছি যে, একজন নীরিহ সাধারণ লোক, সারি সারি দণ্ডায়মান অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদল ভেদ করিয়া রাজশকটের নিকটবর্ত্তী হইয়া গাড়ীতে একখানি আরজি ফেলিয়া দিল; তদ্দর্শনে দর্শক ও অন্যান্য উপস্থিত লোকবৃন্দ আতঙ্কিত হইলেন, যে হেতু সোলতানের প্রতি আক্রমণও তাহার অগ্রসর হওয়ার কারণ হইতে পারে। কিন্তু সেই সৎ সাহসের প্রতিমূর্ত্তি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, তাঁহার বদনমণ্ডল হইতে কোনরূপ ভয় বা চাঞ্চল্যতার চিহ্ন মাত্রও পরিলক্ষিত হইল না, উপস্থিত ব্যক্তি ও দর্শকবৃন্দের মধ্যে একমাত্র সেই ওসমানীয়া বংশের কুলরত্ন সোলতানকেই অগ্র পশ্চাৎ নিশ্চিন্ত দেখা গেল। সোলতানের ক্ষুদ্রাকার লোচন যুগল উপরি সম্মিলিতভ্রূদ্বয় মনহর সৌন্দর্য্য বিতরণ করিতেছে, তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রায়ই নিম্নদিকে মৃত্তিকাভিমুখে আকৃষ্ট থাকে। দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি সর্ব্বদাই কোন গুরুতর রাজনৈতিক বিষয়ের চিন্তাসাগরে সন্তরণ করিতেছেন। শশ্রু সমূহ যদিচ তত অধিক ঘন নহে, তথাচ মুখ মণ্ডলের দাড়ি স্থানের কোন অংশই শূন্যময় পরিলক্ষিত হয় না! গ্রীবাদেশ তত লম্বা নহে, স্কন্ধদ্বয় যদিচ তত সুদৃঢ় ও প্রশস্ত নহে, কিন্তু দেখিতে অত্যন্ত শোভনীয়। তিনি প্রায়ই কনষ্টাণ্টিনোপলীয় কোর্ট পরিধান করিয়া থাকেন। যাহা কতক পরিমাণে দেখিতে পাদ্রিগণের কোটের সদৃশ। তিনি যে সময় রাজ আড়ম্বর সহকারে "সালামালেক" পূর্ব্ব উপলক্ষে রাজপথে বহির্গত হন, সেই সময় এবং দরবার করা কালীন ধুসরবর্ণ সৈনিক কোর্ট ব্যবহার করিয়া থাকেন। যৌবনাবস্থায় তিনি অত্যন্ত শিকার ও ব্যায়াম প্রিয় ছিলেন। সর্ব্বজন পরিচিত বীরবর ইবরাহিম পাশার ন্যায় ইউরোপের সুবিখ্যাত এবং প্রথম শ্রেণীর শিকারী ও ব্যায়াম অধ্যাবসায়কারীগণের মধ্যে পরিগণিত, যুদ্ধ সম্বন্ধীয় অস্ত্র, শস্ত্র ব্যবহার করিতে তিনি বিশেষ আকাঙ্ক্ষী, বিশেষতঃ

পিস্তল ব্যবহারের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ আশক্ত ভাব পরিলক্ষিত হয়। দিন দিন অস্ত্রাদি সম্বন্ধে যে সকল উন্নতি হইতেছে, যথা সময় সে সমুদায় তাঁহার সমীপে উপস্থিত করা হয়। তিনি কারিগরগণের যথোচিত সম্মান করিয়া থাকেন এবং বহু মূল্য পুরস্কারাদি প্রদানে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে বিরত থাবেন না। (ক্রমশ) বিনীত

সৈয়দ ফজলে হক্।

অন্তভাগ বা খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম নীতি।

বেগুণানবি হজরত ইসার ধর্ম্ম নীতি অবগত হইবার জন্য সাধু মথি, সাধু মার্ক, সাধু লুক এবং সাধু যোহন লিখিত সুসমাচার নামক ৪ খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক ব্যতীত অন্য উপায় নাই। আধুনিক খ্রীষ্টীয়ান সমাজে বাইবেল নামে খ্যাত গ্রন্থাবলিকে ধর্ম্ম শাস্ত্র অভ্রান্ত ঈশ্বর বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেও উপরোক্ত সুসমাচার ৪ খানি তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন! এই সুসমাচার চারিখানি "নূতন ধর্ম্ম নিয়মের মূল ব্যবস্থা বলিয়া ইহা খ্রীষ্টীয়ানদিগের অতি সম্মানিত ও পরম সমাদরের বস্তু এমন কি বর্ত্তমান যুগে কোন কোন সম্প্রদায়স্থ খ্রীষ্টীয়ানেরা বাইবেলের অপরাপর অংশগুলি তত আবশ্যকীয় বোধ করেন না। তাহাদের বিদ্যালয় সমুহের শিক্ষাপ্রণালী দেখিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, তাহারা বাইবেলের অপরাপর অংশ সকল যেন অনাবশ্যকীয় বিবেচনায় বাইবেলের আদিভাগের শিক্ষা উপেক্ষা করত বালক ও যুবকদিগকে অন্তভাগ বিশেষতঃ কেবল সুসমাচার চতুষ্টয় শিক্ষা দিতে নিতান্ত ব্যাগ্র! হজরত মুসার গ্রন্থাবলি, হজরত দায়ুদের অপূর্ব্ব গ্রন্থ, অপরাপর ভাববাদিদিগের বৃত্তান্ত কতকগুলী লোকে তত আগ্রহ সহকারে "পরিত্রাণার্থ" আবশ্যক বোধে পাঠ না করিলেও যাবতীয় সম্প্রদায়স্থ খ্রীষ্টীয়ানেরা বাইবেলের "আদি, অন্ত", উভয় ভাগকে, নিভাঁজ ও অভ্রান্ত ঈশ্বর বাক্য বলিয়া, স্বীকার ও মান্য করেন। আমরা প্রথমতঃ পাঠকদিগকে সেই নূতন ধর্ম্ম নিয়মের" প্রকৃতি ও স্বরূপ প্রদর্শন করত, আমরা কতদূর তাহাদের প্রতি নির্ভর করিতে পারি তাহার সমালোচনা

করিব। পরে তন্নিহিত ধর্ম্ম নীতিটী মানব সাধ্যায়ত্ব কিনা তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

আমরা আদৌ দেখিতে পাই যে, "সুসমাচার" কয়েক খানি অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল পুস্তক কয়েকখানির একখানিও হজরত ইসার (যীশুখৃষ্ট) সমকালে অর্থাৎ তিনি এই জগতে বিদ্যমান থাকিতে থাকিতে লিখিত হয় নাই।

চারিজন ভিন্ন ভিন্ন রচকের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সুসমাচার চারিখানি রচিত হইয়াছে। ঐ ৪ জন গ্রন্থকারের মধ্যে দুইজন হজরত ইসার সহচর ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা যেমন দেখিয়াছিলেন ও যেমন (স্বকর্ণে) শুনিয়াছিলেন, স্ব স্ব স্মৃতি অনুসারে নিজ নিজ গ্রন্থে তদরূপই লিখিয়াছেন, কিম্বা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; ইহাতে কেহই কোন আপত্তি করিতে পারেন না। অপর দুই ব্যক্তির মধ্যে "সাধুমার্ক" বহুকাল পর্য্যন্ত প্রেরিত পিতরের সহচর ছিলেন। কথিত আছে যীশুখ্রীষ্ট যখন ক্রুশীয় মৃত্যু ভোগ করেন ; তৎকালে মার্ক বালকমাত্র। ইনি যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যুর বহুবৎসর পরে, সাধু পিতরের নিকট যীশুখ্রীষ্টের শিক্ষার সার ও তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত যে প্রকার শ্রবণ করিয়াছিলেন, স্বীয় গ্রন্থে তদরূপই লিপীবদ্ধ করিয়াছেন। চতুর্থ ব্যক্তি লুক চিকিৎসক, ইনি পণ্ডিত প্রধান ও খ্রীষ্টীয়ান শ্রেষ্ঠ বীর প্রেরিত মহাত্মা পৌলের সঙ্গে ছিলেন। ইনি যে হজরত ইসাকে কখন দেখিয়াছিলেন এমত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। একখানি সুসমাচার ও "প্রেরিতদের ক্রীয়া" নামক খ্রীষ্টীয়মণ্ডলীর অসম্পূর্ণ ইতিহাস কিম্বা খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর ইতিহাসের অগ্রিমাংশ অসম্পূর্ণ রূপে সাধু লুকের দ্বারা রচিত কিম্বা সংগৃহিত। ইহা একেবারে মীমাংসিত সত্য যে, সাধুলুক মহাত্মা পৌলের উপদেশানুসারে ও সাহায্যে এবং অপরাপর প্রাচীন লোকদিগের স্মৃতি ও জনরব অবলম্বন করিয়া "সুসমাচার" খানি রচনা করিয়াছিলেন। যীশুখ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের বহুবৎসর পরে, ক্রমে ক্রমে সুসমাচার কয়েকখানি যে রচিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন মত ভেদ নাই। যখন এই সুসমাচার গুলি লিখিত হইয়া জন সাধারণে প্রচারিত হইয়াছিল, তৎকালে ইহার একটি বাক্য কি একটি বর্ণকেও কেহ স্বর্গ হইতে আগত, কিম্বা অভ্রান্ত ঈশ্বর বাক্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। সুসমাচার কয়েকখানির রচনা প্রণালী আমাদিগকে সুস্পষ্টরূপে প্রবোধ দেয়

যে রচকেরা, কোন ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিতেছি, হৃদয়ে এমন কোন বিশেষ ভাব না রাখিয়া গ্রন্থগুলী রচনা করিয়াছেন। সচরাচর যে প্রণালীতে কোন নির্দ্দিষ্ট লোকের জীবন চরিত লিখিত হইয়া থাকে, ঠিক সেই প্রণালীতেই সুসমাচারগুলি রচিত হইয়াছে, তাহাও অসম্পূর্ণ।

খ্রীষ্টীয়ান পণ্ডিতদিগের মতে লুক চিকিৎসক ৬০ খৃষ্টাব্দের পরে ও ৬৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ সুসমাচার খানি লিখিয়াছিলেন। ইনি খ্রীষ্টীয়ান হইবার পূর্ব্বে য়িহুদী মতাবলম্বি কি দেবপূজক ছিলেন, তাহা স্থিরনিশ্চয় করা যায় না। মাত্র কোন কোন ঐতিহাসিক পণ্ডিতের মতে লুকের মাতা য়িহুদী মতাবলম্বিনী ও পিতা গ্রীক্ লোক ছিলেন। লুক কৃতবিদ্য সুচিকিৎসক গ্রীক্ ও সুরিয় ভাষাতে সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। লুক কখন যীশুখ্রীষ্টকে যে দেখিয়াছিলেন কিম্বা তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন, এমত বোধহয় না। তিনি পৌলের দ্বারা কি পিতরের দ্বারা শিক্ষিত হইয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও নিরূপণ করা যায় না। তাহার রচিত সুসমাচারখানির প্রথম দুই একটি পদ আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, লুক, চিকিৎসকের সমকালে হজরত যীশুখ্রীষ্টের জীবন চরিত, তৎসম্বন্ধীয় ঘটনাবলী এবং তৎকৃত আশ্চর্য্য ক্রীয়া (মাজেজা) সকল এক অত্যাশ্চর্য্য বিষয় মনে করিয়া, অনেকেই তাঁহার জীবনী লিখিয়াছিলেন। হজরত ইসার স্বর্গারোহণের বহুকাল পরে কেবল মাত্র শ্রুত অবলম্বণে সে সমস্ত লিখিত হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিস্তর অনৈক্য বিদ্যমান ছিল। কেবল যে ঐ চারি খানি সুসমাচারে উল্লেখিত চারি ব্যক্তি দ্বারা যীশুখ্রীষ্টের জীবনী লিখা হইয়াছিল এমত নহে, কিন্তু সহস্র সহস্র ব্যক্তি অতি ব্যাগ্রতা সহকারে ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

ঐ সমস্ত জীবন চরিত রচিত ও প্রকাশিত হইবার বহুকাল পরে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর পিতৃগণ দ্বারা বিবেচিত ও বিচারিত হইয়া সাধু মথি, সাধু মার্ক, সাধু লুক ও সাধু যোহন লিখিত পুস্তকগুলি অন্য সকল অপেক্ষা প্রমাণিত ও যথার্থ বলিয়া গৃহিত হয়, কিন্তু তৎকালে কোন মণ্ডলীতেই অভ্রান্ত ঈশ্বর বাক্য কিম্বা ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিয়া পরিগৃহিত হইয়া ছিল না! যীশুখীষ্টের সমকালে ও তাহার পর কিছু কাল পর্য্যন্ত (যতদিন পর্য্যন্ত ভ্রষ্টতায়মণ্ডলী

ডুবিয়া না গিয়াছিল) হজরত দায়ুদের অপূর্ব্ব গ্রন্থ ও ভাববাদিদিগের গ্রন্থাবলী এবং হজরত মুসার ব্যবস্থা পুস্তক "সমাজ গৃহে ও ভজনালয়ে" পাঠ্য ছিল। কালক্রমে মণ্ডলীর ভ্রষ্টতার সঙ্গে সঙ্গে হজরত ইসার ঈশ্বরত্বের সৃষ্টি ও ভ্রম প্রমাদ পরিপূর্ণ মানব রচিত কয়েকখানি ক্ষুদ্র পুস্তক, অভ্রান্ত ঈশ্বর বাক্যে পরিণত হইয়া কোটি কোটি মানব মানবার এক মাত্র ধর্ম্মশাস্ত্র হইয়া পড়িয়াছে।

(ক্রমশঃ)

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

(সিরাজগঞ্জ)

ষ্টীমারে যাইবার সময় কয়েকটী খ্রীষ্টীয়ানের নিকট খোদাতায়ালার একত্ব প্রচার করিলাম। বিনামূল্যে তাহাদিগকে "ত্রিত্বনাশক" দিলাম। "ত্রিত্বনাশক" পড়িয়া একটী খ্রীষ্টীয়ান চটিয়া লাল হইলেন; আমাদের সহিত তর্ক করিতে লাগিলেন। আমরা বলিলাম, আপনারা যখন চারহাত লম্বা যীশুকে অনন্ত ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করেন, তখন আপনাদের বিবেক একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আপনাদের সহিত তর্কে বিশেষ ফল হইবেনা। খ্রীষ্টীয়ানটী আরো চটিলেন! বলিলেন যীশু যে মানুষও ছিলেন এবং ঈশ্বরও ছিলেন। আমরা বলিলাম আমরা মানুষ ঈশ্বরকে মানিনা। আমাদের ঈশ্বর চার হাত নয়, অনন্ত হাত; আকার নয়, নিরাকার; মরেন না, অমর; নিদ্রা জানেনা সর্ব্বদা জাগ্রত; আহার করেন না, সকলকে আহার যোগান; এক দেশ ব্যাপী নন্, সর্ব্বব্যাপী। দেখুন, আমাদের ঈশ্বর কি মহান, কি সুন্দর এবং সম্পূর্ণ। এমন সময়ে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ সাহা নামক টাঙ্গাইলের একটী খ্রীষ্টীয়ান আমাদের অর্ক মিটাইয়াদিলেন। তিনি আমাদের পাদ্রী চন্দ্রনাথ সরকারের আত্মীয়; তাঁহার সম্বন্ধে কিছু গল্প করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস যে, চন্দ্রনাথ বাবু আবার খ্রীষ্টীয়ান হইবেন। আমরা বলিলাম, ইহা অসম্ভব। সমস্ত

দিন নদীর শোভা দর্শন করিতে করিতে গেলাম। সন্ধ্যার পরে ষ্টীমার সিরাজগঞ্জে গিয়াছিল। আমরা মনে করিয়াছিলাম, যেমন ষ্টীমার হইতে নামিব ওমনি সিরাজগঞ্জে গিয়া সমস্ত দিনের ক্লান্তি দুর করিব। এখন অমরা সে আশায় নৈরাশ হইহাম। ষ্টীমার ঘাট হইতে সিরাজগঞ্জ ৫ পাঁচ মাইল! এই দুরন্ত শীতে ঘোর অন্ধকার রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া রোজার সময় এই সম্পূর্ণ অপরিচিত পাঁচ মাইল পথ যাইতে হইবে! আমাদের মাথা ঘুরিয়া গেল। হঠাৎ একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কোথায় যাইবেন? আমরা বলিলাম সিরাজগঞ্জে বাবু খাঁর বাটী যাইব। সেই লোকটী বলিলেন আমিও সেই বাড়ী যাইব।

সেই লোকটীর কথা শুনিয়া আমরা বড়ই আশ্বস্থ হইলাম। আমাদের প্রাণে প্রাণ আসিল। সেই দুরন্ত শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই লোকটীর পিছে পিছে অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিলাম; প্রায় রাত্রি ৯টার সময়ে অমরা যথাস্থানে পৌঁছিলাম। বাবু খাঁ অতি ভদ্রলোক। আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ ফকিরের ন্যায় থাকিলেও তিনি আমাদিগকে জমিদারের ন্যায় গ্রহণ করিলেন!

আমরা "ইসার" নমাজান্তে সর্ব্বশক্তিমান খোদাতায়ালাকে ধন্যবাদ দিলাম। সুখে রাত কটিয়া গেল। "প্রচারকে"র লেখক শ্রীযুক্ত মুনশী মহম্মদ এস্‌মাইল হোসেন সাহেব আমাদিগকে সিরাজগঞ্জ দেখাইবার জন্য আমাদের সহিত বহির্গত হইলেন। প্রথমে অমরা সিরাজগঞ্জ মাদরাসা এবং মাইনর স্কুলের টিন নির্ম্মিত প্রকাণ্ড ঘর দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। নির্জ্জীব মোসলমানদের কীর্ত্তি দেখিয়া বড়ই উৎসাহিত হইলাম। তারপর ছাত্রাবাস দর্শন করিলাম। এখানকার ছাত্রেরা বেশ বিনীত বলিয়া বোধ হইল। এইখানে মাদরাসার মৌলবী মতিয়র রহমান সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মৌলবী সাহেব বড়ই তেজস্বী লোক। এই রকম লোক সমাজের মধ্যে আমরা যত বেশী পাইব, ততই নির্জ্জীব সমাজকে উন্নতির দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারিব বলিয়া আশা করি।

সিরাজগঞ্জে বড় বড় দোকান এবং আড়তগুলি হিন্দুদের হইলেও ছোট ছোট কয়েকখানা মোসলমানদের দোকানও আছে। পাটের জন্য সেরাজগঞ্জ

বিখ্যাত। এখানকার মহাজনেরা পাটের কারবারে বড় মানুষ। আমরা যে দিকে যাইতে লাগিলাম সেই দিকে পাটের আড়ত দেখিতে পাইলাম। এখানকার চটের কলটি উঠিয়া যাওয়ায় স্থানটী কিছু শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল।

স্থানটি বাণিজ্যপ্রধান হইলেও বিদ্যার চর্চ্চা যথেষ্ট আছে। দুইটী এণ্ট্রেন্স স্কুল এবং একটী মাদরাসা আছে। বড় সৌভাগ্যের বিষয় মাদরাসার সঙ্গে একটী মাইনর স্কুল সংযুক্ত আছে। মাদরাসাতে ইংরাজিও শিক্ষা দেওয়া হয়। এইখানকার আব হাওয়া খুব ভাল। স্থানটীও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এইখানকার লোকগুলিকে উন্নতিশীল বলিয়া বোধ হইল। কেবল হিন্দুরা।

এখানকার মোসলমানদের গরিবী অবস্থা দর্শনে বড়ই দুঃখিত হইলাম। যাহারা ইহকাল ও পরকালের বাদশা তাহাদিগের দরিদ্রতা দর্শনে কারণা হৃদয় কাঁদিয়া উঠে! বুঝিলাম ইহারা মোসলমান হইতে দূরে আছে; সেইদরুণ ইহাদের অবস্থা এইরূপ শোচনীয়। আমাদের বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হইলনা। পরে জানিতে পারিলাম, এখানকার স্কুলের মোসলান ছেলেরা প্রতিমা পূজার চাঁদা দিয়া থাকে!! হায় মোসলমান! আজ তুমি সনাতন ইসলামকে জলে ভাসাইয়া দিলে! প্রতিমা পূজক হইলে!! এখনও সাবধান হও।

এখানকার মোসলমানদিগকে বলিলাম "প্রচারকের" টাকার অভাব হইয়াছে, সেকারণ অর্থ সংগ্রহের জন্য আসিয়াছি। সমস্তদিন অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিলাম, ফল হইল না। রাত আসিল। প্রায় সমস্ত রাত্রি চিন্তায় কাটিয়া গেল। সুখময় উষা আসিল, জগত হাসিল, আমরা কিন্তু হাসিলাম না। চিন্তায় আচ্ছন্ন রহিলাম। আবার অর্থের জন্য বহির্গত হইলাম। আজ ভক্তি ভাজন বৃদ্ধ মীর শুকুরআলি সাহেবের সহানুভূতি মাত্র পাইলাম। ১০টা পর্য্যন্ত ঘুরিলাম। কেবল আমরা নয়, মৌলবী মতিয়র রহমান সাহেবও ঘুরিলেন। ফল হইল না। মৌলবী সাহেবও হতাশ হইলেন। আমরাও দমিয়া গেলাম। বাবুখাঁ সাহেবের দরজির কারখানায় একটী ক্ষুদ্র ঘরে গেলাম। খুব বির্জ্জন স্থানে বসিয়া পড়িলাম। হায়! হায়!! কিছুই করিতে পারিলাম না। হা, হুতাস ব্যতীত আর উপায় নাই। কাঁদিতে লাগিলাম। চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল। হা, হুতাস এবং ক্রন্দনে প্রায় ৩ তিন ঘণ্টা কাটিয়া গেল। খোদাতায়ালার উপর সমস্ত নির্ভর করিলাম। এমন সময়ে দুইটী যুবক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। এখানে নাকি "প্রচারকের" সম্পাদক আসিয়াছেন? এই শব্দ শুনিয়া চক্ষু মুছিলাম। যুবক দুইটীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। এই যুবক দুইটীর হৃদয়ে খুব বল দেখিলাম। ইহাদের উৎসাহে আমরা উৎসাহিত হইলাম না। কাঁদিতে লাগিলাম।

মহম্মদ অব্দুর রউফ নামক যুবকটী আমাদিগকে বলিলেন, যদি শা-জাদপুর যাইতে পারেন ত আপনাদের কিছু অর্থ সংগ্রহ হইতে পারে। কিন্তু সে স্থানটী এখান থেকে বহুদূর। প্রায় ১২ ক্রোশ হইবে। আমরা বলিলাম, "প্রচারকের" জন্য বারশত ক্রোশ যাইতে পারি। যুবকটী অতি আগ্রহের সহিত কতকগুলি চিটি দিলেন। আবার হৃদয় নব আশা দেখা দিল। ক্রমে ক্রমে দিনমণি অস্তাচলে চলিয়া গেলেন। আমরাও ক্রমে রোজা "এপ্তার" এবং সান্ধ্য উপাসনা সমাপন করিলাম। সন্ধ্যার পরে শ্রীযুক্ত বাবু খাঁ সাহেবের জীবন কথা শুনিলাম। তিনি বলিলেন আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত পুলিসের কার্য্য করিয়াছি। অনেক চোর এবং ডাকাত ধরিয়াছি। এখনও আমি অনেক ডাকাত ধরিয়া থাকি। কিন্তু ডাকাত প্রবর মোহর খাঁর নিকট একবার পরাস্থ হইয়াছিলাম। তাহার সংক্ষেপ এই—আমরা জানিতে পারিলাম। মোহর খাঁ গোয়ালন্দে একখানা ক্ষুদ্র নৌকায় উঠিয়া পলায়ন করিতেছে। আমরা একদল পুলিস তার পিছে পিছে ছুটিলাম। ওদিকে মোহর খাঁ তার সেই নৌকাখানা একটী মহাশ্মশানে রাখিয়া পলায়ন করিয়াছে। আমরা কিন্তু তাহা বুঝিতে না পারিয়া সেই নৌকা চৌকি দিতে লাগিলাম। মনে ভাবিলাম মোহর রাত্রিতে আসিবে, তখন ধরিব। ক্রমাগত কয়েক রাত্রি চৌকি দিলাম। কিন্তু মোহরের সঙ্গে দেখা হইলনা। মোহর সেই সুযোগে তার মাকে এবং তার স্ত্রীকে লইয়া আরবে পলায়ন করিয়াছে!! সুতরাং আমরা মোহরের নিকট সম্পূর্ণ পরাস্থ হইলাম। আরও তিনি বলিলেন আমি অনেক বাঘ মারিয়াছি। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম কটা? বলিলেন প্রায় ৬০টা হইবে। এই ভয়ঙ্কর কথা শুনিয়া আমরা তাঁহাকে পুরুষসিংহ নামে অভিহিত করিলাম। পরদিন প্রত্যুষে

শা-জাদপুর যাত্রা করিলাম। মুনশী মহম্মদ এসমাইল হোসেন সাহেব আমাদিগের সহিত এক ক্রোশ পর্য্যন্ত পথ দেখাইতে গিয়াছিলেন। (ক্রমশ)

বিবিধ বিষয়।

এতদিনে সব ফুরাল। বুরজাতির এত গর্ব্ব, এত উদ্যম, এত অধ্যবসায় ইংরাজ রাজের বীরত্বে সব ফুরাইয়া গেল। লর্ডরবার্টসের যাদুমন্ত্রে মেফিকিন্ উদ্ধার, ক্রুনষ্টাড হস্তগত; লিণ্ডাস দলিত হইল। যে জোহানেসবর্গের সোণার খনি লইয়া বুরগণ এতকাণ্ড করিল, আজ তাহা ইংরাজরাজের অধিকৃত! তাই বলিতেছি সব ফুরাইল। বুর জাতির একমাত্র ভরসা ছিল প্রিটরিয়া তাহাও আজ ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে। মহাশক্তি সম্পন্ন ইংরাজ রাজের নিকট বুরজাতি আজ মথিত, দলিত, পর্য্যুদস্ত এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। লর্ড রবার্টসের কৌশলে আজ প্রেসিডেণ্ট ষ্টিন নিরুদ্দেশ, উৎসাহের জলন্ত সাক্ষাৎ মূর্ত্তি ক্রুগার পলাইত, প্রধান সেনাপতি বোথা নিরুপায়; তাই বলিতেছি সব ফুরাইল। ক্রুগার, আজি তুমি কেন পলাইলে! যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে তুমি কি একবারও চিন্তা করিয়াছিলেনা যে, কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছি। তোমার কি বুঝা উচিত ছিল না যে শৃগাল হইয়া সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছি। তুমি কি চিন্তা করিয়াছিলে না, যে বামন হইয়া আকাশের চাঁদ ধরিতে যাইতেছ। তোমার বুদ্ধির দোষে আজ বুরজাতির স্বাধীনতা-রবি অস্তগত হইল। তাই বলিতেছি সব ফুরাইল।

এবার, এফ, এ, পরীক্ষায় পাটনা কলেজ হইতে একটী মোসলমান যুবক সর্ব্ব প্রথম হইয়ছে। নাম মহম্মদ রেজা করিম।

এবার বারাকপুরের দক্ষিণ অংশের মিউনিসিপাল কমিসনার শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ মকসুদ আলি সাহেব হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। এই পদটী মোসলমানের ভাগ্যে আর কখন ঘটে নাই। সৈয়দ সাহেবের ন্যায় উৎসাহি চরিত্রবান মোসলমান যুবক আমাদের সমাজে বড়ই দুর্লভ।

আমরা শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, ফরিদপুরের অন্তর্গত কার্ত্তিকপুরের স্বজাতি প্রেমিক, বিদ্যোৎসাহি, খাটি মোসলমান, উদার হৃদয় শ্রীল শ্রীযুক্ত চৌধুরী কফিল উদ্দীন আহমদ জমিদার সাহেব মোসলমান সমাজকে শোকসাগরে ভাসাইয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন।

আহা! ইঁহার মৃত্যুতে বঙ্গীয় মোসলমান সমাজ বড়ই ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। আমাদের বড়ই দুর্দ্দিন বলিয়া আমরা অকালে এ হেন রত্ন হারাইলাম।

বিবাহ-বিচ্ছেদ। মিঃ স্পেন্সার হুগলির ডিষ্ট্রিক্ট জজের নিকট স্বীয় স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। দশ বৎপর পর্য্যন্ত তিনি স্বীয় প্রণয়িনীর সহিত বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কালহরণ করিয়া ৭টি সন্তান লাভ করেন! ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে স্ত্রীপুরুষে মনোমালিন্য ঘটায় উভয়ের পরামর্শক্রমে স্থির হয় যে, শ্রীমতী স্বামীর নিকট মাসিক ১ শত টাকা গ্রহণ করিয়া সন্তানদিগের সহিত হাবড়ায় আসিয়া বাস করিবেন। হাবড়ায় স্বতন্ত্রভাবে নিবাসকালে সেই সপ্ত সন্তানের জনয়িত্রী, মোরহেড নামক এক সাহেবের প্রণয়পাশে বদ্ধ হন! শ্রীমান এই সংবাদ পাইয়া গত আগষ্ট মাসে একদা নিশীথকালে বন্ধুবান্ধবসহ স্ত্রীর গৃহে উপস্থিত হন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া মোরহেড পলায়নপূর্ব্বক এক প্রতিবেশীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু তথা হইতে ধৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ পুলিশে প্রেরিত হয়। বিচারে তাহার ১ মাস সশ্রম কারাবাসাজ্ঞা হয়। এক্ষণে বিবাহ-বন্ধন ছেদনের আদেশ হইয়াছে। সন্তান গুলির উপর অতঃপর তাঁহার আর কোনও স্বত্বাধিকার থাকিবে না।

পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকের বয়স।—এবার প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল সকলে পাইয়াছেন। বয়সের তালিকা প্রকাশিত হয় নাই। সংক্ষেপে তাহার দু একটী তালিকা দিলাম। (১) কলিকাতা সেণ্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র শ্রীমান্ চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বয়স ১১৷৷০ বৎসর (২) মজফরপুরের সেমিনারীর ছাত্র শ্রীমান দামোদর প্রসাদ মুখার্জ্জি বয়স ১০ বৎসর (৩) এম, এল, জুবিলি ইন্সটিটিউসনের ছাত্র বদরুজ্জমান, বরস ৮ বৎসর ৯ মাস।

মাসিক সাহায্য আদায়।

(জ্যৈষ্ঠমাসের)

লা মজহাবি-অরি মওলানা মহম্মদ মণিরজ্জমান সাহেব	১৲
লা মজহাবি-নাশক শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ আমানত আলি সাহেব	১৲
শ্রীযুক্ত মুনশী জোবেদ আলি হালদার	১৲
শ্রীযুক্ত মুনশী আব্দচ্ছমদ খাঁ	১৲

এককালীন সাহায্য আদায়।

শ্রীযুক্ত মুনশী মহম্মদ মেহের উল্লা সাহেব, ছাতিয়ানতলা	১৲

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

(২য় বর্ষ)

মুন্সী আব্দর রহমান, খিদিরপুর		১৲
খোন্দকার তহসিন উদ্দীন মোক্তার, রংপুর		২৲
সৈয়দ আব্দর রউফ চৌধুরী, জমিনদার, গোপালপুর	(১ম বর্ষ)	২৲
খোন্দকার আফতাবদ্দীন সাহেব, রংপুর		২৲
মৌলবী সৈয়দ তজম্মল আলি, সবরেজেষ্টার, রামনগর		২৲
মুনশী মকসদর রহমান, নিসন্ধিপুর		২৲
„ জামেন আলি মের্দ্ধা, মহনপুর		২৲
শেখ খেলাফত হোসেন, বিনোদপুর		২৲
মৌলবী রহিম উদ্দীন আহমদ, শোনপুর		২৲
সৈয়দ কে, ও, আব্দল হক আব্দালি, টিটেগড়		২৲
মৌলবী মহম্মদ এসমাইল সাহেব, কর্চ্চিয়া	(১ম বর্ষ)	১৷৷০
মুনশী কেয়াম উদ্দীন সাহেব, থয়ের তলা	(১ম বর্ষ)	১৷৷০

২য় বর্ষ আষাঢ় ১৩০৭। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

প্রচারক।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"* * যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তাহা প্রচার কর, * *"
মহা কোরান সুরে মায়দা ১০ম রুকু ৬০ আয়েত (পদ)।

মধু মিয়া দ্বারা সম্পাদিত।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

১।	হজরত মহম্মদের (স) জীবনী—শ্রীযুক্ত মওলানা মহম্মদ মনিরজ্জমান	১৩৭
২।	তুরস্কের সোলতান—শ্রীযুক্ত মুনশী সৈয়দ ফজলে হক্	১৪১
৩।	আশুরা—শ্রীযুক্ত মুনশী মহম্মদ এসমাইল হোসেন	১৪৫
৪।	বিবাদ—শ্রীযুক্ত মৌলবী রেয়াজ অলদিন আহমদ	১৪৮
৫।	খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম নীতি—শ্রীযুক্ত পাদ্রী চন্দ্রনাথ সরকার	১৫৩
৬।	সিরাজগঞ্জ ভ্রমণ	১৫৫
৭।	দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ বিবরণ—শ্রীমা, লা, ভঞ্জ	১৫৯
৮।	বিবিধ বিষয়	১৬৩
৯।	তফসীর হাক্কানির বঙ্গানুবাদ	

PRINTED BY SARAT CHANDRA CHAKRAVARTI.
AT THE KALIKA PRESS,
17, Nanda Kumar Chowdhury's 2nd Lane,
Calcutta.

এই সংখ্যার মূল্য ১০ আনা।

নিয়মাবলী।

১। প্রচারকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲

২। ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৹

৩। বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম, প্রতি পৃষ্ঠা প্রত্যেক বার ৪৲ টাকা অর্দ্ধপেজ ২৷৹, প্রতি লাইন চারি আনা।

৪। মুনশী ময়েজ উদ্দীন আহম্মদ সাহেবের নামে আফিসের ঠিকানায় টাকা কড়ি, বিনিময় পত্র, প্রবন্ধ এবং পত্রাদি পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার ও প্রকাশক।

এম আব্দর রসিদ

৩৯ নং বলদিয়াপাড়া রোড, (মাণিকতলা) কলিকাতা।

রূপার ঘড়ি !!

(গ্রাণ্টি তিনবৎসর)

আমরা বিলাত হইতে খাটি রৌপানির্ম্মিত (হাণ্টিং ওয়াচ) ঘড়ি আনায়ন করিয়া সস্তামূল্যে বিক্রয় করিতেছি। এই ঘড়ি ওয়াণ্ডিং অর্থাৎ চাবিদ্বারা দমদিতে হয়। সেকেণ্ড ও মিনিট হ্যাণ্ড অতি উত্তম। যত্নের সহিত ব্যবহার করিলে একটি ঘড়িতে আজীবন কাটিতে পারে।

মূল্য।

১ নং ... ... ১২৲ টাকা।

২ নং ... ... ১০৲ টাকা।

অর্ডার পাইলে আমরা ঘড়ি ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া থাকি।

বিক্রেতা—শ্রীআব্দচ্ছমদ খাঁ।

৩২।২ নং ক্যানাল ইষ্ট রোড, নারিকেল ডাঙ্গা, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীষ্টীয়ান পরাস্থ করিবার উৎকৃষ্ট পুস্তক।

হজরত ইসা কে ?

নিম্নলিখিত ঠিকানায় দুই আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে পাইবেন।

শ্রীশেখ জমিরুদ্দীন ইসলাম ধর্ম্মপ্রচারক।

গাঁড়াডোব, আমঝুপী পোঃ আঃ জেলা নদিয়া।

দ্বিতীয় বর্ষ। আষাঢ়, ১৩০৭। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

প্রচারক।

বিবিধবিষয়ক মাসিক পত্রিকা।

শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মহম্মদের(স) জীবনী।

(৫)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিবাদ-বিসম্বাদ।

হজরত ওমর(রা) সনাতন ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বিনম্রভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে হজরত সমীপে নিবেদন করিলেন, হজরত! বিধর্ম্মিগণ লাত ও উজ্জ প্রভৃতি নামীয় দেবমূর্ত্তি সমূহের প্রকাশ্যভাবে পূজা করিতেছে, বড়ই দুঃখের বিষয়, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অন্তঃকরণে বিষাদ-অনল প্রজ্জলিত হয় যে, এ হেন সনাতনধর্ম্মের উপাসনাব্রত প্রকাশ্যভাবে সম্পাদিত হইতেছে না। আপনি সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে কাবাগৃহে আগমন পূর্ব্বক উপাসনা কার্য্য সমাধা করুন। হজরত এতচ্ছ্রবনে, হজরত আবুবক্কর, হামজা, ও আলী(রা) প্রভৃতি সহকারে কাবাগৃহে উপস্থিত হইলেন। জ্বলন্ত সাহসের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি নবমোস্‌লেম হজরত ওমর কোরেশ বংশীয় বিধর্ম্মিদিগকে সজোরে প্রতিঘাত করিয়া দলে দলে বহিষ্কৃত করিতে লাগিলেন। হজরতের ধর্ম্ম জাগ্রতকার ৭ম বর্ষে কোরেশবংশীয়গণ বীরকুল শ্রেষ্ঠ হজরত হাম্‌জা ও হজরত ওমরের এবং অন্যান্য আস্‌হাব (প্রচার-বন্ধু)গণের হাবশ দেশে স্থানান্তর হইতে দেখিয়া তাহাদিগের অন্তঃকরণে শত্রুতানল আরও সমধিক পরিমাণে

প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল,কিন্তু আবু তালেবের ভয়ে হজরত এবং তাঁহার অনুগত বর্গের প্রতি বিশেষ কিছু অত্যাচার করিতে সুবিধা ও সুযোগ পাইল না। বিপক্ষীয়গণ একদা আবু তালেবের নিকট উপনীত হইয়া বলিল, হয় ত তোমার ভ্রাতষ্পুত্রকে আমাদের হস্তে সমর্পণ কর, না হয় ত যুদ্ধ শয্যার আয়োজন কর, ইহা না পার ত তাঁহাকে আমাদের চিরপূজীত দেবমূর্ত্তি সমূহের অমূলকতার বিষয় প্রকাশ করিতে নিষেধ আজ্ঞা কর। আবুতালেব এই সকল ইতি-বৃত্তান্ত হজরত সমীপে প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে আত্মরক্ষা করিতে বলিলেন। যাবতীয় বিপক্ষীয়গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা একটী ভীষণ ব্যাপার বলিয়া ভীত হইলেন। হজরত বলিলেন, পিতৃব্য! আমি আপনার সাহায্যেই যে কেবল এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি তাহা নহে, বরং পরম পূজনীয় আল্লাহতায়ালা আমার একমাত্র সহায়।

অনন্তর হজরত স্বীয় শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ঐ স্থান হইতে স্থানান্তরিত হইলেন, আবু তালেব এতদ্দর্শনেও হজরতের উৎসাহ পূর্ণ বাক্য শ্রবণে আশ্বস্থ হইয়া হজরতকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং বনিহাশেম বংশধর-গণকে সমবেত করিয়া হজরতের সঙ্গে যোগ দিতে বলিলেন; এতদপর তাঁহাকে আবুতালেব নামীয় পর্ব্বতগুহায় নিরাপদে রাখিয়া দিলেন; তথায় তাঁহার সহবাসে আরও কতিপয় মুসলমান ছিলেন। এই সময় হজরতের বয়ঃক্রম ৪৯ বৎসর। কোরেশ্ বংশীয়গণ বনিহাসেমদিগকে হজরতের পক্ষ সমর্থন করিতে দেখিয়া সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া এইরূপ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইল যে, তাহা-দের সঙ্গে ক্রয়, বিক্রয়, গমনাগমন, বিবাহ, ইত্যাদি বন্ধ করিয়া দিল। বাজারস্থ দোকানদারদিগকে হজরতের পক্ষীয় লোকদিগের নিকট কোন-রূপ জিনিষ পত্র বিক্রয় করিতে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়া দিল এবং এই সকল সম্বন্ধে সকলেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া একখানি প্রতিজ্ঞাপত্রে সকলেই স্বাক্ষর করতঃ কাবাগৃহে লটকাইয়া দিল; ইহার আর একখানি প্রতিলিপি আবুজেহেলের গৃহে রক্ষিত হইল। প্রতিজ্ঞাপত্র এই মর্ম্মে লিখিত হইয়াছিল যে, কোরেশবংশীয়গণ বনিহাশেমের সঙ্গে এতদপর সন্ধিক্রিয়ায় আবদ্ধ হইবেক না; একান্ত হইতে হইলে মহম্মদের (স) প্রাণবিনাশের পরে সন্ধি করা যাইবে।"

ফলকথা হজরত আপন সঙ্গিগণসহকারে ৩ বৎসর কাল পর্য্যন্ত বিষম কষ্টে সেই সঙ্কীর্ণ তমময় পর্ব্বত গুহায়, অবস্থান করতঃ ঈশ্বর আরাধনায় সময় অতিবাহিত করিলেন! বিপক্ষীয়গণ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঐ পর্ব্বত গুহা বেষ্টন করিয়া থাকিত। তথা হইতে কাহারও বহির্গত হইবার উপায় ছিল না। দিন দিন হজরত ও তাঁহার সঙ্গীদের কষ্টের একশেষ হইতে লাগিল। বাহির হইতে কোনরূপ খাদ্য সামগ্রী পাওয়ার উপায় নাই; কেবলমাত্র হজরতের জামাতা "আবু অল্ আশ্" সময় সময় নিশিযোগে যৎসামান্য গম ও খোরমা প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী গোপনে পৌছাইয়া দিতেন। এই তিন বৎসরের মধ্যে গুহাস্থিত কতক লোক মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হইল,অবশিষ্টের হৃদয় বিদারক কষ্টকর অবস্থা দেখিয়া পদতলস্থ পিপীলিকাদিও বিষাদ-সিন্ধুর উত্তঙ্গ তরঙ্গে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল।

কোমল হৃদয় শিশুগণের মাতৃদুগ্ধ পানাভাবে যে ক্রন্দনধ্বনি হইত তদ্দ্বারা কাহারও চক্ষে নিদ্রার সঞ্চার হইত না, কোরেশবংশীয়দের মধ্যে কতক-লোকের অন্তঃকরণে আপনাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল; এই মত ভেদ পরম্পরায় তাহাদের আপশের মধ্যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল, অবশেষে আবুজেহেলের নিকট গচ্ছিত প্রতিজ্ঞা পত্র আনিবার বিষয় স্থির হইল। পয়গম্বর সাহেব ইতিপুর্ব্বে আবুতালেবকে বলিয়াছিলেন; "কোরেশবংশীয়দিগের সেই প্রতিজ্ঞাপত্র কীট কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল খোদাতায়ালার প্রেরিত পয়গাম্বরেরই নাম বর্ত্তমান আছে" কোরেশীয়-গণ স্থির করিল যদি মহম্মদের (স) অদৃশ্য বাক্য প্রকৃতের অনুকূল না হয়, তাহাহইলে যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা করা হইবেক; আর যদি তাহার বাক্য ঠিক বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হইবেক। যখন প্রতিজ্ঞাপত্র খুলিয়াদেখা গেল তখন হজরত এবং আল্লাহতায়ালার নাম ব্যতীত অবশিষ্টাংশ কীট কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা সকলেই পরিদর্শন করিল, ইহাতে বিপক্ষগণ সকলেই মস্তক অবনত করিয়া থাকিল; যাহারা প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের পক্ষপাতি ছিল, তাহারা,বনিহাশেমের সঙ্গে যোগপ্রদান পূর্ব্বক হজরত পয়গম্বর সাহেবের সাহায্যের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে পর্ব্বত গহ্বর হইতে বাহির করিয়া আনয়ন করতঃ তাহাদের নির্দ্দিষ্ট গৃহাদিতে

পৌছাইয়া দিল। বিপক্ষীয়গণ ইহাতে কিছুই বাধা দিতে সমর্থ হইল না। এই গুরুতর ঘটনাটী পয়গম্বরি প্রাপ্ত হওয়ার দশম বৎসরেই সংঘটিত হইয়াছিল। ইহার ৮।২১ দিবশ পরে আবুতালেব ইহলোক পরিত্যাগ করেন! ইনি হজরতের লালন পালন, সাহায্য ও সহায়তা যতদূর করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত, কিন্তু তিনি মুসলমান হইয়া পরলোক গমন করেন নাই, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। আবুতালেবের মৃত্যুর তিন দিবসান্তে হজরতের প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী বিবি খোদেজাদেবী এই ক্ষণস্থায়ী ধরাধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক চির সুখময় পবিত্র স্বর্গোদ্যানে গমন করিলেন। হজরতের সঙ্গে উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ২৫ বৎসর জীবিতা ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে বিবি খোদেজার ২জন স্বামির মৃত্যু হইয়াছিল। পয়গম্বর সাহেব এই প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু উপলক্ষে বড়ই ব্যথিত হইলেন। এই দুইজন ক্ষমতাপন্ন লোকের পরলোকগমনে বিপক্ষীয়বিধর্ম্মিগণের অত্যাচারের আরও সমধিক প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। বিধর্ম্মিগণ পথে গমনাগমন কালীন হজরতের পবিত্র অঙ্গোপরি মৃত্তিকাদি নিক্ষেপ করিত। কোরেশবংশীয়গণের অন্যায় অত্যাচার চরমে উঠায় হজরত একদা সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার সমীপে প্রার্থনা করিয়া বিধর্ম্মিগণের অত্যাচার হইতে স্বীয় পরিত্রাণ কামনা করিলেন। আল্লাহতায়ালা তাঁহার বিনীত প্রার্থনা অনুমোদন করিলেন। হজ্জব্রত উৎযাপন করার সময় উপস্থিত হইলে পবিত্র মদিনা নগর হইতে এক দল লোক মক্কাশরিফে আগমন করিল, পয়গম্বর সাহেব তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া মধুর বাক্যে তেজস্বিতাপূর্ণ বক্তৃতা পূর্ব্বক তাহাদিগকে সনাতন ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে উপদেশ প্রদান করিলেন। তাহারা হজরতের গভীর সারপূর্ণ প্রাঞ্জল ভাষার বক্তৃতা শ্রবণে বিমোহিত ও বিমুগ্ধ হইয়া একে অন্যের প্রতি দেখাদেখি করিতে লাগিল, অবশেষে হজরতের অপূর্ব্ব অলৌকিক গভীর আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ বক্তৃতার ভাষা শ্রবণে হজরতকে তাহারা প্রকৃত পয়গম্বর বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিল, অবশেষে সনাতন ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মদিনা নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল! (ক্রমশঃ)

মহম্মদ মনিরুজ্জমান।
ইস্‌লামাবাদী।

তুরস্কের সোলতান।

(২)

আমরা বিগত ১৩০৬ সালের ৯ই চৈত্র তারিখের "সঞ্জীবনীতে" বিচিত্র সংগ্রহের স্তম্ভে একটী বিচিত্র জনক গল্প দেখিয়া দুঃখিত এবং বিস্ময়াপন্ন হইলাম। সুযোগ্য সম্পাদক মহোদয়ের যোগ্যতা, দূরদর্শিতা, তুরস্ক সম্রাটের অবস্থা অবগত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন "তুরস্কের সোল্‌তান বন্দুক দেখিলেই ভয়পান" সম্পাদক মহোদয় কি মনে করেন যে, হিন্দুদিগের ন্যায় তুরস্কের সোলতান সাহস হীন ও কাপুরুষ, ইস্‌লাম জগতের ইতিহাস বিশেষতঃ তুরস্কের ইতিহাস বোধহয় স্বপ্নেও কখন সম্পাদক সাহেবের নেত্রগোচর হয় তাই। যে তুর্কিজাতি অপরিসীম সাহসে ও অতুলনীয় বিক্রমে পৃথিবীস্থ সাহসিক জাতিগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। যে জাতির রণকৌশল এবং অতুলনীয় সাহসিকতার বিষয় ইউরোপের ঘরে ঘরে আবাল, বৃদ্ধ সকলেরই মুখে ও অন্তঃকরণে জাগরিত, সেই জাতির সর্ব্ব প্রধান পরাক্রমশালী অদ্বিতীয় মহা সাহসি মহাপুরুষই নাকি "বন্দুক দেখিলে ভয় পান।" এই কথা কোন নির্ব্বোধ ব্যক্তিও যে বিশ্বাস করিতে পারে না। সম্পাদক মহাশয় কি ১৮৭৭ সালের রুষ তুরস্ক যুদ্ধ এবং ১৮৯৭ সালের গ্রীষ-তুরস্ক যুদ্ধের বিবরণ কিছুই অবগত নহেন? ইউরোপের বিজাতীয় গ্রন্থাবলীও কি সম্পাদক মহাশয়ের নেত্রগোচর হয় নাই? তা হইলে আজ এরূপ ভ্রমপূর্ণ কথা লিখিয়া স্বীয় অনভিজ্ঞতা ও সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিতেন না। কলিকাতা সঞ্জীবনীর এই ভ্রমপূর্ণ বাক্যের প্রতিবাদ স্থলে প্রমাণ স্বরূপ বিজাতী কর্ত্তৃক লিখিত ভ্রমণ বৃত্তান্তের অনুবাদই (যাহা এই প্রবন্ধের মূল সম্বল) উপস্থিত করিতেছি।

পাঠক মহোদয়গণ! কথায় কথায় সঞ্জীবনীর প্রতিবাদে লিপ্ত হইয়া অর্থনক কতক সময় নষ্ট করা হইল! এখন মূল উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হই। তুর্কিগণ রণকৌশলে সুপটু সাহসে অশ্বারোহণে অদ্বিতীয় বলিয়া ঘোষিত। সোলতানও সেই সম্বন্ধে একজন উচ্চশ্রেণীর অশ্বারোহী, তিনি স্বয়ং যেরূপ অশ্বারোহণ প্রিয়, তাঁহার সন্তানদিগকেও বিশেষরূপে অশ্বারোহণ কৌশল

শিক্ষা দিয়া থাকেন। "সালামালোকের" দর্শন উপলক্ষে এই বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সোলতানের সমুদয় পুত্রগণ জেনেরেলের সৈনিক পোষাক পরিধান পূর্ব্বক অশ্বারোহণে সোলতানের পশ্চাদ্ভাগে সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গমন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অশ্বারোহণ সম্বন্ধে এতদূর আয়োজন করা হইয়া থাকে যে, তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ বালকটীও ঐ প্রণালীতে অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক সঙ্গে উপস্থিত থাকে। বালকটী এত অল্প বয়স্ক যে নিয়মিত চাকর তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া থাকে। অবতরণ কালেও চাকরের সাহার্য্যে অবতীর্ণ হয়। এইরূপ বাল্য অবস্থায়ও তাহার অশ্ব চালনা দেখিলে একজন প্রাচীন সুদক্ষ সুচতুর পাকা ছওয়ার বলিয়া অনুমিত হয়! সোলতান কখন কখন স্বীয় রাজ প্রাসাদের পরিধি মধ্যে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিয়া থাকেন! কিন্তু সাধারণ লোকের সন্মুখে তিনি কখন অশ্বারোহণে বহির্গত হন না। কেবল মস্‌জিদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে রাজ আড়ম্বরে সুশোভিত রাজ শকটে আরোহণ করিয়া রাজবাটীতে আগমন করেন! তাঁহার আস্তাবলে অতি উচ্চশ্রেণীর ঘোটকাদি থাকে! সে সকল প্রায় ওহাবী রাজ্য নজদ, এরাক, আরব প্রভৃতি স্থান হইতে উপঢৌকন স্বরূপ আসিয়া থাকে! কখন কখন ঐরূপ উচ্চ বংশীয় অশ্ব ইউরোপের রাজন্যবর্গের দূত বা উচ্চশ্রেণীর ভ্রমণকারিগণকেও প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি ঘোটক সমূহকে অত্যন্ত যত্নসহকারে রাখার জন্য বিশেষ প্রয়াসী থাকেন।

অন্যান্য তুর্কিগণ অপেক্ষা সোলতানের আহারীয় পরিমাণ অনেক কম, "বিরিয়ান" করা ডিম্ব তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। তিনি ধূম্র পান করেন না। কিন্তু অধিক পরিমাণ সিগারেট ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহার আহারের ন্যূনতা এবং তামাক পান না করাই তাঁহার স্বাস্থ্যরক্ষার কারণ বলিয়া নির্ণয় করা হয়। তিনি দিবারাত্রি এতাধিক রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক কার্য্যকলাপে প্রবৃত্ত থাকেন যে, দিবানিশির চব্বিশ ঘণ্টা মধ্যে ছয়ঘণ্টাপেক্ষা অধিক নিদ্রা যাইতে পারেন না। তিনি সকালে ও বৈকালে ২।১ ঘণ্টা স্বীয় পরিবারস্থ লোকদিগের সঙ্গে খোস আলাপে লিপ্ত থাকেন। অবশিষ্ট সমুদয় সময় বিবিধ কার্য্যকলাপে এবং সমাজাদিতে

প্রবৃত্তথাকেন। তিনি স্বীয় সন্তানদিগের শিক্ষার প্রতি যারপরনাই যত্ন করিয়া থাকেন। কি শীতকাল কি গ্রীষ্মকাল তিনি প্রাতঃকালে চারটার সময় জাগরিত হইয়া "ফজরের নমাজ" সমাপনান্তে যৎকিঞ্চিৎ "নাস্তা" করিয়া থাকেন। নাস্তাকালীন কখন কখন তাঁহার বালকগণও সঙ্গী হইয়া থাকে। এই সকল কার্য্যকলাপ হইতে অবসর গ্রহণ অন্তে রাজদরবারে উপস্থিত হন। সেক্রেটরী পূর্ব্ব হইতে তথায় সোলতানের আগমনাপেক্ষায় দণ্ডায়মান থাকেন, প্রাতঃকাল হইতে একটা পর্য্যন্ত তিনি ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত থাকেন। তথা হইতে বহির্গত হইয়া আহারান্তে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন। তৎপর আবার কার্য্যে লিপ্ত হন। এইরূপে অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত এবং কোন কোন সময় রজনী তিনটা পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া থাকেন, ইত্যবসরে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের গভর্ণমেণ্টদিগের দৈনিক রিপোর্ট সমূহ, অন্যান্য রাজন্যবর্গের দূতসমূহের চিঠিপত্র, পুলীশ ও অন্যান্য গোপনীয় বিভাগের দরখাস্ত আদি শ্রবণ পূর্ব্বক তৎসম্বন্ধে যথোপযুক্ত মৌখিক আদেশ প্রচার করেন। এতদ্ব্যতীত শত শত আবশ্যকীয় কাগজ পত্রে নিজ হস্তে স্বাক্ষর করেন। রাজত্ব শাসনের ভার তিনি নিজ মস্তকে এতদূর গ্রহণ করিয়াছেন যে, একজন সামান্য বেতনভোগী কেরাণীও তাঁহার নিজাজ্ঞা ব্যতীত স্থানান্তরে বদলী হইতে পারে না। একখানি সামান্য কাফিখানা তাঁহার খাস আদেশ ভিন্ন কোথাও খুলিতে পারে না। তিনি যে সময় দরবার আসনে সমাসীন হন, সে সময় তহছিন বেগ ও কামেলবেগ প্রায়ই তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকেন। সোলতান কয়েক ঘণ্টা ক্রমান্বয়ে নিজ কলম দ্বারা নীরবে আদেশ পত্রাদির উপর স্বাক্ষর করিতে থাকেন।

মৌখিক ও লিখিত সোপারেশ পত্রের প্রতিও মনোযোগী হইতে বিরত থাকেন না। কোন বিষয়ের মঞ্জুরীর অভিপ্রায় জানাইতে হইলে মস্তক নাড়িয়া থাকেন। আবার কখন "পেক" (খুব ভাল) শব্দ ব্যবহার করেন। আর কখন কখন "আনেস" (হইতে পারে) শব্দ প্রয়োগ করেন। এই সঙ্কেতসূচক সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতেই বড় বড় রাজমন্ত্রী উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীগণের নিযুক্ত হওয়া ও কর্ম্মচ্যুত হওয়া নির্ভর করে। সোলতানের মুখ

হইতে এরূপ শব্দ বাহির হওয়া মাত্রই সেক্রেটরী তৎক্ষণাৎ সম্মুখে কাগজ উপস্থিত করেন। তিনি যথানিয়মে তদুপরি স্বাক্ষর করিয়া দেন। যখন তিনি কোন বিষয় মনোনীত করা ন্যায়সঙ্গত মনে না করেন, তখন "ওলামজ" (ইহা কখন হইতে পারে না) বা "কুশলকুদি" (অনর্থক) এই শব্দ ব্যক্ত করিয়া থাকেন। এই কথা বলিলে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত ব্যক্তির প্রস্তাব অগ্রাহ্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। সুবিশাল তুরস্ক রাজ্য কোন কোন বিষয় ইউরোপীয় অন্যান্য রাজ্যের উন্নতির তুলনায় পশ্চাৎপদ আছে; আমার নিকট তাহা একমাত্র কারণ সোলতানের নির্জ্জনতা প্রিয় হওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। যেহেতু তিনি কয়েকজন সেক্রেটরীগণ ব্যতীত রাজ্যশাসন সম্বন্ধে আর কাহারাও সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না। এই কয়েকজন লোক দ্বারা সুবিশালরাজ্যের বিবিধ অবস্থা অবগত হওয়া যাইতে পারে কিনা তাহা অনেকেই অনুমান করিতে সক্ষম। সেক্রেটারীগণের মধ্যেও যে অনেক স্বার্থপর লোক আছেন তাহাতে আর সন্দেহ কি। তাঁহারা অনেক সময় স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজ্যের অনেক আবশ্যকীয় অবস্থা গোপনে রাখিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি, আমার বিবেচনায় তাঁহার এতাধিক নির্জ্জনতাই তাঁহার রাজ্যের অপেক্ষাকৃত অবনতির কারণ। যখন জর্ম্মনীর কায়সার সদৃশ কোন মহামান্য প্রবল পরাক্রান্ত অতিথী সমৃদ্ধিশালি কনষ্টাণ্টিনোপল মহানগরে আগমন করেন। তখন সোলতান বাহিরের লোকের সঙ্গে সাধারণ বিষয়সম্বন্ধে বাক্যালাপ করিয়া থাকেন ঐরূপ কোন প্রকাশ্য দরবারে যখন তিনি সাধারণ ভাবে বক্তৃতাদি করেন তখন বিশেষরূপে প্রতিয়মান হয় যে, তিনি বিদেশীর সঙ্গে আলাপ করিতে সম্পূর্ণ মজবুত। তাঁহার ভাব পূর্ণ বক্তৃতা ও উত্তরাদি শ্রবণের দ্বারা তাঁহার বহুদর্শিতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিতার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্রাট, ফ্রান্স ভাষা সাধারণ ভাবে না বলিলেও ঐ ভাষার লিখিত নাটক, নভেল ও ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলি যারপরনাই তাঁহার প্রিয় সাবগ্রী। সাধারণ ভাবে ফ্রান্স ভাষায় তাঁহার অধিকার সম্বন্ধে যেরূপ অনুমান কয়া যায় তদাপেক্ষা অনেক গুণে তিনি ঐ ভাষায় অধিকার রাখেন। (ক্রমশঃ)

আশুরা।

আজি অশুরার দিনে গভীর বিষাদে
নিমগ্ন অনন্ত বিশ্ব। নীরব স্তম্ভিত
অনন্ত গগণ আজি; নিস্তব্ধ প্রকৃতি।
মৃদুল হিল্লোলে আজি বহেনা পবন,
কাঁপায়ে আনন্দভরে কিশলয় দলে।
নীরব বিহঙ্গ কুল, শাখি-শাখা'পরে
মধুর কাকলী ধ্বনি না করিছে আর,
কি যেন ভাবিছে সবে বিষাদিত মনে।
উদ্যানে কুসুম রাশি, হাসি মুখে হায়!
নাহি হাসে, না বিতরে পবনের করে
সুখদ সৌরভ রাশি তুষিতে মানবে।
নদনদী প্রস্রবণ কুলুকুলু রবে,
সকরুণ শোকধ্বনি করিছে প্রকাশ;
অবসাদে ঊর্ম্মিমালা আছাড়ি' আছাড়ি'
ভাঙ্গিয়া পড়িছে দুঃখে তটভূমি পরে। ১৫
অবনী বিষাদময়ী, প্রকৃতি নিস্তব্ধ
কেন আজি? কেন আজি কবির হৃদয়ে
শোকের তরঙ্গমালা বহিছে সবেগে?
সোল্লাস অন্তরে আজি কেনরে বিষাদ?
কেনরে বিমর্ষ আজি বিশ্ব চরাচর?
'কেন?' হায়! কি বলিব, বলিব কেমনে!
কেমনে লেখিবে তাহা এ পোড়া লেখনী? ৭
রেবিভ্রান্ত! অই দেখ, দেখ্‌রে চাহিয়া
অতীতের স্মৃতিপটে, ফেরাতের তটে
কি ভীষণ শোক দৃশ্য! কি করুণ ছবি!!

দেখ্‌রে চাহিয়া আজি কিশোক-লহরী
খেলিছে "কার্ব্বালা" বক্ষে! অহো! হায়! হায়!!
কার না বিদরে হৃদি? কার না নয়নে
বহে হায়! বারিধারা? কাহার মানস
ভাঙ্গিয়া পড়েনা হায়! এ শোক-তরঙ্গে? ৮
দেখ্‌রে নয়ন মেলি' অই দেখ্‌ চে'য়ে
মহা জ্ঞানী-মহা ঋষি মহা ধর্ম্ম বীর
চির স্বাধীনতা সেবী, ভক্তচূড়ামণি
মোস্লেম কুলের রবি নিষ্কাম হোসেন,
শায়িত মরুসৈকতে! রুধির সর্ব্বাঙ্গে
বহিতেছে খরতর, শির-শূন্য-গ্রীবা
অসংখ্য-অস্ত্রের ক্ষত কম্র কলেবরে!
পাশে পুত্র আকবর নব শশি-কলা
রুধিরে রঞ্জিত দেহ—বিক্ষত সর্ব্বাঙ্গ!
অইরে কাশেম, অহো বীর কুলর্ষভ;
আর কত বীরবর, অনন্ত শয্যায়
শায়িত সকলি হায়! ধর্ম্ম রক্ষাহেতু
এ মহা প্রান্তরে আজি। "কোরেশ" বংশের
মহোন্নত শির আজি ভীম বজ্রাঘাতে
ভাঙ্গিয়া পড়েছে আহা! 'হায় হায়' ধ্বনি
তাই আজি বক্ষঃ ফাটি, প্রকৃতি সতির
উঠিতেছে অবিরাম সকরুণ স্বান! ১৭
সৌম্যমূর্ত্তি দীপ্ত কান্তি মহা ধর্ম্ম বীর
নিরশনে নিরম্বুতে সহি' মহা ক্লেশ
গিয়াছেন শান্তিপুরে, ত্যজি, পাপ ধরা;
তাইরে প্রকৃতি সতী শোকের সাগরে
ভাসিতেছে আজি হায়! বিষাদ অন্তরে।
গগন ফাটা'য়ে আজি হাহাকার ধ্বনি

করিছেন দেবকুল; বিভু সিংহাসন
কাঁপিছে শোকেতে আজি টল টল টল।
কঠিন প্রস্তর রাশি গিয়াছে ফাটিয়া
আজিরে বিষম শোকে, বিষম শোকেতে
কাঁদিছে "ফেরাত" আজি কুলু কুলু কুলু।
আজিরে ধর্ম্মের চন্দ্র নক্ষত্র সহিতে'
লুটাইছে বিভীষণ "কার্ব্বালা" প্রান্তরে। ১৩
দিয়ে আজি আত্ম বলি হে প্রভু হোসেন!
দেখাইয়া বীরত্বের শেষ নিদর্শন,
রক্ষি প্রিয় স্বাধীনতা—চির-রুচিধন,
স্থাপিলে ধরনীতলে অনশ্বর কীর্ত্তি,
লভিলে পরম পুণ্য বিভু সন্নিধানে;
ধন্য তুমি। কিন্তু অহো! এশোক তরঙ্গ
কেমনে সহিব হৃদে? বলহে কেমনে
নরাধম এজিদের পাপ- আচরণ,
ভীষণ শত্রুতা আর ঘোর হিংসানল
সহিবে মানব জাতি? কেমনে ভুলিবে
এশোক কাহিনী অহো! মোস্লেম নিকর?
যত দিন রবি শশী উদিবে গগনে,
যতদিন এ জগৎ, মহা প্রলয়েতে
না হইবে ধ্বংসীকৃত—হায়! ততদিন
এশোক-কাহিনী তব করিয়া স্মরণ
পুড়িবে মুর্ম্মুর দাহে মোস্লেমের মন। ১৬

খাদেম্‌ উল্‌ ইস্‌লাম——
মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন।

বিবাদ।*

বেশী উদারতা নাই, বিশ্ব প্রেমিকতা বা অখণ্ড পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, জাতি, জাতীয়-ভাব, জাতীয় স্বার্থ প্রভৃতির স্মরণ মননে ভারতবর্ষ বলিয়া একটা বিষয় স্থূলরূপে প্রতিভাত হইলেও আমরা বাঙ্গালা দেশের কথা বিশদ-রূপে বুঝি। বাঙ্গালি বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া সন্তুষ্ট হই। সহস্র বৎসর যে দেশে বাস করিয়া আসিতেছি, যাহার শীত গ্রীষ্ম সৌভাগ্য দৌর্ভাগ্য দুর্ভিক্ষ সুখ সম্পদ হর্ষ বিষাদ সমভাবে ভোগ করিয়া আসিতেছি, সে আমার স্বদেশ নহে তাহার বাহিরে আবার আমার এক নিজের দেশ আছে, এ কথা, কখনও কেহ মনে করিতে পারে না। এই জন্য আমি মোসলমান হইলেও বাঙ্গালাদেশ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালি জাতি সম্বন্ধে কোন কথা উপস্থিত হইলে তাহাতে আমার মতামত ব্যক্ত করিবার সম্পূর্ণ ষোল আনা অধিকার আছে। তবে আমার স্বজাতীয়ের মধ্যে অনেকে আমাকে এক ঘরে বা জাতিচ্যুত মনে করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, আমিও তাহাদিগকে জাতিচ্যুত ও এক ঘরে মনে করিয়া সন্তুষ্ট আছি। এ সকল ক্ষুদ্রকথার আবশ্যক নাই, প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাক।

সমাজে অনেক লোক তন্মধ্যে অল্প সংখ্যক সমাজের বিশ্বাসের পাত্র ও পরিচালক; সংস্কারক ও পরিচালকদিগের মধ্যেও ২।১ জন মাত্র জাতীয় আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসার সহিত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। কোন কালে এ দেশে জাতীয় ভাব ও এক প্রাণতা ছিল কিনা তাহা বলা আমার প্রাসঙ্গিক নহে; তবে বর্ত্তমান যুগে একটা অপূর্ব্ব উন্নতির বাতাস বহিতেছে প্রভাত কালীন স্বাস্থ্য ও মিশ্রিত কলরব অনুভূত হইতেছে। বিমুক্ত উজ্জল সূর্য্য কিরণে মারাত্মক রোগানু সকল ধ্বংস করিয়া দেশকে স্বাস্থ্যপূর্ণ করিতেছে। এ সুসময়ে সংস্কারক বা পরিচালক ও জাতিনির্ম্মাতৃগণ চেষ্টা করিলে বাঙ্গালি জাতিকে ধীর স্থির প্রতিজ্ঞ কার্য্যদক্ষ ও সিদ্ধি কুশল করিয়া তুলিতে পারেন। অনেক পিতা সন্তানকে নির্ভীক ও বীর ধর্ম্মী গঠন করিতে

* এই প্রবন্ধটীর বাদ প্রতিবাদ "সাধনা" নামক হিন্দুকাগজে বাহির হইয়াছে। সে কারণ আমরা বিবাদ নামে এই প্রবন্ধ বাহির করিলাম। (লেখক)

যাইয়া হঠকারী ও কলহ প্রিয় করিয়া তুলেন, অনেকের সন্তান বাগ্মীতার জন্য প্রনোদিত হইয়াও বাচাল হইয়া উঠে। অনেকস্থলেই শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রকৃতি হইতে ইহা উদ্ভূত হয়। লেখক ও বাগ্মীগণই সমাজের নেতা ও নির্ম্মাতা। ইহাদের মধ্যে যে দোষ যে গুণ যে ভাবে থাকে, সমাজের প্রত্যেক অবয়বে, প্রত্যেক পরমানুর মধ্যে, তাহার সংক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। রাজা রামমোহন রায় দুস্তর মহাপার সমুদ্রের পরপারে মহানিদ্রায় অভিভূত কিন্তু তাঁহার মহান্ রাজকীয় হৃদয় বাঙ্গালীর ক্ষীণ শরীরের ভিতর থাকিয়া আজও কার্য্য করিতেছে। পরদুঃখ কাতর বিদ্যাসাগরের জাগ্রত হৃদয় হইতে যে সহানুভূতির তীব্র করুণ ধ্বনি উদ্গীরিত হইয়াছিল বাঙ্গালীর প্রত্যেক দুর্ব্বল হৃদয় হইতে তাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি হইতেছে।

সাধনা পূত হৃদয়ের প্রতিপদে বিঘ্ন বিমর্দ্দী উৎসাহে সমাজের প্রত্যেক পরমানুকে পরিপূর্ণ করা ভিন্ন বাগ্মীতার অন্য সার্থকতা নাই। সমাজের সাময়িক উন্নতি ও চিন্তার বিস্তার সাধন সংগ্রহণ বিতরণ স্থায়ীকরণ এবং সমাজও সভ্যতার নিম্মান ব্যতীত পুস্তক প্রবন্ধের প্রয়োজনান্তর দৃষ্ট হয় না। আমাদের ক্ষীণ জীবনের হর্ষ বিষাদ সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যুর সম্মুখে এক মোহকর স্বপ্ন উহা ভারত বর্ষীয় মহাজাতি সাধারণ সংগঠন। আমাদিগকে এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য প্রান্তরে কর্ত্তব্য পথে চলিতে হইতেছে চেষ্টার দোষে উহা অকর্ম্মণ্য না হয়। এই চিন্তা মস্তিষ্ক হইতে কিঞ্চিৎমাত্র স্রস্ত হইলেই কার্য্য প্রমাদ উপস্থিত হইবে। প্রত্যেক কার্য্যকুশল ও ধীসমৃদ্ধ ব্যক্তিই ইহা অবগত আছেন।

এই নূতন জাতি নির্ম্মান বা সমাজ সংস্থাপনে পুরাতনকে সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সমুদায় অপসারণ পূর্ব্বক নূতন প্লেনের উপর নূতন আদর্শে কিছু করা হইতেছে না। এই প্রাচীন পূণ্যক্ষেত্রে, জ্ঞান বিদ্যা সভ্যতার প্রভব ভূমিতে যে অচল অটল অক্ষুণ্ণ প্রস্তর ভিত্তি ছিল, তাহারই উপর আমাদের নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছে। পৃথিবীর চারিদিক হইতে শিল্প কোবিগণ গভীর দৃষ্টিতে দেখিতেছেন যে, ইহা অদ্ভুত অস্থানিক বা অসাময়িক রূপে গঠিত হইতেছে না। ঈদৃশ গঠনে আমরা প্রাচিনতাকে সম্পূর্ণ বাদ দিতে পারি নাই। প্রাচীন রীতি ও পুরাতন নীতি ইহার আদর্শপটে পরিমাণ (Scale) ফলকের কার্য্য করিতেছে।

প্রাচীন কালে যাহারা সমাজের কর্ত্তা ছিলেন, তাহাদিগকে কঠোর সাধনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিদ্ধির সার্টফিকট পাইয়া সংস্কারক বা পরিচালকের "ক্যাণ্ডিডেটের" তালিকায় নাম লেখাইতে হইত। গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান জনসমাজের হাতে; সাধনাও উৎকট জীবনান্ত পণ; সমাজ সংসার কান্তি সৌন্দর্য্য রক্ত মাংস আহুতি দিয়া কামনাকে বলি প্রদান করিলে নিতান্ত সতর্ক বরকুণ্ঠ বরদা দেবতা উপস্থিত হইতেন। এইরূপ সিদ্ধ গুরুজনের সঞ্জীবনী শিক্ষা প্রভাবেই এ প্রাচীন সমাজ মোসলমানের প্রচণ্ড বিজয়োর্ম্মীর অভিঘাতেও চূর্ণীকৃতহইয়া যায় নাই। ইউরোপীয় সাম্য মৈত্রীর অন্তস্তরঙ্গেও ইহাকে বিশ্লিষ্ট ও বিপর্য্যস্ত করিতে পারিতেছে না। কিন্তু এই বিশ্বজনীন নির্ব্বাচনের দিনে স্বল্প সাধনাশীল সার্থান্ধ হিংসা বিদ্বেষ পরায়ণ অসতর্ক জনেরা সংস্কারক বা পরিচালকের পদগ্রহণ করিতে যাইয়া সমাজকে অলক্ষ্যে কুপথ প্রদর্শন করেন। বর্ত্তমান কালে, বাঙ্গালা দেশে এই শেষোক্ত দোষের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হইতেছে। এই অল্প দিনের মধ্যে অর্থাৎ রামমোহন রায়ের সময় হইতে অনেক গুলি পুস্তক প্রবন্ধ সংবাদপত্র প্রকাশিত ও বিলুপ্ত হইয়াছে। যে সমাজ দীর্ঘকাল গভীর নিদ্রায় নিশ্চেষ্ট নিস্পন্দ অভিভূত ছিল। রাজর্ষি রামমোহন রায়ের প্রাভাতিক সামগানে তাহা উন্নিদ্র হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে দেশের উন্নতির নূতন যুগ আরম্ভ হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত উন্নতির বাস্তব অবাস্তব সঙ্গত অসঙ্গত অনেক প্রকার কার্য্যের অনুধাবন হইতেছে।

প্রথম অবস্থায় পুস্তক, প্রবন্ধ বা সংবাদপত্র দোষগুণের অতীত সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে আর্ষ প্রয়োগ বলিয়া কিছু বলিব না। আমাদিগকে তৎসমস্ত বাদ দিতে হয়।

দ্বিতীয় যুগে সফলতর ও উন্নততর ভাবে যে সকল পত্র প্রবন্ধ দৃষ্ট হয় তাহারও সাময়িক পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারিতেছেন না। বিদেশীয় বজ্রনাদী টাইমসের বা তীব্রতেজাঃ 'লা জিউরিনি ইতালিয়ার' অনুবাদের অনুকরণের প্রতি আর দেশের লোকের তত অনুরাগ নাই। সময়ের আবর্ত্তনে উহা ধীরে ধীরে বৈদেশিকতা কৃত্রিমতা জৃম্ভন করিয়া খাঁটি দেশীয় হৃদয়ে অবজ্ঞা উৎপাদন করিয়া দিয়া প্রাচীন বাল্য খেলার উপকরণের মধ্যে যাইয়া

পড়িয়াছে। এখন আমাদের আত্মজ্ঞান উন্নিদ্র হইয়াছে। এখন আমরা জাতীয় পরিচ্ছদের ছাঁট কাট কল্পনা করিতেছি (১) জাতীয় ভাষার সন্তনান সৌষ্ঠব ও সমৃদ্ধি সাধনে উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, (২) জাতীয় পতাকার সংগঠন প্রণালী অনুধ্যান করিতেছি। এখন আমাদের গন্তব্য পথের সম্মুখে হিন্দু মোসলমান শিখ রাজপুত আর্য্যাবর্ত্ত বাসী দক্ষিণাত্য নিবাসী বলিয়া কোন খণ্ডভাব বর্ত্তমান নাই।

চিন্তাশীলজনেরা এখন পুণ্যময় আর্য্যনীতি গান করা এবং 'পাষণ্ড দুর্দ্দান্ত যবনের মুণ্ডপাত' লেখা উভয়কেই তুল্য অনাবশ্যক ও ক্ষতিকর বলিয়া মনে করেন। এখন আমাদিগকে বাগ্মীতা ও বাচালতা উভয়ের মধ্যে প্রভেদ শিক্ষা করিতে হইবে। কখন কোন বিষয় গোপন করা বিচক্ষণতার পরিচায়ক ও কোন সময়ে কোন বিষয় বিস্তার রূপে বর্ণন করিলে বৈদগ্ধ্য প্রকাশ পায়, তাহা অবগত হওয়া সমাজের পরিচালকদিগের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। "সাধনার" ৩য় বর্ষের প্রথম খণ্ডে মোগল রাজপত্নী শির্ষকমূল ও প্রতিবাদ দুই প্রবন্ধে এইরূপ কালানৌচিত্য ও অনাবশ্যক বিলক্ষণরূপে প্রকটিত হইয়াছে। লেখকদিগকে লইয়া প্রবন্ধের বিচার করিতে হইলে মুলপ্রস্তাব শ্রদ্ধেয় বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন ও মাননীয়পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত উভয়ের উক্তিকেই আমরা গবেষণার আর্ষ প্রয়োগ বলিয়া উচ্চ আসন দিতে পারি। কিন্তু প্রবন্ধের বিচার ভাষার ও উন্নতির সময় অনুসারে, লেখকের পদগৌরব অনুসারে নহে। এই জন্যই এই দুই প্রবন্ধ দেখিয়া আমাদের মনে বাঙ্গালা ভাষাকে লক্ষ্য করিয়া বহুদর্শী পারস্য কবির বিলাপোক্তি অনুক্ষণ মনে পড়িতেছে।

"চেহেল সালে গুমরে আজিজাত গোজাস্ত
মেজাজে তু আজ হালে তেফলি নাগাস্ত।"

প্রিয় জীবনের গত চল্লিশ বৎসর,
এখনো স্বভাবে তব বালত্ব বিস্তর।

প্রবন্ধ পত্র যদি কেবল বর্ণনারচ্ছটা প্রকাশের জন্যই জন্মগ্রহণ করিত তাহা হইলে ইহাতে যাহার যাহা ইচ্ছা অমৃত সেচন করিতেন বা অপরিপার্য্য উদ্গার নিক্ষেপ করিতেন তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার আবশ্যক হইত না। কিন্তু ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সাময়িক পত্রিকাদি নিরুদ্দেশ্য ভাবে

চলিতেছে না, ইহা সিদ্ধির দিকে অবিচলিতভাবে উন্মুখ। ঢাক ঢোল বাজাইয়া উদ্দেশ্য ক্ষেপন না করিলেও ইহাদের উদ্দেশ্য ও কার্য্য বিষয় যে সিদ্ধি তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। সে সিদ্ধি যতই উচ্চে অবস্থিত বা মহানভাব পূর্ণ হউক না কেন, নিখুঁত নির্দ্দোষ পুস্তক প্রবন্ধে ভাষার কলেবর পরিপুষ্ট করা এবং ভারতবর্ষীয় খণ্ডজাতি সকলের একতি সঙ্গীত গান করা তাহাদের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ সংস্থাপন করা তাহাদের প্রাচীন হিংসা বিদ্বেষ মনোমালিন্য বিস্মারিত করিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে পরস্পরের অনুরাগ বর্দ্ধক বিষয় বাহুল্য কীর্ত্তন করাও সে সিদ্ধি মন্দিরের অন্যতম প্রশস্ত পথ। আরব জাতির প্রত্যেক বংশ সহস্র বৎসর ব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ হিংসা বিদ্বেষে ভস্মীভূত হইতে হইতে অবশেষে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে, নবধর্ম্ম গ্রহণের দশবৎসর পরে যখন দরিদ্র মরুবাসী উপবাস ক্ষীণ আরবগণ সমস্তাৎ ভুবন-বিজয়ী রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে বহির্গত হন, তখন তাহাদের খলিফা উপদেশের মধ্যে বলেন "পাছে তোমাদের মধ্যে আত্ম বিচ্ছেদ ও স্বজন হিংসা লব্ধ প্রবেশ হয়, এই জন্য তোমরা পৌত্তলিকতার সময়ের সর্ব্বপ্রকার প্রসঙ্গ হইতে বিরত থাকিও এক আল্লা তোমাদের প্রকাশ্য ও গুপ্ত প্রত্যেক বিষয়ের দর্শক; শিবিরে ও সংগ্রাম ক্ষেত্রে সেই এক মহান লক্ষ্যে তোমাদের মন সর্ব্বদা স্থির রাখিও। প্রেট্রিশিয়ান ও প্লিবিয়ানদের আত্মবিচ্ছেদ যখন ভুবন বিজয়ী রোমের অপরাজেয় দুর্গের লৌহ কবাট বিপক্ষবলের সম্মুখে চূর্ণীকৃত করিতে ছিল, তখন বৈদগ্ধ প্রশংসা উভয় দলের সম্মিলন সাধন করে এবং রোমের আসন্ন ধ্বংস দীপ্ততর বিজয়ে পরিণত হয়। এ সময়ে আমাদের লেখক ও বক্তৃতা ব্যবসায়ীগণ ভারতবর্ষীয় জাতি সাধারণের সম্মিলনের সাপক্ষে যাহা কিছু বলা অতি অতি আবশ্যক ও কর্ত্তব্য তাহা বিস্মৃত হইয়া কতকগুলি উদ্দেশ্য বিহীন প্রস্তাবের অবতারণা করিয়া ভারতবর্ষীয় জাতি সাধারণের আহুত একত্বের ক্ষত স্থানে উগ্র হলাহল লেপন করিতেছেন।

ক্রমশঃ।

খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মনীতি।

(২)

আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রায় দুই সহস্র বৎসরের চেষ্টাতেও খ্রীষ্টীয়ানদিগের দাবিকৃত পবিত্র আত্মা তাহাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রের সীমা নিরূপণ করিতে পারেন নাই!! বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তাহাদের (খৃষ্টান) মতভেদ এক অতি আশ্চর্য্য বিষয়। বর্ত্তমান বাইবেল ব্যতীত য়্যাপোক্রফা নাম বিশিষ্ট আরো চতুর্দ্দশ খানি গ্রন্থ আছে; খ্রীষ্টীয় প্রাচীন মণ্ডলী সমূহ ঐ গ্রন্থগুলিকে বাইবেলের সমতুল্য মনে করিয়া সমাদর করেন; সামাজিক উপাসনাতে বাইবেলের অপরাপর অংশের ন্যায় য়্যাপোক্রফা পঠিত হইয়া থাকে; তাহাদের পবিত্র আত্মা, য়্যাপোক্রফাকে পবিত্র ঈশ্বর বাক্য বলিয়া প্রবোধ দিতেছেন; কিন্তু আধুনিক মণ্ডলিগণ তাহাদের পবিত্র আত্মা দ্বারা শিক্ষিত হইয়া দম্ভ সহকারে সেই য়্যাপোক্রফাকে কীর্ত্তিবাসের "রামায়ণ" কিম্বা কাশীরামের "মহাভারতের" ন্যায় মনে করিয়া তাহাদের নাম মাত্রে বিরক্তি প্রকাশ করিতেছেন। কোন মতে সে সকলকে বাইবেলের ন্যায় অভ্রান্ত ঈশ্বর বাক্য বলিয়া স্বীকার করিতেছেন না। সে যাহা হউক পবিত্র আত্মাদিগের বিবাদ পবিত্রাত্মারাই মীমাংসা করুন, কিন্তু আমরা বলিতেছিলাম, ইহা একেবারে স্বীকার্য্য যে, ঐ সুসমাচার চারিখানির মধ্যেস্থিত একটি বাক্য কি একটি বর্ণের বিষয়ও বলা যাইতে পারে না যে, তাহা স্বর্গ হইতে আগত, কিম্বা মহান যিহোবা সদাপ্রভুর আদিষ্ট। তাহার আদি অন্ত প্রত্যেক বাক্য মনুষ্য রচিত, রচকেরা স্ব স্ব ইচ্ছা পরিচালিত হইয়া কিম্বা বন্ধু বান্ধব দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া আপন আপন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই এবং তাহার প্রমাণেরও কোন অভাব নাই। জগতে প্রকাশার্থে হজরত মুসাকে ব্যবস্থা গ্রন্থ দত্ত হইয়াছিল, "পর্ব্বতোপরি" তাহাকে যে সকল "আদর্শ" দেখান যাইত ব্যবস্থার যে যে বাক্য বলা হইত তিনি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া জগতে প্রকাশ করিতেন। জগতে প্রচারার্থে হজরত মহম্মদ মস্তফাকে মহা কোরান প্রদত্ত হইয়াছিল। মানব মণ্ডলীর প্রশ্নানুসারে; ঘটনাসূত্রে প্রয়োজন বশত, অন্তিমযুগে মানবের জ্ঞাতব্য বিষয় সকল হজরত জিব্রায়ীলের দ্বারা স্বর্গধাম হইতে ধরাধামে হজরত

রসুলের নিকট আনিত হইয়াছে; তাঁহার নিকট হইতে জগত তাহা জ্ঞাত হইয়াছে, আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হাফেজেরা তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া প্রথম শ্রবণেই তাহা কণ্ঠস্থ ও হৃদয়স্থ করিয়াছেন। কিন্তু হজরত ইসাকে যে তদরূপ কোন গ্রন্থ কিম্বা জগতে প্রচারার্থে ভিন্ন (অর্থাৎ হজরত ইব্রাহীম হইতে আরম্ভ করিয়া শিথরিয় পর্য্যন্ত যাবতীয় ভক্ত লোকের অভ্যস্ত ধর্ম্মনীতি হইতে ভিন্ন) কোন ধর্ম্মনীতি প্রদত্ত হইয়াছিল, শাস্ত্রের কুত্রাপি এমত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, বরং তিনি (হজরত ইসা) হজরত মুসাদ্বারা প্রচারিত ব্যবস্থার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া বলিতেছেন যথা—"আমি ব্যবস্থার একটি মাত্রা কি একটি বিন্দু লোপ করিতে আইসি নাই, বরং তাহা পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।

হজরত ইসা মৌখিক বাক্যে তাঁহার ধর্ম্ম নীতিটি স্বীয় অনুগামিদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। কি প্রকারে সাধনা করিতে হয়, মানব কি প্রকারে "স্বর্গস্থ পিতার" ন্যায় সিদ্ধ হইতে পারে তদুপায়, প্রভৃতি তাঁহার ঘোষিতব্য যাবতীয় বিষয় মৌখিক বাক্যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, এই জন্য, খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর আরম্ভ কালাবধি "শ্রুতবাক্য" (ট্রডিশন) দ্বারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম নীতিটি জনসমাজে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় প্রাচীন মণ্ডলি সমূহ কোন ব্যক্তির "শ্রুতবাক্যে" বিশেষ বুৎপত্তি লাভ না করিয়া কেবলমাত্র "বাইবেলে" বহু শিক্ষালাভ করিলেও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ বলিয়া স্বীকার করেন না। খৃষ্টীয়ান শ্রেষ্ঠ, বীর প্রচারক সাধু পৌল তাহার কোন এক পত্রে এই "শ্রুত বাক্যের" বিষয় উল্লেখ করিয়া সাবধান করিতেছেন, যেন কেহ শিক্ষাপ্রবাহে চালিত হইয়া "শ্রুত বাক্যের" ঘাট ছাড়া হইয়া না যায়। ঐ শ্রুত বাক্য কদাচ কোন পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হয় নাই এবং আধুনিক কতকগুলি খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায় "শ্রুতবাক্য" বলিয়া কোন বিষয়ের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করেন না। রোমীয় প্রভৃতি প্রাচীন মণ্ডলিগণ "শ্রুতবাক্যকেই, ধর্ম্মনীতির সার এবং প্রায় সর্ব্বত্র বিদ্যমান বাইবেল খানিকে জগতের পুরাবৃত্ত ও জাতিবিশেষের ইতিবৃত্ত এবং ঐ "শ্রুত বাক্যে"র সাক্ষি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

সিরাজগঞ্জ ভ্রমণ।

(শা-জাদপুর।)

(২)

প্রায় চারি মাইল গিয়া একপ্রকার নূতন গাছ দেখিতে পাইলাম। সেই গাছ বাঁশের ফুড়কির মত অথচ বাঁশ নয়। স্থানীয় লোকেরা বলিল, ঐ গাছের নাম পাট্যা, উহা একবার রোপণ করিলে ২০।২৫ বৎসর থাকে। উহার ছালে শীতলপাটি হয়। তখন আমরা শীতলপাটির গাছ জানিতে পারিলাম। অনেক দূর যাইতে হইবে বলিয়া বিলম্ব না করিয়া চলিলাম। এখন আর পল্লিগ্রামের লোকের পক্ষে দর্শনীয় বিষয় কিছুই নাই। কেবল গ্রামের পর গ্রাম পাঠের পর মাঠ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। আর সেই মাঠের মধ্যে কৃষকেরা হলচালনা করিতেছে; ছোকরার দল কপনি পরিয়া খেলা করিতেছে (এদেশে কপনি পরা দোষাবহ নয়)। এই সকল দেখিতে দেখিতে চলিলাম। শোনতলা গ্রামের নিকট আমাদের সন্ধ্যা হইল। আজ ১৬ মাইল হাটা হইল! এই গ্রামে "প্রচারকে"র গ্রাহক শ্রীযুক্ত মুনশী কাজেমদ্দিন খাঁ সাহেবের বাটীতে আশ্রয় লইলাম। খাঁ সাহেবের পিতা খুব ভদ্রলোক। আমরা স্বাদরে গৃহিত হইলাম। সুখে রাত কাটিয়া গেল। আজ আমাদের ঈদপর্ব্ব। আজ জগত আনন্দে উৎফুল্ল। সেই জন্য উষাকে হাঁসিমুখে আসিতে দেখিয়া বনের ফুলগুলিও হাঁসিয়া উঠিল! সমিরণ ফুলের হাসি দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাদের অতুলনীয় সৌরভ ধন জোর পূর্ব্বক লইয়া চতুর্দ্দিকে বিতরণ করিতে লাগিল। অহো! কি সুন্দর দৃশ্য! অপরের নিকট হইতে লইয়াও নিজে ভোগ করিল না!! পক্ষিগণ আনন্দ সঙ্গীত দ্বারা দশ দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। এই সকল দেখিয়া মোসলমান জগত "ঈদের নমাজ," পড়িবার জন্য আনন্দে তালে তালে নাচিতে লাগিল। আমাদের হৃদয় নাচিল না। কেননা সমাজের শোচনীয় পতনে আমাদের হৃদয় যে বিষাদ মাখা। এত আনন্দের দিনও আমরা বিষাদ গীতি গান করিতে করিতে শা-জাদ পুর চলিলাম। * শা-জাদপুর গিয়া নমাজ পাইব না বলিয়া পথেই নমাজ পড়িলাম।

* বড়ই দুঃখের বিষয় স্থানাভাবের জন্য "ঈদের নমাজের" দৃশ্য বর্ণনা করিতে পারিলাম না।

৮ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া প্রায় ১০ টার সময়ে শা-জাদপুর পৌঁছিলাম।

মৌলবী মাজ্জবআলি খান সাহেবের বাড়ী আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমরা ফকির হইলেও মৌলবী সাহেব আমাদিগকে জমিদার বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ইঁহার প্রায় লক্ষ টাকার সম্পত্তি আছে। ধনী লোকের চরিত্র প্রায়ই কলুষিত, কিন্তু এই মৌলবী সাহেবের চরিত্র অতি পবিত্র বলিয়া বোধ হইল। ইঁহার ন্যায় তেজঃস্বি, অমায়িক, নিরঅহঙ্কার, কার্য্যপ্রিয়, ধার্ম্মিক প্রবর, স্বজাতি বৎসল, লোক জগতে অতি অল্পই আছে। আমাদের বিশ্বাস আছে মৌলবী সাহেবের দ্বারা হতভাগা বঙ্গীয় মোসলমান সমাজের কিছু উন্নতি হইবে। আমরা আরও শুনিলাম মৌলবী সাহেব, সর্ব্ব উন্নতি রোধক জাতভেদকে নষ্ট করিবার জন্যও চেষ্টা করিয়া থাকেন।

শা-জাদপুরের ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

সম্ভবতঃ সপ্তম শতাব্দিতে আরবের এমন দেশের বাদশার পুত্র এখানে অনেকগুলি ফকিরের সঙ্গে ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য সমুদ্র পথে আসিয়া ছিলেন। এই বালির চরের উপর গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি শা-জাদা ছিলেন বলিয়া তাঁহার নামানুসারে এই গ্রামের নাম শা-জাদপুর রাখিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে কুচবিহারের রাজা জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার রাজ্যের মধ্যে গো-খাদক আসিয়াছে। তাই তাঁহাদিগকে ধরিবার জন্য রাজা অনেক গুলি সৈন্য সামন্ত পাঠাইলেন। দুই দলে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। ফকিরদিগের "দীন দীন" রবে আকাশ ধ্বনিত হইল। মেদিনী কাঁপিল। করতোয়ানদীর জল আলোড়িত হইল। অস্ত্রের ঝনাত ঝনাত শব্দে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইল। অনেক কাফের সমন সদনে প্রেরিত হইল। অনেকগুলি ফকিরও "শহিদ" হইলেন। সেই তুমুল যুদ্ধে রাজার সেনার আধিক্য বশতঃ রাজাই জয়লাভ করেন। অনেকগুলি ফকির বন্দি অবস্থায় কুচবিহার প্রেরিত হন। রাজা তাঁহাদের "বুজরগী" (আশ্চর্য্য কার্য্য) দর্শন করিয়া ছাড়িয়া দেন।

শা-জাদপুরের "শাহাদত" (ধর্ম্মযুদ্ধে হত) প্রাপ্ত মহাত্মাদের কবর আজিও তাঁহাদের বীরত্ব গাথা গান করিতেছে।

এইখানে অনেকগুলি ভদ্র মোসলমানের বাস আছে। তাঁহারা এক সময়ে এই স্থানের কর্ত্তা ছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহারা জাতভেদের শৃঙ্খলে এমনি শৃঙ্খলিত হইয়াছেন যে, তাঁহাদের আর নড়িবার চড়িবার যো নাই; গুনেরও প্রশংসা নাই, সুতরাং তাঁহাদের এখন ঘোর অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দুরাই এই খানকার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবার যো করিয়াছে!!

শা-জাদপুর পূর্ব্বে একটা মহকুমা ছিল। এখন উঠিয়া গিয়াছে। এখনও একটী থানা, পোষ্ট আফিস, রেজেষ্টারি আফিস এবং একটী ডাক্তার খানা আছে। একটী বাজারও আছে। টাঙ্গাইলের অন্তর্গত করটিয়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার সাহেবদের কাছারি বাঁটী উন্নত মস্তকে মোসলমান গৌরব ঘোষণা করিতেছে। কলিকাতার ঠাকুর বাবুদের একটী কাছারি বাটীও আছে। গ্রামের পূর্ব্বদিক দিয়া করতোয়া নদী আজিও বেগে প্রবাহিত আছে।

আমাদের আশা ভরসার স্থল ছাত্রগণ। এই খানকার ছাত্রদিগের উৎসাহ দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই আশান্বিত হইলাম। আমাদিগকে দেখিবার জন্য দলে দলে স্কুলের ছাত্রেরা আসিয়াছিল। ছাত্রদের সেই হাঁসি মাখা মুখ আমরা কখনও ভুলিতে পারিব না।

গ্রামের গণ্যমান্য লোকদিগকে আমাদের মনোগত ভাব বলিলাম। তাঁহারা চাঁদা সংগ্রহের জন্য সকলি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমরা যখন ছাত্রদল পরিবেষ্টিত হইয়া মাননীয় মূনশী আবদুল আজিজ, ডাক্তার রইস উদ্দীন আহমদ ও মসারত আলি খান সাহেব প্রভৃতি চাঁদা সংগ্রহে বহির্গত হইতাম, তখনকার সেই আনন্দ, সেই আমোদ, সেই উদ্যম, সেই চেষ্টা আমাদের নিকট স্বর্গীয় বলিয়া বোধ হইত; সেই অনুপম দৃশ্যের কথা জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না।

আমরা সকলে একদিন দলবল সহ অনারারি মাজিষ্ট্রেট মূনশী দেলাওর আলি খান সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। এই বুড় বড়ই রসিক। তাঁহার রসিকতায় আমরা গাম্ভির্য্য হারাইলাম! হো হো করিয়া হাসিলাম! ইঁহার অনেকগুলি নানাপ্রকার পাখী আছে। তিনি খুব আগ্রহের সহিত আমাদিগকে ঘাড় নাড়িতে২ সেই পাখীগুলি দেখাইলেন। একটী বাঘও দেখাইলেন। অবশেষে একটী সুন্দর বাগান দেখাইলেন। আমাদের বিশ্বাস

অতি অল্প লোকেই বৃদ্ধ বয়সে এই রকম বাগান প্রস্তুত করিতে পারেন। যদি যুবকদের এই রকম চেষ্টা থাকিত তাহা হইলে বর্ত্তমান মোসলমান সমাজকে দাসত্বের দিকে এত ঝুঁকিয়া পড়িতে হইত না। তিনি সেই বাগান হইতে নানাপ্রকার ফল আনিয়া আমাদিগকে উত্তমরূপে আহার করাইলেন। অবশেষে তিনি চাঁদা সংগ্রহ করিতে আমাদিগের সহিত যোগ দিলেন।

তারপর আমরা শা-জাদপুরের মসজিদ দেখিতে গেলাম, মসজিদের চতুর্দ্দিকে "শাহাদত" প্রাপ্ত মহাত্মাদের কবর দেখিলাম। এর পূর্ব্বে আমরা কখন ধর্ম্মযুদ্ধে হত মোসলমানদের কবর দেখি নাই। তাই আজ এই কবরগুলি দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলাম। মসজিদটী অতি প্রকাণ্ড এবং মজবুদ। এ রকম মসজিদ আমরা আর কখন দেখি নাই। ভিতরের সমস্ত থামগুলি প্রস্তরের। গাতনি এত মজবুদ বলিয়া বোধ হইল যে তাহা বর্ণনাতীত। দুঃখের বিষয় এত মজবুদ হইলেও গত ভূকম্পনে যখম হইয়া গিয়াছে। ইহার সম্মুখে প্রকাণ্ড চাতাল আছে। এই মসজিদটীর বিশেষ বৃত্তান্ত বারান্তে লিখিবার আশা রহিল।

সিরাজগঞ্জে অধৈর্য্য হইয়া কাঁদিয়াছিলাম। খোদাতায়ালার কার্য্য বুঝা ভার। আজ তিনি আমাদিগকে হাসাঁইলেন। তাই আজ তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। শা-জাদপুরের মোসলমানেরা যে সহানুভূতি দেখাইলেন,তাহা ভুলিবার যোগ্য নয়, বিশেষ মুনশী আব্দুল আজিজ সাহেবের চেষ্টা যত্ন এবং অধ্যবসায়ের কথা আমরা কখন ভুলিতে পারিব না। এই গ্রামের অনেকগুলি ভদ্রলোকের যত্নে একটী সভা আহুত হইয়াছিল। সেই সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন উৎসাহের অগ্রগণ্য ডাক্তার আব্দচ্ছোবাহান সাহেব। সেই সভায় আমরা বক্তৃতা করিয়াছিলাম।

গত ৭ই ফেব্রয়ারি তারিখের প্রাতঃকালে শা-জাদপুর হইতে সিরাজগঞ্জাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ বিবরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশের পর)

১৯০০।৩০শে এপ্রেল। লর্ড রবার্টস্ ব্লুম ফণ্টীন হইতে ক্রুনষ্ট্যাড অভিমুখে যাত্রা করেন। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার বুঝিবার দোষে ইংরাজ সৈন্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, সেই ভ্রান্তি নিবন্ধন তাঁহাকে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের নিকট কৈফিয়ৎ প্রদান করিতে দায়ী করা হইয়াছে। ইহার পর অন্যতম কারণ অশ্বাভাব। এই দুই অভাবের পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রায় দুইমাস কাল তিনি ব্লুম ফণ্টীনে অবস্থিতি করেন। কিম্বার্লি উদ্ধার করিতে দশ সহস্র অশ্ব বিনষ্ট হয়। তাহার পর পলায়মান ক্রঞ্জির পশ্চাদ্ধাবন করিতে এবং তদুপলক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে বিপুল সৈন্য ক্ষয় হয়। ক্রঞ্জি ধরা পড়িলেন সত্য কিন্তু লর্ড রবার্টস্ও বুঝিলেন যে, সমস্ত ভূমণ্ডলের লোক চমকিত হইয়াছেন।

অনন্তর লর্ড রবার্টস্ সৈন্যসামন্ত লইয়া ক্রুনষ্ট্যাড অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সেখানে বুয়রদিগের উনষাটটি কামান সহ বুয়র সৈন্যগণ নগরের চারিদিক গড়বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক বরং বুয়র পক্ষের একজন সেনাপতি (ফিল্ডকর্ণেট) অগ্রসর হইয়া লর্ড রবার্টস্কে অভ্যর্থনা করিয়া ক্রুনষ্ট্যাড নগরে আনয়ন করিলেন। প্রেসিডেণ্ট ষ্টীন এই নগর ত্যাগ করিয়া হেলবরণ নামক স্থানে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন। ব্লুমফণ্টীন হইতে ক্রুনষ্ট্যাড ১৩০ মাইল দূরবর্ত্তী এবং ক্রুনষ্ট্যাড হইতে ত্রান্সভাল রাজ্যের রাজধানী প্রিটোরিয়া নগর ১৭০ মাইল দূরবর্ত্তী। মহাবীর রবার্টস্ এইবার ঐ প্রিটোরিয়া অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

১৯০০। ১৭ই মে শেষ রজনী চারিটার পর অবরুদ্ধ মেফেকিং উদ্ধার হইল। প্রায় ছয়মাস কাল অনবরত বুয়র সৈন্যের গোলাবর্ষণ সহ্য করিয়া, অর্দ্ধাশন বা অনশন কিম্বা অশ্বমাংস এবং ঘাসের রুটী ভক্ষণ করিয়া দিবা-রজনী—চিন্তাজর্জ্জরিত দেহ-যষ্টি ভার সর্ব্বমঙ্গলময় ঈশ্বরের উপর অর্পণ করিয়া ইংরাজসৈন্য অবশেষে মুক্তির পথ প্রাপ্ত হইয়া শুষ্ক মুখে সরস হাস্যের বিকাশ প্রদর্শন করিল। কর্ণেল মেহন নামক একজন সামান্য সেনানীর

উপর মেফেকিং উদ্ধারের ভার অর্পণ করিয়া লর্ড কিচনার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিলেন। মেফেকিং উদ্ধার করিতে ইংরাজের কত বলক্ষয় হইল তাহার বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। প্রকাশ যে ২৯ জন মাত্র ইংরাজ হতাহত। ইহা বিশ্বাস রজ্জুকে ছিন্ন করিতে যে অসমর্থ তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়; যেহেতু একবার ১২ ঘণ্টা যুদ্ধ হওয়ায় মডার নদী রক্তে প্লাবিত হইয়াছিল কিন্তু এই দিনকার ভীষণ আক্রমণে বার ঘণ্টার যুদ্ধে উন ত্রিশটী মাত্র জীব ক্ষয়, ইহা আমাদের অত্যাশ্চর্য্য মনে হইতেছে। যখন বুয়র সেনাপতি এলফ মার মার শব্দে ভীম পরাক্রমশালী বুয়র যোদ্ধাসহ মেফেকিং নগরে প্রবেশ করিলেন তখন প্রথম আক্রমণ যে অল্প ভয়ঙ্কর তাহা আমাদের ধারণা হইতেছে না। যাহা হউক বিলাতের প্রধান মন্ত্রী লর্ড সলস্‌বেরির কনিষ্টপুত্র কর্ণেল বেডেন পাউয়েলকে যে সশরীরে পাওয়া গেল ইহা তাঁহার পিতামাতার পুণ্যবল।

এদিকে লর্ড রবার্টস্ আড়াই শত কামান প্রচুর রসাদি সহ লক্ষ যোদ্ধা সমভিব্যাহারে জোহান্সবার্গ নগরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ব্লুম ফণ্টীন হইতে জোহান্সবার্গ ১২২ ক্রোশ। এই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহ বীরবর মহাত্মা রবার্টস্ চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে করিতে মদমত্ত হস্তার ন্যায় দ্রুতপদে সিংহ বিক্রমে যথাস্থানে গিয়া উপনীত হইলেন। ২০শে মে মঙ্গলবার ইংলিশম্যানের সংবাদ দাতা তার যোগে যে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে, জেনারেল ফ্রেঞ্চ অশ্বারোহী সৈন্যসহ জোহান্সবার্গ নগরের বহির্ভাগে উপস্থিত হইয়াছে এবং ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। তদনন্তর লর্ড রবার্টস্ কয়েক ঘণ্টা পরেই নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। যে ভূমিখণ্ড লইয়া ইংরাজ বুয়রে যুদ্ধ, যে স্বর্ণ খনির জন্য ইংরাজ রাজপুরুষগণ কতশত মানবের প্রাণনাশ করিলেন সেই স্বর্ণভাণ্ডার জোহান্সবার্গ বিরাট যোদ্ধা লর্ড রবার্টস্ এতদিনে ইংরাজ রাজত্বের অধীন করিলেন। পরে যাহা হইবার হইবে কিন্তু এখন বুয়রদিগের পৃষ্ঠপোষকগণ নির্ব্বাক হইয়া পড়িলেন। ৫ই জুন মঙ্গলবার ইংরাজ সৈন্য প্রিটোরিয়া-নগরে প্রবেশ করিয়াছে। জনরব ক্রুগার পলাইয়াছে।

যে ব্যক্তির প্রতিভাবলে জগৎমান্য ইংলণ্ড হীনবল হইলেন, সেই ক্রুগার

পলাইয়া জীবন রক্ষা করিতে পারিলেই আপনার ধন্য মনে করিবে, ইহা আমরা লিখিতে অসমর্থ। জেনারেল বোথা প্রিটোরিয়ার আটক্রোশ উত্তরে যেরূপ যুদ্ধ করিতেছেন তাহা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছেন। প্রকাশ যে বুয়রগণ আবার ইংরাজের হাজার সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে, তদন্তর আরো কতকগুলি সম্ভ্রান্ত বংশীয় ইংরাজ ভলাণ্টীয়ার বুয়র হস্তে বন্দী হইয়াছেন। রেনষ্টার নদী তীরে লর্ডমেথুয়েন ঘোর সমরে ব্যস্ত আছেন। সেনাপতি বুলার নেটাল সীমান্ত পার হইয়া ট্রান্সভাল রাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক লেংস্‌নেকে নামক ভীষণ পার্ব্বতীয় গিরিপথ অতিক্রম করিয়াছেন। এই উপলক্ষে ১০ই এবং ১২ই জুন যে, যুদ্ধ হয় তাহাতে ২৬ জন ইংরাজ হত এবং ১২৬ আহত।

ক্রুগার এখন নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। পূর্ব্বে তিনি লিডেনবর্গ নগরটীকে রাজধানী করেন। জনরব ক্রুগার সন্ধি প্রার্থী। বুয়র সেনাপতি বোথা লর্ড রবার্টসকে ৫ দিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে বলিয়াছিলেন। প্রথমতঃ লর্ড মহাশয় অস্বীকার করেন, শেষ দুই দিগের যুদ্ধ বন্ধ রাখিতেসম্মত হইয়াছেন। বুয়রগণও বন্দী সম্ভ্রান্ত বংশীয় ভলাণ্টীয়ারদিগকে মুক্তি দিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইংরাজগণ ক্রুগারের যে দুইটী পুত্রকে বন্দী করিয়াছিলেন তাহাদিগকে তাঁহারাও ছাড়িয়া দিলেন। এইরূপে ক্রমে উভয় পক্ষের মনের সরলতা দৃষ্ট হইতেছে। সংবাদপত্রের সংবাদ দাতারাও ক্রমে ক্রমে নিজ নিজ দেশে যাত্রা করিতেছেন।

এক্ষণে জগৎবাসীর চক্ষে আর একপ্রকার অভিনয় উপস্থিত হইতেছে। পরস্পর যে ভাব অবলম্বন করিলে ইংরাজ বুয়রে উপযুক্ত সর্ত্ত অনুসারে সন্ধি বন্ধন হইবে, তাহা কিরূপ আকার ধারণ করিতেছে উহাই সকলের আলোচ্য। আমি অভ্রান্ত আর সকলেই ভ্রান্ত এইরূপ সংস্কারাপন্ন ব্যক্তির কথা আমরা শুনিতে ভালবাসি না। কর্ত্তব্যজ্ঞান বিশিষ্ট মহাত্মার প্রমুখাৎ কি অভিমতি প্রকাশ পায় তাহাই শ্রুতব্য। কর্ত্তব্যজ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয়াভ্যন্তরে যে স্বর্গীয় প্রতিভালোক বিরাজিত, প্রকাশ্যে সর্ব্বাংশেও সেই শান্তিপ্রদ বিমল প্রতিভালোক পরিব্যাপ্ত। তাঁহার অভিপ্রায় ও উপদেশ শত্রু মিত্র সমভাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।

মনে হইয়াছিল দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রাম সংবাদ আর লিখিব না। কিন্তু

যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি, ন্যায়ানুগত বিচারে সেই ব্রতের পবিত্র সত্যানুরোধে লেখনী ক্ষান্ত থাকিতে অধর্ম্ম মনে করিতেছে। পাঠক মহোদয়গণও আফ্রিকার আদিম নিবাসী অসভ্য জাতির ইতিবৃত্ত পাঠ করিতে সম্মত আছেন। প্রকৃত কথা বলিতে হইলে ইহা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে, দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধনীতি, বর্ব্বর অসভ্যদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নীতি বলা কষ্টসাধ্য প্রমাণ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না।

মাঝে মাঝে কত শত খণ্ড যুদ্ধ হইতেছে, তাহার সংখ্যাই হয় না। প্রতিদিনই কামানের গর্জ্জন, গোলা বর্ষণ, সৈন্যপতন হইতেছে; বৎসরকাল প্রায় এইরূপ লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড হইতেছে তথাপি যুদ্ধের বিরাম হইল না। বুয়রগণ পরাস্ত হইয়াও এ পর্য্যন্ত রণশ্রান্তি করিতে প্রস্তুত হইতেছে না; কেন তাহার গূঢ় মর্ম্ম প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বক্তাই প্রকাশ করিয়াছেন, কেবল মানের খাতিরে ইংরাজ রাজপুরুষগণ সমরানল প্রজ্জলিত রাখিয়াছেন। প্রত্যবায় জন্য যে নিন্দা বা দণ্ড আছে, তাহা ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজপুরুষগণকে ভোগ করিতে হইবে, ইহা অন্য কেহ স্বীকার না করিলেও পরিণামদর্শী শান্তিপ্রিয় জাতিমাত্রেই বহুদিন পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছেন। যদি পূর্ব্ব ইতিহাস পরবর্ত্তী বংশের শিক্ষোপযোগী না হয়, তবে কাহার মস্তকে সেই পাপভার অর্পণ করিব, ন্যায়নিষ্ঠ কর্ত্তব্য পরায়ণ ব্যক্তিগণ তাহার সুমীমাংসা করিতে প্রস্তুত থাকুন ইহাই চূড়ান্ত মীমাংসা।

সম্প্রতি বিলাতের টাইম্‌স্ নামক সুপ্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রে,অসমে ডবার্টলেট কুট্‌স ইংরাজ ভলণ্টীয়ার একপত্র লিখিয়াছেন। তদ্দ্বারা মীমাংসা করা হইয়াছে, লর্ড রবার্টস যখন বুলুম ফণ্টীন অধিকার করেন সেই সময়ে বিশ হাজার গোরা পীড়িত এবং আহত হইয়া শয্যাশায়িত ছিল। দশ হাজারের অধিক গোরা ভীষণ জ্বর বিকার রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। এই সকল গোরার মধ্যে কত লোক প্রাণত্যাগ করিল তাহার প্রকৃত সংখ্যা এখনও প্রকাশ হইতেছে না। আহত এবং রুগ্ন সৈন্যদিগের যথোচিত সেবা শুশ্রূষা হয় নাই এই জন্যই সেনাপতির কার্য্যে দোষারোপ হইতেছে। তন্নিমিত্তই এই রণনীতি বর্ব্বরোচিত যুদ্ধনীতি বলিতে কেহই শঙ্কুচিত হইতেছেন না। এই ভীষণ সংবাদ এতদিন গোপন ছিল। ক্রমশঃ

বিবিধ বিষয়।

প্রলাপ—

আমাদের মরপূজক সহযোগী "প্রচারকের" স্বর্গীয় তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া গাত্র জ্বালায় প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিয়াছেন!!

আমাদের তুরস্কের সোলতান দেমাস্কাস হইতে মক্কা পর্য্যন্ত রেলওয়ে স্থাপন এবং আধুনিক প্রণালীমতে ৮ খানা যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। উভয় কার্য্যই দেশী লোকদের দ্বারা সম্পন্ন করিবেন, বিদেশীর সাহায্য লওয়া হইবে না।

মাসিক চাঁদা আদায়।

(আষাঢ়)

লা মজহাবী অরি মওলানা মহম্মদ মনিরজ্জমান			১৲
লা মজহাবী নাশক মৌলবী সৈয়দ আমানত আলি			১৲
মুনশী আব্দচ্ছমদ খাঁ	...	...	১৲
মুনশী জোবেদ আলি হালদার	...	...	১৲

এককালীন সাহায্য আদায়।

মৌলবী মহম্মদ ওয়াজেদ আলি ওরফে চাঁদমিয়া সাহেব জমিদার করটিয়া			১৮৲
মৌলবী আব্দল হামিদ খান, ইউসফজি, টাঙ্গাইল			৫৲
A. Goznabi Esqr.	...	...	5 Rs.
মুনশী জমির উদ্দীন শেখ, প্রচারক		...	৩৲

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

(২য় বর্ষ)

মৌলবী রেয়াজ অলদিন আহমদ, চারান			২৲
মুনশী শমশের আলি সরকার, কুকরাইল			২৲
মুনশী গোলাম মওলা, টিটেগড়			১৲
মৌলবী সৈয়দ নুরল হোদা, টিটেগড়			১৲

বার্ষিক **ইসলাম** মূল্য ৩৲ টাকা

আষাঢ় মাসের ইসলাম ছাপা হইতেছে।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মাসিকপত্র।

ইসলামে কি কি আছে?

যে "তফসীর হাক্কানি" প্রকাশিত হওয়ায় জগৎব্যাপী খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের উজ্জল বিভা ম্লান হইয়া যাইতেছে, পাদরীদিগের বিষদন্ত ভগ্ন হওয়ায় বক্ষে করাঘাত করতঃ ঊর্দ্ধদিকে তাকাইয়া কেবল "যীশু, যীশু" করিতেছে; তর্ক প্রিয় খ্রীষ্টীয়ানের কণ্ঠরোধ হওয়ায় অধমুখে বসিয়া হায়! হায়! করিতছে।

যে তফসীর হাক্কানি প্রকাশিত হওয়ায় বাকচতুর ব্রাহ্মগণ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়, যুক্তিপ্রিয় ব্রাহ্মগণের যুক্তি জাল ছিন্ন, নাস্তিকগণ হতবুদ্ধি এবং জড়-সড়; হিন্দুগণের কথা আর কি বলিব! তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া হাঁ করিয়া ইসলামের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে; এহেন তফসীরের বঙ্গানুবাদ "ইসলামে" আছে!!

আর কি আছে?

সমস্ত হদিসের সার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত জগৎ সম্মানিত "মেসকাত শরিফের" বঙ্গানুবাদ বাহির হইয়াছে। একাল পর্য্যন্ত কোন মোসলমান ইহার বঙ্গানুবাদ বাহির করেন নাই। "সুধাকরে" যে বিজ্ঞাপন আছে, উহা ব্রাহ্মদের। আমাদের ইহাতে উপরে আরবী তার নিচে বঙ্গানুবাদ আছে। কেবল এই দুইটী বিষয় লইয়া জ্যৈষ্ঠমাসের "ইসলাম" বাহির হইয়াছে। সকলে মনে রাখিবেন, অগ্রিম টাকা ব্যতীত কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হইবে না। আশা করি কেহ আমাদিগকে অনুরোধ পত্র লিখিবেন না। নমুনার জন্য ।১০ সাড়ে চারি আনার টিকিট পাঠাইতে হইবে।

সমাজ সেবক

ময়েজ উদ্দীন আহমদ।

প্রচারক আফিস ৩২।২ নং ক্যানাল ইষ্ট রোড, নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা।

২য় বর্ষ ১৩০৭ শ্রাবণ। ৭ম সংখ্যা।

প্রচারক।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"* * যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তাহা প্রচার কর, * *"
মহা কোরান সুরে মায়দা ১০ম রুকু ৬০ আয়েত (পদ)।

মধু মিয়া দ্বারা সম্পাদিত।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

১। আয়ুব নবীর স্ত্রী—শ্রীযুক্ত মুনশী মহাম্মদ এসমাইল হোসেন ১৬৫
২। বিবাদ—শ্রীযুক্ত মৌলবী রেয়াজ অলদিন আহমদ ১৬৯
৩। ভুলি— ১৭৪
৪। গঙ্গারাম টাটার—শ্রীযুক্ত মুনশী আব্দুল লতিফ ১৭৭
৫। ভারতে মোস্লেম এবে—শ্রীযুক্ত মৌলবী নওশের আলি খাঁ ইউছফজী ১৮২
৬। সোলতান মাহমুদ—শ্রীযুক্ত মুনশী মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন ১৮৫
৭। সিরাজগঞ্জ ভ্রমণ ১৮৯
৮। খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম নীতি—শ্রীযুক্ত পাদ্রী চন্দ্রনাথ সরকার ১৯২
৯। বিবিধ বিষয় ১৯৪
১০। তফসীর হাক্কানির বঙ্গানুবাদ

PRINTED BY SARAT CHANDRA CHAKRAVARTI.
AT THE KALIKA PRESS,
17, Nanda Kumar Chowdhury's 2nd Lane,
Calcutta.

এই সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা।

নিয়মাবলী।

১। প্রচারকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲

২। ষাণ্মাসিক মূল্য ১।০

৩। বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম, প্রতি পৃষ্ঠা প্রত্যেক বার ৪৲ টাকা অর্দ্ধপেজ ২॥০, প্রতি লাইন চারি আনা।

৪। মুনশী ময়েজ উদ্দীন আহম্মদ সাহেবের নামে আফিসের ঠিকানায় টাকা কড়ি, বিনিময় পত্র, প্রবন্ধ এবং পত্রাদি পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার ও প্রকাশক।

এম আব্দর রসিদ

৩৯ নং বলদিয়াপাড়া রোড, (মাণিকতলা) কলিকাতা।

নূতন পুস্তক

তফসীর হাক্কানীর বঙ্গানুবাদ।

১ খণ্ড (১ম স্তবক)

আকার আট পেজি ৯ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৭২ পৃষ্ঠা মূল্য ॥০ আনা।

ময়েজ উদ্দীন আহমদ।

৩৯ নং বলদিয়া পাড়া রোড, মানিকতলা, কলিকাতা।

রূপার ঘড়ি !!

(গ্রাণ্টি তিনবৎসর)

আমরা বিলাত হইতে খাটি রৌপানির্ম্মিত (হাণ্টিং ওয়াচ) ঘড়ি আনায়ন করিয়া সস্তামূল্যে বিক্রয় করিতেছি। এই ঘড়ি ওয়াণ্ডিং অর্থাৎ চাবিদ্বারা দমদিতে হয়। সেকেণ্ড ও মিনিট হ্যাণ্ড অতি উত্তম। যত্নের সহিত ব্যবহার করিলে একটি ঘড়িতে আজীবন কাটিতে পারে।

মূল্য।

১ নং ... ... ১২৲ টাকা।

২ নং ... ... ১০৲ টাকা

অর্ডার পাইলে আমরা ঘড়ি ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া থাকি।

বিক্রেতা—শ্রীআব্দচ্ছমদ খাঁ।

৩২।২ নং ক্যানাল ইষ্ট রোড, নারিকেল ডাঙ্গা, কলিকাতা।

দ্বিতীয় বর্ষ। ১৩০৭, শ্রাবণ। ৭ম সংখ্যা।

প্রচারক।

বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।

অয়ুবনবীর স্ত্রী।

(আদর্শসতী—বিবী রহিমা।)

[ভাঙ্গাবাড়ী নিবাসী পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মুজীবর রহমান সাহেবের হস্তলিখিত কীটদষ্ট জরাজীর্ণ "প্রবন্ধ দীপিকা" পুস্তক হইতে সমুদ্ধৃতা]

উপরে যে, সতী মহিলার নাম লিখিত হইল, ইনি ধর্ম্মাবতার আয়ুব নবীর অন্যতম সহধর্ম্মিনী ছিলেন। ইঁহার জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় যে, বিধাতা নারীজাতিকে পতিব্রতা ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্তই জগতীতলে এই সাধ্বী রমণীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইঁহার ন্যায় পতি হিতৈষিণী ও পতিগতপ্রাণা রমণী ভূমণ্ডলে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি প্রথমে কিরূপ ধর্ম্মপরায়ণ ঐশ্বর্য্যশালী স্বামীর হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন, পরে ঐশ্বরিক লীলায় স্বামী একান্ত হীনাবস্থা ও উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইলে ছায়ার ন্যায় সঙ্গে থাকিয়া কিরূপ অকৃত্রিম প্রেমভক্তি সহকারে তাঁহার পরিচর্য্যাদি করিয়াছিলেন, ক্রমে তাহাই লিখিত হইতেছে।

তুরস্কের সিরিয়া প্রদেশে আয়ুব নবীর বাসস্থান ছিল। নির্জ্জনে নিবিষ্ট চিত্তে পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের দৈনন্দিন উপাসনা করিয়া ইঁহার জীবিতকাল পরি সমাপ্ত হইয়াছে। ইনি কোন জনপদ বিশেষের অধীশ্বর ছিলেন না বটে, কিন্তু ঐশ্বর্য্য ও কৃতিত্ব এত অধিক ছিল যে, সার্ব্বভৌম নরপতি ইঁহার নিকট অম্লানচিত্তে মস্তকাবনত করিতেন। কথিত আছে

আর্য্য আয়ুবের হস্তী উষ্ট্র অশ্ব প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর সংখ্যা চত্বারিংশৎ সহস্রের অধিক ছিল। আর এই সকল পশ্বাদির রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত পরিমাণাধিক ভৃত্যাদিও ছিল। গচ্ছিত ধন যে, কত ছিল, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। ইনি যেমন অগনিত ধন সম্পত্তির অধিপতি ছিলেন, দানাদি সৎকার্য্যে ইঁহার হস্ত সেইরূপ মুক্ত ছিল। কথিত আছে আর্য্য আয়ুব প্রতিদিন দশজন ক্ষুধাতুরকে অন্নদান ও দশজন বস্ত্রবিহীনকে বস্ত্র দান না করিয়া অন্নাহার ও উত্তম বস্ত্র পরিধান করিতেন না। আতিথ্য প্রিয়তায় আয়ুবের সুযশোগীতি সর্ব্বত্র সর্ব্বজন বিশ্রুত ছিল। এজন্য অগণ্য অতিথি অহর্নিশ ইঁহার পুণ্যভবনে পানভোজনের নিমিত্ত সমাগত হইত। আয়ুব নবী ধর্ম্মশাস্ত্রের একজন উৎকৃষ্ট অধ্যাপক ছিলেন; এজন্য শত শত অন্তেবাসী তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া নিয়ত ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায় কালহরণ করিতেন। ইহার উপর অসংখ্য করী-সেবক, অশ্ব-পালক, উষ্ট্র-রক্ষক ভৃত্য-গণের উচ্চ কোলাহলে আয়ুব নবীর বহির্ভবন নিয়ত মুখরিত হইত। মহামতি আয়ুব ক্রমে চারিজন ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহাদের গর্ভে আয়ুবের দুই পুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বলাবাহুল্য যে, এই সকল স্ত্রী পুত্র ও কন্যাগণের সেবার্থ শত শত দাসদাসী অন্তঃপুরে অনুক্ষণ নিযুক্ত থাকিত। বস্তুতঃ সুখের সময় সদস্য, মিত্র, স্ত্রী ও ভৃত্যগণের আনন্দ-কোলাহলে আয়ুব-ভবন 'আনন্দ ভবন' বলিয়া প্রতীয়-মান হইত।

কাল-বৈচিত্র্যে ঈদৃশ পরম ভাগ্যবান আয়ুব যারপর নাই হীনাবস্থ হইয়া পড়িলেন। নানাবিধ অনৈমিত্তিক কারণে অল্পদিনেই তাঁহার পূর্ণ ধনভাণ্ডার শূন্য হইল! উপযুক্ত পারিশ্রমিক না পাইয়া পশ্বাদি সংরক্ষক ভৃত্যগণ ক্রমশঃ স্থানান্তরিত হইতে লাগিল; সুতরাং রক্ষণাবেক্ষণ ও আহারা-ভাবে রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া তাহার গৃহ-পালিত পশু সকল দিন দিন বিনষ্ট হইতে লাগিল। অন্তঃপুরস্থ পরিচারিকাগণ প্রভু ও প্রভুপত্নীগণের শোচ-নীয় দশা দেখিয়া স্থানান্তরে উপজীবিকার অন্বেষণে বহির্গত হইল। প্রিয়-তম শিষ্যগণ উপাধ্যায়কে শ্রীহীন দেখিয়া বিষণ্ণচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সুখের সময় যে সকল মিত্র-কুটুম্ব পারিপার্শ্বিক রূপে আয়ুব

পার্শ্বে অনুক্ষণ বিরাজ করিতেন;' অতঃপর তাহারা সকলেই অন্তর্হিত হই-লেন। পূর্ব্বে উল্লেখিত হইয়াছে আয়ুব নবীর দুইপুত্র ও তিন কন্যা ছিল, তাঁহারা সকলেই "মোক্তেবখানা"য় বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। নবীবর আয়ুব একদা উপাসনায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় শুনিলেন যে, "মোক্তেব"-মন্দিরের ছাদ ভগ্ন হইয়া তাঁহার প্রণাধিক পুত্র কন্যাগণ এক সঙ্গেই মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। ফলতঃ এইরূপে অল্পকাল মধ্যে আয়ুব নবীর আনন্দভবন মহা শ্মশানে পরিণত হইল এবং তিনি কেবলমাত্র পত্নী চতুষ্টয় সহ মহাশ্মশানের ইন্ধনরূপে এই শ্মশান নিকেতনে থাকিয়া দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন। এই সময় পতিপরায়ণা রহিমাই কেবল নবিবরের শোক-দুঃখের সঙ্গিনী ছিলেন; রহিমা স্বামীর এতাদৃশ লোকাতীত ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে মর্ম্মা-হত হইলেন বটে, কিন্তু আশ্চর্য্যরূপে আত্ম-দমন করিয়া নিরন্তর শোকসন্তপ্ত স্বামীর চিত্ত-বিনোদনের প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

পণ্ডিতেরা বলেন "বিপদ ছিদ্র পাইলে বহুল হয়"; হৃৎসর্ব্বস্ব ইষ্টজন বিয়োগ বিধুর আয়ুব-ভাগ্যে ক্রমশঃ যেন তাহাই ফলিতে লাগিল। উল্লি-খিত নিদারুণ দুর্দ্দশার উপর তিনি উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। প্রথমে সর্ব্বাঙ্গে একপ্রকার বিষময় বীভৎস স্ফোটক উদ্ভূত হইয়া এবং অল্পদিনেই পাকিয়া তাহা হইতে অতি দুর্গন্ধ পূঁয ও ক্লেদ নির্গত হইতে লাগিল। এই সময় হইতে আয়ুব স্ফোটক-যন্ত্রনায় কাতর হইয়া শয্যা-শায়ী হইলেন এবং ক্রমশঃ এত দুর্ব্বল ও বিকল হইয়া পড়িলেন যে, স্বেচ্ছায় পার্শ্বপরিবর্ত্তনের সামর্থ্য রহিল না। তাঁহার দেহজাত রক্ত পূঁয ও ক্লেদের বিকট দুর্গন্ধ প্রথমে গৃহময় তৎপর পল্লীময় পরিব্যাপ্ত হইল। এই হেতু করুণ হৃদয় প্রতিবেশী, যাহারা মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহার রোগযন্ত্রণায় সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন, তাঁহারা আর তাঁহার প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিলেন না। অধিক কি এই সময় আয়ুব নবীর অপরা স্ত্রীগণ তাঁহার শয়ন-গৃহের দ্বারদেশে আসিতেও যার-পর নাই ঘৃণাবোধ করিতে লাগিলেন। কেবল পরমা সতী রহিমাই এই দুঃসময়ে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া নিরন্তর মুমূর্ষ স্বামীর পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত রহিলেন।

রহিমা বিজাতীয় দুর্গন্ধ অম্লানচিত্তে সহ্য করিয়া স্বামীর দেহোদ্ভূত পূঁয-রক্তাদি প্রতিদিন সাত আটবার করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতেন। শরীরজাত

ক্লেদে পরিধান বসন দূষিত হইলে স্বহস্তে স্বামীকে বস্ত্রান্তর পরিধান করাইতেন। যখন আয়ুব স্ফোটক যন্ত্রণায় শয্যাতলে পতিত হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেন, তখন রহিমা গলদশ্রুলোচনে স্বকীয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাঁহাকে ব্যজন করিতেন। ক্ষুধার সময় পথ্য রন্ধন করতঃ স্বহস্তে তুলিয়া স্বামীকে আহার করাইতেন। স্বামীর কোনরূপ বিশেষ অসুখ বা অভাব উপস্থিত হইতে পারে এই মনে করিয়া ভীষণ কালরাত্রি শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অনিদ্রায় যাপন করিতেন। কথিত আছে, রহিমা এইরূপে অসহনীয় ক্লেশ অকাতরে সহ্য করিয়া চারিবর্ষ কাল নিয়ত স্বামী-সেবা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার পীড়ার উপশম হইল না।

ইহার পর আয়ুব নবীর উৎকট পীড়া আরও ভীষণাকার ধারণ করিল। স্ফোটক সকল গলিত ও বিস্তীর্ণ হইয়া শরীরময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র হইল। হস্তপদাদির মাংস সকল ক্রমশঃ পচিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। এই সময় নবীবর আয়ুবের অন্য তিন পত্নী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব পিতৃভবনে গমন করিলেন। তদ্‌দৃষ্টে আয়ুব রহিমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "প্রিয়তমে! আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া একে একে সকলেই পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গেল; বিধাতা এ দুরদৃষ্টে আরও যে কত ক্লেশভোগ লিখিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। তুমি আমার নিমিত্ত একাল পর্য্যন্ত যে সকল দুর্ব্বিষহ ক্লেশ অক্লেশে সহ্য করিয়াছ, নারীকুলের কেহই সেরূপ ক্লেশ সহ্য করিতে পারে নাই। আমি রোগযন্ত্রণায় যৎপরোনাস্তি ক্লেশভোগ করিতেছি বটে, কিন্তু তোমার অনিদ্রা ও অনাহার জনিত কষ্ট অনুভব করিয়া তদপেক্ষা বিষমতম ক্লেশে জর্জ্জরিত হইতেছি। অতএব আমি প্রহৃষ্টচিত্তে বলিতেছি, তুমিও কিয়ৎকালের জন্য পিতৃ গৃহে গমন করিয়া আত্মদুঃখের অপনোদন কর।" এই সকল কথা বলিয়া আয়ুব, রহিমার মুখপানে অনির্নিমেষে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। পতিময়াত্মা রহিমা মুমূর্ষ পতির বচন-পরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া ভগ্নহৃদয়ে কহিলেন "নাথ! চিরসেবিকা অধীনীকে আজি এতাদৃশ অভাবনীয় নিষ্ঠুর বাক্য কেন বলিতেছেন; কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যদি অজ্ঞাতসারে সেবা শুশ্রূষার কোনরূপ ত্রুটী করিয়া থাকি, তাহা কি ক্ষমার যোগ্য নহে? নাথ! ধর্ম্ম-

শাস্ত্রে শুনিয়াছি, কর্ম্মক্ষেত্র সংসারে পতিসেবাই সতীর একমাত্র কার্য্য; পতি আরাধনাই সতীজীবনের নিত্যব্রত। পতি সেবাই সতীর প্রধান ধর্ম্ম এবং পতির চরণতলই সতীর স্বর্গ। ফলতঃ পতিই সতীনারীর চতুর্ব্বর্গের ফলপ্রদাতা। যে নারী সুসময়ে স্বামীসুখের অংশভোগিনী হয়, আবার দুঃসময়ে পরিত্যাগ করিয়া সুখান্তরের চেষ্টা করে, সে নারী 'বারযোষা' নামের যোগ্যা। ইহলোকে তাহার অপকীর্ত্তি দিক্ দিগন্ত ব্যাপিনী হয় এবং পরকালে সে অনন্তকাল নিরয়াগ্নিতে দগ্ধীভূত হয়। প্রভো! ধর্ম্মশাস্ত্রের এই মহতী বাণী দাসীর হৃদয়-কক্ষে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। অতএব চরণকিঙ্করীকে পিতৃভবনে গমনের কথা বলিয়া আর অধিক মর্ম্মাহতা করিবেন না। আপনি মনে করিয়াছেন, অন্যান্য সপত্নীগণের ন্যায় আমিও আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া জনকাবাসে গমন করিব; কিন্তু নাথ! এরূপ কথা কখনই মনে স্থান দিবেন না। আপনাকে ঈদৃশ উৎকট সঙ্কটে একাকী ফেলিয়া রাখিয়া আমি কোন্ প্রাণে কোন্ সুখে পিত্রালয়ে অবস্থান করিব? পরলোকেই বা ঈশ্বর সমীপে কি উত্তর দান করিব? আর অধিক কি বলিব, আমি আপনার পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া বলিতেছি, আপনাকে ঈদৃশ বিষমতম বিপদে পতিত রাখিয়া সপত্নীগণের ন্যায় পিত্রাবাসে বা স্থানান্তরে প্রাণান্তেও গমন করিব না। কেবল দয়াময় পরম পিতার সন্নিধানে আপনার রোগমুক্তির প্রার্থনা ও চরণসেবা করিয়া জীবিতকাল অতিবাহিত করিব।" প্রেরিত মহাপুরুষ আয়ুব মূর্ত্তিমতী সতীর এই সকল অমৃতায়মান প্রেমপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। পীড়িতাবস্থাতেই অননুমেয় সুখানুভব করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ

বিবাদ।

(২)

শ্রদ্ধেয় বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয় সে দিন ইতিহাস পড়িতে পড়িতে এক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন যে, "মোসলমান বাদশাহেরা ভারতের উপর অন্যূন সাত আট শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে কেবল এই মাত্র যে, কয়েকজন মোসলমান বাদশাহ

এই দেশে বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। মোগলেরা যে এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহাই তাহার প্রধান কারণ। আকবর প্রথম দৃষ্টান্ত দেখান, সেই দৃষ্টান্ত তাহার পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রেরা সকলেই অনুকরণ করিয়াছিলেন।" মাননীয় পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত এই প্রবন্ধ পড়িয়াই ইহাকে একটা বিচার্য্য বিষয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এবং তিনি ইতিহাসবেত্তা তাই ইতিহাস আন্দোলন করিয়া ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে "আকবর যখন বাহিরে উদারতা ও সমদর্শিতার পরিচয় দিয়া জন সাধারণকে বিমোহিত করেন, তখন তাঁহার কৌশল বা চাতুরি প্রকাশের সুবিধা ঘটে। তিনি হিন্দুর চিরন্তন আভিজাত্য গৌরব, পরিশুদ্ধ জাতীয় ভাবের উপর প্রাধান্য প্রকাশ করিয়া হিন্দুকে আপনার পদানত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি আকবর, বুঝিয়াছিলেন হিন্দু সর্ব্ব বিষয়ে জগতে অতুলনীয়। হিন্দুর অকলঙ্ক সভ্যতা আছে, জ্ঞান গরীমার ভিত্তিস্বরূপ দর্শন শাস্ত্র আছে। অনন্ত রত্নের আকর মহাকাব্য আছে; আভিজাত্যের উদ্দীপনার অপূর্ব্ব বীরত্ব ও তেজস্বীতা আছে, এই উদ্দীপনা স্রোত নিরুদ্ধ করাই আকবরের উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দু আপনার হিন্দুত্বে বিসর্জ্জন দিয়া আত্মবিস্মৃত হয় এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া মুসলমানের আনুগত্য স্বীকার করে, আকবর এই অভিপ্রায়ই কৌশলে জাল বিস্তার করেন। কোন হিন্দুও সম্রাটের প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া ঐ জালে আবদ্ধ হয়েন, তাঁহার হস্তে কন্যারত্ন সমর্পণ পূর্ব্বক আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। তদনন্তর আকবর বহু যত্নে ইষ্টকের পর ইষ্টক রাখিয়া যে সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন, তাহা শেষে তদীয় আভিজাত্য ভেদসাধিনী নীতির দোষে ধুলিস্তূপে পরিণত হয়। অতএব "দেখা গেল আকবর হিন্দুর সহিত যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে হিন্দুর হৃদয়ে ধিক্কার ভিন্ন সন্তোষের আবির্ভাব হয় নাই। প্রতাপসিংহ আকবরের সমক্ষে যে দৃষ্টান্ত দেখান, সে দৃষ্টান্ত হিন্দু বিস্মৃতি সাগরে ডুবায় নাই। সেই দৃষ্টান্তই হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষার বাসনা বলবতী হয় এবং সেই দৃষ্টান্তানুসারেই হিন্দু আভিজাত্য রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বিষাল মোগল সাম্রাজ্য বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে।"

মূলপ্রস্তাব পড়িয়া একটা গল্প মনে পড়ে বৃদ্ধ জ্যাক বৃদ্ধা প্রণয়িনীর প্রশংসা

করিতে যাইয়া যুবক যুবতি দলের সহিত বিতন্তায় বলিতেছেন যে, তোমরা কে হে? বৃদ্ধা মহিলাগণই ত ইংলণ্ডের' সমস্ত গৌরবের মূল বৃদ্ধা মহিলারাই সমস্ত বিড়াল পালন করেন, তাহারা মাঠের তৃণশস্য নাশক ইন্দুর বিনাশ করে, ঐ তৃণ শস্য ভক্ষণে ইংলণ্ডের বৃষ সকল মহাকায়। ঐ মহা বৃষ মাংস ভক্ষণ করিয়া ব্রিটন সন্তানগণ দৈর্ঘ বীর্য্য শারীরিক মহিমায় পৃথিবীতে অতুল। তাহারা দেশের পর দেশ জাতির পর জাতিকে যে পরাজিত ও পদানত করেন, ইহার গৌরব ও কারণ ঐ সকল বৃদ্ধা মহিলাতেই অর্শে। মূল প্রস্তাব লেখক সেইরূপ বুঝিয়াছেন যে সম্রাট জালাল উদ্দীন আকবর খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে দুইজন হিন্দু রাজকুমারির পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতেই খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দি হইতে অষ্টাদশ শতাব্দি পর্য্যন্ত মোসলমান রাজত্ব ভারতবর্ষে অক্ষয় ছিল! কিন্তু প্রতিবাদ কর্ত্তা বুঝিয়াছেন ঐ এক দোষেই মোসলমান রাজত্ব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি আকবর হিন্দুর অকলঙ্ক সভ্যতা, জ্ঞান গরীমার ভিত্তিস্বরূপ দর্শন শাস্ত্র, অনন্ত রত্নের আকর মহাকাব্য, আভিজাত্যের উদ্দীপনাময় অপূর্ব্ব বীরত্ব ও তেজস্বিতার ধ্বংস করিবার জন্য স্বয়ং দুইজন হিন্দু নারীর পাণিগ্রহণ করেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধির দৃষ্টান্ত স্থল। জাহাঙ্গিরের ২৩টা বিবাহের মধ্যে ৮জন স্ত্রী হিন্দু, কিন্তু হায়! আশা একদিকে, নিয়তি অন্য পথে আকবর যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহা সফল হয় নাই। বাল্মিকী, ব্যাস, কপিল কণাদের কীর্ত্তি হিন্দুর সাহিত্য দর্শন বিস্তারে রামায়ণ, মহাভারত রঘুবংশ শকুন্তলা কুমারসম্ভব ভট্টি কাব্য শ্রীহর্ষ চরিত, কীরাতার্জ্জনীয়ম্ উত্তর রামচরিত সাংখ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি ধ্বংস করিবার জন্য যে দুইজন নিরন্তর হিন্দু ভাষাবাদিনী হিন্দু রাজকুমারির পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হইল না। প্রত্যুতঃ তাহার কুট চেষ্টা বুঝিতে পারিয়া ন্যূন পক্ষে আরও গোটা দশ বার দর্শন উৎপন্ন হইল, অন্নদামঙ্গল কালিকাপুরাণ প্রভৃতি মহাকাব্য প্রাদুর্ভূত হইল, তৎসমস্তের মর্ম্মগ্রহণে হিন্দুরা আপনাদের আভিজাত্যের মর্ম্ম বুঝিয়া মোসলমান সাম্রাজ্যকে লঙ্কার অমৃত ফলের বনের ন্যায় চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

এখন বিষয় এক, কিন্তু তৎসম্বন্ধে দুই আচার্য্যের দুই সিদ্ধান্ত। আমরা

সমাজের নিম্নস্তরের জীবেরা ইহা হইতে কি শিক্ষা করিব, ভাবিয়া তাহার কুলকিনারা পাইতেছি না। আমাদের আচার্য্যেরা যাহা গুরুতর বিষয় মনে করিয়া তাহার মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের বক্ষে বিষ দিগ্ধ শৈল্য সঞ্চালন করিয়াছেন, অনেক সাধারণ লোকের নিকট তাহা তত গুরুতর নহে! আমরা বাঙ্গালি আমরা বিশিষ্ঠ ভদ্রলোক আমরা কেবল বংশমর্য্যাদা, আভিজাত্যই বুঝি। সদর্প পুরুষোচিত, আত্ম মর্য্যাদায় অনুপ্রাণিত, সঙ্কীর্ণ শরীরের অভ্যন্তরে অপরাজেয় হৃদয় আমরা অনুমান করিতে পারি না। সতরজন যবনের ভয়েই হউক বা অশুচি স্পর্শের ঘৃণাতেই হউক আমাদের পূর্ব্বতন আভিজাতগণ খিড়কি দ্বার দিয়া উচ্ছিষ্ট হাতে পলায়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহারা আভিজাত্য রক্ষার জন্য মোসলমান সাম্রাজ্য ধুলিসাত করিয়াছেন বলিয়া আমাদের প্রতিবাদ প্রবন্ধ লেখক বুঝিয়াছেন, সে দেশ কিন্তু তদ্রুপ ভদ্রসন্তানের বাসস্থান ছিল না। অর্দ্ধ সূচ্যগ্র বিদ্ধ ভূমির জন্য যে জাতির ৪০ লক্ষ যোদ্ধা নিতান্ত অনুদার ক্ষুদ্রান্তঃকরণ ইতরের ন্যায় কুরুক্ষেত্রে পরস্পরের প্রহারে ভূপৃষ্ঠ সমাচ্ছাদিত করিয়া পতিত হইয়াছিল, প্রাণের ভয়ে শেষ দশ জনও পলায়ন করে নাই, তাহারা পিশৌর হইতে যমুনা পর্য্যন্ত বিশাল বিস্তারিত দেশ আভিজাত্য স্পর্শ দোষে দূষিত হইবার ভয়ে সহজে শত্রুর হস্তে সমর্পণ করেন নাই। তথায় প্রতিপদে ভারতবর্ষীয় প্রসিদ্ধ তরবার, এয়মন ও দামেস্কের ইউরোপ আসিয়া আফ্রিকা বিজয়ী উগ্রতরবারে প্রতিহত হইয়া অগ্নিস্ফূলিঙ্গ নির্গত করিয়াছিল, অতীব প্রচণ্ডতার সহিত নীল অশ্বারূঢ় ক্ষত্রিয়দিগের প্রস্তর বিদারী ভল্লবিদ্যুৎগতি আরব্য তাজি ও তুর্কী অশ্বারোহিদের অপ্রতিহত বর্ষার সহিত উন্মত্ত প্রলয় ক্রীড়া করিত আমাদের আভিজাত্য প্রবণ আচার্য্যগণ বিস্মৃত হইয়াছেন, উদীয়মান সভ্যতার সহিত প্রাচীন সভ্যতার বিষম সংগ্রাম সিংহ হৃদয় পুরুষগণের পরস্পরের শস্ত্রানলে প্রাণের ভস্মীকরণ মাতৃদুহিতৃ কলত্রগণের শত্রুহস্তে গঠন অপমান লাঞ্ছনায় তদপেক্ষায় তীব্রতম জ্বালার দহন, এ সকল আমাদের আচার্য্যদের মনে উদয় হয় নাই, তাহারা এই প্রাচীন সভ্যতায় মাতৃভূমির শত্রুর হস্তে আত্মসমর্পণে কেবল আভিজাত্যের বিনাশচেষ্টা ও পুনরুত্থানে তাহার Reactionই দেখিতে পাইয়াছেন।

তাহারা সাস্ত ভারত বর্ষে মৌসলমান সাম্রাজ্য উৎপন্ন ধ্বংসের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে ও বিচার্য্য বিষয়কে প্রমাণ বিশুদ্ধ করিবার জন্য অতীত একটী সদৃশ ঘটনারও সমালোচনা ও উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই।

কিন্তু ভারতবর্ষের মোসলমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে প্রাচীন সমাজ ও বর্ত্তমান সমাজ আসিয়িক জাতি ও ইউরোপীয় জাতি ও রাজবংশের সহিত ভারত বর্ষীয় জাতি সমাজ ও শত রাজ বংশের উদ্ভব ও বিলোপের তুলনা করিয়া সমুদায় সূক্ষ্ম রূপে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। নব্বই বৎসরের বৃদ্ধকে জীবিত দেখিয়া পঞ্চাশ বৎসরে মৃত্যুকে অস্বাভাবিক ও অকাল মৃত্যু বলিয়া মনে হয়; কিন্তু যে দেশের সকলকেই ত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বে মৃত্যুর গ্রাস পূর্ণ করে তথায় পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিয়া থাকা দীর্ঘ জীবিতার পরাকাষ্ঠা। এই হেতু সর্ব্ব প্রথমে আমাদিগকে অন্যান্য সাম্রাজ্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে ভারতবর্ষে মোসলমান সাম্রাজ্য সহস্রাধিক বৎসর জীবিত থাকিয়া অকালে বিলোপিত হইয়াছে কি না?

প্রবীন সাক্ষী ইতিহাস বলেন প্রাচীন সাম্রাজ্যের মধ্যে পরাক্রান্ত মিসর রাজ্য টালমি বংশের অধীনে ২৯৫ বৎসর, তৎপরে গ্রীসের অধীন থাকিয়া সিসষ্ট্রীসের বংশে ৯০০ বৎসর আত্ম রক্ষা করিয়া ছিল। ফিনিসিয়া ৬০০ বৎসর, প্যালেষ্টাইন ৩৫০ বৎসর, অন্যতর শাখা ইহুদি রাজ্য ধরিলে ৪৮৮ বৎসর, আশিরিয় অভ্যুদয় হইতে ১২০০ বৎসর পরাক্রান্ত মিডিয়া অর্থাৎ প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্য ১৯৬ বৎসর কার্থেজ ৬৫৫ বৎসর রাজতন্ত্র রোম ৫০৯ বৎসর বর্ত্তমান থাকিয়া বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ সকল দূরদেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভারতবর্ষেই জল বুদ্বুদের ন্যায় যে সকল অসংখ্য রাজ্য উৎপন্ন ও বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের স্থায়িত্ব কাল কাহারও শতাব্দী পূর্ণ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত চন্দ্র সূর্য্য অনল রাজবংশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। দীলিপের অশ্বমেধ. ইন্দুমতির সয়ম্বর, যুধিষ্ঠিয়ের রাজসূয় পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধন বৃত্তান্ত প্রভৃতি পাঠ করিলে বোধ হয়, এখনই একজন সসাগরা ধরার

রাজচক্রবর্ত্তী পরক্ষণেই তিনি অপরের পদতলে লুণ্ঠিত। অযোধ্যা ইন্দ্রপ্রস্থ ও হস্তিনাপুরের সহসা সাময়িক নক্ষত্রের ন্যায় অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি, পরক্ষণেই হঠাৎ অন্ধকার ময় নির্ব্বাণ। শকাব্দাঃ ও সম্বতের প্রতিষ্ঠাতৃদেব জীবনের সহিতই রাজ্যেরও পরিণতি। প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ মগধ সাম্রাজ্যও প্রবল দীপ্তি বিচ্ছুরিত করিয়া ক্রমে নিতান্ত ভস্মিল ক্ষীণ প্রদীপের ন্যায় স্বত্বামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া চারিশত বৎসর মাত্র বিদ্যমান ছিল।

মোসলমান সাম্রাজ্য ধ্বংশকালে মহারাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের ক্ষণিক উত্থান ও পতন প্রভৃতির সহিত তুলনায় মহম্মদ কাছেমের সিন্ধুবিজয় হইতে সিপাই বিদ্রোহ পর্য্যন্ত ১১৪০ বৎসর স্থায়ীত্ব দর্শনে ভারত বর্ষের মোসলমান সাম্রাজ্য অকালে বিনাশিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না বরং যুগযুগান্তর স্থায়ী বলিয়াই মনে হয়। বিশেষ আভিজাত্য ভেদ সাধিকা নীতিই হউক হিন্দু মোসলমানের সম্মিলন সাধিকা নীতিই হউক আকবর যাহা অবলম্বন করিয়া ছিলেন তাহাতে তাঁহার সামান্য রাজ্য পরাক্রান্ত মহাসাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল যে নীতি বর্ত্তমানে তাহার সাম্রাজ্যকে অবিনশ্বর গৌরব প্রদান করিয়াছিল। মৃত্যুর পরে তাহার উত্তরাধিকারীগণ, তাঁহার নীতির অনুসরণে সম্পূর্ণ ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। সেই মৃত নীতিই তাঁহার সহিত সমাধিস্থ হইয়া ৪০০ বৎসর পরে তাহার সাম্রাজ্য ধুলিসাত করিয়াছে ইহা কেবল বৃথা বাগাড়ম্বর ও কল্পনার গৌরব ভিন্ন কিছুই নহে। সুতরাং আমাদিগকে মোসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ও ধ্বংসের কারণান্তর অনুসন্ধান করিতে হইবে। ক্রমশঃ।

ভুলি।

১

ভুলি ভুলি করি তারে
ভুলিতে পারিগো কই,
সে যে মোর হৃদি-রাণী,—
সে যে মোর প্রাণ-সই।

২

তাই গো দিয়েছি তারে
হৃদি খানি সমুদায়,
সে যে মোর হৃদি-রত্ন
তারে কিগো ভোলা যায়?

৩

কিন্তু সে আমারে কভু
ভাবেনা গো আপনার,
মোর দুঃখ দে'খে ফিরে
নাহি চাহে এক বার।

৪

বরম্ সে সুখী হয়
ব্যথা দিয়ে মোর মনে,
তাই সে আসে না ধারে
ডাকিলে গো প্রাণপণে।

৫

কিন্তু তার পদ্ম নেত্রে
কভু যদি অশ্রু ঝরে,
ইচ্ছা হয় মোর মনে
মুছাতে যতন ক'রে।

৬

যদি গো অঞ্চলে তার
করি অশ্রু বিমোচন,
তবে গো সে অভিমানে
করে দ্রুত পলায়ণ।

৭

অনুগামী হ'য়ে যদি
যেতে করি নিবারণ,
তবে গো সে ক্রোধ ভরে
করে গালি বরিষণ।

৮

কিন্তু গো সে আমারে যে
ক্রোধভরে দেয় গালি,
তাহা যেন বোধ হয়
বসন্ত কোকিল বুলি।

৯

যদি গো সে একবার
করে গালি বরিষণ,
পুনঃ তাহা শুনিবারে
ব্যাকুলিত হয় মন।

১০

ক্রোধ ভরে মোর পানে
হানে যে কটাক্ষ বাণ,
থেকে থেকে তাহে যে গো
শিহরে আমার প্রাণ।

১১

সুন্দর, সে বক্র দৃষ্টি
বার বার হেরি যত,
দেখিতে বাসনা পুনঃ
হৃদে জাগে মোর তত।

১২

একথা ওকথা ব'লে
তারে গো রাগাতে চাই,
জ্বালাতন করি সদা
যখন যেখানে পাই।

১৩

অসহ্য হইলে বালা
করে অশ্রু বিসর্জ্জন,
গালি দিয়ে কটু ভাষে
করে মোরে সম্বোধন।

১৪

পদে ধ'রে বলি তারে
তখন সান্ত্বনা ভাষ,
সুন্দরি! ক্ষমলো মোরে
আমি যে তোমার দাস।

গঙ্গারাম-টাটার।

(৩)

দ্বাদশ উদ্যম।

খিলখোলা।

অষ্টমী-রাত্রির প্রভাত হইয়াছে—মেয়ে মহলে বড় ধূম পড়িয়াছে—কমলার কপাল ফিরিয়াছে—কমলার ভাল কাপড়-গয়না হইয়াছে—কমলাকে দেখিতে—কমলার কাপড় গয়না দেখিতে দলে দলে কি ভদ্র, কি অভদ্র অনেক বামাকুল, কমলার ঘরে সমবেত হইয়াছে। কমলা, দেবী; যেন নবমীর দিনে সত্য সত্যই গঙ্গারামের ঘরে দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে। তাই কুলাঙ্গনারা দেবী দর্শনে আসিয়াছে। কেহ কমলার বালা-অনন্ত দেখিতেছে

—কেহ চিক-মার্কড়ি দেখিতেছে—কেহ বলিতেছে "গড়ন অতি সুন্দর হইয়াছে"—কেহ বলিতেছে "বেশ খাঁটি সোণার গয়না হইয়াছে" কেহ কত ভরি কত দাম ইত্যাদির হিসাব আঁটিতেছে—আবার কেহ বলিতেছে "চিক্‌টা কপিপাতা হইলে ভাল হইত।" এইরূপ অন্যয় ব্যাখ্যা চলিতেছে—ওদিকে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের পত্নী চন্দ্রাবলী, মানভরে ঘরে খিল দিয়াছে—ঘোষাল ভায়ার বড়ই উৎকণ্ঠা হইয়াছে—তিনি কপাট ধরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। আস্তে আস্তে বলিতেছেন,—

"খিল খোলো।"

চন্দ্রাবলীর তখন সন্তান-সন্ততি হয় নাই—বয়স সবে পনের বৎসর। ছেলের মা হইলে ঘোষাল ভায়া "হেলার মা, ভোলার মা" ইত্যাদি যা'তা' নাম ধরিয়া ডাকিতে পারিতেন; সে সুবিধা টুকু ঘটিয়া উঠে নাই। আর আদর করিয়া নাম ধরিয়াও ডাকিতে পারিতেছেন না; বাড়ীতে মা-ভগ্নী প্রভৃতি আছেন। তাই, মিহি স্বরে বলিতেছেন,

"শুন্‌ছো কপাট টা খোল না?"

ভিতর হইতে কোন শব্দ হইল না। ভিতরে যিনি আছেন, একবার ডাকিলেই তিনি নিষ্কৃতি পান, তাঁহার মান ভঙ্গ হয়, এরূপ তিনি মনে করিতেছেন। কেননা, তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘরের ভিতর একাকিনী আছেন, কেহ তাঁহাকে ডাকে নাই। কিন্তু, এ অপর কেহ নয়, তাঁহার স্বামী ডাকিতেছেন; কাজেই খিল খুলিয়া বাহির হইবার তাঁহার ইচ্ছা থাকিলেও পারিতেছেন না। লজ্জাদেবী তাঁহাকে টিপিয়া ধরিয়া বসিয়া আছেন। মুখটাও একরকম বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ঘোষাল ভায়া দ্বারে পড়িয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিরক্ত হইয়া "কি জ্বালা" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সেই পাড়ার হ'রের মা বলিয়া এক নাপ্‌তেনীর বাস ছিল। সে গ্রাম সম্পর্কে আমাদের ঘোষাল ভায়ার ঠাকুমা হইত। তাহার সহিত চন্দ্রাবলীর বেশ ভাল বাসা ছিল। ঘোষাল দাদা, তাহার নিকট চন্দ্রাবলীর খিল দেওয়ার বিষয়ে আরজি দাখিল করিলেন।

পাঠক, ঘোষাল মহাশয়কে দাদা বলিলাম বলিয়া, দোষ ধরিবেন না।

চন্দ্রাবলীকে দু'টো কথা বলিবার আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। তাই সম্পর্কটা একটু নিকট করিয়া লইলাম। ছিঃ চন্দ্রাবলি! এ প্রভাত কালে তোমার মান করাটা ভাল হয় নাই। কারণ, পাঠকরা, মান ভঞ্জন পড়িতে আর বড় ভাল বাসেন না। ইহার পরিবর্ত্তে, দাদা যখন মধ্যাহ্ন ভোজন সারিয়া খট্টার উপর শয়ন করিয়া সর্ব্ব দুঃখ-বিনাশিনী হুক্কা দেবীর সেবা লইতেন, তখন আধ ঘোমটা দিয়া তাঁহার কোন পার্শ্বে বসিয়া আল্‌তা পরা পা দুখানি নীচে দিকে দোলাইয়া নাকের মিনে নাড়া দিয়া, তাঁহাকে দুকথা বলিলেই, আমাদের আর কষ্ট পাইতে হইত না।

হ'রের মা বলিল,

"হাঁ নাতি তাকে কিছু বলেছ নাকি?

স্বামী কিছু বলিলেই চন্দ্রাবলী খিল দিতেন এ কু-অভ্যাস তাঁর ছিল। দুই এক দফা হ'রের মা গিয়া খিল খুলাইয়া দিয়াছিল। এজন্য চন্দ্রাবলীর ভাব অনেকটা সে জানিত। ঘোষাল দাদা বলিলেন,

"দুর্ মাগি, তাকে আবার কি ব'লব? তোর কেবল ঐ কথা।"

"তবে দেখি কাণ্ডখানাই কি" এই বলিয়া হ'রের মা হেলিতে দুলিতে কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। ঘোষাল দাদা, তার বাড়ীতেই বসিয়া রহিলেন—কেন না, জবাবের নকলটা লইতে হইবে। হ'রের মা, অনেক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল। বলিল,

"তবেত সে খিল দেবেই।"

কৃষ্ণ। কেন?

হ, মা। কেন বলিতেছ? কিছুত জাননা। যেমন খোঁকা আর কি। অমন চাঁদ পানা মেয়েকে ভাল কাপড়-গয়না দাও না। ছিঃ, এমন হেন পূজোটা গেল।

এখনও বর্দ্ধমান-বীরভূম-মুর্শীদাবাদ প্রভৃতি জেলার পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতেরা পত্নী অর্থে "মেয়ে" শব্দ ব্যবহার করে। সুতরাং হ'রের মা'র কথায় পাঠককে দোষ ধরিতে নিষেধ করি।

কৃষ্ণ। যেমন জুটেছে, তেমনি কাপড় গয়না দিয়েছি—আর দিতে পাব কোথা?

হ, মা। দিতে পাব কোথা বলিতেছ—তুমি ত আর গঙ্গারাম দাদাকে চেয়ে গরীব নও ?

তিনি এবার কমলাকে যে সব কাপড়-গয়না দিয়েছেন, তা—দেখ্‌লে—এই পর্য্যন্ত বলিয়া হ'রের মা, আর পদ পূরণের শব্দ বিন্যাস করিতে পারিল না। 'কেননা সে প্রাচীনা। সেই সময়ে সরলা কোথা যাইতেছিল। হ'রের মা'র কথা কয়টা শুনিতে পাইয়া, তাড়াতাড়ি তাহার ঘরে গেল। তখন কৃষ্ণদাদা বলিতেছেন—

"তা—দে'খলে কি হয় ?"

সরলা চট্ করিয়া বলিয়া দিল।

"তা—দেখ্‌লে ভাব জন্মে যায়।"

হ'রের মাও সেই রকম কি একটা কথা হাঁতড়াইতে ছিল। সেও বলিল,

"তা—দেখ্‌লে ভাব জন্মে যায়।"

উভয়ের একই রূপ কথা শুনিয়া ঘোষাল দাদা বলিলেন,

"এবার ত গেল ঠাকু মা, তোমার না'ত বউকে রাগ্ করতে মানা ক'রো। আস্‌ছে বৎসরে সব জোগাড় করিয়া দিব।"

ত্রয়োদশ-উদ্যম।

তবে চ'ল্লেম।

এখন গঙ্গারামের কথা একটু বলি। পাঠক, মনে আছে ত ? গঙ্গারাম দূরে ব্যবসায় করিতে গিয়াছিলেন। এবার পথে ঘাটে তাঁহার সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। তবে অষ্টমীর দিনে তাঁহার বাহু স্পন্দিত হইয়াছিল। তিনি নবমীর দিনে বেলা দেড় প্রহরের সময় বাড়ী পঁহুছিলেন। তখন দেবী দর্শনাগতা বরাঙ্গনাগণের প্রস্থান হইয়াছে। যিনি দেবী দর্শন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ হন, কাজেই সকলকেই বরাঙ্গনা বলিতে বাধ্য হইলাম। গঙ্গারাম এবার বেশ লাভ করিয়াছেন। মিঠাই, সন্দেশ, নারিকেল-লাড়ু

প্রভৃতি অনেক জিনিষ আনিয়াছেন। সে সব কথা ছাড়িয়া দিলাম। কেননা, গ্রীষ্মকাল পড়িতে অনেকের তৃষ্ণা পাইতেছে। আর মিঠাই মিষ্টান্নে পিপাসাটা বেশী হয়। এমন হাত নাই যে, এক ঘটী কর্পূর-বাসিত শীতল জল কমলার কর-কমল হইতে দেওয়াইয়া বন্ধু পাঠকের তৃপ্তি সাধন করি। অতএব, মিঠাই মিষ্টান্নের হিসাবটা খরচের খাতায় লিখিত হইল।

গঙ্গারাম বাড়ীতে কমলাকে দেখিতে পান নাই—এদিকে ওদিকে চাহিতেছেন—এমত সময়ে "ঝম্‌ঝমানি" শব্দ শুনিতে পাইলেন। সে শব্দটা কমলার মলের। কমলা স্নান করিয়া বাড়ী আসিলেন। কমলার গায়ে সোণা রূপার অলঙ্কার দেখিয়া ঠাকুর প্রথমতঃ একটু বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হইবারই ত কথা ! গঙ্গারামের আজ খেতে কাল নাই, কমলা অলঙ্কার পাইল কোথা ? একথার উত্তরে একটা মন্তব্য কমলা আগে হইতেই আঁটিয়া রাখিয়া ছিলেন ; দৈব অনুকুল বশতঃ তাহা প্রকাশ করিবার সময়ও হইল না। ঠাকুরের বিস্ময় সরিয়া গিয়াছে—তিনি স্ফূর্ত্তীভরে অল্প হাসিয়া ফেলিলেন,

"তাই ভাবি ! আমি এত রোজগার করি, সেসব যায় কোথা ? তুমি সব লুকিয়ে রেখে দাও বটে ?"

ঐ কথা গুলি গঙ্গারাম অবশ্য কড়া কথায় বলিলেন না ; তথাপি যেন কমলার একটা আতঙ্ক হইল। সে আতঙ্কটা কেন হইল, তাহা পাঠকের বিচারাধীন। কমলা একটু মুখ নামাইয়া, একটু জড়সড় হইয়া—এক আধ-বার ঢোক গিলিয়া উত্তর করিলেন,

"লুকিয়ে রেখে কি সন্দেশ কিনে খাই ? এই যে সব গয়না করেছি, অদিন পড়্‌লে একদিন কাজ দেখবে।"

কমলার এত বুদ্ধি হইয়াছে—কমলা এরূপ গৃহিণী হইয়াছে ? ঠাকুরের আনন্দের আর সীমা রহিল না। আনন্দে ঢল ঢল হইয়া সব টাকা কড়ি জিনিষপত্র কমলার হাতে দিলেন। কমলা সে সব ঘরে রাখিয়া ঠাকুরকে জলখাবার দিলেন। আজ কমলা একটা নিয়মের বিপরীত কাজ করিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর কোথাও হইতে আসিলে, প্রথমেই এক গাড়ু জল গড়াইয়া দিতেন ; ঠাকুরের পা ধোয়া হইলে, গামছা লইয়া কমলা পা মোছা-ইয়া দিতেন। ঠাকুর চটিজুতা পরিতেন, সুতরাং পায়ে এক হেঁটো ধূলো—

হেন অপদার্থ যারা, যাবে তারা রসাতলে
জাতীয় উন্নতি তাদের ঘটিবে না কোন কালে ;

(৭)

গিয়াছ সকলে ভুলে সে আদিম কথা গুলি
কেমনে ভারতে পড়ে মোস্লেমের পদধুলী ?
বীর বেশে বীর সাজে
আরোহি জাহাজ মাঝে
পাল তুলে পুরাকালে কারয়ে সিন্ধু লঙ্ঘন
কে আসে প্রথম হেথা বাণিজ্য করি মনন ?

(৮)

একতার মহামন্ত্র মোরা এবে ভুলিয়াছি,
জাতীয় জীবন ভিত্তি একবারে নাশিয়াছি,
যে মধুর ভ্রাতৃ ভাবে
এস্লাম শিখাতো সবে
ভুলে তাহা "ভাই ভাই ঠাই ঠাই" শিখিয়াছি,
ভ্রাতৃ দ্বেষ পর গ্লানি সার ব্রত করিয়াছি ;

(৯)

নিয়া সুপ্তি দিবা নিশি অনর্থ বিবাদে রত
মজ্হাব মজ্হাব করি হতেছে বখেড়া কত ?
মূল কথা ভুলে গিয়ে
খোষা ভূশি সার করিয়ে
মোস্লেম ধরিছে অসি হায় রে মোস্লেম গলে
ক্ষণেক ভাবেনা তারা যেতেছে যে রসাতলে।

(১০)

শতকরা একজন জানেনা কোরাণ মানে
হদিসের সার তত্ব পশে না তাদের কাণে
ধর্ম্ম চিন্তা ভুলিয়াছে
অধর্ম্মে সার করেছে [illegible]

এস্লামের বিমল আভা নাই রে কারো অন্তরে
ধরম হুজগে তারা বকাবকী ক'রে মরে ;

(১১)

দেখনা মোস্লেম চেয়ে জগতে অপর জাতি
কেমনে যতনে তারা সাধিছে নিজ উন্নতি
কাল-নিদ্রা ত্যাগ কর
তাদের আদর্শ ধর
পূর্ব্ব পুরুষের গোরে স্মৃতির আলোক জ্বালি
সমাধি সাধনা কর—লও তাঁদের পদধুলি ;

নওশের আলি খাঁ ইউছফজী।

সোলতান মাহমুদ।

(৩)

পুণ্য-শ্লোক নরপতি মাহমুদ বিচার বিষয়ে কীদৃক্ ন্যায়পরায়ণ পক্ষপাত শূন্য এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন ; তাহা সুধীবর্গ উপরোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বয়েই সম্যক্রূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এক্ষণে আমরা সোলতান মাহমুদের বিদ্যানুরাগ ও বিদ্যোৎসাহিতা সম্বন্ধে যৎ কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া এই প্রবন্ধের ইতি করিব।

মাহমুদের রাজত্বের পূর্ব্বে গজনী একটী সামান্য নগরী ছিল। কিন্তু এই সামান্য নগরী পবিত্রাত্মা মাহমুদের গৌরবান্বিত সিংহাসন বক্ষে ধারণ করিয়া অচিরকাল মধ্যেই কবিকল্পনার সম্মোহন-সৌন্দর্য্য এবং বিদ্যার সুবিমল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া পরমাশ্রী সম্পন্না হইয়া উঠে। মাহমুদের রাজত্ব কালে সমুন্নত সুদৃঢ় দুর্গাবলী, কারুকার্য্য সমন্বিত উত্তুঙ্গ চূড়াবিশিষ্ট রমণীয় মস্জিদসমূহ, মর্ম্মর ও কৃষ্ণপ্রস্তর গঠিত নেত্র বিমোহন বিবিধ পণ্য পূর্ণ অগণ্য আপণ শ্রেণী, প্রকৃতির রমণীয় ক্রীড়াভূমি সদৃশ নানা জাতীয় ফল ফুলের দ্রুম লতা-শোভিত উদ্যান [illegible] সর মণ্ডিত তরু ছায়াযুক্ত প্রশস্ত

হেন অপদার্থ যারা, যাবে তারা রসাতলে
জাতীয় উন্নতি তাদের ঘটিবে না কোন কালে ;

(৭)

গিয়াছ সকলে ভুলে সে আদিম কথা গুলি
কেমনে ভারতে পড়ে মোস্লেমের পদধুলী ?
বীর বেশে বীর সাজে
আরোহি জাহাজ মাঝে
পাল তুলে পুরাকালে করিয়ে সিন্ধু লঙ্ঘন
কে আসে প্রথম হেথা বাণিজ্য করি মনন ?

(৮)

একতার মহামন্ত্র মোরা এবে ভুলিয়াছি,
জাতীয় জীবন ভিত্তি একবারে নাশিয়াছি,
যে মধুর ভ্রাতৃ ভাবে
এস্লাম শিখাতো সবে
ভুলে তাহা "ভাই ভাই ঠাই ঠাই" শিখিয়াছি,
ভ্রাতৃ দ্বেষ পর গ্লানি সার ব্রত করিয়াছি ;

(৯)

সিয়া সুন্নি দিবা নিশি অনর্থ বিবাদে রত
মজ্হাব মজ্হাব করি হতেছে বখেড়া কত ?
মূল কথা ভূলে গিয়ে
খোষা ভূশি সার করিয়ে
মোস্লেম ধরিছে অসি হায় রে মোস্লেম গলে
ক্ষণেক ভাবেনা তারা যেতেছে যে রসাতলে।

(১০)

শতকরা একজন জানেনা কোরাণ মানে
হদিসের সার তত্ব পশে না তাদের কাণে
ধর্ম্ম চিন্তা ভুলিয়াছে
অধর্ম্মে সার করেছে মত,

এস্লামের বিমল আভা নাই রে কারো অন্তরে
ধরম হুজগে তারা বকাবকী ক'রে মরে ;

(১১)

দেখনা মোস্লেম চেয়ে জগতে অপর জাতি
কেমনে যতনে তারা সাধিছে নিজ উন্নতি
কাল-নিদ্রা ত্যাগ কর
তাদের আদর্শ ধর
পূর্ব্ব পুরুষের গোরে স্মৃতির আলোক জ্বালি
সমাধি সাধনা কর—লও তাঁদের পদধুলি ;

নওশের আলি খাঁ ইউছফজী।

সোলতান মাহমুদ।

(৩)

পুণ্য-শ্লোক নরপতি মাহমুদ বিচার বিষয়ে কীদৃক্ ন্যায়পরায়ণ পক্ষপাত শূন্য এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন ; তাহা সুধীবর্গ উপরোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বয়েই সম্যক্রূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এক্ষণে আমরা সোলতান মাহমুদের বিদ্যানুরাগ ও বিদ্যোৎসাহিতা সম্বন্ধে যৎ কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া এই প্রবন্ধের ইতি করিব।

মাহমুদের রাজত্বের পূর্ব্বে গজনী একটী সামান্য নগরী ছিল। কিন্তু এই সামান্য নগরী পবিত্রাত্মা মাহমুদের গৌরবান্বিত সিংহাসন বক্ষে ধারণ করিয়া অচিরকাল মধ্যেই কবিকল্পনার সম্মোহন-সৌন্দর্য্য এবং বিদ্যার সুবিমল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া পরমাশ্রী সম্পন্না হইয়া উঠে। মাহমুদের রাজত্ব কালে সমুন্নত সুদৃঢ় দুর্গাবলী, কারুকার্য্য সমন্বিত উত্তুঙ্গ চূড়াবিশিষ্ট রমণীয় মস্জিদসমূহ, মর্ম্মর ও কৃষ্ণপ্রস্তর গঠিত নেত্র বিমোহন বিবিধ পণ্য পূর্ণ অগণ্য আপণ শ্রেণী, প্রকৃতির রমণীয় ক্রীড়াভূমি সদৃশ নানা জাতীয় ফল ফুলের দ্রুম লতা-শোভিত উদ্যান নিচয়, প্রস্তর মণ্ডিত তরু ছায়াযুক্ত প্রশস্ত

রাজবর্ত্ম সকল, নির্ম্মল সুপেয়-পয়ো-পূরিত সংখ্যাতীত জলাশয়, নানাবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্য পূর্ণ বহুল বাজার, অভ্রভেদী গিরিপ্রতিম-অত্যুন্নত স্থাপত্য শিল্পের আদর্শ স্বরূপ অতুলনীয় প্রাসাদাবলী, সৈন্যদিগের ক্রীড়া ও ব্যায়াম ভূমি, রাজকীয় প্রমোদাগার, অভ্রভেদি জয়-স্তম্ভ, বিচিত্র তোরণ, মণিমুক্তা প্রবাল-পান্না-হীরক-কাঞ্চন-রাগ-উদ্ভাসিত চমৎকার বৈচিত্র্য-শালিনী চিত্ত-হারিণী রাজসভা, বিদ্যা-চর্চ্চার কোলাহল মুখরীত বহুসংখ্যক বিদ্যাগার প্রভৃতিতে সুশোভিত হইয়া গজনী নগরী পৃথিবীতে অমরাবতী সদৃশ প্রতীয়মান হইয়াছিল। মাহমুদ বহুরাজ্য বহুনগর জয় করিয়া যে অতুলবৈভব আয়ত্ত করিয়াছিলেন; তাহার অধিকাংশই এই নগরীর সংগঠনে ব্যয় করিয়াছিলেন।

গজনীর রাজসভা এই সময়ে পৃথিবীর ইতিবৃত্তে অতিউচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। রাজসভা একদিকে যেমন কল্পনাতীত মনোমহিনী সুষমা সম্পন্না হইয়া ভূলোকে গোলোকের শোভা বিচ্ছুরিত করিত; অপর দিকে তেমনি তীক্ষ্ণ মনীষাসম্পন্ন ধীসমৃদ্ধ ধরনীপূজ্য কোবিদবর্গে গৌরবান্বিত হইয়া অমল ধবল জ্ঞান-জ্যোতি বিকীর্ণ করিত। নানাদেশীয় প্রতিভাশালী পণ্ডিত-গণ মাহমুদের বিদ্যানুরাগ শ্রবণে গজনীতে সমাগত হইয়া পরমাদরে গজনীর রাজসভায় পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। এই সকল বিদ্যা-সেবক মহামনাঃ মহাজনগণের সহবাসে এবং তাঁহাদের বিদ্যালোচনায় ক্রমে ক্রমে মাহমুদের স্বাভাবিক বিদ্যানুরাগ আরও উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। এই উদ্দীপনার ফলে মাহমুদ অতি শীঘ্র গজনীতে একটী আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় (মাদ্রাসাতল্ অলুম) স্থাপন করিয়া তাহার অধীনে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সপ্তশত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই গৌরবপূর্ণ মহানুষ্ঠানে মাহমুদের যশঃসৌরভ সমস্ত পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিদ্বৎমণ্ডলীকে বিমোহিত করিয়া তুলিল। এই সময় হইতে এশিয়াখণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য হইতে কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, তার্কিক, আলঙ্কারিক, নৈয়ায়িক, জ্যোতির্ব্বিদ্, ব্যাকরণবিদ্, বাগ্মী, উল্মা, কারী, রাসায়নিক প্রভৃতি গজনীতে আগমন পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানপ্রাপ্ত হইয়া মহোৎসাহে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে বিভিন্ন রাজ্য হইতে বহুসংখ্যক বিদ্যালিপ্সু ছাত্র আসিয়া রাজকীয় সাহায্যে নিশ্চিন্ত মনে একাগ্রচিত্তে সোৎসাহে সর্ব্বশুভঙ্করী বিদ্যাদেবীর চরণ-

সেবায় নিযুক্ত হইয়া অচিরকাল মধ্যেই জ্ঞান-রত্নে বিমণ্ডিত হওতঃ বিদ্বৎ-সমাজে বরনীয় ও স্মরণীয় হইয়া উঠিলেন। কিয়দ্দিন মধ্যেই নানাশাস্ত্র-বিশারদ অসংখ্য পণ্ডিতবর্গে মহানগরী গজনী, বাসন্তী পূর্ণিমার অমল-ধবল-জ্যোৎস্নারাশি-ফুল্ল সুখদা ক্ষণদার ন্যায়, বিদ্যার বিমল-বিভায়-বিভাসিত হইয়া উঠিল। বিশ্ব-বিশ্রুত মহারাজধানী বোগ্দাদের মহা বিশ্ব বিদ্যালয় এতাবৎ-কাল পর্য্যন্ত এশিয়া খণ্ডের বিদ্যাশিক্ষার একমাত্র কেন্দ্রস্থান ছিল; কিন্তু এক্ষণে গজনীর বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া উঠিল। তদানীন্তন বোগ্দাদ অধীশ্বর মোস্লেম-কুল-ধুরন্ধর মহামান্য খলীফা, মাহমুদের বিদ্যানু-রাগ শ্রবণে একান্ত পুলকিত মনে আবু রয়হান নামধেয় এক অপরাজিত মহা তার্কিককে বন্ধুত্বের উপঢৌকন স্বরূপ গজনীর রাজসভায় প্রেরণ করেন। এই দিগ্বিজয়ী তার্কিক চূড়ামণি সোলতান কর্ত্তৃক পরম সমাদরে গৃহীত হইয়া রাজসভার সৌষ্ঠব ও গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

কাব্য-প্রিয় মাহমুদের রাজসভা এই সময়ে অসাধারণ প্রতিভাশালী আন্সারী আস্জাদী, আনওয়ারী, ফার্রুখী প্রভৃতি মহাকবিগণের গম্ভীর মেঘ-গর্জ্জন, গভীর পঠহ-নিনাদ এবং মধুর ত্রিতন্ত্রী-নিস্বন-বিশিষ্ট কবিতা কাকলীতে নিয়ত মুখরিত থাকিত। ফলতঃ গজনীর সভায় কবি এবং কাব্যের যেরূপ ঔৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে তৎকালে মহারাজধানী বোগ্-দাদের খলিফীয় সভাও তত্তুলনায় কাব্যাংশে গজনীর নিকট অনেক পরিমাণে হীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। গজনীর কাব্যালোচনার বিষয় শ্রুত হইয়া এই সময়ে বীর-রসাশ্রিত অমৃত-নিস্যন্দিনী-কবিতাভাষী কবি-কুল-কিরীটমণি জগদ্বিখ্যাত মহাকবি ফেরদেউসী, এই সময়ে যশোতৃষ্ণিতচিত্তে গজনীতে উপনীত হন, এবং কিয়দ্দিবস প্রচ্ছন্নাবস্থায় কাল যাপনের পর সোল্তান কর্ত্তৃক রাজসভায় আহুত হন। মহামান্য সোলতান মাহমুদ, ফেরদেউসীর অলোক-সামান্য কবি-প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বহু সম্মান এবং পরম সমাদরে মহাকবিকে রাজসভায় আসন প্রদান করেন। মহাকবি ফের দেউসীও রাজানুগ্রহে একান্ত উৎসাহিত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে স্বকীয় অসাধারণ কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিয়া সকলকে বিমোহিত করিতে থাকেন। পরিশেষে সোলতান কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া পারস্য-সাম্রাজ্যের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অবলম্বনে

"শাহনামা" নামক বীররস প্রধান ভুবনবিদিত অতুলনীয় মহাকাব্য রচনা করিয়া জগতের কবিকুলে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করেন।

যখন নৃপতি-কুল-অলঙ্কার মহামতি মাহমুদ এবম্প্রকারে স্বরাজ্যকে বিদ্যালোকে আলোকিত করিতেছিলেন, যখন মাহমুদের দিগন্তবিস্তৃত রাজ্যের অমিতপ্রভাব এশিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নিঘোষিত হইতেছিল, যখন রাজ্যের অধিবাসিবৃন্দ সুশাসন সুবিচার ও সুশিক্ষাপ্রভাবে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতিশিখরে আরূঢ় হইতেছিল, পূর্ণ গৌরব ও পূর্ণোন্নতির সেই মাধ্যন্দিন সময়ে, রাজেন্দ্র-কুল-আদর্শ পরম বিদ্যোৎসাহী দিগ্বিজয়ী বীরেন্দ্র-কুল-পূজ্য উদারচরিত মাহমুদ গজনীরাজ্যকে শোক-সিন্ধুতে নিমগ্ন করিয়া ৪৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১০৩১ খৃষ্টাব্দে ইহলীলা সম্বরণ করিয়া পরম শান্তিময় সুখধামে গমন করেন।

তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই অতুল গৌরবান্বিত গজনীরাজ্য ক্রমশঃ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া ধ্বংস-সমুদ্রের অতলতলে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সেই অতি সাধের অতি যত্নের পরম রমণীয় স্বর্গোদ্যান সদৃশ মহানগরী গজনী আজ কাল-চক্রে ধরণীপৃষ্ঠের রাজ্যরাশিতে বিমিশ্রিত হইয়া মহাকালের মহা প্রভাবের ঘোষণা করিতেছে। মাহমুদের সেই কনক-কান্তিবীরবপুঃও মৃত্তিকায় মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু আজিও সেই ভূপাল-কুল-ভূষণ উন্নতচেতাঃ ন্যায়পরায়ণ সোলতান মাহমুদের গৌরবময় কার্য্যকলাপ, তাঁহার সুশাসন, সুবিচার, বীর পরাক্রম, বিদ্যানুরাগিতা প্রভৃতির কথা ঐতিহাসিকগণের পুণ্যকণ্ঠে পরিকীর্ত্তিত হইয়া তাঁহার পবিত্র আত্মার উপর শান্তি-সুধা বর্ষণ করিতেছে।

হায়! আবার কবে সোলতান মাহমুদের ন্যায় মহামনাঃ নরপতি পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবে? আবার কবে তাঁহার বিদ্যানুরাগ, সুশাসন ও বীরবিক্রমে ধরাতলে মুসলমানজাতির গৌরব-রশ্মি পৌর্ণমাসী কৌমুদীর ন্যায় উদ্ভাসিত হইবে?

বিনীত

মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন।

শিরাজগঞ্জ ভ্রমণ।

(৩)

গতবারে আমরা শা-জাদপুরের এণ্ট্রান্স স্কুলের কথা উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছি। এই স্কুলে মোসলমান ছাত্র প্রায় ৬০।৭০টী আছে। উল্লাপাড়ায় একঘর তালুকদার খাঁ নাম ধারি মোসলমান আছেন। আজ আমাদের গায় খুব বল। আজ আমরা তাঁহাদের বাটী যাইবার জন্য দ্রুতপদে চলিলাম। শা-জাদপুর হইতে উল্লাপাড়া ১২ মাইল হইবে। প্রায় ২টার সময়ে খাঁ সাহেবদের বাটী উপস্থিত হইলাম। বাহিরবাটী জেয়ে দেখিলাম,—একটী লোকও নাই। চীৎকারেও কেহ বাহির হইলেন না। একখানা আবর্জ্জনাময় ভাঙ্গা "দহলিজ" ঘরের এক কোণে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। আবর্জ্জনাই আমাদের গদির কায করিতে লাগিল। এই অবস্থায় ২।৩ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় গৃহ কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ভাবিলাম এইবার সব দুর্দ্দশার অবসান হইল। কিন্তু হায়! সবই মাটি হইল। আমরা শা-জাদপুর হইতে আসিয়াছি, এবং তাঁহার বন্ধুর পত্র আনিয়াছি; কিন্তু সেই সকল পত্রাদি তিনি বিশ্বাস করিতে রাজি হইলেন না। অনেক বাদানুবাদের পর তিনি আমাদিগকে বিশ্বাস করিলেন। আমরাও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আজ আমাদের সমস্তদিন ভাতের সহিত দেখা হইল না। সন্ধ্যার পরে তিনি আমাদের "প্রচারকের" লিঙ্গ ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন! তাঁহার বিশ্বাস "প্রচারকের" লিঙ্গ ঠিক নাই। সুতরাং প্রচারকে"র গ্রাহক কোন মতেই হওয়া উচিত নয়! আমরা তাঁহার লিঙ্গপ্রিয়তা দর্শনে অবাক হইলাম।

কোনরকমে রাত্রি কাটিয়া গেল। সকালবেলা বৃদ্ধা খানম সাহেবা আমাদিগকে কিছু নজর দিয়া বিদায় করিলেন। উল্লাপাড়া করতোয়া নদীর উপর স্থাপিত। থানা এবং রেজেষ্টরি আফিস দেখিলাম। একটী বাজারও আছে। বাজারটীতে অনেকগুলি বড় বড় আড়ত দেখিলাম। স্থানটী মোসলমান প্রধান হইলেও আড়তগুলি হিন্দুদের। এখানকার মোসলমানেরা কেবল

লিঙ্গ ধরিয়া টানাটানি করিতে শিখিয়াছেন। আজ আমাদিগকে ১৬ মাইল হাঁটিতে হইবে, সুতরাং উল্লাপাড়া ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা ঘটিল না। বেলা ৪টার সময় সিরাজগঞ্জে আসিলাম। পূর্ব্বপারে এবার আশ্রয় লইলাম। কোনই ফল হইল না। সিরাজগঞ্জের নিকট হোসেন পুরের মুন্সী মেহের উল্লা সাহেবকে একটী মোসলমান বলিয়া বোধ হইল। তাঁকে খ্রীষ্টীয়ান করিবার জন্য পাদরিরা তাঁর বাটীতে একটী পাঠশালা করিয়াছিল। সেই সকল খ্রীষ্টীয়ান গুরুমহাশয়দিগকে তিনি শাস্ত্রীয় তর্কে পরাস্ত করিয়া কয়েকজনকে মোসলমান করিলেন। পাদরিরা হিতে বিপরীত দেখিয়া তাঁকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল! ইহাঁর সুতীক্ষ্ণ যুক্তির নিকট পাদরিরা পরাস্ত হইয়া কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়ের ন্যায় সিরাজগঞ্জের এক কোণে অতি দীনভাবে দিনযাপন করিতেছে। মুন্সী সাহেব এখন সেই বিদ্যালয়টি এবং আরও একটী বালিকা পাঠশালা নিয়ম মত চালাইতেছেন।

আবার সিরাজগঞ্জে চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এবার মৌলবী মতিয়র রহমান সাহেব আর একটী উদ্যোগী পুরুষ সিংহকে সঙ্গে লইলেন; তাঁহার নাম মৌলবী মহম্মদ আব্দুল বাকি; ইনিই সিরাজগঞ্জ মাদরাসার হেড মৌলবী। এই দুই মহাত্মার চেষ্টায় কিছু চাঁদা সংগ্রহ হইল এবং কতকগুলি গ্রাহকও জুটিল।

শিরাজগঞ্জ হইতে ১৮ মাইল পশ্চিমে ধুপীল নামক গ্রামের মুনসী এলাহিবক্স সাহেবের নাম শুনিয়া ছুটিলাম। বেলা ৮ টার সময় শিরাজগঞ্জ ছাড়িলাম। গ্রাম, মাঠ, জঙ্গল অতিক্রম করিয়া রাত্রি ১০ টার সময়ে ধুপীল পৌছিলাম। আমরা পথ চিনিতে না পারিয়া বাঁকা পথ দিয়া গিয়াছিলাম। লোকে আমাদিগকে বলিল—"আপনারা আজ ২৪ মাইল পথ হাঁটিয়াছেন। আমরা সমাজের উন্নতি কল্পে ২৪ মাইল পথ কখন হাঁটিতে পারিব বলিয়া বিশ্বাস ছিল না। এত পথ হাটিয়াছি মনে করিয়া আমাদের হৃদয় আনন্দে নাচিতে লাগিল।

তালুকদার সাহেবের সুন্দর মসজিদ আছে। ধবধবে শাদা মসজিদটী উন্নত মস্তকে জগতের লোকদিগকে চীৎকার করিয়া বলিতেছে "ওগো, তোমরা পুতুল পূজা পরিত্যাগ কর, আর নর পূজা করিওনা, তোমরা নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরের পূজায় মনোনিবেশ কর" মুনসী সাহেবের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইল। মুনসী সাহেব অতি তেজঃস্বী লোক বলিয়া বোধ হইল। যখন দেখিলাম তাঁহার সমস্ত আমলাগুলি মোসলমান তখন বুঝিলাম, তাঁহার স্বজাতি-প্রেম হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত. তখন আমরা মনে মনে ভাবিলাম এই রকম স্বজাতি প্রেমিক মোসলমান এই বিলের মধ্যেও আছে!

মুনশী সাহেব সৎকার্য্যে খুব দান করিয়া থাকেন শুনিয়া আমাদের হৃদয় আনন্দে নাচিতে লাগিল। ভাবিলাম, এইবার ৫০ কি ৬০ টাকা সাহায্য পাইব। আশায় মুগ্ধ হইলাম। আনন্দে নাচিলাম। হৃদয় হইতে আনন্দের ফোয়ারা বহিল। মহা আনন্দে রাত্রি কাটিয়া গেল।

একটু বেলাও হইল। টাকা পাই, পেলাম ইত্যাদি চিন্তার স্রোতে ভাসিতে লাগিলাম। বেলা ৮টা হইল; এমন সময়ে মুনশী সাহেব আমাদিগকে বলিলেন আপনারা যে "প্রচারকে"র সম্পাদক তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

সব মাটি হইল।

এত আশা, এত ভরসা, এত লাফালাফি সবই মাটি হইল। তখন আমাদের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। ইহাতেও কিন্তু আমাদের হৃদয় দমিল না; কেননা শা-জাদপুর এবং সিরাজগঞ্জে কিছু সাহায্য আদায় হইয়াছে। হৃদয়ে বল আছে। তখন এক সেলাম দিয়া আমরা এই ১৮ মাইল পথ হাঁটিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলাম।

সন্ধ্যের পরে সেরাজ গঞ্জে আসিলাম। রাত কাটিয়া গেল। বৈকালের ষ্টীমার ধরিবার জন্য বেলা ২টার সময়ে সিরাজগঞ্জ ছাড়িলাম। ৫ মাইল পথ হাঁটিয়া ষ্টীমার ঘাটে আসিলাম।

ষ্টীমারের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ষ্টীমার আসে, এল ধুম দেখা জাচ্ছে যাত্রিদের এই রকম কতকগুলি শব্দ শুনিতে শুনিতে দিবা অবসান হইল। ষ্টীমার আসিল না। বালির উপর নদীর ধারে অনাহারে সমস্ত রাত্রি প্রবল শীতের প্রবলতা হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম। এ রাত্রির কথা কখন ভুলিতে পারিব না। খুব কষ্টে রাত্রি কাটিয়া গেল। সূর্য্য উঠিল। আবার আনন্দ জাগিয়া উঠিল; এখন বুঝিলাম যতই কষ্ট হউক না

কেন অবসান আছে। সকালে ষ্টীমার পাইলাম। প্রথমে গোয়ালন্দে তারপর কলিকাতায় আসিয়া হাজির হইলাম।

খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মনীতি।

(৩)

সুসমাচার চারিখানি আলোচনা করিলে তাহাদের পরস্পর বিস্তর অনৈক্য লক্ষিত হয়, এবং তথাবিধ অনৈক্যতা দ্বারা আমরা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি যে, সে সমস্তই কেবল শ্রুতবাক্য প্রতি নির্ভর এবং ব্যক্তি বিশেষের স্মৃতি অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। নব্য খ্রীষ্টীয়ান সমাজ নূতন ধর্ম্ম নিয়ম বলিয়া যে পুস্তকগুলিকে আপনাদের যথাসর্ব্বস্ব করিয়া লইয়াছেন তাহার একখানি গ্রন্থও ঈশ্বর নিশ্বসিত নহে। মথি মার্ক এবং লুক লিখিত সুসমাচার তিনখানি হজরত ইসার স্বর্গারোহণের পর অন্যূন ৩০।৩৫ বৎসর পরে, যোহনের সুসমাচার খানি ৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। ভ্রম প্রমাদ পরিপূর্ণ মানব দ্বারাই তাহা রচিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহা যে অভ্রান্ত ও অবিকল হজরত ইসার ইচ্ছানুযায়ী কিম্বা তিনি মৌখিক বাক্যে যে ইঞ্জিল জন বৃন্দকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই অবিকল সুসমাচার চতুষ্টয়ে লিখিত হইয়াছে, তাহার কি প্রমাণ আছে? ৪২ খ্রীষ্টাব্দে মথি লিখিত সুসমাচারের সার সুরিয় ভাষাতে সঙ্কলিত হয়, তৎপর ৬৮ সালে ইহা "সংশোধিত" রূপে গ্রীক্ ভাষাতে রচিত হইয়াছে।

সুসমাচার লেখক মার্ক, প্রেরিত পীতরের সহচর ছিলেন, পীতর মার্ককে সন্তানবত স্নেহ করিতেন। অনেক ঐতিহাসিক, খ্রীষ্টীয়ান পণ্ডিত অনুমান করেন যে মার্ক পীতরের নিকটেই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে শিক্ষিত হইয়া তাহারই দ্বারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আমরা একবার উল্লেখ করিয়াছি যে হজরত ইসার স্বর্গারোহণের সমকালে মার্ক অতি অল্প বয়স্ক যুবা ছিলেন, এবং হজরত ইসার সহিত কদাচ যে তাহার সাক্ষাৎ কি আলাপ ছিল কুত্রাপি

এমত কোন প্রমাণ, পাওয়া যায় না। প্রেরিত পীতরের মৃত্যুর পরে তদনুরক্ত কতিপয় সম্ভ্রান্ত রোমীয় খ্রীষ্টীয়ানের অনুরোধে মার্ক সুসমাচারখানি রচনা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর কতিপয় প্রাচীন ব্যক্তির অনুরোধ ব্যতীত মার্ক ঐ গ্রন্থ রচনা করিতে কখন কোন স্বর্গীয় আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এমত কোনই প্রমাণ নাই, গ্রন্থকার স্বরচিত গ্রন্থকে কোন স্বর্গীয় অবতীর্ণ বাক্যের (Revelation) সংগ্রহ বলিয়া কোন দাবি করেন নাই !! গ্রন্থকার বাল্যকালে নিজ মাতার নিকট হজরত ইসার বৃত্তান্ত যে প্রকার শুনিয়াছিলেন, ও যৌবন কালে প্রেরিত পিতর ও পৌলের নিকট যেপ্রকার শিক্ষা পাইয়াছিলেন তদনুযায়ী গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন।

লুক সুপণ্ডিত, বিদ্বান লোক ছিলেন। গ্রন্থারম্ভেই তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি "সাক্ষিগণ প্রভৃতি বিশ্বাস যোগ্য ব্যক্তিদিগের মুখে ও লিপীতে আপনার লেখিতব্য বিষয় যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন।" (ডাক্তার ওয়েঙ্গারের টীকা দেখ) এবং "মহামহিম থিয়োফিল" নামক ব্যক্তিকে পত্রের চ্ছলে হজরত ইসার জীবনবৃত্তান্ত ও শিক্ষা যতদূর তিনি পাইতে পারিয়াছিলেন তাহাই লিপীবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি লুক চিকিৎসক খ্রীষ্টিয়ান হইবার পূর্ব্বে যিহুদী কি দেব পূজক ছিলেন তাহা নিরূপণ করা কঠিন, কিন্তু তিনি খৃষ্টীয়ান হইবার পর দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তাঁহার খ্রীষ্টীয়ান হইবার পরে রাজা থিয়োফিলও হজরত ইসাতে বিশ্বাসী হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছিলেন এবং সাধু লুকের সহিত রাজা থিয়োফিলের বিশেষ সখ্যভাব ছিল। লুক পুরাতন বিশ্বাসী এবং প্রেরিতদিগের মধ্যেও কাহার কাহার সুপরিচিত ও কাহার সহচর হওয়া বিধায় রাজা থিয়োফিল অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ছিলেন। লুক স্বীয় বন্ধু নব বিশ্বাসী রাজা থিয়োফিলের বিশ্বাস ভক্তি দৃঢ়তা সংবর্দ্ধনার্থে ঐ সুসমাচার খানি রচনা করিয়াছিলেন। লুকের রচিত সুসমাচারখানির মধ্যে অনেক বিবরণ পাওয়া যায়, যাহা অন্য তিন খানিতে তাহার উল্লেখ মাত্রও নাই।

সাধু যোহন (য়োহন্না) হজরত ইসার প্রিয় শিষ্য ছিলেন এবং হজরত ইসার শিষ্যবর্গ মধ্যে ইনি সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজিবী হইয়াছিলেন। রোম নগরে

একবার ইহাকে তপ্ত তৈল কটাহে নিক্ষেপ করা হয়, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হওয়া দূরে থাকুক তাহাতে তাঁহার ক্লেশ বোধও হয় নাই, পরে বহুকাল পর্য্যন্ত ইনি পাটম উপদ্বীপে থাকিয়া নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করেন; পাটম উপদ্বীপে অবস্থান কালীন ইনি "প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য" নামক গ্রন্থ লিপীবদ্ধ করেন (অন্তভাগস্থ যাবতীয় গ্রন্থ মধ্যে এই একমাত্র গ্রন্থের বিষয় দাবি করা যাইতে পারে যে সাধু যোহন ঐ একমাত্র গ্রন্থ স্বর্গীয় দূতের (ফেরেস্তা) দ্বারা শিক্ষিত এবং দৈব দর্শন সহকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; এতদ্বিষয় আমরা পরে আলোচনা পূর্ব্বক পাঠকগণের সন্মুখে উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব। এখন যে কথা বলিতেছিলাম, সাধু যোহন নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইফিসে অবস্থান কালীন চতুর্থ সুসমাচার খানি রচনা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক পণ্ডিতদিগের মতে গ্রন্থখানি একেবারে রচিত ও প্রকাশিত হয় নাই। এই দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতৃগণের শ্রদ্ধাভাজন ও সুপরিচিত বিজ্ঞ ডাক্তার ওয়েঙ্গার বলিতেছেন, "২০ অধ্যায় (পর্য্যন্ত) রচনা সমাপনান্তর ২।৩ বৎসর গত হইলে পর তিনি গ্রন্থ খানির পরিশিষ্ট বলিয়া একুশের অধ্যায় লিখিয়া তাহাতে যোগ করিলেন, কিন্তু তখন তাহা প্রকাশ না করিয়া ইফিষের কতিপয় প্রধান ও সম্মানিত খ্রীষ্টীয়ানের হস্তে তাহা (চতুর্থ সুসমাচার সমর্পণ করত আপনার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত গুপ্ত রাখিবার আজ্ঞা দিলেন, শেষে তাহার মৃত্যু হইলে পর ইফিষের মণ্ডলী হইতে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছিল জিজ্ঞাস্য এই যে, সাধু যোহন ঐ সুসমাচারে যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন রোমীয় শাসন কর্ত্তৃগণ দ্বারা তিনি জীবন্ত দগ্ধীভুত হইলে পর, তাহা যে অবিকল প্রকাশিত হইয়াছিল ইহার কি প্রমাণ হইতে পারে?

বিবিধ বিষয়।

সত্য গ্রহণ—দার্জ্জিলিঙ্গের বাবু প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মোসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। আমরা প্রাণের সহিত বলিতেছি—সত্যের জয় হউক।

টাঙ্গাইলের অন্তর্গত বঙ্গবিখ্যাত করটিয়া ষ্টেটের মোতয়াল্লি শ্রীযুক্ত মৌলবী ওয়াজেদ আলি খানপনী ওরফে চাঁদমিয়া সাহেব বিপুল আয়োজনের সহিত একটী এণ্ট্রেন্স স্কুল এবং একটী বোডিং খুলিয়াছেন দেখিয়া আমরা অতীব আশান্বিত হইলাম। মোতয়াল্লি সাহেবের ন্যায় চরিত্রবান কর্ত্তব্যপ্রিয় উৎসাহশীল যুবক মোসলমান জমিদার ঘরে বড়ই দুর্লভ। আমরা বিশ্বাস করি ইহাঁর দ্বারা বঙ্গীয় মোসলমান সমাজ নবজীবন লাভ করিবে।

বোডিঙ্গ।

এতদিন পরে মৌলবী হেমায়েত উদ্দীন আহমদ বি, এল সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রমে বরিশালের বেল এসলামিয়া বোডিং নির্ম্মিত হইল। আজ তিনি আনন্দ ভোগ করিতে পারিলেন না কেননা তাঁহার স্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে তাঁহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে। আহা! তাঁহার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। হে সর্ব্বশক্তিমান খোদাতালা! মৌলবী সাহেবের শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তিবারি প্রদান করুন।

বোডিংস্কুল।

নারায়ণ গঞ্জে পোলিস ইনস্পেক্টর মৌলবী এমদাদ আলি সাহেব একটী বোডিঙ্গস্কুল খুলিয়াছেন। ইনস্পেক্টর সাহেব যদি এই স্কুলটি নিয়ম মত চালাইতে পারেন তাহা হইলে আমরা বুঝিব বঙ্গীয় মোসলমানেরা আবার জীবন লাভ করিয়াছে।

রাজার জয়ে আনন্দ—আমাদের ইংরাজ রাজ দক্ষিণ আফ্রিকায় জয়লাভ করিয়াছেন। সেই জন্য জেনারেল এসেমব্লি ইনিস্‌টিটিউসনের ছাত্রেরা নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ করিয়া রাজভক্তি প্রকাশ করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু কাশীনাথ লাহিড়ী মহাশয়ের অভ্যর্থনায় উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। আমরা যুবকদিগের রাজভক্তিদর্শনে আনন্দিত হইলাম।

মাসিক সাহায্য আদায়।

(শ্রাবণ)

লা মজহাবী-অরি মওলানামুহম্মদ মনিরজ্জমান সাহেব ১৲
লা মজহাবী নাশক মৌলবী সৈয়দ আমানত আলি সাহেব ১৲
মুনশী আবদ্ছমদ খাঁ সাহেব ১৲
মুনশী জোবেদ আলী হালদার সাহেব ১৲

এককালীন সাহায্য আদায়।

মৌলবী এমদাদ আলি পোলিস ইনস্পেক্টর সাহেব ৫৲
নসর উদ্দীন সরদার সাহেব ঢাকা ৪৲
১৯০ নং রোকনপুর ছাত্র নিবাস হইতে (ঢাকা) ১৲

প্রাপ্তি স্বীকার।

(১ম বর্ষ)

খানবাহাদুর মৌলবী মহম্মদনবি ডেপুটি ম্যাজেষ্ট্রেট ও কলেক্টার ২৲
খানবাহাদুর মৌলবী সৈয়দ ফয়েজ উদ্দীন হোসেন
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টার ২৲
মুনশী তাজম্মল হোসেন, মোগক, বর্ম্মা ২৲
মুনশী হামিদুল্লা বিশ্বাস, বাজিরামপুর কালিগঞ্জ, মালদা ২৲
ডাক্তার ওয়াজেদ আলি, বালিয়াডাঙ্গা, মালদা ২৲
মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব, খানাকুল ২৲
মুনশী এয়াছিন্ মোল্লা, ধুনচী, রাজবাড়ী ২৲

For Exchange Review

দ্বিতীয় বর্ষ। ১৩০৭, ভাদ্র। ৮ম সংখ্যা।

প্রচারক।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"* * যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তাহা প্রচার কর, * *"
মহা কোরান সুরে মায়দা ১০ম রুকু ৬০ আয়েত (পদ)।

মধু মিয়া দ্বারা সম্পাদিত।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

১। আয়ুব নবীর স্ত্রী—শ্রীযুক্ত মুনশী মহাম্মদ এসমাইল হোসেন ১৯৭
২। গঙ্গারাম টাটারু—শ্রীযুক্ত মুনশী আব্দুল লতিফ ২০১
৩। দিল্লী—শ্রীযুক্ত মুনশী মতিয়র রহমান ২০৪
৪। বিবাদ—শ্রীযুক্ত মৌলবী রেয়াজ অলদিন আহমদ ২১০
৫। স্পেনের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত মওলানা মহম্মদ মনিরজ্জমান ২১৫
৬। বিবিধ বিষয় ২২০
৭। তফসীর হাক্কানির বঙ্গানুবাদ

PRINTED BY SARAT CHANDRA CHAKRAVARTI.
AT THE KALIKA PRESS,
17, Nanda Kumar Chowdhury's 2nd Lane,
Calcutta.

এই সংখ্যার মূল্য ১০ আনা।

নিয়মাবলী।

১। প্রচারকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲

২। ষাণ্মাসিক মূল্য ১।০

৩। বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম, প্রতি পৃষ্ঠা প্রত্যেক বার ৪৲ টাকা
অর্দ্ধপেজ ২॥০, প্রতি লাইন চারি আনা।

৪। মুনশী ময়েজ উদ্দীন আহম্মদ সাহেবের নামে আফিসের ঠিকানায় টাকা কড়ি, বিনিময় পত্র, প্রবন্ধ এবং পত্রাদি পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার

এম আব্দর রসিদ

৩৯ নং বলদিয়াপাড়া রোড, (মাণিকতলা) কলিকাতা।

নূতন পুস্তক

তফসীর হাক্কানীর বঙ্গানুবাদ।

১ খণ্ড (১ম স্তবক)

আকার আট পেজি ৯ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৭২ পৃষ্ঠা মূল্য ॥০ আনা।

ময়েজ উদ্দীন আহমদ।

৩৯ নং বলদিয়া পাড়া রোড, মানিকতলা, কলিকাতা।

"শুভসংবাদ"

তম্বিহুল মোফসেদিন

নামক বঙ্গভাষায় সরল পদ্যে একটী কেতাব প্রকাশ হইয়াছে। ইহাতে হদিস এবং কোরান শরিফের প্রমাণাদি উর্দ্দু তরজমাসহ অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে, সমাজ-বন্ধু শ্রীযুক্ত মওলানা মহম্মদ মণিরজ্জমান সাহেবের আদেশানুযায়ী অত্র কেতাব প্রকাশিত হইয়াছে। মুল্য ১৲ টাকা।

১। মোকাম বউলবাড়ী পোঃ আঃ বাগদুয়ার জিলা রংপুর। গ্রন্থকার মৌলবী সৈয়দ আমানত আলী।

২। মওলানা মহম্মদ মণিরজ্জমান, কুমেদ পুর মাদ্রাসা পোঃ ও জিঃ ঐ।

Published by Moyazuddin Ahmed,
39 Baldiapara Road, Maniktalla, Calcutta.

২য় বর্ষ। ১৩০৭ ভাদ্র। ৮ম সংখ্যা।

প্রচারক।

বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।

আয়ুবনবীর স্ত্রী।

(আদর্শসতী—বিবী রহিমা।)

[২]

কালক্রমে আয়ুবনবীর গলিত মাংসে এক প্রকার বিষ-কৃমির উদ্ভব হইল। তিনি অসম সহিষ্ণুতাগুণে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সুদারুণ রোগযন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে বিষকৃমির বিষ-দংশনে একান্ত অধীর হইয়া উচ্চ চীৎকারে পরমেশ্বরের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রতিবাসিগণ তাঁহার গলিত মাংসের দুর্গন্ধে ও ভীষণ চীৎকারে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে কোন দূরবর্ত্তী স্থানে ফেলিয়া আসিবার পরামর্শ করিল। রহিমা প্রতিবাসিগণের এই নিদারুণ পরামর্শ শ্রবণ করিয়া স্বামীশোকে একান্ত অধীরা হইয়া পড়িলেন। তিনি স্বামীকে স্ববাসে রাখিবার জন্য প্রথমতঃ প্রতিবাসিসকলের চরণ ধরিয়া বহুবিধ অনুনয় বিনয় করিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহার কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিল না। এক প্রকার মাদুরযানে করিয়া সৌভাগ্যভ্রষ্ট আয়ুবকে গ্রামান্তরে লইয়া চলিল। তখন রহিমা অনন্যোপায়ে হৃদয়ভেদী আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে ছায়ারূপে হৃদয়েশ্বরের অনুগমন করিলেন। প্রতিবাসিগণ নবীবরকে যে গ্রামে রাখিয়া আসিল, তাহার অধিবাসীরা কতিপয় দিন মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে দূরবর্ত্তী অন্য এক গ্রামে রাখিয়া আসিল। কথিত আছে নবীবর আয়ুব মাদুরাসনে আরূঢ় হইয়া এইরূপে সপ্তগ্রামে নীত হইলেন। রহিমাও একান্ত শোক সন্তপ্তচিত্তে স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সপ্তগ্রামে

গমন করিলেন। নবীবর অবশেষে যে গ্রামে নীত হইয়াছিলেন, তদ্‌গ্রামবাসী কতিপয় নৃশংস ব্যক্তি যুক্তি করিয়া তাঁহাকে এক জনশূন্য প্রান্তর মধ্যবর্ত্তী বৃক্ষতলে রাখিয়া আসিল। রহিমা শোকে দুঃখে ও অপমানে উন্মাদিনী হইয়া মুমূর্ষু স্বামীর সহিত বিজন প্রান্তরে নির্ব্বাসিতা হইলেন। এই স্থানে একের অমানুষিক যাতনা এবং অপরের অমানুষিক পতিভক্তি লোকশিক্ষার চরম সোপানে পদার্পণ করিল।

নারীজন দুর্লভ পতিব্রতার সহিত মিতব্যয়িতা বিবী রহিমার অপর এক প্রধান সদ্‌গুণ ছিল। সম্পদকালে স্বামী তাঁহাকে যে অর্থাদি দান করিয়াছিলেন, তিনি তাহা অসার ভোগবিলাসে ব্যয় না করিয়া সমস্ত অর্থই সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। কালক্রমে স্বামী যখন সর্ব্বস্বান্ত ও পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, তখন পরমা সাধ্বী রহিমা এই সঞ্চিত অর্থ দ্বারা ঔষধ ও পথ্যাদি ক্রয় করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু আয়ুব দীর্ঘকাল পীড়িত থাকায় লোকালয়ে অবস্থান কালেই তাঁহার সঞ্চিত অর্থ সকল একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং বিজন প্রান্তরে নির্ব্বাসিতা হইয়া রহিমা দশদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। দুইদিন পর্য্যন্ত তিনি স্বামীর পথ্যাদির কোনরূপ সংস্থান করিতে পারিলেন না। তৃতীয় দিনে তিনি উপায়ান্তরাভাবে বুভুক্ষিত ও ব্যাধিজর্জ্জরিত স্বামীর প্রাণরক্ষার্থে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন।

সতীশিরোমণি রহিমা স্বামীকে বৃক্ষতলে রাখিয়া ভিক্ষার্থে প্রতিদিন চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামে যাইতেন এবং সমস্তদিন অতি বিনীতভাবে স্বজাতীয় লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া খাদ্যদ্রব্য যাহা পাইতেন, তদ্দ্বারা অতি কষ্টে স্বামীর জীবন রক্ষা করিতেন। রহিমা দীর্ঘকেশা এবং সুকুমার বপুশালিনী ছিলেন; এজন্য লোকালয়ে পরিভ্রমণ কালে তিনি সময় সময় ঘোর বিপদে পতিত হইতেন। গ্রামবাসী নীচাশয় পামরেরা তাঁহাকে অসহায় বোধে বহুবিধ অশ্রাব্য ব্যঙ্গোক্তি করিতে ত্রুটি করিত না। রহিমা পাপিষ্ঠদিগের বাক্যবাণে ও বিগর্হিত ব্যবহারে অতিশয় মর্ম্মপীড়িত হইতেন বটে, কিন্তু যখন মনে করিতেন, চিরব্যাধিগ্রস্ত ও ক্ষুধাক্লিষ্ট স্বামীর পথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত অদৃষ্টে এতাদৃশ অপমান ও লাঞ্ছনা ঘটিতেছে, তখন সমুদয় দুঃখ নিমেষে ভুলিয়া যাইতেন।

একদা রহিমাদেবী, দিনমান স্বজাতীয় লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইলেন; কিন্তু কোন স্থানে একমুষ্টি ভিক্ষা পাইলেন না। অবশেষে তিনি হতাশ্বাস হইয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে এক পৌত্তলিক গৃহস্থের বাটীতে ভিক্ষার্থে উপস্থিত হইলেন। গৃহকর্ত্তা তখন বাটীতে ছিল না। তাহার স্ত্রী গৃহপ্রাঙ্গণে বসিয়া স্বকীয় দীর্ঘ কেশরাশির বিন্যাস করিতেছিল। রহিমাকে মলিনবেশে আগতা দেখিয়া কহিল, "তুমি কি জন্য আমাদের বাটীতে আসিয়াছ?" রহিমা স্বামীর আদ্যন্ত অবস্থা বর্ণন করিয়া সকাতরে কহিলেন, "মাতঃ! আমি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া পতির দৈনিক পথ্যের সংগ্রহ করিয়া থাকি। অদ্য সমস্ত দিন দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইলাম; কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ কোন স্থানে এক মুষ্টি ভিক্ষাও পাইলাম না। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ভিক্ষাদান করিয়া অদ্যকার জন্য আমার স্বামীর প্রাণরক্ষা করুন।" মন্দবুদ্ধি পৌত্তলিক-পত্নী রহিমার শিরোভূষণ অতি দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ কেশদাম দৃষ্টে পাপাশয় প্রলুব্ধ হইয়া কহিল, "যদি তোমার মস্তকের কুন্তলরাশি কর্ত্তন করিয়া আমাকে দিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে উপযুক্ত ভিক্ষাদান করিব।" রহিমা কহিলেন "মাতঃ! এই কেশরাশি আমার মস্তকে দেখিতেছেন বটে; কিন্তু ইহাতে আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। আমার স্বামী ইহার একমাত্র অধিকারী; বিশেষতঃ তিনি সুদীর্ঘকাল হইতে উৎকট রোগযন্ত্রণায় স্বেচ্ছায় উত্থান শক্তি বিরহিত হইয়াছেন। সুতরাং অনন্যোপায়ে এই কেশগুচ্ছ অবলম্বনে দণ্ডায়মান হইয়া দৈনন্দিন উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যদি এক্ষণে ইহা আপনাকে কর্ত্তন করিয়া দেই, তাহা হইলে তাঁহার বিধিমত উপাসনা কার্য্যের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত করা হয়। অতএব আপনি কুন্তলপ্রাপ্তির আশায় নিরস্ত হউন।" পাষাণময়ী বিধর্ম্মী মহিলা কহিল, "আমি তোমার অন্য কোন কথা শুনিতে ইচ্ছা করি না; যদি তুমি আমার বাসনা পরিপূরণ কর; তাহা হইলে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব। নতুবা রিক্তহস্তে আজি স্বামী-সকাশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে।" পতিগতপ্রাণা রহিমা তাহার ঈদৃশ অনুচিত পরুষবাক্যশ্রবণে মর্ম্মাহত হইয়া ক্ষণকাল নিশ্চেষ্ট ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর স্বামীর দিনমান উপবাসের কথা মনে করিয়া অগত্যা পৌত্তলিক রমণীর বিগর্হিত

প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন সেই হ্রস্বকেশা নীচাশয়া নারী 'পরচুলা' পরিধানে স্বীয়সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার মানসে রহিমাদেবীর ভ্রমরগঞ্জিত সুদীর্ঘ কুন্তলরাশি স্বহস্তে কর্ত্তন করিয়া লইল। এবং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে এক দিনের উপযোগী ভিক্ষা দিয়া বিদায় প্রদান করিল। রহিমা মুণ্ডিতমুণ্ডে ভিক্ষা লইয়া স্বামী সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং অন্যান্য উপকরণ সহ অতি সত্বর তাহা প্রস্তুত করিয়া বুভুক্ষিত স্বামীর ক্ষুধাক্লেশ নিবারণ করিলেন। কথিত আছে রহিমা বিবী এইরূপে অসহ্য অপমান ও দুঃসহ ক্লেশ পরম্পরা সহ্য করিয়া অনন্যমনে সুদীর্ঘ অষ্টাদশবর্ষকাল ঘৃণ্য ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীর পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। এক দিনের নিমিত্তও আত্মসুখে দৃষ্টি বা কোনরূপ বিরক্তি ভাব প্রকাশ করেন নাই।

অষ্টাদশবর্ষ পরে ঈশ্বরানুগ্রহে ক্রমশঃ আয়ুবনবীর উৎকট ব্যাধির উপশম আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ বিষকৃমির দংশন-জ্বালা হ্রাস হইয়া আসিল, তৎপর ক্ষতস্থান সকল হইতে রক্তপূঁজ পড়া বন্ধ হইল ও ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া তত্রত্য মৃতচর্ম্মাদি উঠিয়া যাইতে লাগিল। যে সকল স্থানের মাংস পচিয়া খসিয়া পড়িয়াছিল, সেই সকল স্থান পুনরায় নবমাংসে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ফলতঃ বসন্তের প্রারম্ভে নব পত্রের উদ্গমে বৃক্ষাবলীর যেরূপ লালিত্য বৃদ্ধি পায়, নবীবর আয়ুব দয়াময় পরমেশ্বরের কৃপায় রোগমুক্ত হইয়া সেইরূপ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিলেন। তদন্তর চির সহায়া পত্নী সহ তরুতল পরিহার পূর্ব্বক পূর্ব্বাবাসে উপস্থিত হইয়া অভিনিবিষ্ট চিত্তে ঈশ্বরোপাসনায় পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

সতীকুলবরণীয় প্রাতঃস্মরণীয়া রহিমাদেবী এতকাল যাঁহার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী, বিজন প্রান্তরবাসিনী ও অবশেষে পথের ভিখারিণী হইয়াছিলেন; যাঁহার জন্য সুদীর্ঘ অষ্টাদশবর্ষকাল অশ্রুতপূর্ব্ব ক্লেশপরম্পরা অম্লানচিত্তে সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে সেই জীবনসর্ব্বস্ব হৃদয়ারাধ্য পতিকে রোগ বিমুক্ত ও নবকান্তিপূর্ণ দেখিয়া অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

সংগ্রাহক,
মোহাম্মদ এস্‌মাইল হোসেন। সিরাজগঞ্জ।

গঙ্গারাম টাটারু।

(৪)

চতুর্দ্দশ উদ্যম।

"এবার শেষ করো!"

গঙ্গারামের বাড়ী প্রাচীর বেষ্টিত নহে। কেবল দুইটিঘর—একটি শুইবার—থাকিবার; অপরটি হাঁড়ি-হোলা রাখিবার—উহাকে "হেঁসেল ঘর" বলে। বাসের ঘরটি দক্ষিণদ্বারী—দাওয়াটা খুব উঁচু। বাড়ীর দক্ষিণ ধারে একটা পুকুর-পারেই সরলার ঘর। গঙ্গারামের ঘরের দাওয়া হইতে সরলার ঘর বেশ নজর হয়। গঙ্গারাম, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাওয়ার পর হইতে কমলা এতক্ষণ ঘরের কাজকর্ম্ম করিতে ছিলেন, (কাজ কর্ম্মই বা কি? সে দিন ত আর রাঁধিতে হইবে না। বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর ছাঁদাতেই দুইদিন চলিবে, তবে গ্রাম্য-রমণী-সুলভ কুটো কাটা সরাইতে ছিলেন) আর দাওয়া হইতে ঘন ঘন সরলার বাড়ীর দিকে তাকাইতে ছিলেন! দেখিতে দেখিতে সরলার বাড়ীটা তাঁহার পক্ষে যেন আলোকিত হইয়া উঠিল। এবার তিনি কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া কেবল সরলার বাড়ীর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। একবারও চক্ষের নিমেষ পতন নাই।

"কমলা তাকাইয়া কি দেখিতেছে?"

হরিণ-বরণা কমলা, এক অপরূপ—এখানে "অপরূপের" অর্থ "দুর্লভ" সামগ্রী দেখিতেছেন—এক মন প্রাণহর বস্তু দেখিতেছেন। আর যে সামগ্রী বা বস্তুটাও যেন কমলাকে দেখিয়া—কমলার কমলানন নিরখিয়া জন্ম সার্থক করিতেছে।

"সে সামগ্রী টা কি?"

সেটা সূর্য্য। সূর্য্যকে কমল-বান্ধব ও কমলিনীকে ভানু-প্রিয়া বলে। উভয়ে উভয়ের অধীন। সরলার অঙ্গনাকাশে অরুণোদয় হইয়াছে—গঙ্গারামের গৃহ-সরোবরে কমল স্ফুটিত হইয়াছে—ঋতুটাও যে শরৎ! কিন্তু সূর্য্য আকাশে—আর কমলিনী সরোবরে—সম্বন্ধ সংবদ্ধ থাকিলেও দূরতা অনেক—

কাজেই উভয়ের একত্র মিলন দুরূহ। তবে দুইটা মধুকর-সূর্য্যকাশ হইতে উড়িয়া আসিয়া পদ্মের উপর বসিতেছে—অমনি দুইটা খঞ্জনে ডানা ঝাড়া দিয়া তাহাদিগকে শশব্যস্ত করিতেছে—তাহারা তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। হইবেইত; খঞ্জনের কাছে মধুপ কি জয় লাভ করিতে পারে? দুইটা দেবীর মধ্যেও বড় গোল বাধিয়াছে। তাঁহাদের নাম শুনিবেন? এক দেবীর নাম "বাসনা"—অপরার নাম—"লজ্জা"। ঝগড়া ত বাধিবারই কথা? রসিক পাঠক! এরূপ "অপরূপ" গণ্ডগোল কখনও দেখিয়াছেন কি? স্থির করুন দেখি এ গণ্ডগোলে কার জয়লাভ হইবে? একদিকে "বাসনা" বলবতী—অন্যদিকে "লজ্জা" পদ্মিনীর সার সম্বল। সুতরাং পদ্মিনী, দেবীদ্বয়ের কাহাকেও ছাড়িতে পারিতেছেন না—ইত্যবকাশে শঙ্কা-দেবী, লজ্জাদেবীর সহযোগিনী হইলেন। সুতরাং বাসনা-দেবী পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া গেলেন। এমন সময়ে গঙ্গারাম ভোজ-বাড়ী হইতে আসিয়া "ছাঁদার" সামগ্রী নামাইলেন। অতএব, কমলাকে অন্যমনা হইয়া, সে সব রাখিতে হইল। এইবারে দুই এক মাসের জন্য কমলার নিকট হইতে আমাদের সরিতে হইয়াছে। উপসংহার আগত প্রায়।

"উপসংহার আগত প্রায়, আর সেই বিরাট পুরুষের পরিচয় দিলে না?"

তিনি সেই পাঞ্জাবী ভায়া—তিনি সেই 'গঙ্গারাম টাটারু'—আর তিনিই আমাদের কমলার—

"সরলা; কে? অলঙ্কার গুলি কাহার প্রদত্ত?"

সরলা পাঞ্জাবী ভায়ার অনুগতা—অলঙ্কার তিনিই দিয়াছিলেন।

"এবারে শেষ করো।"

তবে আসুন।

শেষ উদ্যম।

"আমি আর সে কমলা নই।"

দুই এক মাস কাটিয়া গিয়াছে। ইত্যবসরে কমলা গঙ্গারামকে অসার প্রতিপন্ন করিয়া, অগাধ জলধি-গর্ভে ডুবাইয়া—পাঞ্জাবী-ভায়ার বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার খাস-মহল হইয়া অনন্ত সুখ-ভাগিনী হইয়াছেন। গ্রামে

হুলস্থূল বাঁধিয়া গিয়াছে—বেশীর ভাগ কিন্তু, মেয়ে মহলে। সরলা সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কমলা কুলটা হইয়া, কুল-টা হারাইয়া, বাহির হইয়া গিয়াছে। এইরূপ রটনা চলিতেছে।

ও, বামাকুল! কি বুঝেছ? কমলা কুল হারায় নাই—কুল পেয়েছে—অকুল সাগরে ভাসিতে ছিল এখন কুল পেয়েছে। সরলা সর্ব্বনাশ করে নাই—সর্ব্বনাশের মুল উৎপাটন করিয়াছে। সরলা—কে, তা চিনেছ? সরলা পবিত্রতা পরিচয় স্থলে বলিয়াছি, সরলা জাতিতে ধোপা; ধোপার কাজ ময়লা কাপড় সাফ্ করা। সরলা তাই করিয়াছে—কমলা মলিনা ছিল, সরলা কাচিয়া তাহাকে পরিষ্কার করিয়াছে। পাঞ্জাবী-ভায়ার প্রদত্ত অলঙ্কার গুলি এখন কি অবস্থায় পরিণত হইয়াছে শুনিবে? প্রথমে ছয়টা কুণ্ডলের কথাই বলি। ধনুকে গুণ দিলে, তাহা কুণ্ডলাকৃতি ধারণ করে। ঐ ছয়টা কুণ্ডল এখন ষড়-রিপুর বিনাশার্থ ষড়-ধনুক রূপে প্রতিয়মান হইতেছে। কণ্ঠভূষণ "চিক্", একত্র গ্রথিত দুইটি নাম রূপে পরিণত হইয়াছে। এই দুই নাম কণ্ঠভূষণ হওয়ায় অনায়াসে মুক্তি পথ পরিষ্কার হইয়াছে। বাহু-ভূষণ "অনন্ত" হইয়াছে প্রেম।

"প্রেম বাহুতে কেন?"

হৃদয় যাঁহার তিনি অধিকার করিয়া লইয়াছেন। সেখানে প্রেমের থাকিবার স্থান নাই। তাই তিনি অনন্তরূপে বাহুতে বিরাজমান। বালা হইয়াছেন "ভক্তি"। তিনিও প্রেমের দশা প্রাপ্ত হইয়া—প্রকোষ্ঠে লাগিছেন। এখন তাঁহাকে করজোড় করিয়া দয়া প্রার্থিনী হইতে হইয়াছে—কি জানি যদি খুলে ফেলেন। আর ত দরকার নাই? দৃঢ় বিশ্বাসের আর প্রয়োজন কি? তিনি হতাদর হইয়া কটিতটে পড়িয়াছেন—যাহা পাঠকের চক্ষে "রেট" বলিয়া ঠেকিয়াছে। বিনয়কেও জবাব দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তিনি ছাড়িতে না পারিয়া "মল" হইয়া পায়ে লাগিয়া আছেন। এখন একবার এস কমলে—একবার ঐ বামাকুল সমক্ষে দাঁড়াইয়া বল কমলে,

"আমি আর সে কমলা নই।"

সম্পূর্ণ।

বিনত—শ্রীআব্দুল লতিফ। জেলেখা প্রণেতা।

দিল্লী।

(১)

হায় দিল্লী মরতের নন্দন কানন,
বিষাদ-বদনে আজি কেন দাঁড়াইয়া ?
সহস্র বৃশ্চিক হৃদে করিছে দংশন
পূরব গৌরব তব নীরবে স্মরিয়া।

(২)

জগত-ঈশ্বর নামে যাহার ঈশ্বর
ছিল সুবিদিত অহো! দিগ দিগন্তরে,
আজি রে কোথায় তার দৃশ্য মনোহর
স্মরিয়া সে কথা শোকে হৃদয় বিদরে।

(৩)

অর্দ্ধচন্দ্র বিখচিত বৈজয়ন্তী যথা
সগরবে হেলি দুলি সমীরণ ভরে
উড়িত ; ব্রিটীশ সিংহ দেখ আজি তথা
উচ্চ পুচ্ছে গরজিছে গভীর হুঙ্কারে।

(৪)

হা দিল্লী!
তোমার এরূপ দশা হইবে কখন,
কোন্ জন বল দেখি জানিত স্বপনে ?
মোগলগৌরবরবি বসিত যখন
রতন মণ্ডিত গুহ-বাহন আসনে।

(৫)

অভ্রভেদী স্তম্ভ আজও উন্নত শিরষি
রয়েছে দাঁড়ায়ে তব বুকের উপর ;
আজিও বিশেষ সভা ঘোষে দিশি দিশি
এই স্থান মরতের স্বর্গ মনোহর। (১)

(১) অভগ্নদেহে উচ্চ শীর্ষে কুতুব-মীনার আজিও পুরাতন দিল্লীর

(৬)

তথাপি তথাপি সুখ শান্তির সঞ্চার
নাহি হয় তিল মাত্র ; বিশুষ্ক অন্তরে
ভীষণ অনল শিখা জ্বলে অনিবার,
দিবস যামিনী তিতি নয়ন আসারে।

(৭)

সুখ দুঃখ অবিরত রথাঙ্গের প্রায়
ঘুরিছে ধরণী ধামে বলে বুধগণ ;
সুচির উন্নতি-লাভ দুর্লভ ধরায়
হা দিল্লী তুমিই তার মুখ্য নিদর্শন।

(৮)

সুললিত পিক-কণ্ঠ বৈতালিকগণ
মধুর পঞ্চমে যথা গাইত প্রভাতে,
যথায় জীমূত মন্দ্রে নবত সঘনন
উঠিত গগন পথে মোহিয়া জগতে,

(৯)

"অনারারী" বৈতালিক মশক-নন্দন
ভন্ ভন্ ভন্ আজি গাইছে তথায় ;
হায়রে কোটর-গত পেচক-রাজন
গভীর চীৎকারে মরি নবত ঘাজায়!

শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। অমর সম্রাট সাহজাহাঁ নির্ম্মিত "দেওয়ানে খাস্" নামধেয় সভাগৃহটী আজ পর্য্যন্ত উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া দর্শকের হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করিতেছে। এই গৃহের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে উজ্জ্বল সুবর্ণ বর্ণে নিম্নলিখিত শ্লোকটী লিখিত আছে।

"আগার ফের দৌস্ বারুয়ে জমীনাস্ত
হামিনাস্তে হামিনাস্তো হামিনাস্ত।"
(অর্থাৎ) যদ্যপি স্বরগ মরত-ভুবনে
সম্ভবে, তাহলে এই তা এখানে।

(১০)

যথায় আলোক মালা ধাঁধিয়া নয়ন
জ্বলিত সুরম্য গৃহে মুকুতা-খচিত ;
সূচি-ভেদ্য অন্ধকার ঘোর দরশন
করিয়াছে তথা নিজ প্রভুত্ব স্থাপিত।

(১১)

সার্দ্ধ-অষ্ট বর্ষ ব্যাপী অযুত স্থপতি (১)
করি পরিশ্রম যাহে নিরমিল হায় ;
যে ভজনা-গৃহ নামে অমর নৃপতি
নেহারি তাহারে শোকে বুক ফেটে যায়।

(১২)

ত্রিদিব-ভজনা-গৃহ-নিখুত-নকল, (২)
জগতের অদ্বিতীয় ভজন-মন্দির,
স্থপতি-বিদ্যার চারু দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল,
অদ্যাপি দণ্ডায়মান উঁচু করি শির—

(১৩)

তুঙ্গ সিংহদ্বার তার সদা অর্গলিত (৩)
না ধরে প্রদীপাবলী দীপাধার শ্রেণী ;
সে সাহ-নিশিন আজি ধূলি ধূসরিত (৪)
বিশুষ্ক কিংশুক এবে সম্ফুল্ল বিসিনী।

(১) প্রতি দিন দশ সহস্র লোক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া আট বৎসর ছয় মাসে প্রসিদ্ধ "জামে-মসজিদে"র নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করে।

(২) কথিত আছে ধর্ম্মগত প্রাণ সম্রাট মহাত্মা শাজাহাঁ চতুর্থ স্বর্গের "বয়তুল মামুর" নামধেয় ভজনা-গৃহ একদিন স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। দিল্লীর "জামে মস্‌জিদ" সেই স্বর্গীয় গৃহেরই প্রতিকৃতি।

(৩) সিংহদ্বার দিয়া স্বয়ং সম্রাট মস্‌জিদে প্রবেশ করিতেন বলিয়া এখন উহা আর খোলা হয় না। একবার কাবুলের রাজকুমারের আগমনে খোলা হইয়া ছিল।

(৪) সাহ-নিশিন—বাদশার উপবেসনের স্থান। মস্‌জিদের সিংহ-

(১৪)

তপণ-ঘটিকা-যন্ত্র বায়ু-সখা কোণে (১)
ঈশানে গোলক-অর্দ্ধ—মর্ম্মর-গঠিত,—
মোস্লেম মনীষা ঘোষে মলিন বদনে,
রবি-শোকে সরসিজ যথা নিমিলিত।

(১৫)

রাজান্তঃপুর-বাসিনী সিমন্তিনী সবে
যেই উপাসনা-গৃহে হইত মিলিত ;—
মতীহীন সেই মতী-মসজিদ এবে,
বিধবা যুবতী যথা হিরণ্য-হরিত।

(১৬)

অথবা বসন্ত-অন্তে অযুত-কুহরে
কামিনী কোমল অঙ্গ সুষমা-বিহীন
হয় যথা ; তথা মতী-নিথাত-কোটরে
পরিবৃত মসজিদ হৃত-দরবীণ।

(১৭)

যেই দুর্গ-শীর্ষ হতে বাবর-নন্দন
অনবধানতা-হেতু ভূতলে পড়িয়া,
অকালে মানবলীলা করে সম্বরণ
ভগ্নচূড় রুগ্ন-দেহে আজও দাঁড়াইয়া।

দ্বারের উপরিভাগে শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত এই আসনে সম্রাট প্রতি শুক্রবার জুম্মার নামাজ শেষ করিয়া উপবেশন করিতেন, প্রজামণ্ডলী প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে দেখিত এবং পরমেশ্বরের নিকট তাঁহার সর্ব্ব প্রকার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিত। রাজদরবারে যাইয়া রাজ-দর্শন সর্ব্বসাধারণের পক্ষে অসম্ভব ছিল বলিয়াই এই প্রথার প্রচলন হয়।

(১) মস্‌জিদ-প্রাঙ্গণের অগ্নিকোণে শ্বেতমর্ম্মর-নির্ম্মিত একটী সূর্য্য ঘড়ি (San-dial) এবং ঈশানকোণে পশ্চিম গোলার্দ্ধের একটী মানচিত্র সুনিত মর্ম্মরে অঙ্কিত রহিয়াছে। কিন্তু এখন তাহা অযত্নে নিরতিশয় মলিন হইয়া রহিয়াছে।

(১৮)

সুধা-ধবলিত সৌধরাজি মনোহর,
রত্নময় তুঙ্গশিরে বিরাজিত যথা,
ভগ্নস্তূপ-সমবায়ে পার্ব্বত্য বর্ব্বর
নিবসিছে আজি হায় মনোসুখে তথা। (১

(১৯)

ক্রোশার্দ্ধ দক্ষিণে তার ভারত-সম্রাট (২)
মহানিদ্রা-শান্তি কোলে সহ পরিজন,
লভিছে বিশ্রাম ;—কিবা সমাধি বিরাট !
মর্ম্মর-গম্বুজে যেন ভেদিছে গগন।

(২০)

ইহারই সন্নিধি মহাপুরুষ নিজাম
ভারত কানন-প্রিয় খসরু সহিত—
নৃপসুতা জাহানারা ললনা-ললাম
সতী কুল-বরণীয়া—চির সমাহিত। (৩)

(২১)

যাঁহার সমাধি-অন্তে সুসিত-মর্ম্মরে—
সুবর্ণে খোদিত পুণ্য গাথা মনোহর
দেখিয়া লোচন-লোরে ভাবুক-নিকরে
ভাসি সদা, ভাষে "ভূপ দায়াদী অমর"। (৪)

(১) মহামনস্বী বিদ্যোৎসাহী সম্রাট মহাত্মা হুমায়ুঁর দুর্গাভ্যন্তরে এখন এক প্রকার অসভ্য জাতি বাস করিতেছে।

(২) হুমায়ুঁ।

(৩) নিজাম-উদ্দীন আওলিয়া; সুপ্রসিদ্ধ কবি খসরু; সাজাহাঁ নন্দিনী জাহানারা।

(৪) মোগল-কুল-মধ্যাহ্ন-রবি সম্রাট আওরঙ্গজেব যখন স্বীয় পিতাকে আগরা-দুর্গের নগিনা-মস্‌জিদের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখেন, তখন দেবী জাহানারা ভ্রাতার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পিতার সেবায়

(২২)

"কালস্য কুটীলা গতি'—কোবিদ-বচন—
প্রত্যক্ষ করিতে যেয়ে সাজাহাঁ-নগরে,
জাতীয়-ভাব-প্রবণ কোন মহাজন
প্রবুদ্ধ না হয়ে হায় থাকিবারে পারে ?

(২৩)

পুণ্যতোয়া স্ফীত বক্ষা মিহির-নন্দিনী
কালিন্দী সাজাহাঁ-পদ লভিবার তরে,—
উদ্বেল হৃদয়ে যথা ধায় পাগলিনী—
ধাইত গবাক্ষ-পথে রাজ-অন্তঃপুরে। (১)

(২৪)

নাই সাজাহান—তাই সমনভগিনী
শোকে শুষ্ক ; রুগ্নদেহে দিল্লী-পরিহরি

নিযুক্ত হন। তিনি চিরকুমারী ছিলেন এবং পিতৃদেবের মৃত্যুর পর রোগী-চর্য্যা ও দরিদ্রের দুঃখ মোচন করিয়া জীবন কাটিয়াছেন। তাঁহার সমাধির পার্শ্বে মর্ম্মর ফলকে এই বাক্য লিখা আছে ;—

"বেগায়র সাবজা নাপোসদ কাছে মাজারে মারা
কে কবর পোসী গেরেবাঁ হামি গিয়া বসাস্ত।"

(অর্থাৎ)

মর্ম্মর-মণ্ডিত মহামূল্য-আবরণে
আবরি সমাধি মম নাহি প্রয়োজন ;
সেই ভাল, স্বভাবজ তৃণ-আচ্ছাদনে
দরিদ্র সমাধি সদা করে আচ্ছাদন।

(১) "সম্মুনবোরুজ" নামক দ্বার দিয়া যমুনা অন্তঃপুরে লহরীলীলা বিস্তার পূর্ব্বক সম্রাটের চিত্ত বিনোদন করিত। কিন্তু কালক্রমে আজ যমুনা শুষ্কপ্রায়। দিল্লীর সম্মুখে ভাদ্রমাসেও যমুনার অনেক স্থলে পায় হাঁটিয়া পার হওয়া যায়।

ছুটিছে আগরা-পানে দিবস যামিনী,
দেখিতে সমাধি তাঁর তুলিয়া লহরী। (১)

(২৫)

মোস্‌লেম-বীর কুল লীলা-নিকেতন,
শারদীয় পূর্ণ-চন্দ্র শোভা-সম্বর্দ্ধিনী
রাজধানী মোগলের হায়রে এখন
শোক-অন্ধকারময় অমা নিশিথিনী।

(২৬)

যে দিল্লীর পুণ্যগাথা সুবর্ণ-বর্ণনে
ধরি বক্ষে ইতিহাস ধন্য ভূমণ্ডলে;
সে দিল্লী "দিল্লীকা লাড্ডু" কালের দংশনে
কে খণ্ডিতে পারে বিধি-দত্ত বিধি ভালে?

বিবাদ।

রোম ও গ্রীসের পতন ও সভ্যতার বিরামে যখন অখণ্ড পৃথিবী ক্রমশঃ ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া পড়িতে ছিল, সেই সময়ে আরবগণ কোরানের উজ্জ্বল শিক্ষা, গ্রীস ও ভারতবর্ষীয় দর্শন বিজ্ঞানের অনতি প্রখর আলোকে বিমণ্ডিত হইয়া সমস্তাৎ স্নিগ্ধ কিরণ বিকীর্ণ করিতে করিতে আসিয়া ও আফ্রিকার অজ্ঞানান্ধকার নিরস্ত করিয়া ইউরোপে প্রবেশ করেন। দর্শনমাত্র ইউরোপ তাহাদিগকে আপনাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রাণী বুঝিয়া তাহাদের পদতলে আত্মসমর্পণ করে। মোসলমানগণ গ্রানাডার

(১) ভুবন-বিখ্যাত "তাজ-মহলের" পাদদেশ বিধৌত করিয়া শমন-স্বসা যমুনা প্রবাহিতা। এস্থানে যমুনার জল অপেক্ষাকৃত গভীর; তাই অনুমান হয় যে যমুনা সম্রাট সাজাহাঁশোকে দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া আগরা আসিয়া রহিয়াছে।—দিল্লীতে সম্রাটের পদ-প্রতিপালন করিত, আর এখানে তাঁহার সমাধির পাদদেশ বিধৌত করিতেছি।

ভুবন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় কর্ডোবার রাজসভা ও বিজ্ঞান সমাজ হইতে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই শোচনীয় খ্রীষ্টীয় সমাজকে নানাগুণে বিভূষিত করিয়া দেন। এই সময়ে মোসলমানদের মনে শস্ত্র ও শাস্ত্র প্রত্যেক বিষয়ই অলম বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল, সুতরাং তাহাদের নিকট শিক্ষার আর নূতন কিছুই রহিল না, তখনই মোসলমানের অবনতি আরম্ভ হয়। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সামাজিক বিজ্ঞানে অতৃপ্ত হৃদয় খ্রীষ্টীয়গণের আর কিঞ্চিৎ উন্নতির অব্যবহিত পরেই তাহারা ইউরোপ হইতে বিতাড়িত হন। গ্রীশ ও রুসিয়াতেও এই ঘটনারই পুনরভিনয় হইয়াছে। সুইজরলণ্ড ও ইতালির অষ্ট্রীয়ের দাসত্ব পাশ ছেদনের ইহা ভিন্ন অন্যতর কারণ নাই।

এই কারণ সর্ব্বাঙ্গীণ সুসম্পন্ন হইবার জন্যই তুর্কীগণ ইউরোপের প্রান্তভাগ হইতে পুনঃ পুনঃ শেষ বিদায়ের সম্ভাষন শ্রবণ করিতেছেন। ইউরোপ কর্ত্তৃক আমেরিকার বিজয় উন্নতি সাধনে আমেরিকা হইতে ইউরোপের পরাবৃত্ত প্রভৃতিতে সভ্যতা ও উন্নতিরই সামঞ্জস্য ও অবনতিরই জাজ্বল্যমান অভিনয় দৃষ্ট হয়। ফরাসী বিপ্লব উদীয়মান বিশুদ্ধ সভ্যতা ও প্রাচীন স্থিতিশীলতারই মল্লযুদ্ধমাত্র; আফ্রিকাতেও বর্ত্তমানে বৈদেশীক জয় পরাজয়ে এই নীতি সূত্রেরই ব্যাখ্যা হইতেছে। ভারতবর্ষেও মোসলমানদিগের উজ্জ্বল বিজয়, বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন সাম্রাজ্যের বিনাশ ও নিষ্পেষণ এই বিশ্বজনীন সংজ্ঞাকে অতিক্রম করে নাই।

এই সকল যুক্তি ও প্রমাণ স্থাপনে মোগলরাজপত্নী ও তাহার প্রতিবাদ প্রবন্ধ উভয়েরই কেবল কল্পনা প্রদর্শন বোধ হয় নিরাস করা হইল সুতরাং এক্ষণে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে কোন হিন্দুললনার পাণিগ্রহণে ভারতবর্ষে মোসলমান সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হয় নাই এবং কোন হিন্দুনারীর পাণিগ্রহণ মোসলমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসেরও কারণ নহে। মোসলমান সাম্রাজ্যের উৎপত্তি স্থিতি ও ধ্বংসের কারণ অন্যরূপ।

এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আমাদিগকে আর্য্যদিগের প্রথম ভারতবর্ষে প্রবেশ ও তদনন্তর মোসলমানদিগের বিজয়ের সমকালীন ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ সামাজিক অবস্থা সভ্যতার পরিমাণ বহিশ্চর সংশ্রবী প্রতিপক্ষের তত্তৎ বিষয়ের একবার আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। নতুবা আমরা

ঐতিহাসিক প্রত্যবায় হইতে মুক্ত হইতে পারিব না। উন্নত বপুঃ মহাকায় বৃষস্কন্ধ কর্ষিত পেশী আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছেন, তাহারা একই সামগানে অভ্যস্ত, সঙ্গে উৎকৃষ্ট গোধন, বামস্কন্ধে প্রয়োজনীয় বস্তু দক্ষিণকরে আয়স অস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সাগ্নিক ঋষিগণ সুরক্ষিত হইয়া গম্ভীর স্বরে বেদগানে আকাশ প্রান্তর প্লাবিত করিয়া চলিয়াছেন। দস্যুগণ বৃক্ষপ্রস্তর বর্ষণ করিয়া, তাহাদের সরমা প্রলোভিত করিয়া, ধেনু হরণ করিয়া, তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিতেছে না। তাহারা ক্রমে ভারতবর্ষের উর্ব্বরক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিলেন জনসংখ্যার উপচয়ে জীবনের সচ্ছন্দতায় তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণতা উপস্থিত হইল। প্রাচীন দক্ষ ঐতিহাসিকের "কর্ম্মভি-র্বর্ণতাং গতঃ" শ্লোকার্দ্ধে তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে। যতদিন তাহারা একই বৈদিক দেবতার উপাসক ছিলেন, একই ঋষি তাহাদের ব্যবস্থাদাতা ছিলেন হোমার্থ একই পবিত্র অগ্নি রক্ষা তাহাদের জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল, সমাজের এক পরমাণুতে আঘাত লাগিলে তাহা সমস্ত অবয়বকে কম্পিত করিত, ততদিন তাহারা আভ্যন্তরীণ ভীষণ অসুর ও বহিশ্চর শক, হুন, ম্লেচ্ছ, কাম্বোজ, কিরাত যবনের শত সহস্র প্রচণ্ড আক্রমণ অবহেলায় পরাহত করিয়া দিয়াছেন। তাহার পর বৈদিক কালের পর পৌরাণিক কাল অধি-কাংশ বৈদিক দেবতা পেন্‌সন গ্রহণ করিয়াছেন কোথায়ও বা দুই একজন ঋষির ভগ্ন আশ্রমে স্বল্প হবি আহার করিয়া ঘোর দুঃখে কষ্টে জীবন্মৃত প্রায় হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। পৌরাণিক তেত্রিশ কোটী দেবতা (১) পরিগৃহিত হইতে লাগিলেন। দেবতারও অভাব নাই, ভক্তেরও অন্ত নাই। এক পরাক্রান্ত সমান আর্য্যাবর্ত্ত ব্রহ্মাবর্ত্ত ও দক্ষিণাবর্ত্তে পৃথক হইয়া গেল। ব্রহ্মাবর্ত্তের ঋষিগণকে রাক্ষস অসুরে জীবন্ত চর্ব্বণ করিয়া উদরস্থ করিয়া গেল। পবিত্র অগ্নি নির্ব্বান করিয়া দিল। হোম অর্চ্চনা বন্ধ হইয়া গেল। আর্য্যাবর্ত্তের, দক্ষিণাবর্ত্তের আর্য্যগণ তাহাদের সংবাদ লইলেন না। অনুদিন তাহাদের একপ্রাণতা ধ্বংস হইতে হইতে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দি উপস্থিত। তখন সমাজ শতধা বিভক্ত, সহস্র রাজবংশ দ্বারা শাসিত, তেত্রিশ কোটী

(১) গ্রাহকের রুচি বর্ণ প্রভৃতি অনুসারে দেবতারা।

দেবতার উপাসনায় সামাজিক ও ঔপদানিক দুর্ব্বলতায় পূর্ণউচ্ছ্বাসে প্লাবিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণের আত্মাভিমান রাজসূয়, অশ্বমেধ, স্বয়ম্বর ক্ষণিক অধিকার বিস্তারে পরস্পরের দীপ্তবর্ষা পরস্পরের বক্ষে সঞ্চালিত হইতেছে, বেদ বেদান্তের তত্ত্ব লোকে বিস্মৃত, দর্শন বিজ্ঞানের উদ্ভবের দিন গিয়াছে, সাহিত্যের অন্ত হইয়াছে, সভ্যতার পরিণতি আরম্ভ হইয়াছে, জাতীয় জীবন, নৈতিক জীবন, সাহস, পারিবারিক পবিত্রতার মুমূর্ষু অবস্থা ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহারা সামান্য কারণে বা অমূলক কারণে ক্রোধে কাহাকে ভস্ম করিয়া দিতেছেন, কাহাকেও শাপে ব্রহ্ম দৈত্য করিয়া রাখিতেছেন অনাবৃষ্টি অতি বৃষ্টি হইলে নীচ বর্ণের প্রতি কঠোর শাসন আরম্ভ হইয়াছে তাহারা সহস্র নরহত্যা করিলেও কাহারও কোন কথা বলিবার নাই। কচিৎ কোন শূদ্রের কর্ণে বেদধ্বনি প্রবেশ করিলে তাহাদের কর্ণে গলিত সীস ঢালিয়া দিতেছেন, এখন আর স্ত্রীলোকেরা বেদ বা উন্নত জ্ঞানের অধিকারী নহেন। তাহাদের সর্ব্বপ্রকার অধিকার রহিত হইয়াছে। শূদ্রের জীবন যৎসামান্য; জ্ঞানে ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রে ক্ষত্রিয়, হলে বৈশ্য, সেবায় শূদ্র। কাহারও নিজের ব্যবসায় ছাড়িয়া একচুল এদিক ওদিক হইবার উপায় নাই দেশের অভ্যন্তর আত্মবিগ্রহের ঘোর কোলাহলে প্রতিধ্বনিত, এমন সময়ে এক প্রবল শত্রু আসিয়া বহির্দ্বারে আঘাত করিল। তাহারা ভুবন বিখ্যাত রোম, পারস্য জয় করিয়া আসিয়াছেন। এক ঈশ্বর তাহাদের পরিচালক, এক পয়গম্বর তাহাদের নেতা ও ধর্ম্মশাস্তা এক কোরান তাহাদের ব্যবস্থা শাস্ত্র; তাহাদের জীবন, সম্রাট, দাস, স্ত্রীলোক ও বালকের সহিত তুল্যমূল্য। তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সহিত একত্র ধনাধিকার করেন, দুর্ব্বল পিতৃহীন বালক বালিকার স্বত্ব শাস্ত্রের বিধান বলে রক্ষিত হয়; তাহারা অপরাধীর দণ্ডবিধানে দাসের চক্ষুর পরিবর্ত্তে সম্রাটের চক্ষু শিশুর প্রাণের বিনিময়ে বীরের প্রাণ গ্রহণ করেন।

তাহাদের স্ত্রীলোকেরা সম্মান ও সতীভাবের রক্ষক, পুরুষেরা জীতেন্দ্রিয়, তাহাদের মধ্যে মহতী একপ্রাণতা। তাহারা সহসা গ্রীসের বিজ্ঞান কৌশল ও ভারতবর্ষীয় জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন; তাহারা সন্তান সমৃদ্ধি সাধনে নিতান্ত নিরত। তাহাদের সাহিত্যবিজ্ঞান সামাজিক বিধি দিনের

পর দিন পূর্ণতারদিকে চলিয়াছে। তাহারা সন্ধিবিগ্রহে সিদ্ধহস্ত। তাহারা পরস্পরের রোগে আরাম দায়ক শান্তিতে বিশ্বস্ত, বিপদে বন্ধু সংগ্রামে সাহস-দাতা, তাহাদের বিভিন্নমুখিনী কার্য্যক্ষমতা বিভিন্ন বংশ সকলে মিলিয়া এক লক্ষ্যে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে অবস্থা এই। এই অবস্থায় প্রাচীন স্থিতিশীল জীর্ণ সভ্যতা ও উদীয়মান প্রচণ্ড নবীন সভ্যতা উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষণ প্রবল একতার সহিত তুচ্ছ ভিন্নতায় মল্লযুদ্ধ, পূর্ণরাশির সহিত ভগ্নাংশের সংগ্রাম, ফল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ। বিস্তার যদি কেহ বুঝিতে চান ভারতবর্ষের মোসলমান ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠায় দেখিবেন গৃহদ্বারে পরাক্রান্ত শত্রুর সিংহনাদ শুনিয়া ভারতের সন্তানগণ গৃহকোণে আত্মগোপন করেন নাই আপনাদের কন্যা কলত্র আততায়ীকে সমর্পণ করিয়া তাহাদিগকে রাজত্ব জন্য স্বাগত আহ্বান করেন নাই। প্রত্যুত বারানসী, মথুরা, থানেশ্বর ও সোমনাথ পত্তনের দেবপুত্তলিকা রক্ষার জন্য অসংখ্য বীর আত্মবিগ্রহ হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া বর্ম্মে চর্ম্মে সুরক্ষিত কিরিটে মণ্ডিত দীপ্ত অসি তীব্র বর্শা ধারণ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় আততায়ীর উপযুক্ত প্রতিরোধ করিয়াছিলেন তাহাদের সংখ্যা অতুল সাহস অনুকরনীয়, আত্ম সম্মান আদর্শ স্থানীয় ছিল। উত্তর দক্ষিণ, পশ্চিম ও মধ্য ভারতের রাজপুত ক্ষত্রিয়, জবি, গোক্ষর বীরগণ নিতান্ত প্রচণ্ডতার সহিত যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে পতিত হইতে বংশানুক্রমে অভ্যস্ত ছিলেন বটে, কিন্তু সম্মিলিত শান্তির সুসমাবেশ ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া এক মহাসমর বিজয় করিতে তাহারা বহুশতাব্দি হইতে অনভ্যস্ত ছিলেন, সুতরাং প্রবল একতা সম্পন্ন মোসলমানবলের নিকট তাহারা অকিঞ্চিৎকর হইলেন। বহুলক্ষ শবদেহের উপর দিয়া বিজয়ী মোসলমানের রথ দিল্লী অভিমুখে ধাবিত হইল। যাহারা জীবন আহুতি দিলেন তাহাদের স্ত্রী পুত্র স্বজনগণ আপনা-দিগকে সৌভাগ্যশালী মনে করিলেন, যাহারা অকৃতকার্য্য হইয়া গৃহে ফিরি-লেন তাহাদের মধ্যে কেহ রাজদণ্ড ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন, কেহ জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া অরুন্তুদ জ্বালা নিবারণ করিলেন। দিল্লীতে মোসলমানের রত্নসিংহাসন চারিদিকে দৃষ্টি প্রতিঘাতি কিরণ বিচ্ছুরিত করিতে লাগিল। দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াই মোসলমান নিশ্চেষ্ট হন নাই, গ্রীস,

রোম, জিলান, ইরান, মিসর, তুর্কীস্থান হইতে তাহাদের জ্ঞানের বীজ আনীত হইতে ছিল, তাহারা ভারতবর্ষের বেদ বেদান্তের চর্চ্চা করিয়াছেন, সাহিত্য অলঙ্কারের, উজ্জ্বলতা প্রদান করিয়াছেন, কপিল কনাদ, সাংক্ষের জটিল তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছেন, ভাস্করাচার্য্যের তত্ত্ব সুপ্রকটিত করিয়া-ছেন। দিল্লীর রাজসভা ভারতবর্ষের একতা, রাজনীতি, সমাজনীতি শিক্ষার এক বিশ্ববিদ্যালয় স্বরূপ হইয়া ছিল। প্রাচীন সভ্য জননীর সন্তানগণ ৮০০ শত বৎসর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুর পাদমূলে বিনীত শিষ্যের ন্যায় বসিয়া সমস্ত শিক্ষা করিয়াছেন। তাহার পর গুরুর ও শিষ্যের উন্নতির ফলে ভারত বর্ষের মোসলমান হিন্দুতে বিসংবাদ। উন্নতি ঘড়ির পেণ্ডুলমের ন্যায়। ইহাদের একবার গতি হইলে সাম্য অবস্থা হইতে ইহারা আরও কিছুদূর গমন করে। হিন্দুর সভ্যতার উন্নতি মোসলমানের সাম্রাজ্যের ধ্বংশ। তাহার পর ভারতের সহিত ইংলণ্ডের পরিচয়, ইংলণ্ডের নিকট ভারতবর্ষের শিক্ষার বহুবিষয় আছে, ভারবর্ষের ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনও এই নূতন গুরুর নিকট আত্ম সমর্পণ করিয়া আবার নূতন সভ্যতা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাতে অভিজাত্য রক্ষা বা বিবাহের কোন সম্পর্ক নাই।

স্পেনের ইতিহাস।

ওহে পরমেশ! সর্ব্ব দেশের ঈশ্বর।
তুমি যাকে ইচ্ছা কর; কর রাজ্যেশ্বর॥
আর যাকে ইচ্ছা কর, ওহে নিরাঞ্জন!
রাজত্ব ক্ষমতা তার, করহ হরণ॥
যাকে বাঞ্ছা কর তুমি, করিয়া উন্নীত।
সম্পদ প্রদানে তাকে, কর সম্মানিত॥
যাকে ইচ্ছা হয়, অবনতি করি তার।
নানাবিধ ভাবে কর লাঞ্ছনা তাহার॥
তোমারই হস্তে, সর্ব্ব মঙ্গল ক্ষমতা।
সর্ব্ব শক্তিমান তুমি, তারক বিধাতা॥

দিবাকে রজনী, আর রাত্রে দিবাকার।
অবশ্য করিতে পার, ক্ষমতা তোমার॥
জীবিতকে মৃত, আর মৃতে জীবদান।
করিতে সক্ষম তুমি, সর্ব্বশক্তিমান॥
বাঞ্ছা হ'লে দেও তাকে, প্রভু নিরাকার!
ধনৈশ্বর্য্য, আহারীয় অসংখ্য অপার॥

(মহা কোরাণের এক পদবিশেষের অনুবাদ)

যে সুবিশাল স্পেন সাম্রাজ্যে, মুসলমান রাজেন্দ্রবৃন্দ, প্রায় হাজার বৎসর পর্য্যন্ত রাজসিংহাসনে, সমাসীন থাকিয়া; ইসলাম পতাকা উড্ডিয়মান রাখিয়াছিলেন, হায়! কালের কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন!! সময়ের কি অচিন্তনীয় বিচিত্র জনক চক্রের ঘোর আবর্ত্তন!!! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়; বর্ণিতে নেত্র যুগল হইতে, শোণিতাশ্রু প্রবাহিত হয়। অন্যতম পরবর্ত্তী সময়ে, সে জাতির তথায় যে দুর্দ্দশা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা অন্তরে জাগরিক হইলে, অনন্ত বিষাদ-সিন্ধুর উত্তুঙ্গ তরঙ্গ হিল্লোলে নিপতিত হইয়া, হাবু ডুবু খাইতে হয়। পাঠকগণ! সেই স্পেন রাজ্যে, মুসলমান রাজত্বের অতি সংক্ষিপ্ত সামান্য ইতিবৃত্তান্তের পরিচয় প্রদানার্থ, অত্র প্রবন্ধের সূচনা; মুসলমান কর্ত্তৃক লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী অবলম্বনে, বিবরণ লিখিলে, আত্ম প্রশংসা প্রকাশ পায়। এই আশঙ্কায় ইংরেজী ইতিহাসাবলম্বনে, কয়েকটী মোটামুটী ঘটনার উল্লেখ করা হইল। সময়ের সহায়তা পাইলে, এতৎপর স্পেনের বিস্তৃত ইতিহাস ক্রমশঃ প্রচারক পৃষ্ঠায়; অঙ্কিত করার বাসনা রহিল।

ইতিহাস আরম্ভ।

এককালে সুবিস্তৃত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সম্পন্ন, স্পেন সাম্রাজ্য, রাডের্ক নামীয় জনৈক প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি, রাজ সিংহাসনের অধীশ্বর ছিলেন। কোন সময় তিনি জোলিন নামীয় তাঁহার একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর সাতিশয় রূপলাবণ্য সম্পন্না, রমণীকুলরাণী অদ্বিতীয়া সুন্দরী সুকুমারী তনয়ার সঙ্গে নিজ রাজ প্রাসাদে, অবৈধভাবে, কাম প্রবৃত্তি পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জোলিন, এই ঘৃণিত জঘন্য ক্রিয়ার বিষয়, প্রকারান্তরে অব-

গত হওয়ায় স্বাভাবিকরূপে তাহার অন্তরে রাজবিদ্রোহিতা বীজের উৎপত্তি হইল। তৎকালে বনি উম্মীয়া বংশীয় দেমেস্কাধিপতি সম্রাট অলিদের উত্তরাধিকারী রাজপ্রতিনিধি নাসেরের পুত্র মুসা নামে, একজন বীরপুরুষ, স্বীয় বীরত্বগুণ প্রভাবে সমধিক সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। জোলিন সুযোগ বুঝিয়া, তাঁহাকে স্পেন আক্রমণের মন্ত্রণা প্রদান পূর্ব্বক, উত্তেজিত করিয়া তুলিল। বীরবর মুসা, দেমেস্কেশ্বরের অনুমতি গ্রহণান্তে, সর্ব্ব প্রথমে পরীক্ষা স্বরূপ ৭১০ খৃষ্টাব্দে ৫০০ শত সৈন্যদল স্পেনাধিকারের অভিপ্রায়ে জোলিনের সহায়তাধীনে প্রেরণ করিলেন। মুসলমান সৈন্যসামন্তগণ আল্‌জিরস নামকস্থান অধিকার পূর্ব্বক, তথা হইতে বহুসংখ্যক উপকারীয় দ্রব্যজাত হস্তগত করতঃ প্রত্যাগমন করিল। রাজপ্রতিনিধি মুসা, ৭১১ খৃষ্টাব্দে তারেকে আরব নামক একজন বিখ্যাত সৈনিক পুরুষকে, ৭০০০ হাজার বিক্রমশালী সৈন্যদলের অধ্যক্ষ করিয়া; পুনরায় স্পেনের সীমান্ত দেশাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি তারেক, সর্ব্বাগ্রে যে, স্থানটী স্বাধিকারে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা এখনও, তাঁহার নামানুসারে,—"জবলতারেক" অর্থাৎ তারেক কর্ত্তৃক অধিকৃত পর্ব্বতনামে ঘোষিত আছে। ইংরেজীতে এই স্থানটীকে জিব্রাল্টার বলা গিয়া থাকে। সেনাপতি, উক্তস্থান অধিকার ভুক্ত করণান্তে; দ্বিগুণ সাহসে স্বীয় বাহিনীবর্গ সহকারে তীব্র বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। স্পেনাধিপতিও দলবলে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধার্থে অগ্রগামী হইলেন। পাঠকবৃন্দ! উভয়দলে সংগ্রাম সংঘর্ষণ হইতে, এখনও কয়েক মিনিট সময় আছে; ইত্যবসরে স্পেন রাজের একটী অপূর্ব্ব সাতিশয় বিস্ময়কর ঘটনার বিষয় শ্রবণ করুন। এই ঘটনাটী প্রকাশ্যরূপে কাল্পনিক বলিয়া অনুভূত হইলেও, একটী ঐতিহাসিক মূলক ঘটনা বলিয়া, তাহা উল্লেখের যোগ্য ভাবিয়া বিবৃত করা হইল। যথা—এই উপস্থিত সমরানল প্রজ্বলিত হওয়ায় কয়েক মাস পূর্ব্বে, স্পেনান্তর্গত "তলিতলা" নামক সমৃদ্ধিশালী মহানগরীতে, স্পেনরাজ একটী বিরাট সভার অধিবেশন করেন। হঠাৎ সভাস্থলে শ্বেত পরিধেয় ২ জন বৃদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের কটিবন্ধনের উভয় পার্শ্বে আকাশীয় রাশি সংযুক্ত রেখার আকৃতি সন্নিবেশিত করা ছিল।

আগন্তুক দ্বয় যথাবিহিত সম্মানসূচক প্রণামান্তে, ক্ষিতিপাল সমীপে নিবেদন করিল। যে সময় প্রথম হর্কল মহীপতি, সমুদ্রতীরে স্তম্ভ বা মনুমেণ্ট স্থাপন করেন, যাহা এখনও বিদ্যমান আছে; সেই সময় তৎসঙ্গে অত্র নগরের সীমান্তদেশে,একটী গুম্বজ নির্ম্মাণ করতঃ তথায় একপ্রকার অপূর্ব্ব অলৌকিক ঘটনা পূর্ণ তেলেস্‌ম (ঐন্দ্রজালিক ঘটনাবিশেষ) সুরক্ষিত করতঃ ঘরে অবরুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহার একটী এরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়া আসিতেছে যে, যখন যে দণ্ডধর স্পেনরাজ্যের গৌরবান্বিত সিংহাসনের সমুজ্জলকারী হইবেন, তখন তিনি, স্বনামীয় একটী তালা, উক্ত গুম্বজের বর্হিদ্বারে লাগাইবেন। বর্ণিত গুম্বজের দ্বারদেশে লিখিত আছে, "যে কোন ভূস্বামী অত্র মণ্ডপের আভ্যন্তরিক গুপ্ততত্ত্ব, অবগত হইবার প্রয়াসী হইবেন, তিনিই প্রতিকার বিহীন বিপদে পতিত হইবেন।" আমরা এবং আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ, প্রথম হর্কলের সময় হইতে একাধিক ক্রমে কথিত মণ্ডপের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে নিয়োজিত আছি। আপনিও আমার প্রচলিত প্রথানুযায়ী স্বীয় নামের একটী তালা, যথাস্থানে সংলগ্ন করিয়া দিবেন। আগন্তুক এতৎপর বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাজা, গুম্বজের গুপ্তভেদ অবগতার্থ বড়ই লালায়িত ও কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন। একদা প্রাতঃকালে মন্দিরাভিমুখে ছুটিলেন। একটী উচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে তাহার অনুসন্ধান পাইলেন। নানাবিধ মূল্যবান প্রস্তরের দেওয়ালে নানাপ্রকার উপকারী উপদেশাবলী; সমুজ্জল অক্ষরে অঙ্কিত ছিল। মন্দিরের বর্হিদ্বারটী এক খণ্ড কারুকার্য্য কৃত নানাবিধ মণিমুক্তা বিখচিত; সুবৃহৎ সুদৃশ্য প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত ছিল। তাহার লৌহনির্ম্মিত কপাট দেশে হর্কল ও অন্যান্য পূরাকালের বহুসংখ্যক রাজন্যবৃন্দের তালানিচয়; যথাস্থানে সংযোজিত করা আছে। উক্ত কপাটের দুইপার্শ্বে আমাদের পরিচিত পূর্ব্বোল্লিখিত বৃদ্ধদ্বয় দ্বার রক্ষক স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। তাহারা উভয়ে, বিনীতভাবে রাজাকে দ্বার খুলিতে নিষেধ করিল। কিন্তু সম্রাট কিছুতেই বিরত ও বিচলিত হইলেন না। অনন্তর তাহারাও বাধ্য হইয়া দ্বার উদ্ঘাটনে রাজার সহকারী হইলেন। নানাবিধ কৌশলাবলম্বনে দ্বার উন্মিলীত হইল। তদনন্তর একটী সুবিস্তৃত সুবৃহৎ অপূর্ব্ব ঐন্দ্রজালিক অমরাবতি সদৃশ দালান পরিলক্ষিত হইল। রাজেন্দ্রদ্বয় স্বীয় পাত্র

মিত্র সহকারে, তদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। অন্যতম আর একটী দ্বার নেত্রগোচর হইল, তথায় একটী ভয়াবহ ঐন্দ্রজালিক বিকটাকারের পিত্তল, প্রতিমূর্ত্তি স্বহস্তে; বৃহদাকারের গদাদণ্ড ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও ক্ষণেক্ষণে মৃত্তিকার উপর উক্ত গদার দ্বারায়, প্রতিঘাত করিতেছে। তাহার বক্ষস্থলে অঙ্কিত ছিল "আমি স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে প্রবৃত্ত আছি" রাজা অল্পক্ষণ করিয়া গভীর স্বরে বলিলেন; হে তেলেস্‌ রক্ষক! আমাকে অগ্রসর হইতে দাও। আমি মন্দিরের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে আসি নাই; এখানকার একবার গুপ্তভেদ, অবগত হইবার প্রত্যাশী। এতচ্ছ্রবণ মাত্র, বর্ণিত প্রতিমূর্ত্তি গদাঘাতে নিবৃত্ত হইল। সম্রাট স্বীয় সমভিব্যাহারীগণ সহকারে, দ্বিতীয় কুঠিরে প্রবেশ করিলেন, তাহার চতুর্দ্দিকের দ্বার দেয়াল, স্বর্ণ রৌপ্য ও অন্যান্য মূল্যবান মণিমুক্তার দ্বারা জড়িত ও সুশোভিত ছিল। দালানের মধ্যদেশে সিংহাসনোপরি একটি বাক্স বিরাজমান, তদোপরী এই বাক্যটী লিখিত ছিল। "যাবতীয় গোপনীয় বিষয়, অত্র বাক্সে সুরক্ষিত একজন মহাসাহসী রাজা ব্যতীত ইহাকে; কেহই খুলিতে সাহসী হইবেক না। সে যেন সাবধান থাকে যে, তাহার মানবলীলা সম্বরণের পূর্ব্বে, তাহাকে অত্রস্থানে অপূর্ব্ব ও অত্যাশ্চার্য্য বিভীষিকা ঘটনাবলী পরিলক্ষিত হইবেক"। রাজা, অশেষ সাহসাবলম্বনে বর্ণিত বাক্স উদ্ঘাটন করিলেন, দুইখণ্ড তাম্র ফলকের মধ্যস্থলে,একখানা চর্ম্মখণ্ড নিরীক্ষণ করিলেন তাহর উপর অশ্বারোহী বাহিনীদলের বিচিত্র জনক চক্রাবলী, অঙ্কিত ছিল। চর্ম্মের শিরভাগে এই কথাটী লিখিত আছে। "ইহাদিগকে বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পরিদর্শন কর; যাহারা তোমাকে রাজসিংহাসনোচ্ছেদ করিয়া, তোমার দেশ ও ধনসম্পত্তি স্বাধিকারভুক্ত করিয়া লইবে" এই বাক্যটী পাঠ করিতে না করিতেই, রাজা ও তাহার সঙ্গীগণ হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্রের ধরাধরি ও মারামারীর, কোলাহল নিনাদ শ্রবণ করিলেন। ঐন্দ্রজালিক চর্ম্মোপরী চিত্রিত সৈন্যসমূল, অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া লম্ফ ঝম্ফ করিতে আরম্ভ করিল। বাস্তবিকই যেন উক্ত চর্ম্মক্ষেত্রে প্রকৃত যুদ্ধের অবতারণা হইল। অবিকল স্বাভাবিক সংগ্রামের সৈন্যগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া, ধরাশায়ী হওতঃ জলবিম্বের ন্যায় দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া যাইতে লাগিল!

(ক্রমশ)

বিবিধ বিষয়।

আফগানিস্থানে সমর-সজ্জার ধূম পড়িয়া গিয়াছে, লাহোরের সিভিল মিলিটারী গেজেট পত্রে এই কথা প্রকাশ। চারিদিকে জনরব, আমীর শীঘ্রই ধর্ম্মযুদ্ধের ঘোষণা করিবেন। আফ্‌গান সীমান্তে—"সাজ সাজ সাজ" সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। রসদ ও অস্ত্রের সংগ্রহ হইতেছে। গেজেট বলিতেছেন, আমীর রুষ-প্রান্তে যাত্রা করিবেন।

দরিদ্রের দুঃখ।

কলিকাতাবাসী দীন দরিদ্রের হৃদয়বিদারক শোচনীয় দুঃখ কষ্টের তুলনায় সহরবাসী ভদ্রলোকের কষ্ট ও অসুবিধা তুলনীয় নহে। গৃহশূন্য, আশ্রয়হীন, অন্নহীন, বৃষ্টিসিক্ত, শীতপীড়িত অসংখ্য নর-নারী দুগ্ধপোষ্য শিশু ও জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যে কষ্ট সহ্য করিয়াছে, তাহা অবর্ণনীয়। প্রবল বৃষ্টিবেগে অনেকের মৃণ্ময় কুটীর—ধূলিসাৎ নয়—জলসাৎ হইয়াছে। সহরে এমন 'খোলার ঘর' নাই, যাহা এই বিপ্লবে ক্ষতিগ্রস্ত বা কতকটা বিধ্বস্ত হয় নাই। যাহাদের গৃহ পড়িয়া যায় নাই,—তাহাদের গৃহের ভিতর জলের স্রোত। খোলার ছাতের ছিদ্রপথে গৃহের অভ্যন্তরে বৃষ্টিধারা পড়িতেছে। গরীবের সামান্য গৃহসজ্জা লণ্ড-ভণ্ড,—তদুপরি ঘর পড়িয়া প্রাণনাশের আশঙ্কা; অনেকে পতনোন্মুখ গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্নিহিত দয়ালু ভদ্রলোকের বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিল।

মাসিক সাহায্য আদায়।

(ভাদ্র)

লা মজহাবি-অরি মওলানা মহম্মদ মণিরজ্জমান সাহেব	...	১৲
লা মজহাবি-নাশক মৌলবী সৈয়দ আমানত আলি সাহেব	...	১৲
মুনশী আব্দচ্ছমদ খাঁ	...	১৲
মুনশী জোবেদ আলি হাওলদার	...	১৲

সেই প্রাণনাশক বিষ পূর্ণ শিশি গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের সম্মুখে "বিসমিল্লা" পাঠান্তে সেবন করিয়া স্থিরচিত্তে অটল ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। এইরূপে অনেক প্রমাণাদি সংগৃহিত হইতে পারে; অত্র তফ্‌সীর প্রণেতা মওলানা অব্দুল হক সাহেবের নিকট বিচ্ছু দংশনের এরূপ "আমাল" আছে যে, তদ্বারায় তৎক্ষণাৎ বিষ বিদূরীত হয়; তাঁহা বারম্বার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। অবিশ্বাসকারিগণ তাঁহার নিকট হইতে পরীক্ষা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারেন।

প্রশ্ন।

অনেক সময় অনেকে "বিসমিল্লা" পাঠ করিয়া বিষময় বস্তু ভক্ষণ করিয়া রক্ষা পায়না। তখন "বিসমিল্লার" মহত্ব কোথায় যায়।

উত্তর।

ঔষধ হউক বা পবিত্র বাক্য হউক তাহার গুণ এবং ফলাফল প্রকাশ জন্য দুইটী বিষয়ের একান্ত প্রয়োজন; প্রথমতঃ উক্ত গুণ প্রকাশার্থে যাবতীয় স্বর্ত্তাবলী একত্রিত হওয়া; দ্বিতীয়তঃ গুণ প্রকাশের বাধক বিষয়সমূহ বিদূরীত হওয়া, যথা,—জহর মোহরার গুণ কোন জ্ঞানী লোকেরই সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু তাহা ব্যবহার করার যে সকল স্বর্ত্ত আছে, তাহার কোন অংশের ব্যতিক্রম ঘটিলেই উপকার দর্শেনা। আবার গুণ প্রকাশের বাধক কোন বস্তু প্রকাশ পাইলেও তাহার গুণ পরিলক্ষিত হয় না। এইরূপ পবিত্র বাণীর গুণ প্রকাশ জন্য আত্মার পবিত্রতা ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস একান্ত ইচ্ছা প্রভৃতি একত্রিত হওয়া আবশ্যক; এতদ্ব্যতীত বাহ্যাড়ম্বর ও অন্যায় কল্পনা, এবং সয়তানের প্রতারণা প্রভৃতি বস্তু হইতে রক্ষিত থাকা আবশ্যক; তাহা হইলে দোয়া দরুদের গুণাগুণ পরিলক্ষিত হইবে। "বিসমিল্লা" সম্বন্ধীয় আলোচনা এখনি সমাপ্ত করিয়া "আলহামদো সুরার তফ্‌সীর লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (১) اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ (২)

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ (৩)

(১) সর্ব্বশক্তিমান জগৎপাতা, সমগ্র জগতের প্রতিপালক কেবল তিনিই সর্ব্ববিধ প্রশংসার অধিকারী। (২) তিনি পরম দাতা অতিশয় দয়াবান। (৩) তিনি কেয়ামত বা বিচারের দিবসের অধিপতি।

তফসীর।

বর্ণিত আয়ত (পদ) ত্রয়ের মধ্যে আল্লাহতায়ালা নানাবিধ নিগূঢ় মহত্ব ও সুযুক্তিআদি নিহিত রাখিয়া নিজাভিমুখে লোকদিগকে আকৃষ্ট হইবার প্রণালীর প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন। "বিস্‌মিল্লাহ" সুরায় তিনি "আল্লাহ" শব্দে স্বীয় ভয় সংযুক্ত ক্ষমতার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক "রহমান" ও "রহিম" শব্দ দ্বয় দ্বারায় আপন অসীম দয়া গুণ প্রকাশ করিয়া লোকদিগকে তাঁহার প্রতি মনোযোগী হইতে সংক্ষিপ্ত ভাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন; তাঁহার নিকটবর্ত্তী ও অনুগ্রহ ভাজন হওয়ার কোন স্পষ্ট নিয়ম প্রকাশ করেন নাই। যাহা অবলম্বনে মানবজাতী নিয়মিত পথাতিক্রম করত: স্বীয় গন্তব্য নগরাভিমুখে যাত্রা করিতে সমর্থ হইবেক। কোন বৃক্ষোপরি স্বীয় পদযুগলকে উপরিভাগে উদ্বন্ধন করিয়া অধঃ মুখে ঝুলিয়া (ঊর্দ্ধ জাঙ্গি) থাকা বা সংসারের সুখাদ্য ও সুগন্ধি যুক্ত পুষ্প বা অন্যান্য আদরণীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার পরিহার পূর্ব্বক কপনী পরিধান পূর্ব্বক কোন মন্দিরের সংলগ্ন স্থানে কি কোন রমণীয় সরোবর পার্শ্বে কি কোন নির্ম্মল শীতল জল প্রবাহিতা নদী তীরে অবস্থান করা, কি কোন গির্জ্জাঘরে নানা রঙ্গের বেশ ভূষায় সুসজ্জিতা শ্রীধারিণী সুন্দরী মহিলাগণ সমভিব্যাহারে গমন করত: নানা প্রকারের গান, রাগ শ্রবণ করিয়া মনের তৃপ্তি সাধন করা বা দ্বারে দ্বারে সন্ন্যাসী সাজিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে যে সেই জগৎপাতা একমাত্র রক্ষা কর্ত্তার দরবারে প্রীতি-ভাজন এবং প্রিয়পাত্র হইতে পারিবে, এরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র।

তবে কি উপায় অবলম্বনে কি প্রণালীতে কোন্ পথের পথিক হইয়া চলিলে সেই এক মাত্র প্রতিপালকের নৈকট্য সম্পর্কের অধিকারী হইতে পারে, তাহার মীমাংসা আল্লাহতায়ালা অত্র সুরায় করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা যেন বলিতেছেন, হে সত্য পথের অনুসন্ধান কারিগণ! হে অন্তিমকালের পরিত্রাণের প্রত্যাশীগণ!! তোমরা যদি সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধণের বাঞ্ছা রাখ, তাহা হইলে অত্র সুরায় সুরক্ষিত শব্দাবলীর নিগূঢ় ভাব পূর্ণ গভীর মর্ম্মের প্রতি মনাকৃষ্ট করিয়া স্বীয় আত্মাকে পবিত্র রঙ্গে সুরক্ষিত কর। তাহা হইলেই পরকালে পরিত্রাণের আশায় আশান্বিত হইতে পারিবে, যেহেতু এই সকল শব্দাবলীর ভাবপূর্ণ অর্থের দিকে বিশেষ মনাকর্ষণ পূর্ব্বক চিন্তা করিলে অন্ত:-করণের তিমিরময় পশুগুণ এবং মনোমলিনতা বিদূরীত হইয়া আত্মার পবিত্রতা সাধিত হইবেক। দর্পণ যেরূপ অতি পরিস্কার ও সমুজ্জল হওয়ায় তাহাতে বস্তু সমূহের প্রতিবিম্ব সুন্দররূপে পরিলক্ষিত হয়। তদরূপ অত্র সুরার পবিত্র শব্দগুলিন নিয়মিত পাঠাভ্যাসে স্বীয় আত্মার পবিত্রতা সাধন করিতে সক্ষম হইলে, তাহাতে সেই সর্ব্বশক্তিমান অন্তর্যামির অলৌকিক, অপূর্ব্ব, নৈরাকারিয় প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইতে পারে। এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ এই যে, মানবের আত্মাই প্রকৃত পক্ষে মানব নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত বস্তু, মনুষ্যদেহ অস্তিত্ব জগতে পরিণত হওয়ার পূর্ব্বেই সে আত্মার অস্তিত্ব বিদ্য-মান ছিল, আবার এই নশ্বর দেহ লয় প্রাপ্ত হওয়ার পরও আত্মার অস্তিত্ব স্থির থাকিবেক। মানব দেহ যেন আত্মার রক্ষণাবেক্ষণ জন্য একটী অস্ত্র সদৃশ, দর্পণাদি মরিচা সংযুক্ত হইলে যেরূপ কয়লা খড়িমাটী প্রভৃতি লাগা-ইয়া পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা যায়, প্রকৃত পক্ষে সেই পরিস্কারিয় বস্তু সমূহ মূল উদ্দেশ্যেরঅন্তর্গত হয় না, মানব দেহ তদরূপ কোন মূল উদ্দেশ্যের জন্য সৃজিত নহে। বরং তৎসাহায্যে আত্মার রক্ষণাবেক্ষণ হয়, ইহাই এক মাত্র উদ্দেশ্য। আত্মার পবিত্রতা ও নির্ম্মলতা সাধন করাই মানব সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি আত্মার পবিত্রতা, নির্ম্মলতা প্রসন্নতা ও উজ্জ্বলতা সাধন করিতে সক্ষম হইবে, সেই প্রকৃত প্রস্তাবে মহা-

পুণ্যের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়া সৃষ্টি কর্ত্তার নৈকট্য লাভ করিতে এবং তাঁহার প্রীতি ভাজন হইতে সমর্থ হইবেক। যাহারা মনে করে জগৎপাতা বা তাঁহার প্রেরিত কোন তত্ত্ব বাহকের প্রচারিত ধর্ম্ম নিয়মাবলী অবলম্বন না করিয়া কেবল স্বীয় স্বাধীন জ্ঞানের মতাধীন হইয়া চলিলেও মানব সৃষ্টির সেই উচ্চ আশা পূর্ণ হইতে পারিবেক। তাহাদের এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক, উন্মত্ত ও নেশা খোরের সারহীন কল্পনা হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে। উপযুক্ত পরিপালক বা পথপ্রদর্শক ব্যক্তি বিহীনে অজানিত সংকটাপন্ন, ভয়াবহ, দুর্গম গিরিপথাতিক্রম করা দুরূহ ব্যাপার; উপযুক্ত শিক্ষক অভাবে কোনরূপেই নিজ জ্ঞান-আলোকের সাহায্যে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করা যাইতে পারেনা। এ বিষয় বোধ হয় কোন প্রমাণ দর্শনের প্রয়োজন হইবে না। সুতরাং যাহারা সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের সাহায্যে প্রকাশিত প্রণালী অবলম্বনে বা তাঁহার প্রেরিত ভাববাদী-গণের শিক্ষা প্রদত্ত উপায়াধিন হইয়া আপনাত্মার পবিত্রতা লাভ করিতে প্রয়াসী হইবে, সে ব্যক্তির প্রকৃত পক্ষে স্ব উদ্দেশ্যে উপনীত হইবার আশা করা যাইতে পারে। ফল কথা পরিত্রাণ এবং পরকালে আল্লাহ-তায়ালার প্রীতি ভাজন হইয়া স্বর্গীয় স্থায়ী সুখানুভব করার অধিকারী হওয়ার জন্য আত্মার নির্ম্মলতা এবং পবিত্রতাই এক মাত্র উপায়। কিরূপে আত্মার পবিত্রতা সম্পাদন হইতে পারে এবং অন্তঃকরণে কত প্রকারের তিমিরাচ্ছাদিত মলিনতা পরিপূর্ণ থাকে, এখন সেই বিষয় একবার আলোচনা করা যাউক, অন্তঃকরণে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের মলিনতা-যবনিকা স্বাভাবিক রূপে বিদ্যমান থাকিয়া পবিত্রতার পথ অবরোধ করিয়া থাকে, তন্মধ্যে প্রথমতঃ এই মানবজাতির মধ্যে এরূপ একদল আছে যে, খোদাতায়ালার অস্তিত্ব এবং তাঁহার যাবতীয় সদ্‌গুণাবলীর অসীম ক্ষমতা ও অতুলনীয় মহত্বাবলীর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস এবং মৌখিক স্বীকার করে না। এই শ্রেণীর লোকদিগকে নাস্তিক নামে অভিহিত করা হয়। ইউরোপ ও আমেরিকাতে এই স্বভাব ও বিশ্বাস-কারিদিগের বহু সংখ্যক দল আছে। নেচারি নামে মোসলমানদিগের মধ্যেও এইরূপ একদলের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। উত্তর পশ্চিম

দ্বিতীয় বর্ষ। ১৩০৭, আশ্বিন। ৯ম সংখ্যা।

প্রচারক।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"* * যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তাহা প্রচার কর, * *"
মহা কোরান সুরে মায়দা ১০ম রুকু ৬০ আয়েত (পদ)।

মধু মিয়া দ্বারা সম্পাদিত।

জ্বর রোগে আর কেন কষ্ট পান।
প্লীহা যকৃৎ বা মেহঘটিত যেরূপ জ্বর হউক না কেন

অমৃতাদি বটিকা

ব্যবহার করুন, নিশ্চয় নিস্তার পাইবেন। জ্বরের করাল গ্রাস হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র মহৌষধ অমৃতাদি বটিকা। ১ কৌটার মূল্য এক টাকা। মাশুলাদি ।৵০ ছয় আনা।

শিরোরোগের মহৌষধ দেশ প্রসিদ্ধ মহা সৌরভযুক্ত

জবাকুসুম তৈল

ব্যবহার করুন যেমন শিরোরোগ হউক আরোগ্য হইবে। এক শিশির মূল্য এক টাকা। মাশুলাদি ॥০ আট আনা।

মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা।

আপনার আবিষ্কৃত জ্বরনাশক অমৃতাদি বটিকা ও শিরোরোগের জবাকুসুম তৈল নানা স্থলে ব্যবহার করিয়া যেরূপ সুন্দর ফল পাইয়াছি তাহাতে আমার প্রতীতি হইয়াছে যে ইহারা সর্ব্বপ্রকার জ্বরের ও শিরোরোগের মহৌষধ। যাঁহারা উৎকট শিরঃপীড়ায় বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন অথবা যাঁহারা জ্বর রোগে জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি বিশেষ অনুরোধ করি যে, তাহারা উপরোক্ত ঔষধদ্বয় ব্যবহার করুন। আপনার যশংবদ

শ্রীনিমচাঁদ গুপ্ত, জি, এম্, সি, বি

ঔষধ পাইবার ঠিকানা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা।

সূচীপত্র।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

১।	বসন্ত-সহচর—শ্রীযুক্ত কাজি গোলাম মওলা ...	২২১
২।	হজরত মহম্মদ	২২৪
৩।	বিলাপ—শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ লোতফর রহমান	২২৭
৪।	নব-কুমুদ—শ্রীযুক্ত মুনশী মতিয়ররহমান ...	২২৯
৫।	ধর্ম্মযুদ্ধের মহাভয়	২৩১
৬।	শিক্ষা—শ্রীযুক্ত মাখনলাল ভঞ্জ	২৩৫
৭।	খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মনীতি—শ্রীযুক্ত পাদরী চন্দ্রনাথ সর[illegible]	২৪৭
৮।	তুরস্কের সোলতান—শ্রীযুক্ত মুনশী সৈয়দ ফজলে হক্	২৪০
৯।	খোদাতায়লার সৃষ্টী রহস্য—শ্রীযুক্ত মুনশী [illegible]াদ মেহেরুল্লা	২৪২
১০।	তফসীর হাক্কানির বঙ্গানুবাদ	

নিয়মাবলী

১। প্রচারকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲

২। ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৹

৩। বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম, প্রতি পৃষ্ঠা প্রত্যেক বার ৪৲ টাকা অর্দ্ধপেজ ২৷৹, প্রতি লাইন চারি আনা।

৪। মুনশী ময়েজ উদ্দীন আহম্মদ সাহেবের নামে আফিসের ঠিকানায় টাকা কড়ি, বিনিময় পত্র, প্রবন্ধ এবং পত্রাদি পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার

এম আব্দর রসিদ

৩৯ নং বলদিয়াপাড়া রোড, (মাণিকতলা) কলিকাতা।

নূতন পুস্তক

তফসীর হাক্কানীর বঙ্গানুবাদ।

১ খণ্ড (১ম স্তবক)

আকার আট পেজি ৯ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৭২ পৃষ্ঠা মূল্য ৷৹ আনা।

ময়েজ উদ্দীন আহমদ।

৩৯ নং বলদিয়া পাড়া রোড, মানিকতলা, কলিকা[illegible]

PRINTED BY SARAT CHANDRA CHAKRAVARTI.
AT THE KALIKA PRESS,
17, Nanda Kumar Chowdhury's 2nd Lane,
Calcutta.

২য় বর্ষ। ১৩০৭ আশ্বিন। ৯ম সংখ্যা।

প্রচারক।

বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।

বসন্ত-সহচর।

(১)

বসন্তের সহসর ওহে পিকবর,
মন প্রাণ মুগ্ধকর কি মধুর স্বর,
সদা কুহু কুহুতানে,
ভারতের জীবগণে,
আনন্দে বিভোর সবে প্রফুল্ল অন্তর।
তোমার ও কুহুস্বর কিবা মনোহর॥

(২)

তব সুধামাখা স্বরে মুগ্ধ এ ধরণী,
আনন্দেতে মত্ত কত পতি সোহাগিনী,
কি যুবতী, কি যুবক,
কিবা বৃদ্ধ, কি বালক,
সকলেই প্রফুল্লিত তব স্বর শুনি।
তব স্বরে কত মধু কিছুই না জানি।

(৩)

কিন্তু হায়, এ নির্জ্জীব ভারত অম্বরে,
কেন বা মাতাও সবে কুহু কুহু স্বরে,
মুমূর্ষু ভারতবাসী,
অনাহারী উপবাসী,

তাদের পিড়ীত কর্ণে তোমার ও স্বর,
সম্ভব কি হয় পিক, লাগে স্নিগ্ধকর ?

(৪)

বুঝেছি, বুঝেছি পিক, কেন বা মাতাও,
মুমুর্ষু ভারতে তুমি কেনবা জাগাও,
দুর্ভাগ্য ভারত-সুত,
অভাগা মোস্লেম যত,
হেরিয়া চেতনাহীন নিদ্রাগত সব,
জাগাতে তাদের তাই তোমার ও রব।

(৫)

গাও তবে গাও পাখী, গাও পিকবর,
আমিও তোমার সাথে মিলাইয়া স্বর,
অচেতন, নিদ্রাগত,
অভাগা মোস্লেম যত,
জাগ, জাগ বলি সবে ডাকি নিরন্তর।
জাগ্‌রে, জাগ্‌রে ওরে নিদ্রাগত নর ॥

(৬)

ভারত মোস্লেমগণ হও সচেতন,
চেয়ে দেখ ঘটিয়াছে কিবা অঘটন।
দেখিছ না হিন্দুগণ,
পেয়েছে কি উচ্চাসন,
পড়িতেছে রাজভাষা করি প্রাণপন
ইহাই ত উন্নতির প্রধান কারণ।

(৭)

বিজাতীয় ভাষা বলি ঘৃণি চিরদিন,
করিয়া পুত্রাদিগণে আগ্রহ বিহীন,
এখন অর্থের তরে,
হা অর্থ, হা অর্থ করে,

চাকরীর তরে তারা ভ্রমে সারাদিন।
হা অন্ন, হা অন্ন করে কাটিতেছে দিন ॥

(৮)

মোস্লেম গৌরব-রবি যবে ভারতেরে,
উদ্ভাসিত করেছিল সমুজ্জল করে,
সুচতুর হিন্দুগণ,
করি যশসী অধ্যয়ন,
বহু বহু উচ্চ-পদে ছিল সমাসীন,
আদরে তুষিত তারা মোস্লেমে সে দিন।

(৯)

দেখিয়াও মনে মনে হয় না আপসোস্ ?
পড়িলে বিজাতী ভাষা কিবা হয় দোষ ?
অবশ্য হইতে পারে ;
পরধর্ম্ম চর্চ্চা করে,
স্বধর্ম্মে অশ্রদ্ধা হেতু হতে পারে দোষ,
ধর্ম্মেরে ছাড়িয়া কেন ভাষা পরিরোষ ?

(১০)

তাই বলি ভ্রাতাগণ হও সচেতন,
শুন, পিক কেন এত বিদারে গগণ।
করি সবে প্রাণপণ,
কর এবে অধ্যয়ন,
রাজভাষা ইংরাজীতে দাও সবে মন।
সমুজ্জল কর ভাই ভারত গগণ।

খাদেমোল মোস্লেমীন
শ্রীকাজিগোলাম মওলা।

হজরত মহম্মদ।

যখন মানবগণ প্রেরিত আদম, নোহ, এবরাহিম, মুসা এবং যীশুখ্রীষ্টের প্রচারিত উজ্জ্বল একেশ্বরবাদ পরিত্যাগ করিয়া কেহো ত্রিত্ব শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইয়া ত্রিত্ব-বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিল। কেহো সনাতন ইসলামকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বৃক্ষ, প্রস্তর এবং অগ্নিকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতে ছিল। সেই সময়ে মানবের কল্যাণার্থে সদাপ্রভু প্রেরিত-সূর্য্য হজরত মহম্মদকে জগতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার একেশ্বরবাদের গভীর চীৎকারে সমগ্র আরব ভূমি বিকম্পিত হইল। লোকেরা প্রমাদ গণিল। ধীমান ব্যক্তিবৃন্দ সেই প্রেরিত-সূর্য্যকে ঈশ্বর প্রেরিত জানিয়া শত শত বৎসরের অভ্যাস গত কুসংস্কার এবং প্রতিমা, প্রস্তর, অগ্নি, জল, বায়ু ইত্যাদির পূজা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পদ প্রান্তে মস্তক অবনত করিল। দুর্দ্দান্ত লোকেরা তাঁহাকে নির্য্যাতনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইল। তাহারা নানাপ্রকার অত্যাচারে তাঁহাকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। তিনি প্রবল বিপদ-স্রোতে ভাসিতে লাগিলেন। এমন বন্ধু নাই, বান্ধব নাই যে সেই মহা বিপদ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করে। তিনি যে দিকে তাকাইতে লাগিলেন সেই দিকে বিপদ বিপদ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার বিপদ দর্শনে পশু পক্ষী ক্রন্দনে আরব ভূমি সিক্ত করিতে লাগিল। কঠিন প্রস্তর সকল গলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু আরবের লৌহাপেক্ষা কঠিন-হৃদয় মনুষ্যদিগের হৃদয় গলিল না!! ক্রমেই তাহাদের হিংসানল জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল।

যখন তিনি দেখিলেন যে প্রবল বিপদ-স্রোত তাঁহাকে ভাসাইয়া অতল সমুদ্রের দিগে লইয়া যাইতেছে, তখন তিনি একেশ্বরবাদের স্তম্ভ দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া বজ্র গম্ভীর স্বরে চীৎকার করতঃ আরব ভূমি কম্পনের পর কম্পন করিতে লাগিলেন। ইহা দর্শনে নিষ্ঠুর মরুবাসীরা ভবিষ্যৎ মহা বিপদ ভাবিয়া সকলে উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিল।

একটী সভা করিয়া এই স্থির করিল যে "মহম্মদকে আর আস্পর্দ্ধা দেওয়া হইবেনা, অদ্য রাত্রিই তা'কে বধ করিতে হইবে।"

এই সংবাদ প্রচারিত হইতে না হইতে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁহার প্রিয় বন্ধু হজরত মহম্মদকে বলিলেন যে "তুমি মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদিনায় চলিয়া যাও।"

হজরত মহম্মদ ঈশ্বরের এই পবিত্র আদেশ শ্রবণ মাত্র তাঁহার বন্ধু আবুবকরকে বলিলেন।

মহাপুরুষ আবুবকরও তাঁহার সঙ্গে যাইতে প্রতিজ্ঞ হইলেন।

গভীর রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া দুই বন্ধু চলিলেন। অতি গোপন ভাবে চলিলেন। প্রস্তরময় পথে হাঁটিতে হাঁটিতে প্রেরিত পুরুষের পদদ্বয় ক্ষত বিক্ষত হইল। আর চলিতে পারেন না। পক্ষিগণ তাঁহার দুঃখ দর্শনে ক্রন্দন করিতে লাগিল। মহাত্মা সিদ্দিক তাঁহাকে কাঁদে করিয়া চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে একটী গর্ত্ত পাইলেন। ছোট গর্ত্ত নয়। পাহাড়ের গায় একটী বড় গর্ত্ত পাইলেন। এই গর্ত্তেরই নাম গারসুর। আবুবকর এই গর্ত্তের মধ্যে আশ্রয় লওয়া সঙ্গত মনে করিলেন। ভাবিলেন, ইহার মধ্যে হিংস্র জন্তু থাকিতে পারে। এ অবস্থায় ইহার মধ্যে হজরতকে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে আমি যাইব। আমাকে হিংস্র জন্তু খাইলে ক্ষতি নাই। হজরত বাঁচিলে ইসলাম রক্ষা পাইবে। ইসলাম রক্ষা করিবার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিলেন। নিঃশঙ্ক চিত্তে গর্ত্তের মধ্যে গেলেন। দেখিলেন, গর্ত্ত অবজ্জনা পূর্ণ। গর্ত্তের গায়ে অনেক গুলি ছিদ্র আছে। ভাবিলেন, এই সকল ছিদ্রের মধ্যে শাপ কিম্বা বিছে থাকিতে পারে। অতএব ইহার মুখ বন্ধ না করিয়া হজরতকে ইহার মধ্যে আনা হইবে না। কি করিয়াই বা বন্ধ করেন। কাছে মোহর কিম্বা টাকা নাই, যে তাহা দিয়া ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিবেন। অথচ ছিদ্রের মুখগুলি বন্ধ করিতেই হইবে। বড়ই বিপদে পড়িলেন। শেষে দেখিলেন, তাঁহার কাছে সোণা কিম্বা রূপা নাই বটে, কিন্তু পরণে একখানা মূল্যবান কাপড় আছে। ইসলাম রক্ষা করিবার জন্য সেই একমাত্র কাপড়খানা ছিঁড়িয়া ছিদ্রের মুখ বন্ধ করিতে লাগিলেন। একটী ছিদ্রের মুখ বন্ধ বাকী থাকিতে কাপড় ফুরাইয়া গেল। এইবার মহা বিপদে পড়িলেন। এইবার ইসলাম রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে মহা দায় হইল। এইবার তিনি কাঁদিয়া আকুল হইলেন। শেষে দেখিলেন, ইসলাম রক্ষা

করিবার জন্য তাঁহার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে। পাঠক! বুঝিতে পারিয়াছেন সেটি কি? সেটি তাঁহার একমাত্র জীবন সম্পত্তি! সেই জীবন সম্পত্তি দিয়া আজ সেই আদর্শ ধার্ম্মিক পুরুষ ইসলাম রক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন। অর্থাৎ নিজে সেই ছিদ্রের মুখে পা চাপাইয়া দিয়া হজরতকে গর্ত্তের মধ্যে ডাকিলেন।

পাঠক! এখনও ত ইসলাম ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য খ্রীষ্টীয়ান, ব্রাহ্ম এবং হিন্দুগণ দলে দলে হিংস্র জন্তুর ন্যায় চারিদিকে ঘুরিতেছে। তাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য তুমি কি করিতেছ? অর্থ নাই, বল নাই, এ কথা বলিবার কি তোমার আর যো আছে?

প্রেরিত পুরুষ, মহাপুরুষ আবুবকরের উরতের উপর মস্তক স্থাপন করিয়া নিদ্রা গেলেন। যে ছিদ্রের মুখে হজরত আবুবকর পা দিয়া বসিয়াছিলেন। সেই ছিদ্র হইতে এক শাঁপ তাঁহাকে কামড়াইল।

বিষের জ্বালায় কাঁদিতে লাগিলেন। চোখের জলে বুক ভাসিতে লাগিল। এক ফোঁটা জল হজরতের গায় পড়ায় তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। মহাত্মা আবুবকরকে জিজ্ঞাসিলেন, কোথা হইতে জল আমার গায়ে পড়িল? উত্তরে সিদ্দিক সমস্ত বিবরণ বলিলেন। হজরত, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া বিষের জ্বালা ঠাণ্ডা করিয়া দিলেন।

কোরেশগণ স্বদলবলে রাত্রি আসিয়া হজরতের গৃহ ঘিরিয়া ফেলিল। অবশেষে দেখে যে শিকার সরিয়া গিয়াছে। তখন তাহাদের হিংসানল আরও জ্বলিয়া উঠিল। হজরতকে ধরিবার জন্য পুরস্কার ঘোষনা করিল। অর্থের লোভে দুর্দ্দান্ত লোকেরা তাঁহাকে ধরিবার জন্য পাহাড়ে পাহাড়ে জঙ্গলে জঙ্গলে খুজিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু যে ঈশ্বর নিষ্ঠুর রাজা নমরুদের হস্ত হইতে হজরত এবরাহিমকে, রক্ত পিপাসু রাজা ফেরাউনের উৎপীড়ন হইতে হজরত মুসাকে, নির্দ্দয় রাজা হেরোদের হস্ত হইতে হজরত যীশুখ্রীষ্টকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই ঈশ্বর যাঁর রক্ষক, তাঁহাকে কোটি কোটি মানবে কি বধ করিতে পারে!! ধরিতে পারিল না। তাঁহারা সেই গর্ত্তের মধ্যে তিন দিন তিন রাত্রি কাটাইয়া মদিনায় চলিয়া গেলেন। ক্রমশঃ—

বিলাপ।

(গোপালপুরের জমীদার মাননীয় শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ আবদররব চৌধুরী সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যুউপলক্ষে লিখিত)

একিরে একিরে কেন হেরিরে এমন,
প্রকৃতি হইল কেন এমন ভীষণ।
প্রলয়ের পূর্ব্বভাব যেন দেখা দিল,
নীলাম্বর কৃষ্ণাম্বরী খোমটা টানিল।
অকস্মাৎ কৃষ্ণ মেঘ উদিত গগণে,
সুখ দুঃখ সমাগম যেন এক স্থানে।
বিষম বাত্যার তেজ সহা নাহি যায়,
তায় মন তাপে দহি হায় হায় হায়
ভাইঝি, রয়েছে শোয়া শয্যার উপরে,
ব্যাধি ক্লিষ্ট হয়ে পার্শ্ব ফিরিতে না পারে
পরিজন ক্ষুণ্ণমনে পার্শ্বেতে বসিয়ে,
কতই করিছে খেদ গালে হাত দিয়ে।
মেঘ হ'তে হেন সমে বারি দেখা দিল,
ঝর, ঝর, ঝর করি ঝরিতে লাগিল।
মোদের দুঃখেতে যেন দুঃখিত হইয়ে,
প্রকৃতি রোদন করে অশ্রু বিলাইয়ে।
হে প্রকৃতি! কেন তুমি করিছ রোদন,
ঈশ স্থানে চেয়ে লও বালিকা জীবন,
প্রকৃতি প্রকৃত নাকি বাচিবে জীবন,
তাই তুমি আনন্দেতে ত্যজিলে রোদন।
বুঝি বা তাহাই হৈল ঈশ্বর কৃপায়,
রোগ জ্বালা পূর্ব্ব হইতে ক্ষীণ দেখা জায়।
বিষাদ কালিমা যথা বিলেপিতছিল,
ক্রমে তাহা তথা হ'তে সরিয়ে পড়িল।

প্রকৃতি সবায় কিছু সমিত দেখিয়ে,
তপন কিরণে ত্বরা উঠিল হাসিয়ে।
ডুবিওনা, ডুবিওনা সাগরের জলে,
ডুবিওনা আজ করি মিনতি তোমাকে।
হে সূর্য্য যদ্যপি আজ ডুব দাও তুমি,
অন্ধকারে ব্যাধি দুষ্ট লইবেক গ্রাসি।
এত যে মিনতি তোমা, করিছি বসিয়ে,
বারেক মোদের প্রতি না চা'লে ফিরিয়ে।
যাও, যাও কেন আর দগ্ধাইছ প্রাণ,
যদি বিভু ত্রাণ দেন তবেই যে ত্রাণ।
হায়! কি কুক্ষণে নিশি ধরায় আইল,
ক্রমে যে বালিকা মেয়ে কাতরা হইল।
নিশির সহিত যুক্তি ব্যাধি দুষ্ট ক'রে,
ক্রমেই হ'তেছে বৃদ্ধি লইবারে হরে।
হায়, হায়, ক্রমেই যে কাতরা হইছে,
শয্যা ত্যাগ করি মাত অঙ্কেতে শোভিছে।
রে ভ্রাতৃজা! কোলে লও যত সাধ যায়,
কিছুক্ষণ পরে বুঝি না পাবে ধরায়।
কেনবা কাঁদিছ আজ ত্যাজহ রোদন,
রোদন করিবে শেষে যাবত জীবন।
প্রাণ ভরি একবার দেখে লও মেয়ে,
ক্রমেই উরধ শ্বাষ দেখি'ছ না চেয়ে।
দাও, দাও একবার দাও পিতৃ ক্রোড়ে,
দেখনা বাড়া'ছে হাত ক্রোড়ে যাইবারে।
হে অগ্রজ! কি দেখি'ছ চক্ষু করি স্থির,
তব চক্ষে কেন আজ বহিতেছে নীর।
জানিয়ে শুনিয়ে কেন করিছ এমন,
শান্ত হও কর মনে ধৈরজ ধারণ।

নব-কুমুদ।

"অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী"—বিদিত ধরায়—
আকণ্ঠ পুরিয়া "পীরা" নির্ঝরিণী নীর,
করপান, চলচিত্ত হইবে সুস্থির;
অল্প-পানে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায়।

পূর্ব্ববঙ্গ বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি বিচিত্র ও বিরাট সৌধরাজি সুশোভিত আবৃত নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত দ্বি-রাজ-রাজ পুন্ড্রারি পুরিতে যদুনাথ দত্তের নিবাস। যদুনাথ জাতিতে "বিটেল-সেলার" (Betel-Seller); বয়স অনুমান পঞ্চাশৎ বৎসর। ইনি একজন বড়দরের ব্যবসায়ী। মহাজনী ও লয়ী কারবারে ইহার মাসিক বেশ দু-পয়সা আয় হয়। যদুনাথের শারীরিক গঠনাদির পরিচয় দেওয়া বড় কঠিন; তাঁহার মস্তকে একটী ক্ষুদ্র টাকের পত্তন এবং মধ্যম শ্রেণীর ভূঁড়িটী না থাকিলে গোকুলের যদুনাথ বলিয়া অনেকেরই ভ্রম হইবার সম্ভাবনা ছিল। তাঁহার গৃহিণী নয়নতারার বয়স প্রায় ৪০ বৎসর হইলেও দেখিলে পূর্ণযৌবন-সম্পন্না বলিয়া বোধ হয়। নয়নতারা সুহাসিনী মধুর ভাষিণী, কোমল হৃদয়া এবং পতিব্রতা। বাড়ীর দাস দাসীগণ তাঁহার ব্যবহারে সর্ব্বদা সুখী। যদুনাথ নিজেও দয়াশীল; কখনও কাহার প্রতি রুক্ষ ভাব প্রকাশ করেন না। ধর্ম্মে তাঁহার অচলা ভক্তি। বারমাসের তের পার্ব্বণ সকলই তাঁহার বাটীতে জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেক ক্রিয়া কাণ্ডের সময় দীন-দুঃখীরা প্রচুর পরিমাণে অন্নবস্ত্র লাভ করিয়া থাকে।

যদুনাথের সন্তানাদির মধ্যে একমাত্র পুত্র নবকুমার,—বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসর। নবকুমার প্রবেশিকা ও এফ, এ, পরীক্ষায় যশের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া জলপানি পাইয়া ছিলেন। তৎপর কলিকাতা মহানগরীর অদ্বিতীয় বিদ্যা-বিপণি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম্, এ, উপাধি গ্রহণ করিয়া আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতী আরম্ভ করিয়াছেন।

অগণিত ধন রত্নাদি ও বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া অসংখ্য দাস-

দাসীর উপর আধিপত্য করিতে পারিলেই আমরা একজনকে সুখী মনে করি। আমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। সন্তোষরূপ স্পর্শমণি না থাকিলে এ জগতে কাহারও সম্যক্ সুখ লাভ ঘটিয়া উঠে না; কারণ

"Happiness is rare in this world as the wondrous phœnix is,
Man is chiefly born to Sorrow, and to labour and to weep."

(আভাষ)

ফিনিক্‌স-দুর্ল্লভ (১) সুখ এ জগতে
সবে যেন এই সার;
মানব জনম খাটিতে, কাঁদিতে,
ক্লেশ করিবারে আর।

গ্রীসের অন্যতম জ্ঞানী সোলন (Solon) দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বিপুল বিভব সম্পন্ন লিডিয়া রাজ ক্রীসস্ (Creasus) কর্ত্তৃক "পৃথিবীতে আমাপেক্ষা সুখী কে?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া যে হৃদয়স্পর্শী ঋষি জন-সম্মত উত্তর প্রদান করিয়া ছিলেন তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। সংক্ষেপতঃ তিনি মহারাজ ক্রীসস্ অপেক্ষা এথেন্স নিবাসী জনৈক কৃষককে সুখী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহাজন-বাক্য সর্ব্বত্র সমাদৃত; কারণ দেশকাল, জাতীধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে উহার উপযোগীতা উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

যদুনাথ রাজপ্রাসাদ প্রতিম অট্টালিকা বাসী, প্রেমময়ী পতিব্রতা রমণী-বিলাসী লক্ষ্মীর বরপুত্র এবং বাগীশ্বরী বীণাপাণী সরস্বতীর প্রসাদ-ভোজী এম্, এ, উপাধি-ধারী তনয়-রত্নের জনয়িতা হইয়াও সুখী হইতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয় অমানিশার দুর্ভেদ্য তমোজালে সমাচ্ছন্ন। কারণ—এক-মাত্র বংশধর নবকুমার নিমিলিত নয়নে ঈষৎ কম্পিতাধরে "ব্রহ্ম-কৃপাহি-কেবলম্" বলিতে শিখিয়াছেন। সাধারণ্যে সন্তানের সর্ব্ববিষয়িনী প্রশংসা শ্রবণ করিলে জনক জননী অন্তরে যে স্বর্গ সুখ অনুভব করিয়া থাকেন এবং

(১) Phoenix এক প্রকার পক্ষী;—"ইহার ছায়া কাহারও উপর পতিত হইলে সে ব্যক্তি অচিরাৎ রাজ চক্রবর্ত্তী হয়" এইরূপ লোক প্রসিদ্ধি। কিন্তু কাহারও ভাগ্যে এরূপ ঘটিয়াছে কি না জানিনা।

তদ্বৈপরীত্যে তাঁহাদের শিরীষ-কুসুম-অন্তঃকরণে যে অনুশোচনা রূপ কীট বিজাতীয় দংশন করে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে কি বুঝিবে?

অনেকদিন হইল যদুনাথ নবকুমারের বিবাহ দিয়াছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য বিদ্যাভিমানী নবযুগের নবকুমার অশিক্ষিতা গ্রাম্য বালিকা কুমুদিনীকে দুই চক্ষে একেবারেই দেখিতে পারিতেন না। পুরন্তু পিতা মাতা গুরুজনাদি এবং কোমলপ্রাণা কুমুদিনীর মুকুর নির্ম্মল সরল অমল ক্ষুদ্র হৃদয়-টুকু চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তিনি কাদম্বিনী নাম্নী এক বিদুষী ব্রাহ্মিকা যুবতীর পাণিগ্রহণ করিয়া "অবলা-বারিকে"র একজন প্রধান মুরুব্বি হইয়া উঠিয়াছেন! যদুনাথ ইহাতে জীবন্মৃত——নয়নতারা ও কুমুদিনী উন্মাদিনী।

কুমুদিনী ষোড়শী যুবতী; কুমুদিনী সুন্দরী। কিন্তু সে গুরুনিতম্বিনি, কোকিলগঞ্জিনী মধুরভাষিনী, শীতাংশুবদনী, দ্বিরদগামিনী, কালনাগিনী গঞ্জিনী কৃষ্ণবেণী ধারিণী কিনা তাহা ঠিক বলিতে পারি না; আর আমি পাঠকগণকে সবিনয় অনুরোধ করিতেছি যেন তাঁহারা কাদম্বিনী ও কুমুদিনীর সৌন্দর্য্য তুলনা করিতে যাইয়া অনন্ত-বিহারিণী কাদম্বিনী এবং সর-নিবাসিনী কুমুদিনীর পরস্পর সম্বন্ধ হৃদয়-পটে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া না ফেলেন। "কি জন্য নবকুমার কুমুদিনীকে হতাদর করিয়াছেন?" এই প্রশ্ন যাঁহার মস্তিষ্কে আঘাত করিবে তিনি যেন স্মরণ রাখেন যে "ভিন্ন-রুচির্হিঃ লোকঃ" অথবা "কঃ কস্মৈ রোচতে তস্মিন্ নাস্তি কিঞ্চিন্নিয়ামকং।"

(ক্রমশঃ)

মতিয়ররহমান পারিলী।

ধর্ম্মযুদ্ধের মহাভয়।

(বঙ্গবাসী হইতে উদ্ধৃত)

উত্তর আফ্রিকার ভূমধ্যসাগর-তীরে অলজিরীয়া রাজ্য এখন ফরাসির অধিকৃত। অল্‌জিরীয়া মোসলমানের রাজ্য ছিল, এখনও রাজ্য মোসলমানে পূর্ণ। ঐ রাজ্যেরই এক মোসলমান ব্যবহারাজীব এক ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। পুত্রকে সেই গ্রন্থের প্রচারক-পদে অভিষিক্ত করিয়া, নিজে ১৮৫৯

খ্রীষ্টাব্দেইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। পুত্রের বয়স এখন৫৫বৎসর। তিনি পিতার নিকট স্বয়ং দীক্ষিত হইয়াছেন; ইসলাম ধর্ম্মের চারিদিকে প্রচার করিয়াছেন। পুত্রের নাম সিদি-সেনসি; সিদ্ধ সন্ন্যাসী বলিলেও মন্দ হয় না। এই সিদ্ধ সন্ন্যাসী এখন অসংখ্য শিষ্যের গুরু। পিতা ছিলেন অল্‌জিরীয়ায়; পুত্র অল্‌জিরীয়ার দক্ষিণে আসিয়া, সাহারা মরুভূমির মধ্যস্থ জেরাবুব নামক মরূদ্যানে,—সজল সফল উর্ব্বরক্ষেত্রে আশ্রম করিয়া, দুই সহস্র শিষ্যকে প্রথমে নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত এবং উপদিষ্ট করেন। সেই দুই সহস্র শিষ্য এখন চারিদিকে গুরুদত্ত ধর্ম্মের প্রচার করিতেছেন। সুতরাং এই সিদ্ধ সন্ন্যাসীর —শিষ্য উপশিষ্যে আফরিকা-ভূমি পরিপূরিত হইয়াছে। শিষ্য-সংখ্যা দিন দিন হু হু করিয়া বাড়িতেছে। ১৮৮৩ সালে শিষ্য ছিল ৩০ লক্ষ, এখন এক কোটির কম নহে, উত্তরে আল্‌জিরীয়া, তিউনিস, ত্রিপলী, মরক্কো,—চারি দেশই ইহাঁর শিষ্যে পূর্ণ। দক্ষিণে—সাহারার দক্ষিণে—চাদ হ্রদের ওদিকেও শিষ্য উপশিষ্যের অভাব নাই। সে দিকে তুয়ারাক, তিরেস্তি, বাদাই, বর্কু, বাঘারমী প্রভৃতি প্রদেশেই সিদ্ধ সন্ন্যাসীর অসংখ্য শিষ্য বিরাজ করিতেছে। পূর্ব্বদিকে লোহিত সাগর তীরস্থ সোমালি প্রদেশেও শিষ্য দেখিতে পাইবে। পশ্চিমে সোনিগাম্বীয়া প্রভৃতি প্রদেশেও শিষ্যের অভাব নাই। আবার গুপ্তচর ঘুরিতেছে পৃথিবীর চারিদিকে। ইউরোপ, আফরিকা, এসিয়ার যেখানে মোসলমান রাজ্য আছে, সেইখানেই সিদ্ধ সন্ন্যাসীর—গুপ্তচর বিরাজ করিতেছে।

এই মেহেদি যদি ধর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, তাহা হইলে, ভয়ের ততটা হেতু থাকিত না। সুদনের মেহেদি যেরূপ সশিষ্যে অস্ত্রবলে বলীয়ান ছিলেন, এই মেহেদিও সেইরূপ সশিষ্যে অস্ত্রবলে বলীয়ান। কিন্তু সুদনের দরবেশ-পতি মেহেদি বা তাঁহার উত্তরাধিকারী খলিফা অপেক্ষা এই নূতন মেহেদির শিষ্যবল অধিক, অস্ত্রবলও অধিক। ইহাঁর জেরাবুবে অস্ত্রশালা নহে, অস্ত্র-শালা প্রতিষ্ঠিত আছে সাহারার মধ্যস্থ দুর্গম জাফা নামক স্থানে। অস্ত্রশালায় অনেক দিন হইতেই ক্রমাগত অস্ত্র শস্ত্র সংগৃহীত হইতেছে। ইউরোপ আমেরিকার যত আধুনিক বন্দুক রাইফল পিস্তল টোটা প্রভৃতি,—তরবারি বর্ষা প্রভৃতি, নানা উপায়ে—নানা পথে—আনীত হইয়া ঐ জফোর অস্ত্রাগারে

সঞ্চিত হইতেছে। এখন সেখানে অস্ত্র-শস্ত্র বন্দুক টোটা প্রভৃতি এত জমিয়াছে যে, তাহার পরিমাণ করা সহজ নহে।

নূতন মেহেদির জেরাবুব সহর নীল নদ হইতে ৫০০ মাইল পশ্চিমে; ভূমধ্যসাগর হইতে প্রায় ৬০০ মাইল দক্ষিণে। টেলিগ্রাফের তার নাই, পোষ্ট আফিশ নাই, টেলিফন নাই, নূতন তার হীন টেলিগ্রাফও নাই, অথচ মরু-হৃদয়স্থ মেহেদি ও মেহেদি-শিষ্যেরা সদ্যোসদ্যঃ সকল সংবাদ পাইয়া থাকেন। আফরিকার অনেক লোকের অদ্ভুত মস্তিষ্ক বিদ্যা আছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে বলেন,—ব্রেণ-টেলিগ্রাফি বা মস্তিষ্কসম্বন্ধীয় তাড়িত-বিদ্যা। আমরা ইহাকে একপ্রকার যোগ-বিদ্যা বলিতে পারি। এই বিদ্যাবলে, মানুষ জগতের যত সংবাদই নিমিষ মধ্যে লইতে পারেন। জেরাবুবের মেহেদি নিজে এই বিদ্যার অধিকারী; শিষ্যদিগকেও অধিকারী করিয়াছেন। সুতরাং ইহাদিগের পক্ষে চারি দিকের সংবাদ রাখা অতীব সহজ এবং সুসাধ্য ব্যাপার। জগতের চারি দিকে যে সকল চর ঘুরিতেছে তাহাদের ঐ বিদ্যায় অধিকার আছে সুতরাং মেহেদি ও তাঁহার প্রধান শিষ্যেরা স্ব স্ব স্থানে বসিয়া, সকলের সহিতই সর্ব্বদা কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

এই মেহেদিই প্রকৃত মেহেদি বলিয়া পরিচিত। ইনিই মহম্মদের প্রধানা ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত সন্তানের বংশধর। আবার ইহাঁর চক্ষু নীলবর্ণ এক হস্ত অন্য হস্ত অপেক্ষা দীর্ঘ; সুতরাং ইনিই প্রকৃত মেহেদি বলিয়া পরিচিত। এই মেহেদি নিজে আরব-বংশোদ্ভূত। ইহাঁর এক কোটি শিষ্য প্রায় সকলেই আরব; সুতরাং সকলেই শূর বীর এবং সাহসী; আবার সকলেই যুদ্ধকুশল; কি অশ্বারোহণে—কি পদব্রজে—সকলেই নক্ষত্রবেগে যাতায়াত করিতে পারে। মরুভূমিই ইহাদিগের স্বভাবিক পন্থা। যাহা অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য, তাহা ইহাদিগের পক্ষে সুসাধ্য এবং সুবিধাজনক।

সুদনের মেহেদি এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী আবদুল্লার জন্যে ইংরেজ-রাজকে বল ত হয়রাণ হইতেই হইয়াছিল। কিন্তু উহাঁদিগের অপেক্ষা এই নূতন মেহেদির শক্তি ক্ষমতা অনেক অধিক। আর উহাঁদের দরবেশ দল অপেক্ষা ইহাঁর শিষ্যদল অধিক প্রবল; সংখ্যায় প্রবল, শক্তি সামর্থে প্রবল। আবার শুদ্ধ মোসলমান নহে, আফরিকার অনেক আদিম অসভ্যও শিষ্যমধ্যে

পরিগণিত হইয়াছে; অনেকেই এই মেহেদির অনুচর। ইহাদিগকে ধরিলে এই মেহেদির দলে জুটিয়াছে, এক কোটিরও অধিক লোক।

এই মেহেদির প্রচারিত ধর্ম্মের মুখ্য অঙ্গ ভ্রাতৃভাব। ধর্ম্মে—পবিত্রতা আতিথ্য, বাধ্যতা, গুরুভক্তি প্রভৃতি অনেক গুণেরই অত্যধিক আদর। সম্প্রদায়েও এই সকল গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। যেখানে এই ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে, সেইখানেই দেখিবে, সমাজও পূর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ এবং সজীব হইয়াছে। সম্প্রদায়ের মঠ, আশ্রম চারিদিকে। সিদ্ধ সন্ন্যাসীর বিরাট বিশাল দলে সন্ন্যাসীও অসংখ্য।

সিদ্ধ সন্ন্যাসী ও তাঁহার শিষ্যদিগের কিন্তু ধর্ম্মপ্রচার বা শিষ্যবৃদ্ধিই মুখ্য ব্রত নহে। যাহাতে মোসলমানধর্ম্মের—আধিপত্য হয়, তাহাত অভিলষিত বটেই কিন্তু সর্ব্বত্রই যাহাতে এই ধর্ম্মের আধিপত্য হয়, তাহার উপায় করাই, সিদ্ধ সন্ন্যাসী ও তাঁহার শিষ্যদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। মোসলমান ছাড়া অন্য ধর্ম্মের প্রতি ইহাদিগের ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ; আর খৃষ্টানদিগের উপরই একান্ত আক্রোশ। আফরিকার খৃষ্টান ও খৃষ্টধর্ম্মের লোপ করিবার জন্যেই ইহারা বদ্ধপরিকর। এ পক্ষে আদিম আফরিকদিগেরও ঐকান্তিক অনুরোধ। আপনাদের দেশে খৃষ্টানের আধিপত্য দেখিয়া আফরিকার আদিমেরা যে, মনে মনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে, তাহা অনেক অভিজ্ঞ ইংরেজকেও বলিতে হইতেছে।

জেরাবুবের সিদ্ধ সন্ন্যাসী এতদিন কেবল সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছেন। দল তাঁহার খুবই প্রবল হইতেছে, অসংখ্য যোদ্ধা সংগৃহীত এবং শিক্ষিত হইয়াছে, অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চিত হইয়াছে। এইবার সময় উপস্থিত। বিলাতের "নাইণ্টীন্থ সেঞ্চুরি" নামক মাসিকপত্রে থেরেলফল সাহেব যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সেই প্রবন্ধ হইতেই আমাদিগের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল। থেরেলফল সাহেবই বলিতেছেন, দক্ষিণ আফরিকায় ইংরেজকে বিব্রত দেখিয়া, নবীন মেহেদি ও তাঁহার শিষ্যেরা নাচিয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু এখন আবার ইংরেজের জয়সংবাদে তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ হতাশও হইতে হইয়াছে। এখন ইহাঁদের আশা, ইংরেজ ফরাসীর বিবাদ হইলেই, দুই পক্ষকে দুর্ব্বল করিবার জন্যে, চেষ্টা দেখিবেন; উত্তর আফরিকার নানাস্থানে

যুদ্ধারম্ভ করিবেন। হয়ত আদিম আফরিকদিগকেও যুদ্ধে প্রণোদিত করিবেন।

উত্তর আফরিকায় আল্‌জিরীয়ার দক্ষিণে আরবদিগের সহিত ফরাসীর যুদ্ধ চলিতেছে। স্বর্ণোপকূলে আশান্তিপ্রদেশে ইংরেজকে অশান্তির আগুন পোহাইতে হইতেছে। অশান্তির উত্তরপশ্চিমে সিরালীয়ো প্রদেশেও অশান্তির আগুণ দেখা দিয়াছে। আবার সিয়ালীয়োর উত্তরে গাম্বীরা প্রদেশে ঘোর ঘনঘটা! সমরানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজকে তাপ সহ্য করিতে হইতেছে। কে বলিল, সিদ্ধ সন্ন্যাসী ও তাঁহার শিষ্যদিগের ইহাতে সম্বন্ধ নাই? থেরেলফল সাহেব বলিতেছেন, একটা ঘোর ধর্ম্ম-যুদ্ধের সূত্রপাত হইবে, ভয়ঙ্কর জেহাদে আফারকা জ্বলিয়া উঠিবে। সিদ্ধ সন্ন্যাসী বলিতেছেন, পৃথিবীর যত মোসলমানই জেহাদে যোগ দিবে; খৃষ্টান মোসলমানের চারিদিকেই ভয়ঙ্কর বিবাদ ঘটিবে। আমরা কিন্তু এত ভয়ের হেতু দেখি না।

শিক্ষা।

আমরা যে অনন্ত বিশ্বরাজ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি, যাহাতে সামান্য কীটাণু হইতে মহাশক্তির আধার মানব পর্য্যন্ত সুখান্বেষণে বিব্রত, যাহা কি এক অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত অপরিজ্ঞাত শক্তির লীলাক্ষেত্র সেই বিশ্বশ্রষ্টা বিশ্বেশ্বর কি অভিপ্রায়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিলেন, তত্তাবৎ সূক্ষ্ম তত্ত্ব নির্ণয় করা মানব বুদ্ধির সাধ্যাতীত। তথাপি মানবজাতি নিজ প্রকৃতির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, সৃষ্টি আরম্ভাবধি সেই অজ্ঞেয় তত্ত্বের মৌলিকত্ব উদ্‌ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আসিতেছে। আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় যে প্রকার ক্রমোন্নতি অবলোকন করিতেছি, তাহা উল্লিখিত তত্ত্বোদ্‌ঘাটনের ফল প্রসূত বৃক্ষ লতাদিরূপ জ্ঞানারণ্য। এই জ্ঞানারণ্যে বিচরণ করিতে করিতে স্বতঃই আমাদের শিক্ষালাভ হইয়া থাকে। অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডরূপ পাঠাগারে অসংখ্য জ্ঞানময় পদার্থরূপ পুস্তকাধ্যয়নে যাঁহার শিক্ষালাভ না হয়, যিনি জগদীশ্বরের স্বহস্ত রচিত জ্ঞানবৃক্ষের প্রতিপত্রে প্রতি শিরা প্রশিরা রূপ অক্ষর মালা অতি নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিয়াছেন, সেই পাঠান্তে যাঁহার হৃদয়

অনুপম বিমল জ্যোতি প্রতিবিম্বিত প্রতিভা প্রতিফলিত হইয়াছে তাঁহার শিক্ষাই শিক্ষা। তাঁহার শিক্ষা ধন্য, জ্ঞান ধন্য, ধ্যান ধন্য, ধারণা ধন্য !!! তিনি যে মহাত্মার শিক্ষক তিনিও ধন্য ?

কালকৃত বিপ্লব স্রোতের ভীষণ বেগ প্রত্যাবর্ত্তন করা সুকঠিন সত্য, কিন্তু প্রকৃতি দেবী যে সকল সুসন্তান প্রসব করিয়া নিয়ত তেজপূর্ণ স্তন্য পান দ্বারা তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মেদ মস্তিষ্ক পুষ্ট ও কর্ম্মঠ করিতেছেন, তাঁহারা কর্ম্মহীন জড় জীবন ধারণকরা আর অতল জলধিতলস্থ অনায়ত্ত রত্ন বিষয় পর্য্যালোচনা করা উভয়ই তুল্যমনে করেন। তজ্জন্যই মানব সমাজে অন্যান্য নীচজীব সমাজ অপেক্ষা ক্রমশঃ উন্নতি সাধন অনুভূত হইতেছে।

অগ্নির দাহিকাশক্তি, বরফের শৈত্যশক্তি প্রচ্ছন্ন থাকিবার নয়। যাঁহারা সমাজের উন্নতি সাধনোপযোগী শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও নিশ্চিন্ত, অকর্ম্মণ্য, অলস হইয়া থাকিবার লোক নন। শত শত বিঘ্ন বিপত্তি সম্মুখে আসিতেছে, তথাপি তাঁহারা অদম্য উৎসাহে, বিপুল বিক্রমে, উৎফুল্ল উদ্দামে বিশাল বীরত্বে স্বকার্য্য সাধন করতঃ শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকেন।

যে শিক্ষা দ্বারা জগতের হীত সাধন না হয়, তাহা শিক্ষাই নয়, যে শিক্ষা পতিত সমাজকে উদ্ধার করিতে পারিল না সে শিক্ষা বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র, যে শিক্ষা নরদেহের জড়ত্ব ঘুচাইতে সমর্থ হয় নাই সে শিক্ষা নরদেহোপযোগী শিক্ষা হয় নাই। যদি শশু পক্ষী অপেক্ষা মানবজাতি সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, তবে যে মনুষ্য স্বপদোচিত কর্ত্তব্য পালন করিতে সমর্থ না হইয়া বৃথা দেহভার বহন করিয়া সমাজের কলঙ্ক বর্দ্ধন করিলেন, তাহার জনক জননীর অঙ্কশূন্য হইয়া অকালে অনন্ত কালে মিশাইলে ক্ষতি কি ছিল? কু দৃষ্টান্ত হইয়া জগৎকে অধঃপতিত করা অপেক্ষা নিজে অনন্তকালের অন্তস্তলে শয়ন করা তাহার মঙ্গল সাধারণের মঙ্গল।

সুশিক্ষালাভ করিতে হইলে কি নিয়মাবলীর অধিন হইতে হইবে, কি প্রকার ব্রত অবলম্বন করিয়া মনপ্রাণ দেহোৎসর্গ করিতে হইবে কিরূপ শিক্ষক বাছিয়া লইতে হইবে, তাহা প্রতিভাশালীলোকের স্বল্পায়াস সাধ্য। কিন্তু সাধারণতঃ এক একটী সূত্রাবলম্বন সকল স্থানে সকল জাতির মধ্যেই

পরিদৃষ্ট হয়। ক্রমশঃ তৎসমুদয় প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইব। যদি একজন মাত্র পাঠক এই মহৎ মনোহর মহামন্ত্রে দীক্ষিত হন, তাহা হইলেও বুঝিব ভারত এখনও প্রাণ শূন্য হয় নাই, এখনও পতিত ভারতের উদ্ধারসাধন অতি নিকটে।

ক্রমশঃ

শ্রী মা, লা, ভঞ্জ।

খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম-নীতি।

(৪)

চারি খানি সুসমাচারের মধ্যে—যোহন লিখিত বলিয়া পরিচিত গ্রন্থ খানিতে—যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য (অসম্পূর্ণ বাক্যে) অতিশয় চেষ্টা ও যত্ন করা হইয়াছে। (হজরত ইসা) পরবর্ত্তী অতি প্রাচীন মণ্ডলী, (যাহারা তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বাসী হইয়াছিল) বিশেষতঃ যীহুদী খ্রীষ্টিয়ানেরা, যাশুখ্রীষ্ট হজরত ইসার ঈশ্বরের পুত্র কিম্বা অংশ স্বীকার করিতেন না; এবং ত্রিত্ববাদ সম্পূর্ণ রূপে তাহাদের অপরিচিত ছিল। "নূতন নিয়ম" বলিয়া খ্যাত গ্রন্থ মধ্যে, হজরত ইসার প্রেরিতদিগের মধ্যে কয়েক জনের কতিপয় পত্র আছে, তন্মধ্যে যীহুদা এবং যাকোবের পত্রের এক প্রকার ভাব ও শিক্ষা,—সাধু যোহন, পিতর ও পৌলের পত্র গুলির ভাব ও শিক্ষা অন্য প্রকার। একটী সাম্প্রদায়ীক ধর্ম্ম ভাবাপন্ন, অপরটী বিশ্বব্যাপী এক ঈশ্বরবাদ ধর্ম্মভাব ও শিক্ষা বিশিষ্ট। যাহা হউক সে অপর কথা, কিন্তু যোহন লিখিত সুসমাচার খানি সাধু যোহন স্বীয় জীবন কালে প্রকাশ করিতে কেন সাহসী হন নাই, ইহার কোন সৎ উত্তর কি কোন খ্রীষ্টিয়ান ভ্রাতা আমাদিগকে দিবেন? অধিকন্তু যোহনের একুশের অধ্যায়টী যোহনের রচিত কিনা তাদ্বষয় যথেষ্ট মত ভেদ আছে, এই জন্যই বলিয়াছি যোহন, সুসমাচার খানি যেমত রচনা করিয়াছিলেন অবিকল তদ্রূপ প্রকাশিত হয় নাই। যোহন লিখিত সুসমাচার খানি খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর পরিচিত হইতে বহু সময় লাগিয়াছিল। বোধ হয় যোহন লিখিত সুসমাচার নামক অসম্পূর্ণ জীবন চরিত খানি হইতেই খ্রীষ্টিয়ানেরা ত্রিত্ববাদ ও হজরত ইসাকে

ঈশ্বরের অংশি, পুত্র, উত্তরাধিকারী প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছে। অপর তিন খানি সুসমাচার হইতে যোহন লিখিত সুসমাচার খানির প্রকৃতি একেবারে ভিন্ন। অপর তিন জন সুসমাচার রচক যীশুর ঈশ্বরত্ব ও ঈশ্বরের পুত্রত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান নাই, কিন্তু যোহনের সুসমাচারে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যীশুর ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিতেই যেন চেষ্টা করা হইয়াছে। হজরত ইসার স্বর্গারোহণের তিন শত বৎসর পরে ত্রিত্ববাদ ও হজরত ইসার ঈশ্বরত্ব খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী দ্বারা স্বীকৃত হয়। আমরা জিজ্ঞাসা করি, "সাধু আথানাস্যের প্রতিতী বাক্য—" কোন্ সময় এবং খ্রীষ্টের কতকাল পরে খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীতে, বিশ্বাস্য বলিয়া গৃহিত হইয়াছিল। হজরত ইসাও ত্রিত্ববাদ মুলক কিম্বা কোন মতে আপনাকে মহান পরাৎপরের সমকক্ষ বলিয়া কোন শিক্ষা দেন নাই। যাহা হউক সে সকল বিষয় আমাদের এই প্রবন্ধে আলোচ্য নহে। আমরা পাঠকদিগকে কেবল দেখাইতে চেষ্টা পাইব যে, খ্রীষ্টিয়ানদিগের প্রচলিত ধর্ম্ম শাস্ত্রটী বাস্তবিক ঈশ্বর নিশ্বঃসিত নহে কিন্তু ভ্রম প্রমাদ পূর্ণ মানবের রচনা মাত্র। এবং ভ্রম প্রমাদ পূর্ণ মানবের দ্বারা নির্ব্বাচিত। যেমন মথি মার্ক লুক এবং যোহন যীশুখ্রীষ্টের জীবন চরিত লিখিয়াছিলেন তদ্রূপ অপর শত শত লোকও তাঁহার জীবন চরিত লিখিয়াছিলেন এবং সে সমস্তই জন সাধারণের প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু সে সমস্ত গুলি ঈশ্বর নিশ্বঃসিত ধর্ম্ম-শাস্ত্র বলিয়া গৃহিত হয় নাই। কিন্তু কালক্রমে খৃষ্টিয় মণ্ডলীর ক্ষমতাপন্ন প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সভার পর সভা করিয়া উপর লিখিত চারি ব্যক্তির রচিত গ্রন্থাবলী প্রথমত অধিক বিশ্বাস্য বলিয়া গ্রহণ করেন এবং কালক্রমে সে গুলি সুসমাচার কিম্বা "নূতন ধর্ম্ম" নিয়মের অগ্রীমাংশ বলিয়া গৃহিত হয়। আমরা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে, ঐ গ্রন্থ চতুষ্টয়ের প্রণেতা কেহই ধর্ম্ম শাস্ত্র রচনা করিতেছি এমত কোন ভাব হৃদয়ে রাখিয়া আপন আপন গ্রন্থ রচনা করেন নাই এবং পরিণামে ইহারা যে ধর্ম্ম শাস্ত্রে পরিণত হইয়া পূজনীয় হইবে কেহ এমত কল্পনাও করেন নাই। এই সুসমাচার খানি সম্বন্ধে মিঃ রেনান যীশুর জীবন চরিত নামক গ্রন্থের আভাষ যাহা লিখিয়াছেন পাঠক দিগের বিদিতার্থে তাহা উদ্ধৃত করা বিহিত বোধ করিতেছি।

"Each of four Gospels" Says Mr. Renan (Life of Jesus, Introduction P: 8) "bears at its head The name of a personage known either in The Apostolic history, or in The Gospel history itself. These four personages are not strictly given to us as The authors The parmulas according to St Mathew according to St Mark—according to St Luke—according to St John do not imply that in the most ancient opinion these recitals were written from beginning to end by Mathew Mark, Luke and John; they merely signify *that they were the tradition*, proceeding from each of these apostles, and claiming their authority."

আমরা ইতিহাসের সাহায্যে সুস্পষ্ট দেখিতে পাই যে, হজরত মুসা দ্বারা প্রকাশিত ব্যবস্থাবলি হজরত মুসা জীবিত থাকিতে থাকিতে সমস্তই লিপীবদ্ধ হইয়াছিল; এবং ভাবি কালে যেন কোন ভ্রম প্রমাদ সংঘটিত না হয় তদর্থে যাবতীয় ব্যবস্থা ও প্রকাশিত বাক্য হজরত মুসা স্বয়ং লিপীবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, কেবল তাহা নয় কিন্তু হজরত মুসার সমকাল হইতে হজরত ইসার কাল পর্য্যন্ত বনি এস্রাইল মধ্যে এমত সহস্র সহস্র লোক ছিলেন যে হজরত মুসার গ্রন্থ অতি প্রকাণ্ড হইলেও তাহারা তাহার আদি অন্ত সমস্ত একেবারে কণ্ঠস্থ করিতেন। সমগ্র গ্রন্থখানিতে কতটি শব্দ, কতটি অক্ষর, কোন অক্ষরটি কতবার লিখিত হইয়াছে তাহা পর্য্যন্ত তাহারা জ্ঞাত ছিলেন। এই সকল য়িহুদী "হাফেজেরা" যে কেবল হজরত মুসার গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া নিবৃত্ত হইতেন তাহা নয় কিন্তু হজরত দায়ুদের সমস্ত গ্রন্থ ও সমস্ত নবুয়তও ঐ প্রকারে কণ্ঠস্থ করিতেন। কিন্তু হজরত ইসার শিষ্যদিগের মধ্যে কোন একজন যে তাহার যাবতীয় শিক্ষা, কণ্ঠস্থ করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন কিম্বা হজরত ইসা এই জগতে থাকিতে থাকিতে যে কেহ তাহা সমস্ত শিক্ষা কিম্বা তাহার সম্পূর্ণ জীবন চরিত্র লিপীবদ্ধ করিয়াছিল কুত্রাপি এমত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না—বরঞ্চ সাধু যোহন বলেন,—তাঁহার (হজরত ইসার) যাবতীয় শিক্ষা লিপিবদ্ধ হইলে সমস্ত জগতেও ধরিত না।" যোহনের এই বাক্য দ্বারাই আমরা

স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে, হজরত ইসার শিক্ষা সমস্ত অবিকল রক্ষিত হয় নাই। আধুনিক খ্রীষ্টীয় সমাজের "নূতন ধর্ম্মনিয়ম" নামধেয় গ্রন্থাবলি যে বাস্তবিক হজরত ইসা প্রকাশিত ধর্ম্ম নিয়ম কিম্বা ব্যবস্থা যাহাকে ইঞ্জিল বলা যায় উহা যে অবিকল তাহা হইতেই পারে না। কিন্তু বাস্তবিক হজরত ইসা যে জগতে মানবমণ্ডলীকে গন্তব্যপথ দেখাইতে ও ভ্রান্ত য়ীহুদীদিগকে অভ্রান্ত পথে আনিয়া মৃতপ্রায় "ইব্রাহিমের" ধর্ম্মকে পুনরুজ্জিবিত করিতে স্বর্গ হইতে প্রেরিত মহান পথদর্শক তাহার সাক্ষিমাত্র। সুসমাচার কয়েক খানির পরে প্রেরিতদের ক্রীয়া বিবরণ পুস্তক। হজরত ইসার স্বর্গারোহণের পরে তদীয় শিষ্যদিগের বিশেষত প্রেরিত পিতর ও পৌলের কার্য্যের সংক্ষিপ্তবিবরণ। হজরত ইসার স্বর্গারোহণের পর ৩১ বৎসর কাল মধ্যে তদীয় শিক্ষা ও ধর্ম্ম কেমন বিস্তারিত হইয়া রোম পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া গিয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। তার পরে বিশেষ বিশেষ স্থানস্থ বিশেষ বিশেষ খৃষ্টীয় মণ্ডলীর প্রতি সাধু যাকোব সাধু যিহুদা সাধু যোহন, সাধু পিতর ও সাধু পৌলের কতকগুলী পত্র। তার পর প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যে আমরা একবার বলিয়াছি যে এই একমাত্র প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য নামক যোহন লিখিত গ্রন্থখানিকে কেহ অবতীর্ণ গ্রন্থ বলিয়া দাবি করিতে পারেন, কেননা—লিখিত আছে সাধু যোহন দর্শন সহকারে এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে আমরা বারান্তরে সমুচিত চেষ্টা করিব। যে পত্রগুলীর উল্লেখ করা গিয়াছে, সে সমস্ত ও উপরে লিখিত সুসমাচার নামাঙ্কিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ভ্রম প্রমাদ পরিপূর্ণ মানব দ্বারা লিখিত হইয়াছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, তাহার কোনটি কোন সময় স্বর্গধাম হইতে প্রেরিত হয় নাই। ক্রমশঃ

তুরস্কের সোলতান।

(৩)

"সঞ্জীবনীর" সম্পাদক সদৃশ সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার লোকগণ মনে করিয়া থাকেন যে, মহামান্য সোলতানের উচ্চ শ্রেণীর বাহির লোকদিগের সঙ্গে বাক্যালাপ করিবার উপযুক্ত যোগ্যতা নাই বলিয়াই তিনি

এতাধিক নির্জ্জনতা প্রিয়। তাঁহাদের এই অমূলক ভ্রমরোগের একমাত্র ঔষধ এই যে, রূপের সম্রাট সদৃশ মহাব্যক্তি যেসময়ে তাঁহার নিকট অতিথি রূপে আগমন করেন, তখন সাধারণ দরবারে তিনি যেরূপ সারগর্ভতেজস্বিতা পূর্ণ বক্তৃতা ও বাক্যালাপ দ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দকে মুগ্ধ ও বিমোহিত করেন সেই দৃশ্য স্মরণ করিলে বিদ্বেষ অভ্যাসী সঙ্কীর্ণমনা লোকদিগের সেই অমূলক ভ্রম সমূলে বিদূরিত হইবেক। ইউরোপের মধ্যে ইহা একটী সাধারণ ধারণা যে মহামান্য সোলতানের দরবারে এইরূপ কতকগুলীন উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী আছেন যাহাদের পরামর্শের বশীভুব হইয়া সোলতান রাজ কার্য্য সম্পন্ন করেন। কিন্তু যাহারা তুর্কি রাজত্বের শাসনপ্রণালীর বিষয় সম্পূর্ণরূপে বিদিত আছে তাহারা বিশেষ রূপে অবগত আছে যে, তাহাদের সেই অমূলক ধারণাই সম্পূর্ণরূপে অমূলক। সোলতানের এরূপ প্রথা যে তিনি সেক্রেটারীগণের পরামর্শাদি নীরবে শ্রবণ করিয়া নিজ বিবেচনার সঙ্গে তুলনা করিয়া একটী কর্ত্তব্য স্থির করেন। এবং নিজ স্থিরিকৃত মত তিনি যে কখনও পরিবর্ত্তন করেন ইহা অতি বিরল। তাঁহার নিজ মতের বিপক্ষে শত মত হইলেও তিনি সেদিকে দৃকপাৎ করেন না। তিনি আজ চব্বিশ বৎসর হইতে সুবিশাল বিস্তৃত তুরস্ক রাজ্যের রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু ইতিমধ্যে কোনও রাজমন্ত্রি বা উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীগণের বাধা বিঘ্ন দ্বারা তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই।—সর্ব্বদা তিনি নিজ মতের আধিপত্য স্থাপন রাখিতে লালায়িত থাকেন। তাঁহার এই রাজত্বকাল মধ্যে শাসনপ্রণালী সংশোধন এবং নাম মাত্র স্বদেশের উন্নতি সাধন উদ্দেশ্য রাজনীতিক লোকগণ কত শত সমিতি স্থাপন করিল, কত নূতনপ্রণালী উদ্ভাবন করিল, কিন্তু কিছুতেই মহামান্য সোলতানের ক্ষমতার বিন্দুমাত্রও হ্রাস করিতে পারিল না। বরং সোলতান সাবধান হইয়া দিন দিন সমুদয় ক্ষমতাই নিজাধিকারে আনয়ন করিয়াছেন। বিগত এই চব্বিশ বৎসরের শাসনপ্রণালীর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যতদিন জীবিত থাকিবেন ওসমানীয় সিংহাসনের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন, ততদিন তাঁহার ক্ষমতা অধিকার সম্বন্ধে কোনরূপ তারতম্য ঘটিবেক না। বিনীত

শ্রীসৈয়দ কজ্‌লে হক।

খোদাতায়লার সৃষ্টি রহস্য।

এরূপ গুরুতর বিষয় আলোচনা করা কেবল আমার ক্ষুদ্র বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় এবং মূর্খতা প্রকাশ মাত্র, যেমন বামন হইয়া চাঁদ ধরা, ভিক্ষুক হইয়া সিংহাসনে আরোহণ। তবে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে অসমর্থ হইয়া থাকিতে পারিলাম না। কর্ত্তব্য ভাবিয়া লেখনি ধারণ করিলাম। মনুষ্য চিরকাল নূতনের উপাসক, নূতন স্থানে গমন; নূতন বায়ু সেবন; নূতন দ্রব্য ভক্ষণ, নূতন কথা শ্রবণ এবং নূতন সহবাস লাভে চিরকাল মনুষ্যের দারুণ পিপাসা; এইজন্য প্রকৃতি প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জগতের সমস্ত পদার্থকে রূপান্তরিত করিয়া মনুষ্যের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছে। মনুষ্য নূতনের পিপাসায় পুরাতনকে পরিত্যাগ করিতেছে। এমনি করিয়া মনুষ্য উন্নতির দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। পুরাতন কিছুই যেন প্রকৃতির লক্ষ্য নয়। কি এক অনন্ত পরিবর্ত্তনের চক্র ঘুরিতেছে যে, তাহা ক্রমাগত প্রকৃতিকে নববেশে সজ্জিত করিয়া তুলিতেছে। নূতনের নিশায় ভোর হইয়া মনুষ্য, প্রকৃতির কোলে ডুবিয়া অনন্তচক্রের অনন্তপাকে ঘুরিতে ঘুরিতে, নূতন রাজ্যে যাইয়া নূতনের সেবা করিয়া নূতন শিক্ষা পাইয়া কৃতার্থ হইতেছে। সে চক্রের কোথায় আরম্ভ কোথায় শেষ কেহই তাহা জানেনা, সে চক্রই অনন্ত সৃষ্টির রহস্য এবং খোদাতায়লার প্রেমপ্রসাদ বা কৃপা কণা। প্রকৃতির নববেশে কে মোহিত নয়; নূতনত্বের জন্য কে পিপাসিত নয়, যেমন শিশুকে কতকগুলি ক্রীড়ার সামগ্রী দেও একদিন, দুইদিন, তিনদিন পরে সে তাহাকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে; কারণ শিশুর মনকে একজিনিসে অধিকক্ষণ ভুলাইতে পারেনা; নূতনের প্রতি অবোধেরও প্রগাঢ় আশক্তি। বালকই বল যুবকই বল বা বৃদ্ধই বল এক বস্তু সে অধিকক্ষণ দেখিতে বা ভোগ করিতে ভাল বাসেনা। একটী দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু অন্যটীতে পড়ে; একটী ভোগ করিতে করিতে তাহার মন অন্যটীতে ধায়, কেবল নীলাময় আকাশের দিকে চাহিয়া কেহ সুখী নয়। প্রশস্ত সাগরের গভীরতার পানে চাহিয়া সকলের মন তৃপ্ত হয় না; কেবল প্রখর-দীপ্তিময় সূর্য্যের উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ কোঠর রশ্মীতে মানুষ ভুলেনা। কেবল রজনীর গভীর নিরব আঁধার লইয়া মানুষ থাকিতে

চায় না। এই জন্যই দিবসের পর রাত্রি রাত্রির পর দিবস, এই জন্যই ফুলের ধারে ফল, পুরুষের ধারে স্ত্রী—পাহাড়ের গায় ঝরণা গ্রীষ্মের কোলে শীত, শীতের কোলে গ্রীষ্ম—আঁধারের কোলে জ্যোতি, জ্যোতির কোলে আঁধার, লালের ধারে নীল, নীলের ধারে সবুজ ঋতুর কোলে ঋতু বৎসরের কোলে বৎসর, যুগের কোলে যুগ পৃথিবীতে কতই বিচিত্র কতই বিভিন্ন প্রকার শোভা, কতই রকম রকম রূপ কতই নূতনের লীলা। মনুষ্যকে ভুলাইবার জন্য প্রকৃতি অবিরত কত চেষ্টাই করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন পাখীর কণ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন স্বর, ভিন্ন ভিন্ন মানুষের কণ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন শোভা, ভিন্ন ভিন্ন সাগরের ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ, ভিন্ন ভিন্ন পাহাড় পর্ব্বতের ভিন্ন ভিন্ন রূপ, যখন যেদিকে চাও অতুল শোভা। সকলই আপন ভাবে বিভোর। একবার দেখ? আবার দেখ? পুনর্ব্বার দেখ, যতবার দেখিবে—ততবারই নূতন। তুমি যাহা দেখ আমি তাহা দেখিনা, আমি যাহা দেখি তুমি তাহা দেখিতে পাওনা, তোমার নিকট যাহা পুরাতন হইয়াছে, আমার নিকট তাহাই নূতন। তোমার নিকট একসময়ে যাহা পুরাতন হইতেছে তাহাই আবার নূতন সাজ ধরিয়া উপস্থিত হইতেছে। দারুণ শীতের মর্ম্মদাহ চলিয়া গিয়াছে, বসন্তের সুস্নিগ্ধ আলিঙ্গনে প্রকৃতির কোলে কোলে কতই শোভা ফুটিয়া পড়িতেছে। শুষ্ক মৃত্তিকা ভেদ করিয়া কচি কচি পাতা, কচি কচি ফুল ফুটিয়া উঠিতেছে। মৃত পৃথিবী জাগিয়া উঠিতেছে। কাহার ইঙ্গিতে কে জানে যে চিত্র দেখিতে প্রাণ বেদনা পাইত তাহার নূতন রূপ দেখিতে প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে। বসন্তকালও কতবার দেখিয়াছ কিন্তু আবার কি দেখিবার জন্য তুমি তৃষিত নও? সকলেই তৃষিত, যতবার দেখিবে তত নূতন হইবে; আবার দেখার সাধ করিবে সে সাধ অনন্ত, কেন বলত? কারণ পরিবর্ত্তনের চক্রটীর কাল বসন্তকে নূতন করিয়া উপস্থিত করিতেছে কারণ দেখিতে দেখিতে তোমার নয়নও নূতনত্ব পাইতেছে। যেটী যায় ঠিক সেটী আর ফেরেনা, যে বসন্ত গিয়াছে সে বসন্ত আর ফেরেনা। গত বৎসর তুমি যে বসন্তকে দেখিয়াছ এবার তুমি আর সে বসন্তকে দেখিতে পাইবে না। গত বৎসর যে তুমি ছিলে, এবৎসর আর সে তুমি নাই, তোমার চক্ষু পরিবর্ত্তিত তোমার হৃদয় পরিবর্ত্তিত তোমার মন পরিবর্ত্তিত। বাল্যকালে যে চিত্র

দেখিয়াছ বড় হইয়া সেই চিত্র একবার তাকাইয়া দেখ, দেখিবে সে চিত্র আর নাই, যাহা একবার দেখ আর তাহা দেখা যায় না, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তোমার সে চক্ষু নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন প্রকৃতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় শরীরে নূতন শক্তি নূতন রক্ত সঞ্চার করিতেছে। প্রাতে যে তুমি ছিলে মধ্যাহ্নে সে তোমার মৃত্যু হইয়াছে, প্রাতের উপর মধ্যাহ্ন রাজত্ব করিতেছে। আজ যে আমি বসিয়া লিখিতেছি, কাল আর সে আমি থাকিব না ও থাকিতে পারিব না। নিমিসে নিমিসে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে তাহা সেই বিদ্যুতের ন্যায় দিপ্তীমান পুরুষ হইতে হইতেছে, এসকল ঘটনা অল্প শক্তির কার্য্য নহে কিন্তু সেই মহাত্মা দিব্যঅমূর্থ পূরুষ হইতে হইতেছে। যদি তোমাদের হৃদয়-মন-মহ-নীহারে আবৃত হইয়া না থাকে তবে এখনি জানিতে পারিবে সত্য সত্বর তোমাদের নিকট প্রকাশিত হইবে। যেমন দেখিতেছি সূর্য্য উদয় হইয়াছে বলিয়া সকল প্রকাশ পাইতেছে, তেমনি জানিতেছি তিনি থাকাতেই সমুদয় ঘটনা নিয়মিত হইতেছে, তিনি প্রতি নিমিশে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। অতএব সেই পরাৎপর পরম শিল্পকারের নিরুপম নৈপুন্যতার সাক্ষ্য দান করা মাদৃশ ব্যক্তির কার্য্য নহে।

মহম্মদ মেহেরুল্লা। সেরাজগঞ্জ

মাসিক সাহায্য আদায়।

(আশ্বিন)

লা মজহাবি-অরি শ্রীযুক্ত মওলানা মহম্মদ মনিরজ্জমান সাহেব	১৲
লা মজহাবি নাশক শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ আমানত আলী সাহেব	১৲
শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদচ্ছমাদ খাঁ সাহেব	১৲
শ্রীযুক্ত মুন্সী জোবেদ আলী হালদার	১৲

দ্বিতীয় বর্ষ। ১৩০৭, কার্ত্তিক। ১০ম সংখ্যা।

প্রচারক।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"* * যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তাহা প্রচার কর, * *"

মহা কোরান সুরে মায়দা ১০ম রুকু ৬৭ আয়েত (পদ)।

মধু মিয়া দ্বারা সম্পাদিত।

জ্বর রোগে আর কেন কষ্ট পান।

প্লীহা যকৃৎ বা মেহঘটিত যেরূপ জ্বর হউক না কেন

অমৃতাদি বটিকা

ব্যবহার করুন, নিশ্চয় নিস্তার পাইবেন। জ্বরের করাল গ্রাস হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র মহৌষধ অমৃতাদি বটিকা। ১ কৌটার মূল্য এক টাকা। মাশুলাদি ।৵০ ছয় আনা।

শিরোরোগের মহৌষধ দেশ প্রসিদ্ধ মহা সৌরভযুক্ত

জবাকুসুম তৈল

ব্যবহার করুন যেমন শিরোরোগ হউক আরোগ্য হইবে। এক শিশির মূল্য এক টাকা। মাশুলাদি ॥০ আট আনা।

মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা।

আপনার আবিষ্কৃত জ্বরনাশক অমৃতাদি বটিকা ও শিরোরোগের জবাকুসুম তৈল নানা স্থলে ব্যবহার করিয়া যেরূপ সুন্দর ফল পাইয়াছি তাহাতে আমার প্রতীতি হইয়াছে যে ইহারা সর্ব্বপ্রকার জ্বরের ও শিরোরোগের মহৌষধ। যাঁহারা উৎকট শিরঃপীড়ায় বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন অথবা যাঁহারা জ্বর রোগে জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি বিশেষ অনুরোধ করি যে, তাহারা উপরোক্ত ঔষধদ্বয় ব্যবহার করুন। আপনার বশংবদ

শ্রীনিমচাঁদ গুপ্ত, জি, এম্, সি, বি

ঔষধ পাইবার ঠিকানা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই সংখ্যার মূল্য ১০ আনা।

সূচীপত্র।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

১। খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মনীতি—শ্রীযুক্ত পাদরী চন্দ্রনাথ সরকার ২৪৫
২। উল্কা ২৪৭
৩। রৌপ্য জুবিলী—শ্রীযুক্ত মহাম্মদ এসমাইল হোসেন ২৫৪
৪। টাঙ্গাইল ভ্রমণ ২৬১
৫। হজরত মহম্মদ ২৬৬
৬। বিবিধ বিষয় ২৬৭
৭। তফসীর হাক্কানির বঙ্গানুবাদ

নিয়মাবলী

১। প্রচারকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲
২। ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৹
৩। বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম, প্রতি পৃষ্ঠা প্রত্যেক বার ৪৲ টাকা অর্দ্ধপেজ ২৷৷৹, প্রতি লাইন চারি আনা।
৪। মুনশী ময়েজ উদ্দীন আহম্মদ সাহেবের নামে আফিসের ঠিকানায় টাকা কড়ি, বিনিময় পত্র, প্রবন্ধ এবং পত্রাদি পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার
এম আব্দর রসিদ
৩৯ নং বলদিয়াপাড়া রোড, (মাণিকতলা) কলিকাতা।

নূতন পুস্তক
তফসীর হাক্কানীর বঙ্গানুবাদ।
১ খণ্ড (১ম স্তবক)
আকার আট পেজি ৯ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৭২ পৃষ্ঠা মূল্য ৷৷৹ আনা।
ময়েজ উদ্দীন আহমদ।
৩৯ নং বলদিয়া পাড়া রোড, মানিক তলা, কলিকাতা।

PRINTED BY SARAT CHANDRA CHAKRAVARTI.
AT THE KALIKA PRESS,
17, Nanda Kumar Chowdhury's 2nd Lane,
Calcutta.

২য় বর্ষ। ১৩০৭ কার্ত্তিক। ১০ম সংখ্যা।

প্রচারক।

বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।

খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মনীতি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পণ্ডিত চূড়ামণি ডাক্তার ওয়েঙ্গার বলেন "উক্ত গ্রন্থ সকলের (নূতন ধর্ম্ম নিয়ম) মধ্যে এক এক গ্রন্থ রচিত হইলে পর কালক্রমে তাহার প্রতিলিপী প্রস্তুত হইয়া নানাদেশ ও নানা স্থান নিবাসী খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগের নিকট উপস্থিত হইল এবং সেই সকল গ্রন্থ যে প্রেরিত কিম্বা তাহাদের সহচরগণ দ্বারা রচিত বটে ইহা প্রমাণ সিদ্ধ ও সর্ব্বসম্মত হইলে ঈশ্বরদত্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইল। কি আশ্চর্য্য বিষয় প্রেরিত কি তাহাদের সহচরগণ দ্বারা রচিত সিদ্ধান্ত হইলেই তাহা ঈশ্বরবাক্য বলিয়া গ্রহণ করা হইল!! জিজ্ঞাসা করি প্রেরিত ও তাহাদের সহচরেরাও ঈশ্বরের অংশ না কি? ডাক্তার আরো বলেন—"গ্রন্থখানি নূতন ধর্ম্মনিয়ম" এই প্রকার ঈশ্বর বাক্য বলিয়া সর্ব্বস্থানের খৃষ্টীয়ানদিগের দ্বারা গৃহিত হইতে শতাধিক বৎসর কাল আবশ্যক হইয়াছিল। তথাচ যিহুদার পত্র পিতরের দ্বিতীয়পত্র ও যোহনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র বহুকাল পর্য্যন্ত প্রাচীন খৃষ্টীয়ানদিগের দ্বারা অগ্রাহ্যবলিয়া স্থীরিকৃত ছিল। বহু বৎসর পরে তাহা ঈশ্বর নিশ্বসিত শাস্ত্রের অর্থাৎ নূতন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ভাল খৃষ্টীয়ান ভ্রাতৃগণকে জিজ্ঞাসা করি যে সদাপ্রভু স্বীয় বাক্যের এই প্রকার বাছাই করিতে মানবকে কোন্ সময় অধিকার প্রদান করিয়াছেন? ডাক্তার ওয়েঙ্গার আর এক স্থানে বলিতেছেন, যে অধিকাংশ লোক গ্রীক্ ভাষা জানিত না, তজ্জন্য অতি শীঘ্র অর্থাৎ ১০০ শত বৎসরের পরে ঐ দেশ প্রচলিত লাটীন ভাষাতে সেই সমুদায় গ্রন্থের অনুবাদ

করা গেল, সেই পুরাতন অনুবাদের কয়েক খান অসম্পূর্ণ প্রতিলিপী অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই অনুবাদের নানা ত্রুটী ছিল এবং নানা প্রতিলিপীর ঘোর অনৈক্যতা জন্মিয়াছিল তন্নিমিত্ত ৩৮৩ খৃষ্টাব্দে জেরম নামক এক বিদ্বান ব্যক্তি ঐ অনুবাদ সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই সংশোধিত অনুবাদের শত শত প্রতিলিপী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।" ইত্যাদি কেন ভাই, তোমার ধর্ম্ম শাস্ত্র, ত্রিত্বময় ঈশ্বরের একজন অর্থাৎ পবিত্র আত্মা দ্বারা লিখিত, অনুবাদিত, রচিত যাহা কিছু বল, সকলই, তবে আবার তাহার সংশোধন কেন? তোমরা পবিত্র আত্মা বলিয়া চীৎকার কর বটে কিন্তু কি তোমাদের শাস্ত্রের ইতিহাসে কি তোমাদের ব্যক্তিগত জীবনে পবিত্র আত্মার কোন কার্য্য কি শক্তি দেখাইতে পারনা। কিন্তু চক্ষু উন্মিলন পূর্ব্বক একবার সরল দৃষ্টীতে আরবের মরুময় প্রান্তর পানে চাহিয়া দেখ পবিত্র আত্মার গৌরবান্বিত মহান কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হও আর সরল চিত্তে আপনাদের ভ্রম স্বীকার করত, সদা প্রভুর ধন্যবাদ কর। জেরমের ন্যায় এক জন সুবিদ্বান ব্যক্তি ব্যতীত তোমার ধর্ম্ম শাস্ত্র সংশোধিত হয় নাই, কিন্তু এক নিরক্ষর লেখা পড়া শিক্ষা বিহীন ব্যক্তি দ্বারা পবিত্র আত্মা যে অপূর্ব্ব মহা ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অপরিবর্ত্তনীয় অলোপ্য অনন্ত কালেও তাহার সংশোধন আবশ্যক হইবে না, কেননা তাহা পবিত্র আত্মার কার্য্য, তাহা ঈশ্বর নিশ্বসিত মহা পবিত্র বাক্য। পবিত্র আত্মা স্বাকার্য্য সাধনার্থে বিদ্বান কি বলবান লোক খুজিয়া বেড়ান!! বলিহারি যাই পবিত্র আত্মা-বিষয়ক কল্পনার। কিন্তু কি বলিতে কি বলিতেছি, ডাক্তার ওয়েঙ্গার আর এক স্থানে বলেন "যে দুঃখের বিষয় এই যে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে যখন মূল গ্রন্থ প্রথমবার মুদ্রাঙ্কিত হইল তখন উক্ত প্রকারের অতি পুরাতন কোন্ প্রতিলিপী ব্যবহার করা ইরাসমস্ নামক তাহার সম্পাদকের অসাধ্য ছিল তদাভাবে অনতি পুরাতন প্রতিলিপী অনুসারে ঐ গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে হইল পরে তাহার সকল ত্রুটীর সংশোধন হইতে আড়াইশত বৎসরের অধিক কাল বিলম্ব হইল"। কি আশ্চর্য্য ঈশ্বর নিশ্বসিত বাক্যের সংশোধন করিতে ত্রিত্বময় ঈশ্বরের অন্যতম আত্মা ঈশ্বরের আড়াই শত বৎসরাধিক কাল আবশ্যক হইলে, তাহাতেও সংশোধন শেষ হয় নাই।

ক্রমশঃ—

উল্কা।

(সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত).

১। যে সকল ক্ষুদ্র স্বপ্রভ পদার্থকে রাত্রিকালে পুনঃ পুনঃ নভোমণ্ডলে অতি বেগে নানা দিকে বিচরণ করিতে দেখা যায়, এবং দেখিতে দেখিতে অবিলম্বে অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়া পড়ে, সেই সকল পদার্থকে উল্কা বা খধুপ বলে। নিরভ্র স্বচ্ছ রজনীতে উদীক্ষণ করিলে বোধ হয়, নভোমণ্ডল হইতে একটি সমুজ্জল তারা হঠাৎ খসিয়া পড়িল; নিঃশব্দে একদিকে সাঁ করিয়া চলিয়া গেল, এবং ক্ষণমধ্যে লয় পাইল। অনিত্য পার্থিব সুখে বীততৃষ্ণ চিন্তাশীল ব্যক্তিরা উল্কাপাতে দেহীর লোকান্তরগমনরূপ আধিদৈবিক ব্যাপার জ্ঞান করেন; বিরহবিধুর যুবকযুবতীগণ কাতরহৃদয়ে উল্কার আলোকে দয়িতের শুভাশুভ পাঠ করেন; কবি দেখেন যে, নন্দনকাননজাত কুসুমরাজির উজ্জ্বলদল বাতাহত হইয়া সুরলোক প্রধূপিত করিতেছে; অথবা বৈজয়ন্তের দীপাবলিস্খলিত দগ্ধদশান্ত নিপতিত হইতেছে; জ্যোতিষী জানেন, এ আলোকপিণ্ড তারা নহে, জীবাত্মা নহে, এ ফুলদল নহে, বাতির গুল নহে; ইহা এক কণা, জগতের এক পরমাণু; কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল? রোজ রোজ এ হাউই কে ছোঁড়ে?

২। উল্কা-সংখ্যা।—এই ক্ষণস্থায়ী অকিঞ্চিৎকর পদার্থগুলি আকারে যেমন ক্ষুদ্র, সংখ্যায় তেমনই বহুল। অন্তরীক্ষে যে কত কোটী কোটী খধুপ পর্য্যটন করিতেছে, তাহা সংখ্যাবাচক শব্দসহায়ে হৃদয়ঙ্গম হয় না। এগুলির আকার যেমন ভিন্ন ভিন্ন, পরিমাণও তেমনই নানা প্রকার; কতকউল্কা সের-পরিমিত; কতক উল্কা মন-পরিমিত; কোন কোনটা ছটাকের বেশী নহে; আবার কোনটি মৃৎকণা মাত্র। গ্রহরাজের এমনই মাহাত্ম্য, যে, এইরূপ অকিঞ্চিৎকর পদার্থ সমূহকে পারিবারিক স্নেহরজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে স্বীয় মঙ্গলময় করজাল বিস্তার পূর্ব্বক বিরাজ করিতে কুণ্ঠিত নহেন! কি রবিকিরণে ভাসমান রেণু, কি প্রতাপান্বিত বিশাল বার্হস্পত্য মণ্ডল, সকলেই কেপ্লারের নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সাবিত্রমণ্ডল

পরিভ্রমণ করিতেছে। স্বল্পকায়ত্ব ও সুদূরত্ব প্রযুক্ত এই জ্যোতিষ্কগুলি দূরবীক্ষণের আয়ত্ব হয় না।

৩। উল্কাপাত-দর্শন।—এই সকল ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কগণ আকল্প সূর্য্যের চারি দিকে প্রচণ্ডবেগে অপ্রহিতভাবে ঘুরিতেছে; ঘুরিতে ঘুরিতে কালবশে যখন পৃথিবীর নিকটে আসিয়া পড়ে, তখন ভূবায়ুর উর্দ্ধতম স্তরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র মহা অনিষ্ট উপস্থিত হয়। উর্দ্ধতম বায়ুস্তর যদিও যৎপরোনাস্তি তরল, তথাপি জলগত রাইফেলের গুলির ন্যায় অতিবেগ বিশিষ্ট উল্কা ভূবায়ুতে সমাগত হইয়া হঠাৎ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয়; উল্কা বায়ুমণ্ডল দিয়া গমন করিতে করিতে সংঘর্ষণবশতঃ উষ্ণ হইয়া পড়ে; অনন্তর লোহিত-তপ্ত, তাহার পর শুক্ল-তপ্ত এবং পরিশেষে বাষ্পীভূত হইয়া গগনমণ্ডল আলোকিত করে, এবং আমরা, ১০০।২০০ মাইল নীচে থাকিয়া বলি, ঐ দেখ, তারা খসিয়া পড়িল! উল্কা যখন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন উহার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে কুড়ি মাইল। ভূপৃষ্ঠে এত বেগ অসম্ভব; অচিরে বায়ু কর্ত্তৃক ইহার প্রতিরোধ হয়। শূন্যপথে এরূপ বেগের কোনও ব্যাঘাত নাই।

৪। উল্কাপাতের কাল।—বৎসরের মধ্যে এমন রাত্রি নাই, যাহাতে উল্কাপাত না হয়। নির্ম্মল রজনীতে প্রতি ঘণ্টায় ৫।৭ উল্কাপাত দেখা যায়। প্রথম রাত্রিতে খুব কম পড়ে, দুপর রাত্রিতে মাঝামাঝি, শেষ রাত্রিতে খুব বেশী। আবার মাস হিসাবে দেখা যায় যে, জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বেশী বেশী, এবং জানুয়ারি হইতে জুন পর্য্যন্ত কম কম পড়ে। এবং মাসের প্রথামার্দ্ধ অপেক্ষা শেষার্দ্ধে অধিক উল্কাপাত দেখা যায়।

৫। তাপবাদ।—উক্ত তারাবাজির ন্যায় খধূপদর্শন, রাসায়নিক ব্যাপার ভিন্ন তাপোৎপত্তির উদাহরণস্থল। কেবল সংঘর্ষণে এতাদৃশ তাপের উৎপত্তি, এবং সেই তাপজনিত এতাদৃশ উদীপ্ত উদ্ভাসের উৎপত্তি,—বিশ্বাসের অভূমি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মনে রাখা চাহি যে, রাইফেলগুলির বেগ অপেক্ষা উল্কার বেগ শতগুণে অধিক; এবং সংঘর্ষণজনিত যে তাপের উৎপত্তি, তাহা বেগের বর্গের অনুপাতী। অতএব উল্কা যখন ভূবায়ু ভেদ করিয়া প্রধাবিত হয়, তখন কেবল সংঘর্ষণ প্রযুক্ত উহার তাপ রাইফেলগুলির তাপ অপেক্ষা লক্ষগুণে অধিক হয়। সংঘর্ষণজনিত গুলি যে দশ ডিগ্রী পরিমাণে

উত্তপ্ত হয়, তাহা অত্যুক্তি নহে; অতএব ভূবায়ু দিয়া উল্কার গমনকালে যে অতি অদ্ভুত তাপের উৎপত্তি হয়, তাহার অংশমাত্র হইলে উহাকে ক্ষণমধ্যে বাষ্পীভূত করিতে পারে।

৬। উল্কার উচ্চতা ইত্যাদি।—কোন ত্রিভুজের ভূমি ও ভূমিসংলগ্ন কোণদ্বয় জানা থাকিলে, তাহার বাহুদ্বয় ও শীর্ষকোণ হইতে ভূমির অন্তর ইত্যাদি জানা যায়। এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে যথোচিত দূরস্থিত স্থানদ্বয় হইতে যুগপৎ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, ভূপৃষ্ঠ হইতে উল্কার উচ্চতা, তাহার গম্যমান পথের দৈর্ঘ্য, এবংগতির বেগ নিরূপণ করা যায়। উল্কাগুলি হারাহারি ৭৪ মাইলের উপর থাকিলে দৃষ্টিগোচর হয়, এবং হারাহারি ৫০ মাইলের উপর আসিলে অদৃশ্য হইয়া পড়ে। তাহাদিগের দৃশ্যমান পথের পরিমাণ ৪২ মাইল। উজ্জ্বলতর উল্কাগণের গতির বেগ ভূপৃষ্ঠ সম্বন্ধে প্রতি সেকেণ্ডে ২৯ মাইল।

১৮৬৯ অব্দের ৬ই নবেম্বর তারিখে ইংলণ্ডের দক্ষিণে একটি অপূর্ব্ব বহ্নি-বর্ত্তুল দেখা গিয়াছিল। যখন দেখা গেল, তখন উহার উচ্চ ৯০ মাইল, যখন নিবিল, তখন ২৭ মাইল উচ্চতে; ৫ সেকেণ্ডের মধ্যে ১৭০ মাইল চলিয়াছিল। এই বহ্নিবর্ত্তুলের একটি অদ্ভুত বিচিত্র লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল। পূর্ণ ৫০ মিনিট কাল ব্যাপিয়া ইহার পথ ৫০ মাইল লম্বা, ৪ মাইল চওড়া, স্বপ্রভমেঘ দ্বারা আলোকিত ছিল।

দূরবীক্ষণের ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র পদার্থ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে ও নিভিয়া যায়, সেগুলি অতি ক্ষুদ্র উল্কা. চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না; তাহাদের লয়ই কেবল তাহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ। ভূবায়ু দ্বারা যদি আমরা আবরিত না থাকিতাম, তবে উল্কাপাতে আমাদিগকে ক্ষত বিক্ষত হইতে হইত। তাহাদিগের বেগই তাহাদের বিনাশের কারণ; বায়ুমণ্ডলে প্রবেশমাত্রেই দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, এবং ফুস্ করিয়া নিবিয়া যায়, ভস্মাবশেষও প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না।

৭। উল্কাবৃষ্টি।—কখন কখন অনবরত উপর্য্যুপরি বারিবৃষ্টির ন্যায় উল্কাবৃষ্টি হইয়া থাকে। ১৮৬৬র নবেম্বর মাসে যে উল্কাবৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা অতি চমৎকার শোভন ও মোহন দৃশ্য। এই উল্কাবৃষ্টির ইতিহাস বলিতে হইলে সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বের কথা পাড়িতে হয়। ইতিহাস এই যে, ৯০২ খৃষ্টাব্দে

জনৈক আফ্রিক রাজের মৃত্যুকালে, সমস্ত রাত্রি প্রদীপ্ত শক্তির ন্যায় অসংখ্য তারাপাত হইয়াছিল। উক্ত রাজার লোকান্তরগমনের স্মরণোৎসব-স্বরূপ দেবগণ আতসবাজি করিয়াছিলেন! এ কথায় এখন আর কে শ্রদ্ধা করিবে এই ঘটনাপাঠে জ্যোতির্বিদ বুঝিলেন যে,৯০২ হইতে কতিপয় বর্ষ ব্যবধানে যথানিয়মে এক এক বার উল্‌কাবৃষ্টি হইয়া আসিতেছে, এবং ১৮৬৬রযে উল্‌কাবৃষ্টি, তাহা এই সাময়িক উল্‌কাবৃষ্টির পর্য্যায় ৯০২ হইতে একাল পর্য্যন্ত উনত্রিশ বার এই উল্‌কাবৃষ্টি হইয়াছে; তন্মধ্যে শেষ বারের ইতিহাস অতিযত্ন পূর্ব্বক সংগৃহীত হইয়াছে।

৮। পোতাধান।—মনে কর, অসংখ্য ক্ষুদ্র পদার্থসংঘাত নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতেছে। মনে কর, সাগরসলিলে কোটি কোটি চিলিচিম পোতাধান (Shoal of herrings) বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া নানা ভঙ্গিক্রমে ক্রীড়া করিতেছে। মনে কর, সংখ্যাতীত কপোতকুল নিবিড় অরণ্য মধ্যে কলরব করিতেছে; কিন্তু উল্‌কাধান, পোতাধান, ও কপোতকুল অপেক্ষা বিপুল। উল্‌কাসমূহ তত নিবিড় নহে,দু'চারি মাইল অন্তরে থাকিয়া ঘুরে; কিন্তু সংখ্যা এত অধিক যে তাহাদের মণ্ডল-পরিমাণ লক্ষ লক্ষ যোজন।

৯। পোতাধানের গতি।—চিলিচিম-সংঘাত বা কপোতকুল স্বেচ্ছাক্রমে গমনাগমন করিতে পারে; কিন্তু উলকাসমূহের সে স্বাধীনতা নাই; তাহারা সাবিত্রাদিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করে; তাহাদের গত্যন্তর নাই; প্রত্যেকে স্বীয় বৃত্তাভাসে ভ্রমণ করে, প্রতিবেশীর সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে না, এবং প্রতি ৩৩ বৎসর কোটি কোটি যোজন ঘুরিয়া এক এক ভূ-ভ্রম সমাধা করে। এই উল্‌কাসংঘাত আমরা দেখিতে পাই না। এক্ষণে ১৮৯০ অব্দে সে গুলি সূর্য্য হইতে বহু দূরে আছে; সমুদ্রের মাছ দেখিতে পাই না; কিন্তু জানি যে, সমুদ্রে মাছ আছে; তেমনি উল্‌কা দেখিতে পাই না, কিন্তু জানি যে, উলকা আছে। মাছ ধরিলে দেখিতে পাই, তেমনই ভূ-বায়ু রূপ জালে যখন উলকাধরা পড়ে, তখনই দেখিতে পাই। তেত্রিশ বৎসর অন্তর এই শূন্য-সাগর কুলে পৃথিবীরূপ বুড়োজালে উলকা মাছ ধরা পড়ে। উল্‌কার সংখ্যা এত অধিক যে, প্রতি ৩৩ বৎসরে কোটী কোটি বিনষ্ট হইলেও ভাবী বর্ষের জন্য কোটী কোটী থাকিয়া যায়।

১০। উল্কা-সংঘাতের চিত্র।—চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, কেমন করিয়া উল্কাপাত সমূহ ভূবায়ুতে প্রবিষ্ট হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়। পৃথিবী রবিপরীত স্বীয় কক্ষায় ভ্রমণ করিতেছেন; উল্কাসংঘাত নিজ নিজ পথে পরিভ্রমণ করিতেছে পরন্তু উল্কাকক্ষা পর্য্যাপ্তির অভাবে যথাপরিমাণে অঙ্কিত হয় নাই; ইহা রামঘড়ীর আকারে দীর্ঘতর হইবে। বর্ষে বর্ষে ১২ই কি ১৪ই নবেম্বর তারিখে পৃথিবীর উক্ত উল্কাকক্ষা অতিক্রমণ করেন; তৎকালে উল্কাসংঘাত তথায় না থাকিতে পারে; ভ্রষ্টপথে অর্থাৎ এড়াটে যে কতকগুলি উল্কা ঐ তারিখে ঐ স্থানে বেড়াইতে থাকে, তাহারাই ধরা পড়ে; সেগুলি তারাবাজির মত ভূবায়ুতে নিপতিত হয়, এবং তাহাকেই আমরা নবেম্বর উল্কা বলিয়া থাকি।

পৃথিবী যখন উল্কাকক্ষা পার হন, তখন যদি উল্কাসমূহ তথায় থাকে, তবে তাহারা বায়ুজালে পতিত হয়; তাহাদের আর নড়ন চড়নের শক্তি থাকে না; এবং পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে ১৮ মাইল বেগে ভ্রামিত হইয়া কতিপয় ঘণ্টার মধ্যে উল্কাকক্ষার ও দিকে বাহির হন,—থালুই-ভরা-মাছ। যে উল্কা সকল বাঁচিয়া গেল, তাহারা এখন স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে লাগিল; এক এক ক্ষেপে যদি কোটি কোটি পড়ে, তবে শত সহস্র কোটি এড়াইয়া যায়। সংখ্যাই বা কত!

১১। ১৮৬৬ অব্দের ১৩ই।১৪ইএর উল্‌কাবর্ষণ।—এই সময় পৃথিবী উলকা-সংঘাত ভেদ করিয়া গমন করিয়াছিলেন। রজনী অতি শোভনা,—নিশ্চন্দ্রা, নিরভ্রা; উল্‌কার সংখ্যা নাই, ঔজ্জ্বল্যের পরিসীমা নাই। এ উল্‌কাবর্ষণ যদিও অনাদিষ্ট ছিল না, তথাপি তারাধারাবিস্ফারিত নভোমণ্ডল অচিরে যে এরূপ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে, তাহা কাহারও মনে হয় নাই। সকলেই নির্নিমেষ,—বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাত্রি ১০টা হইতে (ইংলণ্ডে) একটি একটী, দুটি দুটি, তিনটি তিনটি, তারা খসিতে লাগিল; ক্রমে আসারপাত; দক্ষিণে, বামে, মাথার উপর, যে দিকে চাও, উল্‌কাবৃষ্টি! কিন্তু সকলই পূর্ব্বদিক হইতে আসিতেছিল; রজনী অতিবাহিত হইতে লাগিল, ক্রমে পূর্ব্বক্ষিতিজে সিংহের উদয় হইল; তখন বুঝা গেল যে, মঘা হইতে উল্‌কা সকল আসিতেছে।

১২। এই উল্‌কাবর্ষণের জন্মভূমি।—নিরীক্ষণ করিবার পূর্ব্বে জ্যোতিষী গগনের যে প্রদেশ হইতে উল্‌কা পড়িতেছে, সেই প্রদেশের একখানি

চিত্র সংগ্রহ করেন, এবং যে তারার দিক হইতে উল্কা পড়িল, সেই দিকে ঐ থ-চিত্রে একটি লাইন টানেন। এক একটি করিয়া উল্কার পথব্যঞ্জক রেখাগুলি অঙ্কিত হইলে দেখা যায় যে, উল্কাগুলি বিন্দুবিশেষ হইতে আইসে; যদিও অনেক অনেক খধুপ্ দিগন্তর হইতে আইসে, তথাপি অধিকাংশকেই উক্তনিয়মপরতন্ত্র দেখা যায়। আপাততঃ দেখিলেই বোধ হয়, যেন সত্য সত্য উল্কাসমূহ একস্থানসম্ভূত; কিন্তু একটু ভাবিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, বাস্তবী গতি আর দৃষ্টা গতিতে বিলক্ষণ ভেদ আছে। স্বস্তিক বিশেষ হইতে উল্কা-পাত হইলেও ভূতলের ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ দর্শকগণ ভূপঞ্জরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে তাহাদের সমাগমের নির্দ্দেশ করিতেন; কিন্তু বস্তুতঃ পৃথিবীর যেখান হইতে দেখ না কেন, সকলেই বলিবে, এক স্থান হইতে তারা খসিতেছে। ফল কথা, এই উল্কার গতি সমান্তর রেখায়; আমরা দেখিবার সময় মনে করি, সেগুলি এক বিন্দু হইতে আসিতেছে, এবং আসিতে আসিতে তফাৎ হইয়া পড়িতেছে, যেমন রেলওয়ের উপর দাঁড়াইয়া দেখিলে বোধ হইবে, দুই খান রেল ক্রমে কাছাকাছি হইতেছে এবং কিছু দূরে দুইখানি মিলিয়া একখানি হইয়া গিয়াছে।

১৩। সৈংহিকেয়।—উক্ত উল্কাবর্ষণ সৈংহিকেয় নামে অভিহিত; এ গুলি সিংহরাশি হইতে আইসে; এই সৈংহিক সংঘাতের সুদীর্ঘ পর্য্যটনের অর্দ্ধাবশেষ হইয়াছে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইহারা রবি হইতে পরমান্তরে ছিল, অর্থাৎ অপহৈলিক প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদবধি পরিহেলিকে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ষে বর্ষে পৃথিবী এই উল্কাকক্ষা পার হইতেছেন; বর্ষে বর্ষে সৈংহিকেরা সেই সর্ব্বনেশে জায়গার দিকে সরিয়া আসিতেছে; ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে পোতাধান পৃথ্বীজালে পড়িয়া প্রাণে মরিবে। ১৮৯৯ বা তাহার পর বৎসর বা উভয় বর্ষে, পূর্ব্ববৎ চমৎকার উলকাসার বিকাশ পাইবার সম্ভাবনা। এমনও হইতে পারে, পোতাধান পড়িবার পূর্ব্বে ভূজালিনীর বায়ুরূপ বেউতী তাহার সঙ্গে আড়া পার হইয়া গিয়াছে, এ অবস্থায় এখন আর এক বৎসর তাহাদের কোন অনিষ্টশঙ্কা নাই। পরন্তু যে উল্কাগুলি ঝাঁকের অগ্রে থাকে, তাহারা নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইল; কিন্তু যেগুলি পশ্চাৎভাগে থাকে, সেগুলি কোটিশঃ ব্যাপ্তমুখ বায়ু দ্বারা কবলিত হয়। আবার এমনও হইতে পারে যে,

পোতাধানের উপর উপর্য্যুপরি দুই বৎসর জাল পড়িতে পারে। প্রথম বৎসর পৃথিবী যদি উলকাসংঘাতের অগ্রভাগ দিয়া যায়, পর বৎসর পৃথিবী ৬০ কোটি মাইল ঘুরিয়া আসিয়াও ঐ সংঘাতের শেষ অংশকে ধরিতে পারে,—উলকাসংঘাত এতই লম্বা। উপরি উপরি দুই বৎসর নবেম্বরে উল্কাবর্ষণের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়।

১৪। উল্কাসংঘাত ক্রমশঃ কক্ষারুণ্ড ছড়াইয়া পড়ে।—প্রতি ৩ বৎসরে কোটী কোটি উলকা ভূবায়ুতে নিপতিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়; অতএব উলকাসংখ্যার যে ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই, এবং তন্নিবন্ধন ভবিষ্যতে উল্কাবর্ষণের এবম্ভূত প্রভা ও শোভা থাকিবে না। ঔজ্জ্বল্যহানির আরও একটি বিশিষ্ট কারণ আছে। উলকাসংঘাতের আকার ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সংঘাতের প্রত্যেক উল্কা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কক্ষায় ভ্রমণ করে; কক্ষা সকল অবশ্য সমান হইতে পারে না, সুতরাং ভগ্ন কালের বিভিন্নতা ঘটে। একটি উল্কা যদি ৩৩ বৎসরে ঘুরে, তবে হয় ত আর একটিকে ঘুরিতে ৩৪ বৎসর লাগিবে। অতএব যদি কোন সময়ে সকলে একত্র হইয়া এক স্থান হইতে ঘুরিতে আরম্ভ করে, তবে কক্ষার পরিমাণের ভেদ প্রযুক্ত অনেকে অগ্র পশ্চাৎ হইয়া পড়িবে, সুতরাং কালক্রমে উল্কা-সমূহ পথময় ছড়াইয়া পড়িবে, এবং নবেম্বরে আর সে উল্কাপাতের সে রকম ধুমধাম থাকিবে না।

১৫। গ্রহদিগের আকর্ষণজনিত উল্কাকক্ষের পরিবর্ণন।—জ্যোতি-র্বিদেরা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, ধূমকেতু ও উল্কা, এই উভয়বিধ জ্যোতিষ্ক অনন্ত আকাশের সুদূর প্রদেশ হইতে ক্ষেপণি বৃত্তে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সৌর জগতে উপনীত হয়, এবং এখানে আসিয়া গ্রহগণ কর্ত্তৃক বিক্ষুব্ধ হইয়া পূর্ব্বপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অথণ্ড পটোলাকার মার্গে পরিভ্রমণ করিতে থাকে, সুতরাং সাবিত্র পরিবারের মধ্যে পরিগণিত হইয়া গ্রহধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। ১৪ই নবেম্বরের উল্কাসংঘাত যখন প্রথমতঃ ১২৬ খৃষ্টাব্দে আদিত্য-অধিকারে প্রবেশ করে, তখন উহাকে করুণের অনতিদূর দিয়া যাইতে হইয়াছিল। এই বরুণসান্নিধ্যবশতঃ স্বল্পকায় তাণ্ডব্য উল্কাসমূহ আকৃষ্ট হইয়া পূর্ব্ব পথ ক্ষেপণী পরিত্যাগ করিয়া বৃত্তাভাবে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ।

রৌপ্য জুবিলী। *

(৩১শে আগষ্ট। ১৯০০)

খুসীর তুফান আজি কি কারণ
তুরুষ প্লাবিয়া সবেগে ছুটে ;
কি কারণে আজি মোস্লেম অন্তর
উল্লাসের ভরে নাচিয়া উঠে !

২

আকাশে পাতালে কি জলে কি স্থলে
আনন্দ ঝরণা ঝরিছে কেন,
কোন্ হেতু আজি নব সাজে সাজি
ধরেছে প্রকৃতি সুষমা হেন !

৩

সহসা রে আজি কুসুম উদ্যানে
কেন বা ফুটিল কুসুমরাশি ;
কেন বা মধুরে কূজিছে বিহগ
দলে দলে দলে বিটপে বসি।

৪

কেন নদীকুল করি কুল্ কুল্
তুলিয়া আনন্দে তরঙ্গমালা ;
হেলিয়া দুলিয়া চলেছে ছুটিয়া
হরষের ভরে হয়ে বিহ্বলা !

* মহামান্য আমির-উল মোমেনিন, খ'লফাতুল মোস্লেমিন্ গাজী আব্দুল হামিদ খাঁনের "রৌপ্য-জুবিলী" উপলক্ষে সিরাজগঞ্জ "আঞ্জামানে মোখায়েরুল এস্লামের" অধিবেশনের আনন্দোৎসবে এই কবিতাটী রচিত এবং পঠিত হয়।

৫

আধ চাঁদ আঁকা অযুত নিশান
উচ্চদণ্ডে অগ্রে আকাশ গায়,
পত্ পত্ স্বরে হেলিয়া দুলিয়া
কাহার বিজয় মহিমা গায় !

৬

কেন গৃহে গৃহে কুসুমের হার
দুলিছে প্রকাশ বিমল শোভা,
কেন রাজপথে অসংখ্য তোরণ
শোভিছে আজি মানস-লোভা !

৭

কেন শত শত কামানের ধ্বনি,
হতেছে নিয়ত কাঁপায়ে ধরা ;
কোন্ হেতু আজি মোস্লেম-অন্তরে
হেরিতেছি হেন আনন্দভরা।

৮

জাননা কারণ ?—ওহে তুর্কীবাসি !
আজি সুলতানের "রৌপ্য জুবিলী" ;
সেই হেতু আজি জগৎ নিবাসী
মোস্লেম-মণ্ডলী হেন কুতূহলী।

৯

বাদ্শা-কুলের শিরের ভূষণ,
মোস্লেম-জাতির গৌরব নিশান ;
ন্যায়ের মূরতি ধর্ম্ম অবতার,
প্রবল প্রতাপ রাজেন্দ্র প্রধান,—

১০

তুরস্ক-ঈশ্বর আব্দুল হামিদ
চব্বিশ বৎসর শাসিয়া ক্ষিতি ;

পঞ্চবিংশ বর্ষ প্রথম দিবসে
আজি পদার্পণ কৈলা মহামতি।

১১

সেই হেতু আজি সকলে মিলিয়া
"জুবিলী" উৎসব করিছে এবে,
সেই হেতু আজি মোস্লেম জগতে
অযুত পতাকা উড়িছে নভে।

১২

সেই হেতু আজি নগরে নগরে
সভাসমিতির হেন অয়োজন;
সেই হেতু আজি মস্‌জিদে মস্‌জিদে
মঙ্গলা-প্রার্থনা উঠিছে সঘন।

১৩

সেই হেতু আজি রাজ পথে পথে
জ্বলিছে উজল আলোক-রাশি;
সেই হেতু আজি বালবৃদ্ধ মুখে
স্ফুরিছে নিয়ত মধুর হাসি।

১৪

হেন শুভদিনে ওহে তুর্কীবাসি!
এস সবে আজি খুলি মন প্রাণ;
ভাই ভাই বলি হয়ে কুতূহলী
করি সুলতানের মঙ্গল-গান।

১৫

মহা মাননীয় খলিফার আজি
"রৌপ্য জুবিলী" ধরণী পরে;
আনন্দ উল্লাস করি পরকাশ
আয় তবে আজি হৃদয়ে ভরে।

১৬ (ঐক্যতানে)

জয় জয় জয় হে তুরস্ক পতি
জয়হে মোস্লেম কুলের ভূষণ;
জয়হে রথীন্দ্র, রাজেন্দ্র প্রধান
তব জয় ধ্বনি ভরুক ভুবন।

১৭

বসি সিংহাসনে সুনীতি-প্রভাবে
প্রাণ পণ করি অশেষ যতনে,
সুবিচার আর সুশিক্ষা প্রভাবে
করেছ উন্নত রুম বাসি গণে।

১৮

অস্তমিত প্রায় তুরস্কের রবি
ফিরায়েছ তুমি উদয় অচলে,
এবে পুনঃ যাহা নূতন কিরণে
উজাল করিবে ধরণী তলে।

১৯

মোস্লেম জাতির হতাশ হৃদয়ে
নববল তুমি করেছ সঞ্চার;
তাই ধরাবাসী মোস্লেম নিকর
অতীত গরিমা চিন্তিছে আবার।

২০

কূট-বুদ্ধিপর অরাতি খৃষ্টানে
অহো! কি আশ্চর্য্য কৌশল বলে;
দিয়ে চোখে ঠুলি, সমুচিত শিক্ষা
ইস্লাম-গৌরব রক্ষিলে, ভূতলে।

২১

রুসীয়ভল্লুক এবে তব পানে
বিস্ময় চকিত নয়নে চায়;

গর্ব্বিত য়ুনান হয়ে পরাজিত
সদা শিরে কর হানিছে হায়!

২২

তব বাহুবলে তুরস্কের চক্র
চলিতেছে এবে উন্নতি পথে,
বিধি যদি করে অচিরেই তবে
উঠিবে তুরস্ক সৌভাগ্য-রথে।

২৩

ভরেছে ধরণী তব যশোগানে
তব গুণে মুগ্ধ মোস্লেম নিচয়;
ভবিষ্যের আশা তুমি মাত্র এবে
তব জয়-ধ্বনি হৌক্ বিশ্বময়।

২৪

তব রাজনীতি হেরি ইউরোপ
বিস্মিত চিন্তিত আকুল অতি,
করম দক্ষতা বুদ্ধির প্রাখর্য্য
হেরি শত্রুকুল জড় প্রায় মতি।

২৫

সহস্র সহস্র বিশ্বাসীর দল
স্বীয় বাসভূমি করি পরিহার;
আনন্দিতচিত্তে অপার হরষে
লইছে আশ্রয় তব অনিবার।

২৬

"মশ্‌রেক" হইতে "মগ্‌রেব" অবধি
তব শুভ গীতি নিয়ত উঠে;
তোমার স্মরণে তোমার চিন্তায়
আনন্দের স্রোত হৃদয়ে ছুটে।

২৭

পরম দয়ালু এলাহির পাশে
কায়মনোবাক্যে করি এ নতি;
বিধাতার বরে শতবর্ষ জীবি
হও পৃথ্বিপরে ওহে মহামতি।

২৮

ভীষণ শাণিত খড়্গের প্রহারে
রুসীয় ভল্লুকে করি খণ্ড খণ্ড;
অপহৃত-রাজ্য করহ উদ্ধার
দেখায়ে প্রতাপ অসীম প্রচণ্ড।

২৯

অপহৃত রাজ্য করহ উদ্ধার
শোভুক অম্বরে নবোদিত শশী;
ভুবন ভরিয়া গগন ছাইয়া
ভাতুক ইস্লাম আলোক রাশি।

৩০

মোস্লেম কুলের তুমি এবে শক্তি
তুমিই গৌরব তুমিই প্রাণ;
তোমার আদেশে মোস্লেম জগৎ
পারে হৃদিরক্ত করিতে দান।

৩১

কিবা ভয় এবে ওহে মহাভাগ!
মোস্লেমজগৎ এবে জাগরিত;
ভাঙ্গিয়াছে ঘুম, রজনী প্রভাত
কর ডেকে সবে কার্য্যে প্রণোদিত।

৩২

হের আজি তব "জুবিলী" উৎসবে
কি আনন্দ স্রোতঃ হৃদয়ে বয়,

কাঁপায়ে ভুবন কাঁপায়ে গগন
উঠে জয়ধ্বনি ধরণীময়।

৩৩

জয় সুলতান, জয়হে রাজেন্দ্র
জয় জয় জয় বীর চূড়ামণি;
অশেষ গুণের পবিত্র আকর
তব জয় নাদে পুরুক ধরণী।

৩৪

পুত্র জ্ঞানে প্রজাবৃন্দে তুমি
দয়া ক্ষমা দানে পালহ যতনে;
তব অরিকুল হৌক নিরমূল
করি এ প্রার্থনা বিভুর সদনে।

৩৫

নিদ্রিত তুরস্ক পুনঃ বীর গর্ব্বে
উঠিছে জাগিয়া সিংহের মত;
আবার সমগ্র ধরণী মণ্ডল—
তব যশোগান গাবে অবিরত।

৩৬

পুনঃ বিদ্যাবুদ্ধি বিজ্ঞানের বলে
ইস্লাম জগৎ হউক উজল;
ভুলি হিংসাদ্বেষ ভ্রাতৃপ্রেমে আজি
ধরুক হৃদয়ে নূতন বল।

৩৭

পবিত্র ধর্ম্মের স্বর্গীয় জ্যোতিতে
অধর্ম্ম আঁধার হউক দূর;
মোস্লেম ধর্ম্মের প্রবল প্রতাপে
পাপ তাপ রাশি হউক চুর।

৩৮

গাও তবে সবে গাও উচ্চৈস্বরে
তুলিয়া গভীরে জলদ তান;
জয় সোলতান, জয় তুর্কি পতি
জয়হে মোস্লেম কুলের প্রধান।

মহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী।

টাঙ্গাইল ভ্রমণ।

(টিটেগড়)

২৫ শে জুন সোমবার ১১টার গাড়ীতে উঠিয়া টিটেগড় নামিলাম। টিটেগড় একটী উন্নতিশীল স্থান। গঙ্গার উপর স্থাপিত। অনেকগুলি কল কারখানা আছে। টিটেগড় কাগজের কলের জন্য বিখ্যাত। গঙ্গার দুধারে মোসলমান বাসিন্দার সংখ্যা খুব কম। কিন্তু এই টীটেগড়ে অনেকগুলি মোসলমানের বাস আছে। মোসলমানগুলির অবস্থা প্রায় শোচনীয়। তবে একঘর সৈয়দ উপাধিধারী সম্পত্তিশালী মোসলমান এখানে আছেন। আমরা প্রায় ১২ টার সময় ইঁহাদের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সৈয়দ সাহেবেরাও আমাদিগকে খুব সাঁদরে গ্রহণ করিলেন। এইবাটির একটী যুবকের সহিত আলাপে বড়ই আপ্যায়িত হইলাম। যুবকটীর নাম সৈয়দ মকসুদ আলি। ইনি মোসলমান সমাজের উন্নতির জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া থাকেন। ইঁহার একটী উচ্চপ্রাথমিক পাঠশালা আছে। জাতিভেদকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। সর্ব্বদা সাধারণ মোসলমানদের সহিত মিশিয়া তাহাদের উন্নতি বিধানের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকেন। মোসলমান সমাজে এইরকম যুবকের বড়ই অভাব আছে। ইঁহার পিতাও খুব ভদ্র লোক, তাঁহার সঙ্গেও আলাপে সুখী হইলাম। সৈয়দ সাহেবের সহিত বৈকালে নগরের নানাস্থান ঘুরিলাম। রাত্রি ১০ টার গাড়ি আমরা রাজবাটী যাত্রা করিলাম।

(রাজবাটী)

খুব সকালে আমরা রাজবাটী নামিলাম। রাজবাটী ফরিদপুর জেলার একটী মহকুমা। গোয়ালন্দ হইতে দু ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এই মহকুমাটি পূর্ব্বে গোয়ালন্দে ছিল। এখন রাজবাটী উঠিয়া আসিয়াছে। রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে হিন্দু অপেক্ষা মোসলমানের সংখ্যাই অধিক। দুঃখের বিষয় আফিস আদালত এবং স্কুলে মোসলমানের সংখ্যা নিতান্ত কম। এখানকার সবডিভিসনাল অফিসার মোসলমান। আমরা সর্ব্ব প্রথমে সেই জ্ঞান বৃদ্ধ পক্বকেশী বহুদর্শী শ্রীলশ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ রবি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি আমাদিগকে পাইয়া আনন্দে বিভোর হইলেন। ছোট ভ্রাতার ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করিলেন। ইঁহার আন্তরিক ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হইলাম। কি উপায়ে মোসলমান সমাজ আবার উন্নতি করিবে। এই চিন্তা তিনি দিবারাত্রি করিয়া থাকেন। অধঃপতিত মোসলমান সমাজের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমরাও সেই সঙ্গে কাঁদিলাম। "প্রচারকে"র অনেকগুলি গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিলেন। পরদিন সকালে আমরা গোয়ালন্দে গেলাম। গোয়ালন্দ হইতে ষ্টীমার যোগে প্রায় ৩॥ সাড়ে তিনটার সময়ে পোড়াবাড়ী নামিলাম। পোড়াবাড়ীর ঘাট হইতে টাঙ্গাইল ৬ মাইল হইবে। পদব্রজে চলিলাম। গ্রাম মাঠ খাল নদী অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যের কিছু পূর্ব্বে টাঙ্গাইলে উপস্থিত হইলাম।

(করটিয়া)

টাঙ্গাইলে জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলাম করটিয়া এখান হইতে ৬ মাইল হইবে। আমাদের সময়ের অল্পতা হেতু অদ্যই করটিয়ায় যাইতে হইবে। সুতরাং একটু বিশ্রামান্তে কোমর বাঁদিয়া দ্রুতপদে চলিলাম। ক্রমে অন্ধকার আসিয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। আমরা কোনমতেই অন্ধকারের বাধা শুনিলাম না। ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিলাম। একে সম্পূর্ণ অপরিচিত পথ তাতে আবার রাস্তার স্থানে স্থানে কাটা; সেই সকল কাটা স্থান পার হইতে আমাদের কাপড় চোপড় ভিজিয়া গেল।

তথাপী পশ্চাৎপদ হইলাম না। ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমাদের দৃঢ়তা দেখিয়া বৃষ্টি ক্রমে ঝম ঝম রবে আমাদিগকে সম্ভাষণ করিতে লাগিল। আমরা বৃষ্টির সম্ভাষণে আনন্দ চিত্তে দৃঢ়পদ বিক্ষেপে করটিয়ার দিকে চলিলাম। প্রায় রাত্রি ৯ টার সময় বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণেতা "আকবরল ইস্‌লামিয়া"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৌলবী নইমুদ্দিন সাহেবের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। মৌলবী সাহেব অতি ভদ্রলোক। মৌলবী সাহেবের ন্যায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ উচিদ্বক্তা, ন্যায়নিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ, তেজস্বী, নির্ম্মলচরিত্র লোক জগতে অতি দুর্লভ। এহেন মহাত্মার জন্মভূমি দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলাম। সমস্ত দিনের ক্লান্তি ভুলিয়া গেলাম। ভাবিলাম এরকম রত্ন মোসলমান সমাজে আছে বলিয়া আজিও সমাজ অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া যায় নাই।

রাত কাটিয়া গেল। অন্ধকার পলায়ন করিল। আমরা প্রাতঃকালীন উপাসনা সমাপন করিয়া করটিয়া দর্শন করিতে বহির্গত হইলাম করটিয়ার দক্ষিণ দিক দিয়া একটী নদী কল কল নাদে করটিয়ার জমিদার সাহেবদিগের যশঃ ঘোষণা করিতে করিতে সমুদ্রের দিকে ছুটিয়াছে। নদীর উপর একটি বাজার আছে। বাজারের দোকানদার গুলি, প্রায় সবই হিন্দু! এখানকার মোসলমানেরা ব্যবসার বড় ধারধারেন বলিয়া বোধ হইল না। গ্রামের মধ্যদিয়া একটী খাল প্রবাহিত আছে। খালের উপর একটী কেটো পুল আছে। এই খালের উপর বঙ্গ বিখ্যাত করটিয়ার জমিদার বাটী অবস্থিত। জমিদার সাহেবরা যেমন নামে কামে, বঙ্গীয় মোসলমান জমিদার কুলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রাসাদটী (বাটী) কিন্তু তেমন দর্শন যোগ্য নয়। কয়েকটি টিনের ঘর আছে। ইষ্টকনির্ম্মিত ২।৩টী সৌধ আছে; তাহাও ভূ-কম্পনে যখম হইয়া আছে। একমাত্র মসজিদটি দর্শনের উপযুক্ত। মসজিটি অতি প্রকাণ্ড। গাতনিও তদনুরূপ। মধ্যে সুন্দর কারুকার্য্য দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলাম। সম্মুখে বহুলোকের উপাসনার উপযোগী চাতাল আছে। এরূপ প্রকাণ্ড চাতাল এবং মসজিদ বঙ্গের পল্লিগ্রামে আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ছিল না। উত্তর দিকে বৃহৎ পুষ্করণী, দক্ষিণদিকে প্রাচীর বেষ্টিত অনেক জমি, পশ্চিম দিকে পুষ্প উদ্যান, পূর্ব্বদিকে ইষ্টক নির্ম্মিত মাদরাশা গৃহ এবং বোর্ডিং। এই চৌহদ্দির মধ্যে ধবলকান্তি বিশিষ্ট মসজিদটী বিমল

সৌন্দর্য্য বিতরণ করিতেছে। তারপর মাদরাশা দেখিতে গেলাম। দেখিলাম ছাত্রগণ শিক্ষা করিতেছে। আর সেই আরবী এবং পারসী ভাষার অর্থ বিদেশী উর্দ্দু ভাষায় করিতেছে। তখন আমরা কৌতুহল নিবারণের জন্য সেই ছোট ছোট বালক দিগকে জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলাম যে, তাহারা উর্দ্দু ভাষার কিছুই জানে না! তখন আমাদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। যে বালকদিগের উপর সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতি অবনতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে সেই বালকদিগের অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট হইতেছে, ভাবিয়া মাথায় হাত-দিয়া বসিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম চিন্তায় কোনই ফল হইবে না।

যতদিন আরবী এবং পারসী ভাষার ব্যাকরণ এবং অভিধান বঙ্গভাষায় লেখা না হইবে, ততদিন চিন্তায় কোন ফল হইবে না। যে দিন মাদরাসার শিক্ষকেরা আরবী এবং পারসী ভাষা বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অর্থ করিয়া ছাত্র-দিগকে শিক্ষা দিবেন সেই দিন বঙ্গীয় মোসলমানদের শিক্ষার পথ পরিষ্কার হইবে। যেদিন মাদরাসা সমূহে আধুনিক পদার্থ বিদ্যা ভূগোল এবং ইতিহাস নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া হইবে সেইদিন আমরা দ্রুতগতিতে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইব। মাদরাসায় বসিয়া এই সকল চিন্তা করিতেছি এমন সময়ে বঙ্গ বিখ্যাত মওলানা গোলাম সরয়ার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় চরিতার্থ হইলাম।

মওলানা সাহেব বয়বৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ মিষ্টভাষী অহঙ্কার বিমর্জ্জিত এবং সদালাপী। তাঁহার সহিত আলাপে পরম পরিতুষ্ট হইলাম। মাদরাসায় অনেকগুলি ছাত্র দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। আজ আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও করটিয়ার ষ্টেটের মতয়াল্লি মৌলবী ওয়াজেদ আলি খান (ওরফে চাঁদমিয়া) সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না।

আজ আমাশায় আক্রান্ত হইলাম। দিন এবং রাত্রি কাটিয়া গেল। আজ ২৮শে জুন। আজ মতয়াল্লি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সকাল থেকে প্রস্তুত হইলাম। বেলা ৯টার সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। চাঁদমিয়াকে শান্ত শিষ্ট বিনয়ী এবং চরিত্রবান যুবক বলিয়া বোধ হইল। ইনি যদিও আমাদিগকে আশানুরূপ সাহায্য করিলেন না তথাপি ইনি আমাদের সহিত যে বিনীত ব্যবহার করিলেন তাহা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। ইঁহার বাটীতে থাকিবার এবং খাইবার বেবন্দবস্ত

বলিয়া আমরা মৌলবী নইমুদ্দিন সাহেবের বাটীতে আহারের বন্দবস্ত ঠিক রাখিলাম। মতয়াল্লি সাহেবের পিতার অনেক গল্প শুনিতে পাইলাম। এইখানে পাঠকদিগকে একটি উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

মৌলবী রেয়াল অলদিন সাহেবের বাটী চারাণ গ্রামে। করটিয়া হইতে প্রায় ৮ মাইল হইবে। একদিন তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া করটিয়ায় গিয়াছিলেন। আহারান্তে মৌলবী সাহেব মতয়াল্লি সাহেবের (হাফেজ মাহমুদ আলি খান) পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিবার সময়ে খাঁ সাহেব ২০০৲ টাকার নোট পুরিয়া একটি পত্র তাঁহাকে দিলেন। মৌলবী সাহেব তাড়াতাড়ি পত্রখানা পকেটের মধ্যে করিয়া বাড়ি এসে খুলে দেখেন যে খাঁ সাহেব তাঁহাকে পত্র ভ্রমে ২০০৲ টাকার নোট দিয়াছেন। তখন, তিনি উর্দ্ধশ্বাসে আবার ৮ মাইল পথ ছুটিলেন। খাঁ সাহেবকে বলিলেন, আপনি আমাকে পত্রভ্রমে ২০০৲ টাকার নোট দিয়াছেন। টাকা নিন।

তখন খাঁ সাহেব বলিলেন বড়ই ভুল করিয়াছি ত! থাক ও টাকা আপ-নার কাছেই থাক। এর পরে লইব। মৌলবী সাহেব কোন মতে রাখিতে চান না। তখন জমিদার সাহেব বলিলেন "তবে হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দাও" !!!

পাঠক, এখন বুঝুন মতয়াল্লি সাহেবের পিতার অন্তঃকরণ কি ধাতুতে গঠিত ছিল। মতয়াল্লি সাহেব উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান, ইনি এই পতিত বঙ্গীয় মোসলমান জাতিকে উদ্ধার মানষে অশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে একটী এণ্ট্রেন্স স্কুল হইয়াছে। একটী বোর্ডিং খুলিয়া-ছেন। গ্রামের প্রত্যেক সঙ্গতপন্ন লোককে এক একটী ছাত্র রাখিতে বাধ্য করিয়াছেন। ইঁহার অনেক গুলি মোসলমান আমলা দেখিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিলাম।

পরদিন ৯টার সময়ে মতয়াল্লি সাহেবের নিকট হইতে আমরা বিদায় লইয়া দেলদুয়ার অভিমুখে ছুটিলাম আসিবার সময় মৌলবী নইমুদ্দিন সাহেবে মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত ফকর উদ্দিন আহম্মদ সাহেব গভীর ভালবাসা দেখাইবার জন্য (তিনি পীড়িত সত্বেও) পথ দেখাইতে অনেক দূর আসিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

হজরত মহম্মদ

বা

ঈশ্বর-প্রেরিত।

(২)

গারস্থর হইতে দুই বন্ধু মদিনায় চলিলেন। ক্ষুধায় কাতর হইলেন। পথে ওম্মমাবদ নামক একটী দয়াবতী স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা স্ত্রীকোকটীর নিকট খাদ্য সামগ্রী প্রার্থী হইলেন। অসচ্ছলপ্রযুক্ত প্রার্থনা পূরণে অক্ষম হইলেন। বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিলেন। সেই স্ত্রীলোকটীর গোয়ালঘরে একটী মৃত্যু প্রায় নব্য প্রসূতি মেষ ছিল। হজরত জিজ্ঞাসিলেন এই মেষীর কি দুগ্ধ হয় না? স্ত্রীলোকটী বলিলেন "এটি মরিবার যো হইয়াছে কি করিয়া দুগ্ধ হইবে।"

হজরত বলিলেন তোমার যদি আপত্তি না থাকে ত দোহন করি। স্ত্রীলোকটী বলিলেন "আমার কোন আপত্তি নাই" হজরত বিছমিল্লা বলিয়া দোহন করিতে আরম্ভ করিলেন। কয়েকটী ভাণ্ড দুগ্ধে পূর্ণ হইল। প্রথমে স্ত্রীলোকটীকে এক ভাণ্ড এবং আর সকলকে কয়েক ভাণ্ড দিলেন। তারপর নিজে পান করিলেন। ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল। আবার চলিতে লাগিলেন। লোকেরা এই অপর্য্যাপ্ত দুগ্ধ দেখিয়া অবাক হইল।

হজরতের সহিত সারাকার সাক্ষাৎ।

সারাকা এক শত উটের লোভ সামলাইতে পারিল না। ঈশ্বর-প্রেরিতের মাথা কাটিবার জন্য কোমর বাঁদিল। খাপখোলা করবাল এবং বড়শা লইল। তেজি ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া ছুটিল। হজরত মনের আনন্দে ঐশ্বরীক গ্রন্থের বচনাবলী পাঠ করিতে করিতে যাইতেছেন। এমন সময়ে সারাকা দেখিল। আনন্দে উৎফুল্ল হইল। এইবার শিকার পাইয়াছি। এখনি ধরিব। তেজি ঘোড়া তেজের সহিত চালাইল! হজরতকে ধরিবার যো করিল। আর বেশী বাকী নাই। এমন সময়ে ঘোড়া চিতকাত হইয়া পড়িয়া গেল! সারাকা ধুলামাটি মাখিল। তবু শত উটের লোভ সামলাইতে পারিল না। আবার ঘোড়ায় চড়িল। হজরতকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। মহাপুরুষ আবুবকর সারাকাকে দেখিতে পাইলেন। কাঁদিতে লাগিলেন। বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হজরত জিজ্ঞাসিলেন, "কেন কাঁদিতেছ?"

বলিলেন আমার জন্য নয়, আপনার জন্য কাঁদিতেছি। ঐ দেখুন শত্রু আপনাকে হত্যা করিতে আসিতেছে। সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি। আপনাকেও হারাইলাম। কেবল আমি নই, ঈশ্বরের মনোনীত সম্প্রদায় সকলেই আপনাকে হারাইল। আহা! আজ জগত অন্ধকার হইল!" এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। হজরত এ হেন বিপদের সময় বলিনেন। শত্রুকে ভয় করিও না। খোদাতায়লা আমাদের রক্ষক। তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন।" এই বলিয়া হজরত খোদাতায়লার নিকট প্রার্থনা করিলেন। আল্লাতায়লা তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। সারাকার সেই চলন্ত ঘোড়ার চারখানি পা সেই শুকনো মাটিতে বসিয়া গেল। সারাকা অবাক হইল। লোভ ঘুচিয়া গেল। চারিদিক আধাঁর দেখিতে লাগিল। তখন সেই হতভাগা বুঝিতে পারিল যে, হজরতের প্রার্থনায় তার ঘোড়ার এই দশা হইয়াছে। তখন সে হজরতের নিকট রক্ষা কর বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন সেই মানবকুলের পথ দর্শক হজরত মহম্মদের প্রার্থনায় সারাকার ঘোড়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল।

এখন সে ঈশ্বরের দাস হইতে প্রস্তুত হইল। হায়! দু মিনিট পূর্ব্বে যে শয়তানের দাস ছিল। দু মিনিট পরে সে আল্লার দাস হইতে উদ্যত! এখনো অনেক সারাকা আছে; এমন কি এইখানেই আছে। তবে কিনা পূর্ব্বের সারাকা পরের সারাকা নাই, একটিও নাই। ওঃ! আগের সারাকা, তোমরা কি পরের সারাকা হইবে না। তোমরা কি সয়তানের দাসত্বটা মৌরসী করিয়া লইবে!

বিবিধ বিষয়।

পঞ্জাবের লুধিয়ানায় ইসলামের জয় হইয়াছে। একটী হিন্দু পুরুষ হিন্দু-ধর্ম্ম ছাড়িয়া মোসলমান হইয়াছেন। স্ত্রী হিন্দু ধর্ম্মত্যাগ করেন নাই, করিতেও সম্মত নহেন। পঞ্চমবর্ষীয় হিন্দুপুত্রকে হিন্দুমাতা নিজের কাছে রাখিতে চাহেন। মোসলমান পিতাই কিন্তু আদালতের সাহায্যে হিন্দুপুত্রের ভার পাইয়াছেন।

ধর্ম্ম গ্রহণ। নোয়াখালির শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতি শিবতারা চক্রবর্ত্তী স্ব ইচ্ছায় সনাতন ইসলাম গ্রহণ করিয়া লালমিয়া নামক জনৈক মোসলমান ভদ্রলোককে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। লালমিয়ার

সহিত কালীবাবুর এখন মোকর্দ্দমা চলিতেছে। ধর্ম্মের জন্য যাহারা বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাহারাই ধন্য!

কংগ্রেস। এবার হিন্দুদের কংগ্রেস লাহোরে হইবে। খুব যোগাড় যন্ত্র চলিতেছে। কংগ্রেস, যদি হিন্দুদের মোসলমান বিদ্বেষ কমাইতে পারেন ত আনন্দের চিষয় হইবে।

মোসলমান শিক্ষাসমিতি। মোসলমানেরা বহুদিন যাবত নিদ্রিত ছিলেন। মহাত্মা স্যারে সৈয়দ আহম্মদের চেষ্টায় তাঁহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। এখন তাঁহারা নানা উপায়ে মোসলমান জাতির উন্নতির উপায় দেখিতেছেন। এই শিক্ষা সমিতি তাঁহাদের চেষ্টার একটি ফল। এই সমিতি গতবৎসর কলিকাতায় হইয়াছিল। এবার পাটনায় হইবে। খুব ধুমধামের সহিত কার্য্য চলিয়াছে। আশা করি এবার বঙ্গীয় মোসলমানেরা এই সমিতিতে দলে দলে যোগ দিতে চেষ্টা করিবেন। সভার নেতাদিগকে বলি তাঁহারা যেন বক্তৃতা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহাদের জানা উচিত যে ফাঁকা বক্তৃতায় কোন কায হয় না।

তুর্কীর উন্নতি। গত রুস-তুর্কী যুদ্ধে তুর্কীর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। কামান বারুদ, গুলি, গোলা, যুদ্ধ জাহাজ রেল ইঞ্জিন এবং বিপুল সৈন্য সামন্ত বৃদ্ধি করিয়া তুর্কী এখন নূতন জীবন লাভ করিয়াছেন। হেজাজ রেল নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই রেল রাস্তা প্রস্তুত হইলে তুর্কীর বল শতোগুণে বৃদ্ধি হইবে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সাহিত্য-সংহিতা। শ্রীযুক্ত নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন এম, এ, বি এল, সম্পাদিত মাসিক পত্র। সাহিত্য-সভা হইতে প্রকাশিত।

বার্ষিক মুল্য ডাকমাশুল সহিত ৩৲ টাকা।

এই পত্রিকার কাগজ ভাল, ছাপা ভাল এবং প্রবন্ধাবলী সুপক্ক লেখনি প্রসুত। এই পত্রিকা খানা নিয়ম মত চলিলে বঙ্গভাষার উন্নতি হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। মোসলমান বিদ্বেষ মুলক কোন প্রবন্ধ ইহাতে আজিও স্থান পায় নাই বলিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম।

প্রয়াস। সচিত্র মাসিক পত্রিকা, সাহিত্য সেবক সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত কাগজ মন্দ নয়, ছাপা ভাল প্রবন্ধগুলি পাঠোপযোগী হইলেও একটী স্থানে মোসলমান বিদ্বেষ দেখিলাম। এখন আর বিদ্বেষ লিখিলে চলিবে কেন? মিলন লিখিতে হইবে। বার্ষিক মুল্য ১৷৷০ টাকা।

দ্বিতীয় বর্ষ। ১৩০৭, অগ্রহায়ণ। ১১শ সংখ্যা

প্রচারক।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"* * যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তাহা প্রচার কর, * *"
মহা কোরান সুরে মায়দা ১০ম রুকু ৬০ আয়েত (পদ)।

মধু মিয়া দ্বারা সম্পাদিত।

জ্বর রোগে আর কেন কষ্ট পান।
প্লীহা যকৃৎ বা মেহঘটিত যেরূপ জ্বর হউক না কেন

অমৃতাদি বটিকা

ব্যবহার করুন, নিশ্চয় নিস্তার পাইবেন। জ্বরের করাল গ্রাস হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র মহৌষধ অমৃতাদি বটিকা। ১ কৌটার মূল্য এক টাকা। মাশুলাদি ।৵০ ছয় আনা।

শিরোরোগের মহৌষধ দেশ প্রসিদ্ধ মহা সৌরভযুক্ত

জবাকুসুম তৈল

ব্যবহার করুন যেমন শিরোরোগ হউক আরোগ্য হইবে। এক শিশি মূল্য এক টাকা। মাশুলাদি ৷৷০ আট আনা।

মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা।

আপনার আবিষ্কৃত জ্বরনাশক অমৃতাদি বটিকা ও শিরোরোগের জবাকুসুম তৈল নানা স্থলে ব্যবহার করিয়া যেরূপ সুন্দর ফল পাইয়াছি তাহাতে আমার প্রতীতি হইয়াছে যে ইহারা সর্ব্ব-প্রকার জ্বরের ও শিরোরোগের মহৌষধ। যাঁহারা উৎকট শিরঃপীড়ায় বিশেষ কষ্ট পাইতে-ছেন অথবা যাহারা জ্বর রোগে জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি বিশেষ অনুরোধ করি যে, তাহারা উপরোক্ত ঔষধদ্বয় ব্যবহার করুন। আপনার বশংবদ

শ্রীনিমচাঁদ গুপ্ত, জি, এম্, সি, বি

ঔষধ পাইবার ঠিকানা -শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই সংখ্যার মূল্য ১০ আনা।

সূচীপত্র।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

১। ইস্‌লামের উক্তি—শ্রীযুক্ত শেখ ফজলল করিম ২৬৯
২। ইস্‌লাম ও বিজ্ঞান—শ্রীযুক্ত মওলানা মহম্মদ মনিরজ্জমান ২৭১
৩। শিক্ষা—শ্রীযুক্ত মাখনলাল ভঞ্জ ২৭৮
৪। উল্কা ২৮১
৫। টাঙ্গাইল ভ্রমণ ২৯০
৬। তফসির হাক্কানির বঙ্গানুবাদ

নিয়মাবলী

১। প্রচারকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲
২। ষাণ্মাসিক মূল্য ১।০
৩। বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম, প্রতি পৃষ্ঠা প্রত্যেক বার ৪৲ টাকা অর্দ্ধপেজ ২॥০, প্রতি লাইন চারি আনা।
৪। ডাক্তার ময়েজ উদ্দীন আহম্মদ সাহেবের নামে আফিসের ঠিকানায় টাকা কড়ি, বিনিময় পত্র, প্রবন্ধ এবং পত্রাদি পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার
এম, আব্দর রসিদ
৩৯ নং বলদিয়াপাড়া রোড, (মাণিকতলা) কলিকাতা।

মধু-বটিকা।

প্লীহা, যকৃৎ বা মেহ-ঘটিত যেরূপ জ্বর হউক না কেন মধু-বটিকায় নিশ্চয়ই সারিবে। এক কৌটার মূল্য মাশুল সহ এক টাকা।

ডাক্তার ময়েজ উদ্দীন আহমদ।
মৌখালি, পোঃ ব্যাতোড়, হাবড়া।

PRINTED BY SARAT CHANDRA CHAKRAVARTI.
AT THE KALIKA PRESS,
17, Nanda Kumar Chowdhury's 2nd Lane,
Calcutta.

দ্বিতীয় বর্ষ ১৩০৭, অগ্রহায়ণ। ১১শ সংখ্যা।

প্রচারক।

বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।

ইস্‌লামের উক্তি।

(নিদ্রিত ভারত সন্তানগণের প্রতি দুঃখিনী ইস্‌লাম ধর্ম্মের উক্তি)

১

জাগ জাগ ভারতের মোস্‌লেম নন্দন।
ডুবিয়াছে সুখ-রবি
ফুটায়াছে দুঃখ-ছবি
আর কেন রহিয়াছ আনন্দ মগন
জাগ বৎস, হের মোর বিশীর্ণা বদন।

২

জাগ জাগ ভারতের মোস্‌লেম নন্দন।
দেখরে নয়ন মে'লে
তোমরা থাকিতে কোলে
বিভূতি কালিমা মোর দিল মুখে মেখে
কি পাবি বাঁচিয়া সুখ হেন দশা দেখে

৩

জাগ জাগ ভারতের মোস্‌লেম নন্দন।
নাই সেই ধর্ম্ম-নাদ
অসারতা অবসাদ
ঘরে ঘরে করিতেছে বিরাজ এখন
হায় বৎস! তোরা কি সে মোস্‌লেম নন্দন!

৪

জাগ জাগ ভারতের মোস্‌লেম নন্দন।
নিবে গেছে শৌর্য্য-বীর্য্য
সে দিল্লী অক্ষয় সূর্য্য
বহুদিনে লভিয়াছে অনন্ত বিশ্রাম,
ত্যজরে আলস্য ঘোর হওরে নিষ্কাম!

৫

জাগ জাগ ভারতের মোস্‌লেম নন্দন।
সিরিয়া দেমেস্কো রাজ্যে
ধর্ম্মের অমিত বীর্য্যে
যে দিন পতাকা মোর করিলে উড্ডীন
আ'জ বহুদূরে তাহা অতিতেতে লীন।

৬

জাগ জাগ ভারতের মোস্‌লেম নন্দন।
কুকার্য্য জীবনে সার
পাপে নিত্য অধিকার
লভিলে দুকুল খেয়ে আমি অভাগিনী
পরদ্বারে ভিক্ষা করি দীনা কাঙ্গালিনী।

৭

জাগ জাগ ভারতের মোস্‌লেম নন্দন।
শুষ্কমুখে—ম্রিয়মাণ
যায় আজি "রমজান"
ভাবিছে একান্ত চিতে আপনার দিন,
সেই কি "রমজান" আমি সম্বল-বিহীন?

৮

আর কেন—
জাগ জাগ ভারতের মোস্‌লেম নন্দন।
কালেরও স্রোত বেয়ে
চলিয়াছে যত নেয়ে

উন্নতির উচ্চপথে করিতে রোহণ,
তোরা কেন অবসাদে র'লি নিমগন?

সমাজ-সেবক—
সেখ ফজলল করিম।
কাকিনা

ইস্‌লাম ও বিজ্ঞান।

(১)

'রোজা'।

বর্ত্তমান যুগকে অনেকে 'বৈজ্ঞানিক' যুগ বলিয়াই অভিহিত করিয়া থাকেন। বাস্তবিক, জগতের ইতিহাসের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানের উন্নতির বিষয় চিন্তা করিলে, ইহাকে বৈজ্ঞানিকযুগ বলা কোন রূপেই অসঙ্গত হয় না। কালের গতি অনুসারে পরম দয়ালু বিশ্বকর্ত্তা সর্ব্বদা স্বীয় সনাতন সত্য ধর্ম্ম প্রচারার্থে, সময়োপযোগী ভাববাদা দিগকে ইহলোকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার সেই প্রকৃতিগত ধর্ম্মানুযায়ী তিনি এই বৈজ্ঞানিক যুগের উপযুক্ত একজন বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ববাহককে প্রেরণ করিয়াছেন। পাঠকগণ সম্ভবতঃ ইঙ্গিতে বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎ-বক্তার পরিচয় পাইয়া থাকিবেন। তিনি অন্য কেহ নহেন; শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মহম্মদ (স) সেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববাহক। তিনি যে ঐশ্বরিক সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহার প্রত্যেক ধর্ম্ম-নীতি বৈজ্ঞানিক আলোক মালায় আলোকিত। তৎকর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্মকে "বৈজ্ঞানিক-ইসলাম ধর্ম্ম" নামে অভিহিত করা অনুচিত হয় না। ইস্‌লাম ধর্ম্মনীতিকে, সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব সম্বলিত, তাহা আমরা ঐ ধর্ম্মের প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিয়া, ক্রমশ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

মুসলমানগণের পবিত্র চন্দ্রমাস 'রমজান শরিফের' নবাগমনোপলক্ষে, আমরা প্রথমতঃ 'রোজা' সম্বন্ধেই অতি সংক্ষেপে, সমালোচনা করিব। 'রোজা'

বা উপবাস ব্রত ইস্‌লাম ধর্ম্মের একটী ভিত্তি মূল। বৎসরের মধ্যে, একমাস মাত্র এই মহা-ব্রতের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করা, ঐশ্বরিক আদেশ দ্বারায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে (১)। এতদ্ব্যতীত বৎসরের মধ্যে, আরও অনেক উপবাস ব্রতের নিয়ম আছে কিন্তু সে সকল প্রতিপালন না করিলে, পাপ হয় না। পালন করিতে পারিলে, অনেক পুণ্য সঞ্চিত হয়। রমজানের রোজা সমর্থ হইয়াও না রাখিলে, মহাপাপের ভাগী হইতে হয়। ইহাই ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিশেষ আদেশ।

ইস্‌লাম 'রোজা-ব্রতকে' একান্ত আবশ্যকীয় বলিয়া, নির্দ্ধারিত করার অনেক যুক্তি সঙ্গত কারণ আছে; তন্মধ্য হইতে, দুই একটীর উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা—মানব-দেহে দেবত্বগুণ ও পশুত্ব গুণ নামে দুইটী শক্তি আছে। পশুত্ব গুণ বা ষড়রিপু, মানবজাতিকে সর্ব্বদা পাশবিক ব্যবহার ও অবৈধ কার্য্য ক্রিয়ার প্রতি আকর্ষণ করিয়া থাকে; কিন্তু যাহার দেবত্বগুণ বা জ্ঞান-শক্তি প্রবল; এবং শক্তি প্রভাবে, যে ব্যক্তি স্বীয় ষড়রিপুকে পরাজিত করিয়া রাখিতে সক্ষম; তৎতুল্য লোকই নিজকে পাশবিক ব্যবহার ও অবৈধ পাপ কার্য্য হইতে, রক্ষা করিয়া, চালাইতে পারে। মানবের ষড়রিপুকে দমন করার যে সকল উপায় আছে; তন্মধ্যে উপবাস-ব্রত একটী প্রধান উপায়। যে ব্যক্তি উপবাস ব্রত পালন করে, তাহাকে তদুপলক্ষে, যে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করিতে হয়; তদ্দ্বারা তাহার পাশবিক-শক্তির ক্ষমতা দুর্ব্বল হইয়া যায়। মনুষ্যের পাশবিক-শক্তির নিবৃত্তি হইলে, আত্মার পবিত্রতা সাধনার পক্ষে, আর কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকে না। সুতরাং মানবের জ্ঞান শক্তি, স্বীয় শত্রুর (পাশবিক-শক্তি) দুর্ব্বলতা দর্শনে, প্রাধান্য লাভ করিয়া, মানবকে শুচরিত্র করিবার যথেষ্ট সুযোগ পায়; আত্মার পবিত্রতা সাধিত হয়; মনুষ্য নামে পরিচিত হইবার উপযুক্ত হয়; মানব স্বীয় অবৈধ পাপময় আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার পরিবর্ত্তে, পরম পূজনীয় জগৎপাতার প্রতিপালন ও তাহার উপাসনা ব্রত উদ্‌যাপন প্রভৃতি সৎকার্য্যের প্রতি ধাবিত হয়।

(১) কোরান শরিফ, সুরে বকর, ২৩ রুকু ২।৩ পদ।

উপবাস ব্রত কারীর অনাহারে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম পরম্পরায় যখন তাহার পাশবিক শক্তি দুর্ব্বল হইয়া, অবনত মস্তকে জ্ঞান শক্তির প্রাধান্য স্বীকার করে; তখন সে বুঝিতে পারে যে, "আমার (১) স্বত্বাধিকৃত সে সকল খাদ্য বস্তুতে, আমিই ইচ্ছানুযায়ী বৈধরূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতাম; যেই বৈধ সহবাসে আমার কাম প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইতে পারিত, জ্ঞানশক্তির অধীনতা স্বীকারে যখন আমার সেই সকল অধিকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এবং জ্ঞানের আদেশ ব্যতীত আমি কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অসমর্থ, তখন যে সকল বস্তু ঐশ্বরিক ধর্ম্মাদেশ (ইস্‌লাম ধর্ম্মাদেশ) কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াছে, (যেমন কি অবৈধ উপায় অবলম্বনে সুখজাত পরের দ্রব্য আত্মসাত করতঃ ভক্ষণ করা, সুরাপান, কারোও দুর্নাম অপবাদ ঘোষণা করা ইত্যাদি) সেই সকল বিষয় হইতে আমার অধিকার নিঃসন্দেহ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। পাপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার আর উপায় নাই। মাদক দ্রব্য সেবন করিলে, মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিবে; ব্যাভিচার করিলে সমাজে কলঙ্কিত হইতে হয়; তদ্দ্বারায় জারজ সন্তান উৎপাদিত হয়,—পরস্পরের মধ্যে, শত্রুতাবীজ উপ্ত হয়; এই সকল স্বাভাবিক দোষনীয় কার্য্য প্রবল জ্ঞান শক্তির বিরুদ্ধে কিরূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারি?"

বাস্তবিক উপবাস ব্রত দ্বারা লোকের পাশবিক শক্তির সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়া, মানবজাতির সম্যক্ উপকার লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিজকে জ্ঞানাধীনে চালাইতে পারে যে ব্যক্তি ষড়রিপুকে পরাজিত করিতে পারে, যে ব্যক্তি পাশবিক শক্তিকে অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হয়; সেই প্রকৃত মানুষ। সে ইচ্ছা করিলে ঋষি হইতে পারে, ইচ্ছা করিলে সাধু নামে অভিহিত হইতে পারে। ফলতঃ যে ব্যক্তির জ্ঞান-শক্তির প্রবলতা অধিক, সেই উন্নতির শীর্ষ স্থান অধিকার করিতে পারে। সেই পূজনীয় জন।

রোজাদার বা উপবাসী নিজের পাশবিক শক্তিকে অধীন করায় পরমেশ্বরের প্রতি সে কি পরিমাণ ভক্ত হয় ও তাঁহার আদেশের কতদূর অনুগত, তাহার অনুমান এতদ্বারায় হইতে পারে যে, উপবাস ব্রতকারী যখন প্রবল ক্ষুধায় ও

(১) কোটেসনের অন্তর্গত উক্তিটি—দুর্ব্বল পাশবিক শক্তির।

সাতিশয় পিপাসায় ক্লান্ত হয়, এবং সন্ধ্যার প্রারম্ভে যখন তাহার সম্মুখে নানা-বিধ ফল মূল ও সুখাদ্য সামগ্রী, আর সুমিষ্ট সর্ব্বত বা শর্করা মিশ্রিত জলপাত্র রক্ষিত থাকে তখন সেই সকল বস্তু উদরস্থ করিতে তাহার আন্তরিক ইচ্ছা যে, কতদূর কৌতূহলাক্রান্ত হয়, ভুক্তভোগী তাহা অনুমান করিতে পারে ; কিন্তু এতদ সত্ত্বেও উপবাস ব্রতকারী জ্ঞানের এতদূর বাধ্য যে, সূর্য্য অস্তের পূর্ব্বে এক বিন্দু জলপান, কি কণিকামাত্র খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতে সাহসী হয় না। সে যে, স্বীয় প্রতিপালক বিশ্বপতির কতদূর অনুগত দাস, এবং প্রভুর আদেশ প্রতিপালনে সে যে কি পরিমাণ রত, এই জলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা সহজেই অনুভব হইতে পারে।

এতদ্দ্বারায় আর একটী বিষয়ের প্রমাণ লাভ করা যায় যে, যে ব্যক্তি রোজা রাখে না সে প্রকৃত পক্ষে সাহসী ও জ্ঞানী বলিয়া, অভিহিত হইবার যোগ্য নহে ; যেহেতু যাহারা পাশবিক শক্তি বা ষড়রিপুকে দমন করিতে পারে না, সে যে, অনায়াসে ঐ শক্তির বশীভূত হইয়া, নানারূপ পাশবিক কার্য্য এবং সভ্যতা ও প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিপরীত ব্যবহার করিতে পারে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? যাহারা উপবাসব্রত প্রভৃতি উপায় অবলম্বনে, কুঅভিপ্রায়গত শক্তিকে দমন করার অভ্যাসী হইয়াছে। তাহাদের দ্বারায় ঐরূপ কোন পৈশাচিক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অতি অল্পই আশঙ্কা হইতে পারে।

যে স্ত্রীলোক উপবাস প্রথা প্রতিপালন পূর্ব্বক স্বীয় জ্ঞানের প্রাধান্য দেখাইতে পারে, তাহাকে উপবাস ব্রতে অসমর্থ পুরুষাপেক্ষা শতগুণে জ্ঞান ধারিণী ও সাহসিনী বলিতে হইবে। যেহেতু যে ব্যক্তি রোজা রাখিতে পারে না, বুঝিতে হইবে যে, সে স্বীয় জ্ঞানের দুর্ব্বলতা বশতঃ পাশবিক শক্তির অনুগত হইয়া, কাপুরুষতার পরিচয় দিতেছে।

ইস্‌লাম ধর্ম্মে উপবাস ব্রতকে অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া নির্দ্ধারিত করার অন্যতম কারণ এই যে, একটী সতঃসিদ্ধ কথা আছে ; যে জন কখনও কোন-রূপ যাতনা ভোগ করে নাই ; সে কখনও যাতনার অসহ্য প্রকোপের পরিমাণ অনুভব করিতে পারে না। অন্য কোন দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া, তাহার অন্তরে দয়ার উদ্রেক হইতে পারে না। যে ব্যক্তি কখন রোগের অসহ্য যাতনা

ভোগ করে নাই, সে কি কোন নিরাশ্রয় পীড়িত জনের রোগ যন্ত্রণা দর্শনে, দয়ার্দ্র চিত্ত হইতে পারে ? এমতাবস্থায় যদি কোন ধনী, কি সচ্ছল অবস্থাপন্ন ব্যক্তি কখনও উপবাস ব্রতে ক্ষুধা, পিপাসার কষ্ট ভোগ না করিয়া থাকে, সে কখনও তাহার দ্বারস্থ ক্ষুধার্থ ও তৃষ্ণাতুর ভিক্ষুকের মর্ম্মভেদী প্রতিমূর্ত্তী দর্শনে, কাতর হইতে পারে না। তাহার হৃদয়ে নিরাশ্রয় ব্যক্তির কষ্টময় চিত্ত কখনও দয়ার সঞ্চার করিতে পারে না কিন্তু যে ব্যক্তি 'রোজা ব্রতে' ক্ষুধা ও তৃষ্ণার ভীষণ প্রকোপ সহ্য করিয়াছে, তাহার দর্শন পথে, কোন তৃষ্ণাতুর ক্ষুধার্থ ব্যক্তি পতিত হওয়া মাত্র তাহার অন্তরে অনতি বিলম্বে সে ভোগীত ক্ষুধা যন্ত্রণার বিষয়ে জাগরিত হয় ; ভিক্ষুকের মলীন মুখ দেখা মাত্র তাহার অন্তর কান্দিয়া উঠে। তাহার অন্তর দেশকে দয়া তরঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে প্রতি ঘাত করিয়া তুলে। দীন দরিদ্র ক্ষুধার্থ ব্যক্তিগণ তাহার দ্বার হইতে ক্ষুধাগ্নি নিবারিত করিয়া, মহানন্দে শতমুখে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বিদায়গ্রহণ করে। যিনি উপবাস ব্রতের ধার ধারেন না, তিনি ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিবর্গের প্রকৃত যাতনার বিষয় জানিতে না পারিয়া তাহাদিগকে যে, দ্বারদেশ হইতে বিতাড়িত করিবে, আর নিরাশ্রয় দীন দরিদ্ররা যে, নিরাশ হইয়া, তাহার অমঙ্গল কামনা ও দুর্ণাম ঘোষণা করিতে করিতে যাইবে, ইহা কি প্রকৃতির বিপরীত ঘটনা ?

প্রকৃত পক্ষে চিন্তা করিয়া, দেখিতে গেলে, যে ব্যক্তি অন্যের দুঃখে দুঃখীত হইতে পারে, যে জন অন্যের বিপদ দেখিয়া, সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারে ; সেই প্রকৃত মনুষ্য ; সেই মানবশ্রেণীর শ্রেষ্ঠতম আদর্শ ব্যক্তি। উপবাস ব্রত দ্বারায় যে, মানব-হৃদয়ে এই মহৎ গুণের সমাগম অতি সহজেই হইতে পারে তাহা বোধ হয় বুঝিতে আর কাহারও বিলম্ব হইবে না।

অদ্যকার প্রবন্ধ প্রসঙ্গে উপবাস ব্রত সম্বন্ধে আমরা কোন সমাজ নেতার সারগর্ভ মন্তব্যের সমালোচন না করিয়া, থাকিতে পারিলাম না। "উপবাস ব্রতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় ; মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা ঘটে, সুতরাং মুসলমান ছাত্র বৃন্দকে উপবাসব্রতে বাধ্য করা হইবে না বা উপবাস ব্রত তাহাদের পক্ষে মঙ্গল নহে", ইহাই সমাজ নেতার মন্তব্যের সারাংশ। এই মন্তব্য সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য কি ? এবং প্রকৃত শিক্ষাই বা কাহাকে বলে ? এম, এ, বি, এ, কি সিবিলিয়ান হওয়াই কি প্রকৃত

শিক্ষা? অক্সফোর্ড কিম্বা কেম্ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হইয়া, জজ, কমিশনর হওয়া কি হাইকোর্টের উচ্চ বিচার আশনে উপবেশন করাই কি প্রকৃত শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য? আমাদের বিশ্বাস কোন জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও এই সকল সাধারণ বিষয়কে শিক্ষার উদ্দেশ্য বা প্রকৃত শিক্ষান্তর্গত করিতে পারেন না। যে শিক্ষার দ্বারায় লোকের চরিত্র সংশোধিত হয়; যে শিক্ষার দ্বারায় মানবের ষড় রিপু দমন করা যায়; যে শিক্ষার দ্বারা পর দুঃখে দুঃখীত হওয়া যায়; যে শিক্ষার দ্বারায় মনুষ্যের জ্ঞান প্রভার পাশবিক শক্তির উপর প্রাধান্য লাভ করিয়া পাপ ও অসৎ কার্য্য হইতে মানবকে রক্ষিত এবং পুণ্য ও সৎকার্য্যের প্রতি তাহাকে ধাবিত করিতে পারে। তাহাকেই আমরা প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া মনে করি। তাহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যার চরিত্র দর্শনে এবং ন্যায় নিষ্ঠা ও সদয় ব্যবহার দেখিয়া, অন্য লোক চরিত্রবান ও সাধু হইতে পারে, তাহাকেই জ্ঞানীলোকেরা প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, না হয়ত উচ্চ শিক্ষার পাঠ্য পুস্তক পাঠ করতঃ বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রইয়া, উচ্চ রাজপদের মোটা বেতনের টাকার দ্বারায় গাড়ী দৌড়ান, কিম্বা শ্বেতাঙ্গরাজ পুরুষ ও শ্বেতাঙ্গিনী কোমলকায় সুন্দরী মহিলাদিগকে সমবেত করিয়া, সুরা দেবীর পূজা করাকে এবং নানাবিধ আমোদ প্রমোদে মত্ত হওয়াটাকে কখনও প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে না। আর এক কথা, কেবল বহি পড়াইয়া,ছাত্রদিগকে চরিত্রবান করা যাইতে পারে না,—কেবল পরীক্ষায় পাশ করাইলে, তাহাদের দ্বারায় প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। যাহারা ট্যাক্‌নিকেল স্কুল ও মেডিকেল কলেজে পাঠাভ্যাস করে তাহাদিগকে কেবল বহি পড়া শিক্ষা দিলে কাজ হয় না, এই জন্য ছাত্র দিগকে তাহাদের হস্ত দ্বারায় শিল্পজাত দ্রব্য ও ঔষধ প্রস্তুত করা প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়। এইরূপে যে সকল ছাত্রকে সচ্চরিত্র করার উদ্দেশ্য হয় তাহাদিগকে পাঠ্যাবস্থায় তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারায় চরিত্র গঠনের উপায় উপকরণ প্রতিপালন করিতে হইবেক। পাঠ্যাবস্থা হইতে, যখন তাহারা চরিত্র গঠনের অভ্যাসী হইবেক, তখন সময়ে তাহারা নিজকে সম্পূর্ণ-রূপে সচ্চরিত্র করিবার সুযোগ পাইতে পারিবে।

উপবাস ব্রত মানবের পাশবিক শক্তিকে দমন করিয়া, লোকদিগকে চরিত্রবান হইতে অভ্যাসী করার কি একটী প্রধান সহায় নহে? উপবাস ব্রতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে, ইহা কখনও স্বীকার্য্য নহে। যেহেতু লোকের অভ্যাস স্বাস্থ্য ও রোগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে। যার যেরূপ অভ্যাস, সে স্বীয় অভ্যাসের বিপরীতগামী হইলেই, তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়। যে সকল অসভ্য বন্য লোকেরা অপরিপক্ক মাংস খাওয়ার অভ্যাসী, তাহারা ঐরূপ মাংস আহার করিলে তাহাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে না। বরং পক্ক মাংস দ্বারায় তাহাদের স্বাস্থ্যের হানী হইবার সম্ভাবনা। অনেকে হয়ত দেখিয়াছেন, আমাদের দেশে যে সকল নীচশ্রেণীর দীন দরিদ্র লোকেরা ঘৃত পক্ক খাদ্য ভক্ষণের অভ্যাসী নহে তাহা-দিগকে, গতিকে কোথাও ঘৃতপক্ক সুখাদ্য অন্ন খাইতে হইলে, দাস্ত প্রভৃতি হইয়া তাহাদের সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়। ফলকথা স্বাস্থ্যের সহিত অভ্যাসের ঘনিষ্ট সম্পর্ক। যাহারা বাল্যকাল হইতে অমিত আহার ও মাদক দ্রব্য সেবন ইত্যাদির অভ্যাসগত হইয়াছে, উপবাসব্রতে অবশ্য তাহাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইতে পারে। ঐ শ্রেণীর লোকের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিতে পারে। না হয় ত উপযুক্ত সময় হইতে ছাত্রদিগকে চরিত্র গঠনের প্রধান সহায় ও উপবাস ব্রতের অভ্যাস করিলে, তাহা কখনও তাহাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি কারক হইতে পারে না। আমরা অনেক মুসলমান স্ত্রী পুরুষকে এইরূপ দেখিতে পাই, যাহারা দ্বাদশ মাসের প্রায় সমুদয় অংশ উপ-বাস ব্রতে অতিবাহিত করেন এবং তাহাদের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত দূরদর্শী চিকিৎসা বিভাগের ব্যক্তিগণ উপবাস ব্রতকে অনেক রোগের মহৌষধ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সেই সকল বিষয়ের সমালোচনার স্থানাভাব।

বৎসরের মধ্যে একমাস রোজা রাখার ব্যবস্থার কারণ এইরূপ নির্ণয় করা যাইতে পারে, বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের একবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা হইয়া থাকে। ছাত্রগণ বৎসর ভরিয়া, পরিশ্রম করিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। রমজান মাসও পরমেশ্বরের নির্দ্ধারিত পরীক্ষার মাস। ধর্ম্ম পরায়ণ, ব্যক্তি গণ একাদশ মাস পূর্ব্ব হইতে, এই ঐশ্বরিক বাৎসরিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত

হয়। মাদক দ্রব্য সেবনকারী ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণ এই বাৎসরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার প্রত্যাশায় ক্রমশঃ স্বীয় কুঅভ্যাসকে দুর্ব্বল করিতে প্রয়াস পায়। বিশেষ কি যখন ঐশ্বরিক পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট পবিত্র মাস আইসে তখন অনেক মাদক দ্রব্য সেবম কারী ও দিবসে ব্যভিচারকারিগণ স্ব অভ্যাসকে, সমূলে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। আহা! উপবাসব্রতের কি অসাধারণ গুণ!! যে ব্যক্তি ঘণ্টায় ঘণ্টায় মাদক দ্রব্য সেবন করিত; যে ব্যক্তি মুহূর্ত্তের জন্য স্বীয় অভ্যাসগত বস্তু না পাইলে ব্যতিব্যস্ত বা উন্মত্তপ্রায় হইত; যে দিবসের মধ্যে সুরাদেবীর পূজায় অমিতভাবে ঈশ্বর প্রদত্ত ধনকে অযথা ক্ষয় করিত; সে ব্যক্তির পক্ষে পবিত্র রমজানমাস কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিয়াছে। ঐরূপ দুশ্চরিত্র লোকও এই পবিত্র সময় কি সাধুমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে! আহা! পরম কারুণিক দয়াময়ের সনাতন সত্য ধর্ম্মনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝা ভার!!

বশংবদ

মহম্মদ মনিরজ্জমান।

ইস্‌লামাবাদী।

শিক্ষা।

(২)

(দার্শনিক তত্ত্ব)

১। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে সুশিক্ষক বাছিয়া লইতে হইবে। এই কর্ত্তব্যপালন অজ্ঞ শিশুর নয়, মত্ত যুবকের নয় অথবা জীর্ণ স্থবিরের নয়; যাহার কর্ত্তব্যজ্ঞান বিমিশ্রিত পরিণামদর্শিতা আছে, যিনি স্বয়ং একজন শিক্ষক স্বরূপ এবং যাহাকে ঐশিশক্তি সম্পন্ন সকল গুণের আধার বলিয়া প্রতীয়মান হয় তিনিই শিক্ষক চিনিতে পারিবেন। এরূপ শিক্ষকের অভাব নাই। জগতে এবম্ভূত মহাত্মার আবির্ভাব করা প্রকৃতির নিত্য ধর্ম্ম। উচ্ছৃঙ্খল জীব কর্ত্তৃক যাহা বিনষ্ট হইতেছে, প্রকৃতিদেবী তাহাই পূর্ণ করিতেছেন। ইহা সম্পূর্ণ সত্য এবং তর্কশূন্য সিদ্ধান্ত।

শিক্ষক স্থির হইলেই ছাত্র স্থির হইতে পারে কিনা ইহাই এখন বিচার্য্য। এই বিচার দ্বারাই প্রতিপন্ন করিতে হইবে ছাত্রের কর্ত্তব্য কি, এবং সেই

অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি পথানুসরণ করিলে নিশ্চয়ই সুখ্যাতির সহিত সুসম্পন্ন হইবে। প্রথমতঃ ছাত্রমাত্রেরই হৃদয়ক্ষেত্র জ্ঞানবীজ বপনোপযোগী হওয়া চাই। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সৃষ্টির সাধারণ ধর্ম্ম এরূপ হওয়া অসম্ভব; যেহেতু অগ্রে ক্ষেত্র কর্ষিত হউক, তদনন্তর উহা বীজবপনের উপযুক্ত স্বতঃই হইতে পারিবে। ক্ষেত্র কর্ষণ করিবার কার্য্য শিক্ষকের কি ছাত্রের? যদি শিক্ষকের কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে এই কর্ষণ কার্য্য পরিগণিত হইল তবে ছাত্রের হৃদয়ভূমি বিচলিত হয় কেন? অর্থাৎ সামান্য ভূমি বলদাদি দ্বারা কর্ষণ করিবার সময় ভূমি হলধরকে বাধা প্রদান করে না, কিন্তু ছাত্রের হৃদয় শিক্ষককে বাধাপ্রদান করে। দোষশূন্য হৃদয় হয় না অধ্যবসায় এবং অভ্যাস দ্বারা হৃদয়ের ভ্রান্তি নষ্ট করিতে হয়। এই অধ্যবসায় এবং অভ্যাস, কি প্রণালী অবলম্বন করিলে শিক্ষা জনিত বিবেকবারিশিক্ত হওনান্তর, শিক্ষকের উপদেশ প্রসূত জ্ঞানবীজ অঙ্কুরিত হইবে? সংক্ষেপে বলিতে হইলে সংযম শিক্ষাই সৎশিক্ষা লাভের পূর্ব্বভাব। যে ছাত্র গুরুকে মনুষ্যবোধে শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিবে তিনি অপেক্ষাকৃত বিলম্বে কৃতকার্য্য হইবেন। ইহার গূঢ় মর্ম্ম এই যে, "সংসারের ইহা সত্যধর্ম্ম যে জীব সুখ এবং শান্তি চায়।" সকলেই প্রার্থিত বস্তু পাইলেও সন্তুষ্ট নয়, যেন আরও কিছু বিশেষ বস্তুর অভাব আছে। সকল বিষয়ের সীমা করা বরং সাধ্য আশার সীমা নাই, অন্ত নাই ইহা সাধ্যায়ত্ত করা অসাধ্য। ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে দরিদ্রেরও যেমন হৃদয়বৃত্তি অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, সসাগরা পৃথিবীর অধিপতিরও হৃদয়বৃত্তি তদ্রূপ অবস্থাপন্ন। কেবল নানাবিধ শিক্ষাদ্বারা আত্মসংযম করিয়া ব্যক্তিবিশেষে ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে সুপথে চালিত করিতে সমর্থ। ফলতঃ এবম্বিধ মহাত্মারাই অনেকের সংসারার্ণব উত্তীর্ণ হইবার কাণ্ডারী স্বরূপ।

সকল বাক্যের ভাব সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন না। কোন স্থলে লেখকের সহিত টীকাকারের মতানৈক্য, কোথাও বক্তার সহিত শ্রোতার মতবৈষম্য, কোথাও বা শিক্ষকের উপদেশ বিভিন্ন ভাবে ছাত্রের হৃদয় কন্দর পরিব্যাপ্ত দেখা যায়। বস্তুতঃ মনের চাঞ্চল্য ভাব প্রযুক্ত, বায়ুক্ষুব্ধ স্বচ্ছ সলিল মধ্যে সূর্য্যখণ্ড সদৃশ, প্রকৃত বস্তুকে অপ্রকৃত প্রতীয়মান

হয়। অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ মনকে স্থির করাই চঞ্চলতা নষ্ট করিবার প্রকৃষ্ট পথ। কিরূপ অভ্যাস দ্বারা এই শক্তি সঞ্চয় হইবে তাহা কথঞ্চিৎ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কি সূত্রাবলম্বন দ্বারা যাপান জাতি এত স্বল্পকাল মধ্যে জগতে প্রতিষ্ঠাবান হইল তৎবিষয়ে এক্ষণে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া একটী সৎদৃষ্টান্ত চিত্রিত করিতে প্রয়াস পাইলাম। যেহেতু শত বচন অপেক্ষা এক দৃষ্টান্ত বিশেষ উপকারী পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের দেশের "ধর্ম্মার্থব্যচ্যতে শ্রেয়ঃ" এই প্রাচীন নীতিবাক্য আমরা বুঝিতে পারি নাই, যাপান জাতি বুঝিতে পারিয়াছে। যাপান জাতি পুস্তকের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত বর্ণমালা দর্শন শ্রবণ দ্বারা বুঝে নাই, তাহারা হৃদয়, মস্তিষ্ক এবং শোণিত দিয়া ঐ নীতি সংশোধিত করিয়া বুঝিয়াছে। তাহারা কথায় বাক্যবীরনয়, তর্কে পরাস্ত করিয়া বাহাদুরী চায় না; তাহারা ধর্ম্ম চায়, তাই অর্থ আপনা হইতে তাহাদের হস্তপূর্ণ করিয়াছে। হে ভারত সন্তান! তুমি যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে ভারতের সুপুত্র হও, একবার ঐ পূর্ব্ব উত্তর কোণে প্রশান্ত সাগরের প্রচণ্ড তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ নগণ্য দ্বীপটীর উপর বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। জ্ঞানচক্ষুর সাহায্য হইয়া যাপানের প্রত্যেক পল্লি, প্রত্যেক গৃহ, প্রত্যেক উদ্যান, প্রত্যেক নরনারীর প্রতি পবিত্র নেত্রে দৃষ্টিপাত কর। ছোট ছোট ছেলে-গুলি কেমন মনোহর, কেমন প্রফুল্ল কেমন শক্তি সম্পন্ন, কেমন অনায়াস দ্রুতগতি সহ সহাস্যবদনে সহপাটীগণের সহিত বিজ্ঞজনোচিত বিজ্ঞান তত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে বিদ্যালয়ে গমন করিতেছে। ঠিক যেন দেবকুমারগণ স্বর্গ হইতে ধরাধামে বিচরণ করিবার উদ্দেশে মনোনিত স্থানে যাপানে উপস্থিত হইয়াছে। যুবকবৃন্দ কলের চাকার ন্যায় কেবল ছুটীতেছে। সকলেই যেন কি এক বিশেষ কার্য্য উপলক্ষ করিয়া সেই দিকে নয়নমন ফিরাইতেছে। কেহ কল কারখানায়, কেহ জাহাজ খানায়, কেহ অস্ত্রা-গারে, কেহ আগ্নেয় যানে স্ফাতবক্ষে গর্ব্বিত পদবিক্ষেপে মৃদুমন্দ হাস্যাধরে নিজ নিজ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া পার্শ্বস্থিত বন্ধুগণকে ভবিষ্যৎ তত্ত্ব কথা প্রশ্ন করিতেছে। কোথাও বা পলিত কেশ শীর্ণ দেহ বিশিষ্ট শতবৎসরের বৃদ্ধ সমসাময়িক আত্মীয় বন্ধুগণ সহ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কার্য্যকলাপের সমালোচনা করিতেছেন। দৃশ্য অতীব মনোহর, অতীব শিক্ষণীয়; কিন্তু

শিক্ষা করিতে হইলে তদ্রূপ হইতে হইবে। তদ্রূপ হওয়ার জন্য প্রস্তুত না হইলে কি হৃদয়ভূমিতে শিক্ষারূপ জ্ঞানবৃক্ষের উৎপত্তি সম্ভব? যাপানের আরও দৃষ্টান্ত ক্রমশ লিখিব তদ্দর্শনে সন্দেহ দূরীভূত হইবে।

শ্রীমা, লা, ভঞ্জ।

উল্কা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৬। সৈংহিকের গতি। প্রতি ভূভ্রমে উল্কাসংঘাত কেপলারের নিয়মাধীন হইয়া ঘুরিতে থাকে; তখন গতি অত্যন্ত মন্দ হয়, প্রতি সেকেণ্ডে এক মাইলের কিছু অধিক; ক্রমশঃ রবির যত নিকবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই বেগের বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং যখন ভূকক্ষায় উপনীত হয়, তখন বেগ এক সেকেণ্ডে ২৬ মাইল হয়; তখন পৃথিবীর গতি প্রায় উল্টা দিকে এবং এক সেকেণ্ডে ১৮ মাইল, সুতরাং এ সময়ে উল্কাসমূহ ভূবায়ু কর্ত্তৃক আহত হইলে, আহতির বেগ সেকেণ্ডপ্রতি ৪৮ মাইল হয়। যদি সমাঘাত হইতে পরিত্রাণ পায়, তবে ভূয়ঃ ভূয়ঃ অগ্রসর হইতে থাকে; এখান হইতে বেগ কমিতে থাকে, পরিশেষে ৩৩॥ বৎসরে চক্র সমাপ্তি করে।

১৭। সৈংহিকের দৈর্ঘ্য।—এই অসংখ্য উল্কাসংঘাত সুদীর্ঘধারাকারে বিন্যস্ত; এই ধারার বিততির তুলনায় বিস্তৃত অকিঞ্চিৎকর। সাত ফুট পরিমিত বৃত্তভাস অঙ্কিত করিলে দেড় ফুট বা দু' ফুট লম্বা সেলাই করিবার রেসমী সূতা উল্কাধারার অনুরূপ হইবে। সূতা গাছটি ঐ বৃত্তাভাসে আস্তে আস্তে চলিতে থাকে। যদি বলি যে, সূতা গাছটি লক্ষ মাইল চওড়া, তবে ভাবিয়া দেখ, সে গাছটি লম্বায় কত। লম্বারও একটা মোটামুটি এষ্টিমেট করা যাইতে পারে। সৈংহিকেরা যখন ভূকক্ষায় উপনীত হয়, তখন উহা-দের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ২৬ মাইল। এই বেগে সমস্ত উল্কা ট্রেনকে ভূকক্ষা পার হইতে প্রায় দুই বৎসর লাগে। ১৮৬৬র ১৩ই। ১৪ই নবেম্বর তারিখের রজনীতে পৃথিবী এই উল্কাস্রোতের শীর্ষভাগে অবগাহন করিয়া পাঁচ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত নিমজ্জিত ছিলেন, তাহার পর স্রোতের অপর পারে বাহির হইলেন। এখন পৃথিবীর গতি ধরিয়া হিসাব করিয়া দেখ, যে পাঁচ

ঘণ্টায় পৃথিবীর কত দূর চলিলেন। এই পাঁচ ঘণ্টার পথ উক্ত প্রবাহের চওড়া পরিমাণ।

১৮। উল্‌কার সহিত ধূমকেতুর সম্বন্ধ।—১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এক ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়। গণিতজ্ঞেরা অসকৃত বোধ দ্বারা ইহার কক্ষার আকার অবস্থান ও পরিমাণ নিরূপণ করিলেন। যখন দেখিলেন যে, এই কেতুকক্ষা আর সৈংহিকের কক্ষা সর্ব্বতোভাবে এক, তখন আর তাঁহাদের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। কক্ষাদ্বয় সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন,—ক্ষেত্র এক, অক্ষ এক, এবং অধিশ্রয়ণ এক; এই ত্রিবিধ সমতা দ্বারা সুপ্রতিপন্ন হইতেছে যে, ধূমকেতুতে আর উল্‌কাসংঘাতে কোন আন্তরিক গহন, অনির্ব্বচনীয়, ভৌতিক ব্যতিষঙ্গ থাকিতে পারে। পরন্তু এই সম্বন্ধে বাস্তবিক প্রকৃতি যে কি, তাহা অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে।

পারসিক নামা উপরাশি হইতে যে উল্‌কাবর্ষণ হয়, তাহাকে পারসিকেয় বলে। এই উল্‌কাবৃষ্টি প্রতিবর্ষে ৯ই, ১০ই, ১১ই আগষ্টে হয়। অতি যত্ন পূর্ব্বক ইহাদিগের কক্ষা অবধারিত করিয়া আচার্য্যেরা দেখিয়াছেন যে, এ কক্ষাও ধূমকেতুবিশেষের কক্ষার সহিত একতা প্রাপ্ত হয়।

অন্তর্ম্মদা নাম্নী নক্ষত্রপুঞ্জ হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৭ নবেম্বর তারিখে ভূরি প্রমাণে উল্‌কাবর্ষণ হইয়াছিল। এই উল্‌কাসংঘাত আন্তর্ম্মদেয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এ স্থলে বিস্ময়ের কথা এই যে, যখন পৃথিবী বিওলার কেতু কক্ষা পার হইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে অন্তর্ম্মদেয়বর্গে উপনীত হইতে হইল। অনন্তর গণিত দ্বারা অবগতি হইল যে, বিওলার কক্ষা আর অন্তর্ম্মদেয়ের কক্ষা একই। এখন দেখা যাইতেছে যে, ধূমকেতুতে আর উল্‌কাতে যে একটা সবিশেষ সম্পর্ক আছে, তাহার আর কোন সংশয় নাই। অধিকন্তু, এই ধূমকেতু ১৭৭২এ দৃষ্ট হয়; পুনঃ ১৮০৫—৬এ; এখনও ইহার সপ্তবার্ষিক আগমন প্রকাশিত হয় নাই। পুনঃ ১৮২৬ বিএলা ইহাকে অবলোকন করিয়াছিলেন, এবং ১৮৩২ খৃষ্টাব্দেও দৃষ্ট হয়। ১৮৪৬ সালে এই ধূমকেতুকে দ্বিখণ্ড দেখিয়া জ্যোতিষিজগৎ বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং উহা ১৮৫২তেও যুগলরূপে দেখা দিয়াছিল। ১৮৫৯ অব্দে বিএলার কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় নাই, এবং আদিষ্ট আগমনের কাল ১৮৬৫—৬৬ তেও নয়নগোচর হয় নাই।

আবার ১৮৭২এ যখন বিএলার পুনরাগমনের কাল উপস্থিত হইল, ঠিক তখনই আন্তর্ম্মদেয়গণ আসার আকারে পতিত হইতে লাগিল। অতএব অনুমান এই যে, আন্তর্ম্মদেয়গণ হয় বিএলার দেহজ, নচেৎ তাহার সহিত তাহাদের গূঢ় সম্পর্ক আছে।

১৯। নির্ঘাত।—যদিও কখন কখন পতনকালে কোন কোন উল্‌কাকে খণ্ডীকৃত হইতে দেখা যায়, তথাপি কোনরূপ শব্দ কর্ণগোচর হয় নাই। সময়ে সময়ে অসাধারণ ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট উল্‌কোদয়ের অব্যবহিত পরেই সশব্দ বিদারণ ব্যাপার শুনা যায়। এবম্ভূত উল্‌কাকে নির্ঘাত বলে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ১৫ই নবেম্বরের প্রাতে নবজরসির দক্ষিণ ভাগ দিয়া এরূপ একটি উল্‌কা চলিয়া গিয়াছিল যে, অনভ্রাচ্ছাদিত মরীচিমণ্ডল বিদ্যমানেও উহার অপূর্ব্ব দীপ্তি দ্বারা অনেকের নেত্র আকৃষ্ট হইয়াছিল। দ্যুতিবিস্ফুরণের অবিলম্বে উপর্য্যুপরি ভয়ানক সশব্দ বিদারণ ব্যাপার ঘটিল। বোধ হইল, যেন সহস্র কামান হইতে গোলা বিনির্গত হইতেছে। বহু স্থানে বহু ব্যক্তি এই অদ্ভুত ব্যাপার নেত্র ও শ্রোত্রগোচর করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মত গ্রহণ করিলে হারাহারি ফল এই দাঁড়ায় যে, উল্‌কা যখন নেত্রগোচর হয়, তখন উহার উচ্চ্রায় ৬০ মাইল এবং বজ্রবৎ নিদারুণ শব্দশ্রবণকালে উহার উচ্চ ২০ মাইল ছিল। উহার দৃশ্যমান পথের দৈর্ঘ্য ৪০ মাইলের অধিক, ইহার বেগ ভূসম্বন্ধে অন্ততঃ প্রতি সেকেণ্ডে ২০ মাইল, এবং সূর্য্য সম্বন্ধে ২৮ মাইল। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, যে, উল্‌কাটি রবিপরীত; অত্যুৎকেন্দ্রিক বৃত্তাভাসে বা ক্ষেপণিতে বিচরণ করিতেছিল।

১৮৬০, ২রা আগষ্ট তারিখে সায়াহ্নে পিটরস্‌বর্গ হইতে নব অলিয়েন্স এবং চারলস্‌টন্ হইতে সেণ্টলুইস্ এই চতুঃসীমাপরিচ্ছিন্ন সমস্ত প্রদেশে একটি দেদীপ্যমান বহ্নিবর্ত্তুল অবলোকিত হইয়াছিল। ইহার তিরোধানের কতিপয় মিনিট পরেই সুদূরস্থিত কামানের আওয়াজের ন্যায় গুরুগম্ভীর ধ্বনিত শুনিতে পাইয়াছিল। এই উল্‌কার দৃশ্যমান পথের দৈর্ঘ্য ২৪০ মাইল, অপক্রমকাল, ৮ সেকেণ্ড; সুতরাং বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৩০ মাইল, সূর্য্যসাপেক্ষ বেগবান ২৮ মাইল।

বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িক পত্রে নির্ঘাতসংখ্যা ৮০০ এর অধিক দেখা যায়।

আবির্ভাবকালে হারাহারি উচ্চতা ৯২ মাইল, তিরোভাবকালে ৩২ মাইল। গতির বেগ হারাহারি ১৯ মাইল।

বেগ, উচ্ছ্রায় ইত্যাদির তুলনা করিলে সাধারণ উল্‌কা হইতে নির্ঘাতের বিশেষ ভেদ লক্ষিত হয় না। আয়তনে এবং সান্দ্রত্বে কেবল বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। উল্‌কোদয়ের পরে যে শব্দ শুনা যায়, তাহা পতিষ্ণু উল্‌কার পশ্চাৎ শূন্যস্থানে বায়ুসন্নিপাতজনিত ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। সামান্য উল্‌কাপাত-কালে শ্রোত্রগ্রাহ্য শব্দ হয় না; তাহার কারণ এ গুলি ক্ষুদ্র ও লঘু, এবং ভূপৃষ্ঠোপরি ৫০ মাইলের উপর আসিতে দগ্ধীভূত হইয়া যায়।

এস্থলে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, উক্ত উল্‌কাসারের সঙ্গে কোন কালে কোন পদার্থ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে দেখা যায় নাই। কোটি কোটি সৈংহি-কেয়, পারসিকেয় এবং আন্তর্ম্মাদেয় পতিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই বলিতে পারেন না যে, এই কণাটি অমুক উল্‌কার অঙ্গাংশ। আকাশ হইতে যেগুলি পড়ে এবং যেগুলিকে আমরা নির্ঘাত বলি, সেগুলি উক্ত মহাসারসম্ভূত নহে; সাধারণ সাময়িক উল্‌কাবর্ষণ তাহাদিগের উৎপত্তির স্থল নহে।

২০। অশনি, অশনি-পাতে অবিশ্বাস।—আকাশ হইতে যে প্রস্তর বা লৌহবৎ ধাতুপিণ্ড নিপতিত হয়, তাহাকেই অশনি বলে। ব্যোমাশ্মপাতের কথায় পূর্ব্বপণ্ডিতেরা বড় শ্রদ্ধা করিতেন না। পুরাকালের অদ্ভুত উপলবর্ষণের বিস্তর জনশ্রুতি থাকিলেও তাহাতে কেহ কর্ণপাত করিতেন না; এমন কি, শতবর্ষ পূর্ব্বে অশনিপাতের কথা কল্পিত উপন্যাস বলিয়া তত্ত্বজ্ঞেরা অগ্রাহ্য করিতেন। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অমুক স্থানে রহিয়াছে, ইহা তত্রত্য প্রস্তর হইতে বিসদৃশ, ইহা আপাততঃ পার্থিব খনিজ বলিয়া বোধ হয় না, ইহা দ্বারা আহত হইয়া অমুক অমুক মরিয়াছে, ইত্যাদি কোন কথাই গ্রাহ্য হইত না, কিছুতেই বিশ্বাস জন্মাইত না।

এরূপ অবিশ্বাসও নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়াও বোধ হয় না; কারণ, অশনি-পাতের সংবাদ যাঁহারা প্রথমে প্রচার করেন, তাঁহারা প্রায়ই অজ্ঞ, অশিক্ষিত; তাহারা যথাযথরূপে বর্ণনা করিতে অক্ষম; একাকী বিজন বনে প্রদীপ্ত কালানল দেখিয়া, এবং অচিরে বিভীষণ বজ্রনিনাদ শুনিয়া, সহজেই অনেকেই হতজ্ঞান এবং হতচেতন হন, অশনির বর্ণনা করিবেন কি?

২১। অশনি-সংগ্রহ ও পরীক্ষা।—১৭৯৪ অব্দে জনৈক পর্য্যটক সাইবিরিয়া দেশে এক লৌহপিণ্ড আবিষ্কার করেন; এই লৌহপিণ্ড এবং তদ্বৎ আর কতিপয় খণ্ড দেখিয়া অনেকে বুঝিলেন যে, এ গুলি পার্থিব নহে, আকাশ সম্ভব। কিন্তু উক্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ পর্য্যটক বহুবিধ যুক্তি ও উপপত্তি দর্শাইলেও সার্ব্বজনিক অভ্যুপাগম লাভ হইল না। অনন্তর ইটালি, কাশী, ফ্রান্স ইত্যাদি নানা দিগ্দেশ হইতে ব্যোমাশ্ম আসিতে লাগিল, এবং পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইল যে, বস্তুতঃ আকাশ হইতে প্রস্তর আদি পদার্থ পড়ে।

১৮০৭ ডিসেম্বর মাসে কনেক্‌টিকট্ প্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে একটি অত্যু-জ্জ্বল উল্কাপাত হইয়াছিল; ইহা দৃষ্টির বহির্ভূত হইবার পরেই তিন বার তোপের ন্যায় গভীর বিদারণশব্দ শুনা গেল, এবং ঔল্‌কেয় উপলখণ্ড বর্ষণ হইল। যতগুলি খণ্ড পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মোট ওজন ৩০০ পাউণ্ডের কম নহে। প্রস্তরের সাপেক্ষিক গুরুত্ব ৩·৬, ইহার অঙ্গোপকরণের মধ্যে অর্দ্ধাংশ সাইলেক, একের তিন অক্সাইড অব লৌহ, অবশিষ্ট বেশীর ভাগ মাগনেসিয়া।

১৭৬০ মে মাসে পূর্ব্ব ওহিও প্রদেশে একটা ব্যোমাশ্ম ফুটিয়াছিল, এবং তাহাতে যে প্রস্তরবৃষ্টি হয়, তাহার ভারসমষ্টির আনুমানিক ৭০০ পাউণ্ড, সাপেক্ষিক গুরুত্ব ৩·৫৪ এবং অঙ্গোপকরণ ১৮০৭এর অশনির সদৃশ।

১৮৪৭ জুলাই মাসে বোহিমিয়াতে যে অশনি বিদীর্ণ হয়, তাহা হইতে দুই খণ্ড প্রস্তর পড়ে; ঐ দুই খণ্ডের মোট ওজন ৭২ পাউণ্ড; উহার সাপে-ক্ষিক গুরুত্ব ৭·৭১ ইহার উপকরণ শতকরা ৯২ লৌহ, ৫ নিকেল, অবশিষ্ট কোবল্‌ট ইত্যাদি।

যে সকল পদার্থে ভূপৃষ্ঠ বিরচিত, সে সমুদায় অশনিমধ্যে দৃষ্ট হয়, কিন্তু পার্থিব খনিজে ভৌতিক পদার্থের সংশ্লেষণের ভাব, আর ব্যোমাশ্মে ভৌতিক পদার্থের সংশ্লেষণের ভাব পৃথকবিধ। অতএব খনিজ হইতে ব্যোমাশ্মকে অনায়াসে স্বতন্ত্র করা যাইতে পারে।

২২। অশনির উৎপত্তি।—অশনির উৎপত্তির মূল নিরূপণ করিবার জন্য অনেক মত উপন্যস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক মতেই একটা না একটা দোষ দৃষ্ট

হয়, সুতরাং অসমর্থনীয় হইয়া পড়ে; অতএব আপাততঃ কোন্ মত অবলম্বন করা কর্ত্তব্য? এ প্রশ্নের উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, যে মত অত্যন্ত সম্ভবপর। বহুসংখ্যক ও বহুবিধ অশনি পরীক্ষা করিয়া খনিজজ্ঞেরা অবধারিত করিয়াছেন যে, অশনি সকল জ্বালামুখসম্ভূত। স্বীকার করা গেল, ব্যোমাশ্ম বহ্নিগিরিবিনির্গত; কিন্তু সে গিরি বা গিরি সকল জগতের কোথা কোন গ্রহে বা উপগ্রহে? এ প্রশ্নের উত্তর গণিতজ্ঞ দেউন,—দেখুন সম্ভবতুলা কোন দিকে ঝোঁকে।

২৩। জ্বালামুখবিনির্গত পদার্থ মাধ্যাকর্ষণের ফল।—মনে কর, মঙ্গলাদি কোন গ্রহের আগ্নেয় গিরি হইতে ভীষণ বেগে প্রস্তরাদি উদ্গীর্ণ হইতে লাগিল; সেগুলি উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, কিন্তু গ্রহও সেগুলিকে টানিতে আরম্ভ করিলেন, আগ্নেয়োদ্গীর্ণ কতদূর যাইবে?—ফিরিল, গ্রহতলে পড়িল। মনে কর, প্রস্তরাদি প্রচণ্ডতর বেগে বাহির হইতে লাগিল, খুব উচ্চতে উঠিল; এমনকি গ্রহের ব্যাসার্দ্ধের সমান উচ্চতা প্রাপ্ত হইল; এখন কাজেই গ্রহের আকর্ষণ কমিয়া গেল, সিকি হইয়া পড়িল, * গ্রহ এখন আর সেগুলিকে সহজে ফিরাইতে পারেন না। ফের, দগ্ধপিণ্ডগুলি এত বেগে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল যে, গ্রহের ব্যাসার্দ্ধের দশগুণ উর্দ্ধে উঠিয়া পড়িল, এখন আর মাধ্যাকর্ষণের জোর খাটে না; পিণ্ড সকল উপরেই রহিয়া গেল। কিন্তু এত দূর উঠিতে হইলে জ্বালামুখ হইতে বিনির্গমনকালে প্রস্তর আদির বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৬.৭ মাইল হওয়া চাহি। এত বেগ কোথায় পাইবে? উদ্গীর্ণ পদার্থের বেগ দু'মাইলের অধিক দেখা যায় নাই। এখন জ্যোতিষ্ক ছাড়িয়া যাই কোথা?

২৪। অশনি সকল কি চন্দ্রসম্ভব?—পৃথিবী অপেক্ষা চন্দ্রের সামগ্রী অত্যন্ত কম, ৮০ চাঁদকে এক পিণ্ডে পরিণত করিলে পৃথিবীর সামগ্রীর সমান হইবে; অতএব চন্দ্র খুব হাল্কা। সুতরাং তাঁহার আকর্ষণশক্তিও তদনুসারে কম। পৃথিবী হইতে কোন জিনিস ছুঁড়িয়া দিলে আর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে না, এমন ভাবিয়া কোন জিনিস ছুঁড়িতে হইলে যে বেগের প্রয়োজন হয়, চন্দ্রমণ্ডল হইতে তদভিপ্রায়ে কোনও পদার্থ নিক্ষেপ করিতে

* কারণ আকর্ষণ দূরত্বের বর্গের বিলোমানুপাতী।

হইলে অনেক কম বলেই তাহা সম্পন্ন হইতে পারে; পরন্তু এবম্ভূত উৎক্ষেপণের বেগ ঠিক সামগ্রীর অনুপাতী নহে; এরূপ বেগ সামগ্রীর অনুপাতী, এবং ব্যাসার্দ্ধের বর্গমূলের বিলোমানুপাতী। হিসাব করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, পৃথিবী হইতে কোন জিনিসকে চিরকালের জন্য বিদায় করিতে হইলে উহাকে যে জোরে ছুঁড়িতে হয়, সে জোরের ষষ্ঠাংশ হইলেই চন্দ্রমণ্ডল হইতে তদর্থে প্রস্তর আদি নিক্ষেপ করা যাইতে পারে। চন্দ্রমণ্ডলে মাইলমিত-বলবিশিষ্ট জ্বালামুখ থাকিলে, সেই গুলিকেই অশনিপ্রসূ বলা যাইতে পারে। যে আগ্নেয়গিরি হইতে প্রস্তরাদি বিনির্গত হইয়া এক সেকেণ্ড মধ্যে এক মাইল উর্দ্ধে যাইতে পারে, তাহাকে মাইল মিত-বল বিশেষণ দেওয়া যায়। চন্দ্রমণ্ডলে প্রচণ্ড জ্বালামুখের উপদ্রবসূচক বহুবিধ লক্ষণ লক্ষিত হয়। সেখানে জ্বালামুখের প্রকাণ্ড গহ্বর দেখিয়া অনুমিত হয় যে, সেগুলি পুরাকালে প্রবল অগ্ন্যুদ্গীরণের স্থান ছিল। বোধ হয়, সমস্ত চন্দ্রমণ্ডলেই বহ্নিশৈল ছিল। চন্দ্রমণ্ডলবিনির্গত প্রস্তরাদি ভূতলে পতিত হইতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই, এবং দু'দশটা সত্য সত্য পড়িয়া থাকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু চন্দ্রের জ্বালামুখ সম্বন্ধে একটা বিষম আপত্তি আছে। মনে কর, চন্দ্রমণ্ডল হইতে একখণ্ড উপল বিনির্গত হইল; উহা কেপলারের নিয়ম অনুসারে পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ভূপরিত পরিভ্রমণ করিতে থাকিবে। এখন যদি অন্যান্য জ্যোতিষ্কের আকর্ষণ ছাড়িয়া দাও, যদি স্বয়ং চন্দ্রের আকর্ষণও ছাড়িয়া দাও, তবে বিনিক্রান্ত পিণ্ড যদি একবার পৃথিবীকে এড়াইয়া যায়, তবে আর কস্মিনকালেও ভূপৃষ্ঠে পড়িবে না। প্রক্ষিপ্তের কক্ষ আর ভূগর্ভ, এতদুভয়ের ব্যবধান ভূব্যাসার্দ্ধের কম না হইলে উক্ত প্রক্ষিপ্ত ভূতলে পড়িবে না। অতএব উপপন্ন হইল যে, চন্দ্রমণ্ডলবিনিক্রান্ত অশনি যদি ভূমণ্ডলে নিপতিত হয়, তবে উহাকে চন্দ্র হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমবার ঘুরিতেই পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতে হইবে। উল্কাসম্বন্ধে চন্দ্র হইতে ভূমণ্ডল বেশী দিনের পথ নহে। অতএব যখন এখনও অশনিপাত হইতেছে, তবে সেগুলি চন্দ্র হইতে অনবরত আসিতেছে। কিন্তু চন্দ্রাদিসমূহ এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইয়াছে; সেখান হইতে পাথর কি লোহা আর বাহির হইয়া আইসে না। যদি বল যে, ব্যোমাশ্ম সকল কোন কালে চন্দ্রমণ্ডল হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, যদি

তাহাই ধর, তবে সে বহু বর্ষের ব্যাপার; তদনন্তর তাহারা অবশ্য বৃহত্তর জ্যোতিষ্ক পৃথ্বী বা সূর্য্য পরিত; অবশ্যই ভ্রামিত থাকিবে, অর্থাৎ ব্যোমাশ্মের উৎপত্তিস্থান যাহাই থাকুক না কেন, সেগুলিকে এক্ষণে পৃথিবীর বা সূর্য্যের উপগ্রহ বা সহচরস্বরূপ ধরিতে হইবে। এক্ষণে অগত্যা চন্দ্রমণ্ডল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশনির জন্মভূমির অনুসন্ধানে লোকান্তরে যাইতে হইল।

২৫। ক্ষুদ্র গ্রহগণ হইতে অশনিপাত হয় কি?—তারা গ্রহগণের বিম্ব ভাল দেখা যায় না, তথায় জ্বালামুখ আছে কি ছিল, তাহা বলা যায় না; পরন্তু খেটমাত্রেই প্রচুর তাপের অস্তিত্ব দেখিয়া নিশ্চয় বোধ হয়, তথায় কোন না কোন রকম আগ্নেয়গিরির কার্য্য থাকিতে পারে। বৃহদ্‌বিগ্রহ গুরু শনিকে একেবারে ছাড়া যাইতে পারে; তথায় আগ্নেয় গিরির কোন লক্ষণ নাই; অধিকন্তু এতদ্দ্বয়ের সামগ্রীমান অত্যধিক, অতএব তাহাদের আকর্ষণ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কোন বস্তু যদি তথা হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইতে পারে, তবে তাহার বেগ কত ভয়ানক! পার্থিব জ্বালামুখ হইতে বার্হস্পত্য জ্বালামুখ ৫।৬ গুণে প্রবল না হইলে তথা হইতে অশনিপাত সম্ভবে না।

এখন দেখিতে হইবে, অশনি উৎপাদনের ক্ষুদ্র গ্রহগণের কোন অধিকার আছে কি না। এগুলি অতি ক্ষুদ্রকায়; ইহাদিগের ব্যাস কতিপয় মাইল মাত্র, তথা হইতে যৎসামান্য বেগে কোন পদার্থ ছুঁড়িয়া দিলে বহুদূরে গিয়া পড়িতে পারে। ২০ মাইল ব্যাস পরিমিত গ্রহে ফুট বলে হিসাব মাফিক ঠোকর দিলে সে বল জন্মের মত চলে যায়। ক্রিকেট খেলিয়া বলের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে, বল হয় ত আকাশে উঠিয়া সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে সূচিছেদ্যে ঘুরিতে লাগিল। তবেই অশনিনিক্ষেপণে ক্ষুদ্রগ্রহস্থিত জ্বালামুখের প্রচুর শক্তি থাকার সম্ভাবনা আছে. এবং সে অশনি বহুদূর পর্য্যটন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইতে পারে। কিন্তু কিঞ্চিৎ অবহিত হইয়া দেখিলে ব্যাপারটী তত সহজ বোধ হইবে না। মনে কর, অত্যঙ্গারক অন্তরীক্ষে শিরিস নামক ক্ষুদ্র গ্রহে একটি জ্বালামুখ আছে, তাহা হইতে অশনি উদ্‌গীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইতে হইলে, অশনির ক্রান্তিবৃত্তের উপর দিয়া বা নীচে দিয়া চলা হইবে না; উহাকে ৮০০০ মাইল ভূব্যাস পরিমিত অবিস্তৃত বলয়াকার যে পৃথিবীর পথ দিয়া যাইতে হইবে, এবং উহার পতনকালে যদি পৃথিবী

কক্ষার সেই স্থানে থাকেন,তাহা হইলেই হইল; নচেৎ উহা রবিপরিত সূচি-ছেদ্যে আরোহণ করিতে থাকিবে, এবং অবরোহণকালে উল্লিখিত সংকীর্ণ বলয়াকার স্থানে ক্রান্তিবৃত্ত অতিক্রম করিবে। শিরিসের কক্ষাগতির বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১১ মাইল। আগ্নেয় বেগ এবং কাক্ষ বেগ, এই উভয়ের সংশ্লিষ্ট যে বেগফল, তাহাই উৎক্ষিপ্তের বাস্তব বেগ। গণিতজ্ঞরা উপপন্ন করিয়াছেন যে, শিরিস্ হইতে উৎক্ষিপ্ত পদার্থের স্পর্শরৈখিক বেগ ৮ মাইলে না হইলে উহা ভূকক্ষা ভেদ করিয়া যাইতে পারে না, অর্থাৎ শিরিসের বেগ অন্তত; ৩ মাইল কমাইতে হইবে। তবেই বহ্নিগিরিবিনির্গত পদার্থের বেগ ন্যূনকল্পে ৩ মাইল হওয়া চাই। অতএব তিন মাইলের কম বেগ পাওয়া গেল না। তবেই ক্ষুদ্র গ্রহ হইতে কোন লাভও দেখা গেল না। আর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর পথ অতি সংকীর্ণ; সুদূরস্থিত শিরিস হইতে কোন উৎক্ষিপ্ত আসিয়া উহার ভিতর দিয়া ভূপৃষ্ঠে পড়ার সম্ভাবনা বড় কম। ৮ মাইলের কম বেগ হইলে উৎক্ষিপ্ত ভূতলে পৌছিবে না। ১৬ মাইল হইলে ভাভ্রম রেখায় চলিয়া যাইবে। হারাহারি বেগ ১২ মাইল ধরিলে উৎক্ষিপ্ত যে ভূমার্গ দিয়া যাইবে, তাহারও সম্ভাবনা বড় কম। পণ্ডিতেরা বলেন যে, শিরিস্ হইতে ৫০ হাজার ঢেলা ছুঁড়িলে জোর একটা ঢেলা পৃথিবীর গায়ে লাগিতে পারে। ইহাতেই বুঝা গেল যে, ক্ষুদ্র গ্রহ হইতে অশনি আসে না; কারণ, ক্ষুদ্র গ্রহে এত প্রবল জ্বালামুখ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ একটা অশনিকে পৃথিবীতে আসিতে হইলে ৫০ হাজারকে বাহির হইতে হইবে এখন খুঁজিতে বাকী পৃথিবী।

২৬। তবে পৃথিবীই কি অশনির জননী?—পৃথিবীতে এখন যে সকল আগ্নেয় গিরি আছে, সে সকল নির্ব্বাপিতপ্রায়; তাহাদের আর অশনি-উদ্গীরণের শক্তি নাই। কিন্তু পূর্ব্বকালে ভূস্তররচনাকালে পার্থিব আগ্নেয় পর্ব্বত সকল প্রভূত শক্তিসম্পন্ন ছিল; তাহার সন্দেহ নাই; তথাপি অশনির পৃথিবীতে উৎপত্তি আর পৃথিবীতে নিবৃত্তি বড় সোজা কথা নহে। অশনির উৎপত্তিস্থান তো আছে, সে স্থান যে কোথা, তাহারই ঠিকানা পাওয়া যাইতেছে না। যে স্থানটি খুব সম্ভবপর, তাহাই আপাততঃ গ্রহণ করিতে হইবে। মনে কর, অতি প্রাচীনকালে,—কল্পারম্ভে, আগ্নেয়গিরি হইতে

প্রচণ্ডবেগে প্রস্তরাদি উদ্গীর্ণ হইয়া পৃথিবীর আকর্ষণকে অতিক্রম পূর্ব্বক সৌরাকর্ষণের অধিকারে পতিত হইল। এখন অগত্যা ইহাকে গ্রহবৎ সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতে হইল। এই উৎক্ষিপ্ত সকল নানাবিধ কক্ষে ভ্রমণ করিতে পারে; তন্মধ্যে যেগুলি বৃত্তাভাসে চলে, সেগুলিকে প্রতি ভভ্রমে পৃথিবীর পথের যে স্থান হইতে আসিয়াছিল, সেই স্থান দিয়া যাইতে হয়। এ সম্বন্ধে পৃথিবী আর শিরিষে অনেক প্রভেদ। শিরিষ-বিনির্গত ৫০ হাজার উৎক্ষিপ্তের মধ্যে একটা ভূতলে পড়িতে পারে, পৃথিবী-বিনির্গত প্রত্যেক উৎক্ষিপ্ত পৃথিবীতে পড়িতে পারে। এ মত যদি গ্রাহ্য হয়, তবে অসংখ্য অশনি বৃত্তাভাস কক্ষে রবিপরিত ভ্রমণ করিতেছে। ইহাদিগের কক্ষা অবশ্য পৃথিবীর পথ কাটিয়া যায়। পৃথিবী যখন এই স্থানে উপনীত হন, তখন যদি অশনি সকল ঐ পথ অতিক্রম করিতে থাকে, তবে দীর্ঘ প্রবাসের পর জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করে!

অশনির উৎপত্তিসম্বন্ধে, চান্দ্র বাদ অপেক্ষা ভৌমবাদ সম্ভাব্যতর। চান্দ্র-বাদে চন্দ্রমণ্ডলে অদ্যাপি প্রজ্জ্বলিত আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, ভৌমবাদে অতীতকালে পার্থিব আগ্নেয়গিরি পর্য্যাপ্তশক্তিসম্পন্ন ছিল বলিলেই চলে। আমাদের জ্বালামুখ হইতে এখনও প্রস্তরাদি উদ্গীর্ণ হইয়া ভাবী অশনি প্রস্তুত হইতেছে, এ কথা অবশ্য কেহ বলেন না; কিন্তু এখান হইতে যেগুলি প্রয়াণ করিয়াছিল, সেগুলি যে ফের পৃথিবীতে পড়িতেছে, এ কথা অসঙ্গত বোধ হয় না। অতএব এই সিদ্ধান্ত হইল যে যদি অশনি-সমূহ তারাগ্রহসদৃশ কোন বিশালজ্যোতিষ্কস্থিত জ্বালামুখসম্ভব বলিয়া স্বীকার কর, তবে সে জ্যোতিষ্ক এই বসুন্ধরা।

টাঙ্গাইল ভ্রমণ।

(২)

অদ্বিতীয় চিন্তাশীল লেখক মৌলবী রেয়াজ আল্‌দিন সাহেবকে দর্শন করিবার জন্য প্রায় বেলা ২টার সময়ে করটিয়া হইতে অতি ব্যগ্রচিত্তে দেল-দুয়ার ছুটিলাম। করটিয়া হইতে দেলদুয়ার প্রায় ৬ মাইল হইবে। সন্ধ্যের পূর্ব্বে দেলদুয়ার আসিলাম। মৌলবী রেয়াজ অলদিন সাহেবের সহিত

এখনি দেখা হইবে। হৃদয় তাধিং তাধিং করিয়া আনন্দে নাচিতে লাগিল। হাঁসিতে মুখ ভরিয়া গেল। হাঁসি আর আমাদের মুখে ধরে না। ভাবিলাম এখনি এই হাঁসি, মৌলবী সাহেবকে উপহার দিব। এইরূপ চিন্তা করিতেছি; এমন সময়ে শুনিলাম মৌলবী সাহেব এখানে নাই। হায়! হায়!! সব বিফল হইল। মাছ ধরা হইল না, কাদা মাখা সার হইল। হৃদয়ের আনন্দ নিবিল। হাঁসিও ঘুচিল। মাথায় হাত দিয়া রাস্তায় বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এখন কোথায় যাই। শেষে লোকের নিকট জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলাম পাকুল্যা এখান হইতে পাঁচ মাইল হইবে। মৌলবী নওশের আলি খাঁ ইউসফজী সবরেজেষ্টার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ উদ্দেশে পাকুল্যার দিকে ছুটিলাম। বেশী রাত হইবে এই ভয়ে খুব দ্রুত-পদে চলিলাম। প্রায় আড়াই মাইল গিয়া একটী নদী পার হইলাম। এখন বাকী রহিল আড়াই মাইল। সূর্য্য অস্তাচলে চলিয়া গেল। বৃষ্টি আরম্ভ হইল। অন্ধকার রাত্রি। আকাশ মেঘে ছাইয়া ফেলিল, সুতরাং গাঢ় অন্ধকারের ভিতর দিয়া আমাদিগকে এই আড়াই মাইল ময়দান পাড়ি দিতে হইবে। বসিবার সময় হইবে না। কাপড় চোপড় ভাল করিয়া বাঁদিয়া লইলাম। দ্রুতবেগে চলিলাম। পথে জনপ্রাণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল না। যে সকল জায়গায় অন্যপথ আসিয়া এই পথে মিশিয়াছে সেই সকল জায়গায় আসিয়া গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম এখন কোন্ পথ দিয়া যাই! বেশী না ভাবিয়া স্থির করিলাম, এই পথ দিয়া গেলে একটা না একটা গ্রাম পাইবই পাইব। তবে সোজা পথ ছাড়িব না। বহু দূর গিয়া গ্রামের মিটি মিটি আলো দেখিতে পাইলাম। তখন আমাদের গায় একটু জোর হইল। আরও দ্রুত চলিলাম। ক্রমে গ্রামে উপস্থিত হইলাম। জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলাম এই গ্রামের নামই পাকুল্যা। তখন আমাদেব হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সোজা পথের গুণ বুঝিলাম। পাঠক! জগতে ইসলাম পথই সনাতন এবং সোজা অতএব তাহা ছাড়িও না। ক্রমে রাত্রি সাড়ে নয়টার সময়ে সবরেজেষ্টার সাহেবের বাটী উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। আমরা "বঙ্গীয়মোসলমান" লেখক দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলাম। তাঁহার "বঙ্গীয় মোসলমানের" মধ্যে তিনি

হৃদয়ের যেরূপ বল দেখাইয়াছেন একাল পর্য্যন্ত সেরূপ বল কোন মোসলমান লেখক দেখাইতে পারেন নাই। অর্থাৎ তিনি লিখিয়াছেন "মুসলমান ধর্ম্ম জাতিভেদ কিংবা সাম্প্রদায়িক কৌলিন্য স্বীকার করে না. মানসিক সাম্যনীতি শিক্ষাদানার্থে জগতে ইস্‌লামের আবির্ভাব। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি হীনচক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে তাহার আত্মা কলুষিত হয়। মুলমানের জাত্যভিমান তাহার হৃদয়ের নীচতা প্রকাশ করে মাত্র।" পাঠক! এখন "বঙ্গীয় মোসলমান" লেখকের হৃদয়ের বল দেখিলেন। আমরা আশা করি প্রত্যেক মোসলমান বঙ্গীয় মোসলমান লেখকের এই কথাগুলি হৃদয় ক্ষেত্রে চিরঅঙ্কিত করিয়া রাখিবেন।

রাত কাটিয়া গেল। সূর্য্য নব উদ্যমে উঠিল। আমরা প্রাভাতিক উপাসনা সমাপন করিয়া মৌলবী সাহেবের সহিত গ্রাম ভ্রমণে বাহির হইলাম। এখানে কয়েকঘর ক্ষুদ্র মোসলমান জমিদার আছেন। এক ঘরে কয়েকঘর হইয়াছে। দেখিলাম জমিদারগুলি মোসলমান হইলেও তাঁহাদের বাটীতে হিন্দুদিগেরই প্রাধান্য অধিক। প্রথমে একটী জমিদারবাটী গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমাদের হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিল। দুইটী ধার্ম্মিক মোসলমান দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। জমিদার সাহেব তাঁহাদিগকে বসিতে অনুমতি দিচ্ছেন না। অথচ কয়েকটী কাফেরের সহিত বসিয়া গল্প করিতেছেন !!

মৌলবী সাহেব "প্রচারকে"র জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুমাত্র ফল হইল না। এখানে একটা মাইনর স্কুল এবং ডাকঘর আছে। বেলা দুইটার সময়ে আমরা প্যাকুল্যা হইতে বহির্গত হইলাম। মৌলবী রেয়াজ অলদিন সাহেবকে দেখিবার জন্য অবার দেল দুয়ার আসিলাম; দেখা হইল না। ৪টা বাজিয়া গেল। তাঁহাকে দেবিবার জন্য আমরা এত অধৈর্য্য হইলাম যে তাঁহার বাটী চারান গ্রামে যাইতে কোমর বাধিলাম। দেলদুয়ার ছাড়িলাম। দেলদুয়ারে রাখিবার জন্য বৃষ্টি আমাদিগকে প্রাণপণে বাধা দিতে লাগিল। কিন্তু আমরা বৃষ্টির বাধা মানিলাম না। রাত ৮টার সময়ে টাঙ্গাইলে আসিলাম। আজ আমরা সমাজের সেবার জন্য ১২ মাইল্ হাটিলাম।

দ্বিতীয় বর্ষ ১৩০৭, পৌষ। ১২শ সংখ্যা।

প্রচারক।

বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।

আরব।

১

ভীষণ তরঙ্গাকুল সমুদ্রের তটে
চন্দ্রার্ক কিরণ তলে পবিত্র আরব,
ভীষণ মরু-সিকতা ঔজ্জ্বল্য প্রকটে,
সৃজে শত মরীচিকা মায়ার ভৈরব।
বায়ুতে খর্জ্জুর শাখা দোলে অবিরল
মরুপথে থপ্‌থপ্ ধায় উষ্ট্রদল।

২

হে আরব! পুণ্যদেশ বীরত্বের খনি,
নীরব নিস্পন্দ আজি কেন এপ্রকার?
ভাঙ্গে শুধু নিস্তব্ধতা আজানের ধ্বনি
বিলুপ্ত এবে সে তব ভৈরব হুঙ্কার।
ঝলে না এবে সে অসি কাফের বিনাশী,
ঝলে এবে সেই স্থলে মরু বালি রাশি।

৩

তোমার ও নাম শুনি কাঁপিত ভুবন,
ও নামে পড়িত খসি রাজেন্দ্র-মুকুট
সাগরবসনা ধরা পূজিত চরণ,
তোমার নিশিত অসি না জানিত পুট

সদাই রহিত মুক্ত কলুষ-বিনাশে
লোলিত রসনা শক্র-লোহ-পান-আশে।

৪

আরব! তোমার কথা করিলে স্মরণ,
যে আনন্দ পাই তাহা বলিব কাহারে,
বিষময়-সাগর নীরে হই' নিমগন,
অবাক হইয়া ভাবি বিভু সারাৎসারে।
আশ্চর্য্য বিধির লীলা! আশ্চর্য্য মহিমা
ভাবি নিশিদিন কিছু নাহি পাই সীমা

৫

জলফল সমন্বিত অগণন দেশ
থাকিতে অবনী তলে, প্রভু নিরঞ্জন,
ভীষণ মরুভূপূর্ণ ভয়ঙ্কর বেশ
আরবে কার্য্যের ক্ষেত্র করিলা মনন।
প্রেরিলেন মোহাম্মদে জীবের কল্যাণে
ফুটিলা স্বর্গের দৃশ্য অবনী ভবনে।

৬

কি আশ্চর্য্য! মরুভূমে স্বর্-মন্দাকিনী
ললিত লহরী ভঙ্গে প্রবাহিলা ধীরে,
স্নাত হয়ে সেই জলে অগণন প্রাণী
বিসর্জ্জিলা পাপতাপ শান্তি সিন্ধুনীরে।
ভেদিয়া বালুকা স্তূপ সুবিশাল তরু
ছায়াদানে সুশীতল করিলেক মরু।

৭

বহিল স্বর্গীয় বায়ু সুস্নিগ্ধ শীতল,
জীবগণ পাপতাপ দুঃখ ক্লেশ হর;
সান্দ্রনৈশতম ভেদি পবিত্র বিমল
উদিত হইল চন্দ্র পূর্ণ কলেবর;

চন্দ্রিকাচ্ছটায় তার হাসিল অবনী,
দূরীভূত হইলেক আঁধার রজনী।

৮

হে আরব! সভ্যতার আলোক ভাণ্ডার
তোমার প্রভায় আজি জগৎ উজ্জ্বল,
জলদগম্ভীরে কার জগতে প্রচার
পবিত্র কোরাণ আজ্ঞা অভ্রান্ত বিমল;
ধরিকরে দীপ্তবর্ণা খর তরবার,
অবনীর পাপ তাপ করিলে সংহার।

৯

"উপাস্য নাহিক কেহ ঈশ্বর ব্যতীত"
এই বাক্য-ধ্বনি তুলি জীমূত গর্জ্জনে,
ঘৃণিত প্রতিমা পূজা করি বিচূর্ণিত
প্রচারিলা সত্য ধর্ম্ম অবনীভবনে।
পঞ্চাশৎ বর্ষ মাঝে সেই পুণ্যধ্বনি,
দ্রুত-হরম্মদ-বেগে ছাইল ধরণী।

১০

সভ্যতা-বাণিজ্য বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতায়
অবনীতে নবযুগ হ'ল আবির্ভূত;
ইশ্লামের মহোজ্জ্বল পবিত্র প্রভায়
ভারলে অবনী, পাপ কার ভস্মীভূত।
দর্শন ভৈষজ্য-জ্যোতিঃ গণিত-বিজ্ঞান
তব অভ্যুদয়ে পাইলেক নবপ্রাণ।

১১

কোরাণের পূতমন্ত্র তোয়দ নিস্বনে
প্রচারি য়ুরোপ-ভূমে অজ্ঞান আঁধার
বিদূরি, সভ্যতা জ্ঞান পরম যতনে
শিখাইলে, তাই আজি পৃথিবা মাঝার

পুণ্যভূমি ইউরোপ বিদ্যা বুদ্ধি ধনে,
লভিয়াছে শীর্ষস্থানে সৌভাগ্য গগনে। *

১২

আরব! তোমার জ্ঞানে অসভ্য আফ্রিকা,
সভ্যতা-আলোকে আজি সেও আলোকিত,
সেও আজি বীর্য্য-শৌর্য্য-জ্ঞান-প্রকাশিকা,
হীনত্ব স্বীকারে এবে নহেক স্বীকৃত।
এখনো প্রতাপভরে তব পুত্রগণ,
শাসিছে আফ্রিকাখণ্ডে রাজ্য অগণন।

১৩

সমগ্র এসিয়া আজি তোমার প্রসাদে
ইস্লামের রশ্মিজালে সতত উজল;
অগণন নরনারী সদাই অবাধে
ভোগিছে স্বর্গের শান্তি পবিত্র বিমল।
এখনও এশিয়ার মালয় প্রদেশে
তব পুত্রগণ রাজ্য শাসিছে হরষে।

১৪

আরব! তোমার কীর্ত্তি না আছে কোথায়?
দুস্তর মহাব্ধি মাঝে বর্ণিয়ো যাবায়,
প্রতাপী অরাতিবর্গে না করিয়া ভয়
এখনো শাসিছে রাজ্য তব পুত্রচয়।

* স্পেনীয় আরবগণই ইউরোপের বর্ত্তমান উন্নতির মূলীভূত কারণ। স্পেনীয় ধীসমৃদ্ধ মুরিস আরবগণই অজ্ঞানাচ্ছন্ন ইউরোপখণ্ডে ৮ম হইতে ১৩শ শতাব্দী পর্য্যন্ত জ্ঞান ও সভ্যতার আলোক বিকীরণ করিয়া ইউরোপের বর্ত্তমান উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। (স্পেনের ইতিহাস দেখ)

তোমার সে উষ্ণ বীর্য্য তাঁদের শিরায়
এখনও প্রবাহিত বিদ্যুদগ্নি প্রায়! *

১৫

হে আরব! তব সম গরিমা কাহার?
তোমার সন্তানগণ জ্ঞান দীপ্ত রবি,
কি বিজয় কি বাণিজ্য কিবা আবিষ্কার,
সর্ব্বত্রই প্রকাশিত মহোজ্জ্বল ছবি।
স্পেনজয়ী ধীসমৃদ্ধ তব পুত্রগণ
যাঁর কীর্ত্তি মেখলায় বেষ্টিত ভুবন;

১৬

সামুদ্রিক পোতপরি করি আরোহণ
অসীম সাহস ধরি হৃদয়-মন্দিরে,
সুবিশাল আট্‌লাণ্টিক দুস্তর ভীষণ
হেরি যা উপজে ভীতি মানব অন্তরে;
অনায়াসে অতিক্রমি হে পুণ্য আরব
আমেরিকা আবিষ্কারি লভিলা গৌরব। †

১৭

ধন্য হে আরব তুমি, এ ভব মণ্ডলে
তোমার সমান বল সৌভাগ্য কাহার?
তব সম মহোন্নতি কভু কোনকালে
হয় নাই কাহারও পৃথিবী মাঝার।

* আফ্রিকা মহাদেশ, মালয় ও শ্যাম উপদ্বীপ এবং ভারত সাগরীয় বর্ণিয়ো, যাবা, সুন প্রভৃতি দ্বীপের সুলতানগণ আরব বংশজ। শ্যাম রাজ্য বৌদ্ধ ভূপতির অধিকৃত হইলেও তাঁহার অধীনে কতিপয় করদ ও মিত্র মুসলমান নরপতি আছেন।

† স্পেনীয় আরবীয় নাবিকগণ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সর্ব্বপ্রথমে আমেরিকার আবিষ্কার করেন। কিন্তু আরবগণ তৎকালে গৃহবিবাদে লিপ্ত থাকায় আমেরিকায় উপনিবেশ বা অধিকার স্থাপন করিতে পারেন নাই। (ডাক্তার ৺লিট্‌নার কৃত "সনিনএস্‌লাম" দেখ।)

পুণ্যভূমি ইউরোপ বিদ্যা বুদ্ধি ধনে,
লভিয়াছে শীর্ষস্থানে সৌভাগ্য গগনে। *

১২

আরব! তোমার জ্ঞানে অসভ্য আফ্রিকা,
সভ্যতা-আলোকে আজি সেও আলোকিত,
সেও আজি বীর্য্য-শৌর্য্য-জ্ঞান-প্রকাশিকা,
হীনত্ব স্বীকারে এবে নহেক স্বীকৃত।
এখনো প্রতাপভরে তব পুত্রগণ,
শাসিছে আফ্রিকাখণ্ডে রাজ্য অগণন।

১৩

সমগ্র এসিয়া আজি তোমার প্রসাদে
ইস্লামের রশ্মিজালে সতত উজ্জ্বল;
অগণন নরনারী সদাই অবাধে
ভোগিছে স্বর্গের শান্তি পবিত্র বিমল।
এখনও এশিয়ার মালয় প্রদেশে
তব পুত্রগণ রাজ্য শাসিছে হরষে।

১৪

আরব! তোমার কীর্ত্তি না আছে কোথায়?
দুস্তর মহাব্ধি মাঝে বর্ণিয়ো যাবায়,
প্রতাপী অরাতিবর্গে না করিয়া ভয়
এখনো শাসিছে রাজা তব পুত্রচয়।

* স্পেনীয় আরবগণই ইউরোপের বর্ত্তমান উন্নতির মূলীভূত কারণ। স্পেনীয় ধীসমৃদ্ধ মুস্লিম আরবগণই অজ্ঞানাচ্ছন্ন ইউরোপখণ্ডে ৮ম হইতে ১৩শ শতাব্দী পর্য্যন্ত জ্ঞান ও সভ্যতার আলোক বিকীরণ করিয়া ইউরোপের বর্ত্তমান উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। (স্পেনের ইতিহাস দেখ)

তোমার সে উষ্ণ বীর্য্য তাঁদের শিরায়
এখনও প্রবাহিত বিদ্যুদগ্নি প্রায়! *

১৫

হে আরব! তব সম গরিমা কাহার?
তোমার সন্তানগণ জ্ঞান দীপ্ত রবি,
কি বিজয় কি বাণিজ্য কিবা আবিষ্কার,
সর্ব্বত্রই প্রকাশিত মহোজ্জ্বল ছবি।
স্পেনজয়ী ধীসমৃদ্ধ তব পুত্রগণ
যাঁর কীর্ত্তি মেখলায় বেষ্টিত ভুবন;

১৬

সামুদ্রিক পোতপরি করি, আরোহণ
অসীম সাহস ধরি হৃদয়-মন্দিরে,
সুবিশাল আট্‌লাণ্টিক দুস্তর ভীষণ
হেরি যা উপজে ভীতি মানব অন্তরে;
অনায়াসে অতিক্রমি হে পুণ্য আরব
আমেরিকা আবিষ্কারি লভিলা গৌরব। †

১৭

ধন্য হে আরব তুমি, এ ভব মণ্ডলে
তোমার সমান বল সৌভাগ্য কাহার?
তব সম মহোন্নতি কভু কোনকালে
হয় নাই কাহারও পৃথিবী মাঝার!

* আফ্রিকা মহাদেশ, মালয় ও শ্যাম উপদ্বীপ এবং ভারত সাগরীয় বর্ণিয়ো, যাবা, সুন প্রভৃতি দ্বীপের সুলতানগণ আরব বংশজ। শ্যাম রাজ্য বৌদ্ধ ভূপতির অধিকৃত হইলেও তাঁহার অধীনে কতিপয় করদ ও মিত্র মুসলমান নরপতি আছেন।

† স্পেনীয় আরবীয় নাবিকগণ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সর্ব্বপ্রথমে আমেরিকার আবিষ্কার করেন। কিন্তু আরবগণ তৎকালে গৃহবিবাদে লিপ্ত থাকায় আমেরিকায় উপনিবেশ বা অধিকার স্থাপন করিতে পারেন নাই। (ডাক্তার ৺লিট্‌নার কৃত "সানিনএস্‌লাম" দেখ।)

তোমার বিক্রম খ্যাতি পুণ্যের গরিমা
ভাবি জ্ঞানিগণ কিন্তু নাহি পায় সীমা।

১৮

তোমার সাহিত্য কাব্য গণিত বিজ্ঞান,
ইতিহাস উপন্যাস ধর্ম্মশাস্ত্র আদি,
তোমার পবিত্রভাষা—মাধুর্য্য আধান *
বুধবৃন্দ মহানন্দে চর্চ্চে নিরবধি।
তাই বলি তব সম সৌভাগ্য কাহার
ধন্য হে আরব তুমি ভুবন মাঝারি।

১৯

আরব! বীরত্ব তব করিলে স্মরণ,
কবির কল্পনা সেহ মানে পরাজয়
একযোগে করি সবে শত্রুতা সাধন
পরাজিত করিবারে পারেনি তোমায়।
কোটি কোটি শত্রুসনে যুঝি বীরমদে
সতত বিজয় মাল্য লভেছ অবাধে।

২০

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড সম তব পুত্রগণ
একাকী অগণ্য বৈরী করিয়া নিধন,
স্থাপিয়া সমগ্র ধরা বিজয় কেতন
দেখায়েছে বীরত্বের শেষ নিদর্শন।
প্রবল রোমক রাজ্য বিক্রান্ত বনায়ু †
হারায়েছে তোমা হতে বীরত্বের আয়ু।

* আরব্যভাষার ন্যায় ওজস্বিনী সুমিষ্ট ভাষা জগতে আর একটীও নাই।

† বলাবু—পারস্যদেশ। আরবের অভ্যুদয়কালে পারস্য এবং রোম সাম্রাজ্য বিশেষ পরাক্রান্ত ছিল; কিন্তু তাহারাও ইহার উন্নতির গতিরোধ করিতে যাইয়া আরবকর্ত্তৃক বিজিত হয়।

২১

দামেস্ক, মদিনা, কুফা, বাসেরা, বোগ্দাদ,
এ সব নগর তব পুণ্যের আধার
স্মরণে এসব এবে অতীব বিষাদ,
উপজি মানসকরে নিবিড় আঁধার।
অলকা বলিয়া যাহা ভ্রম জন্মাইত
কেহ বা আঁধার আজি কেহ বিষাদিত।

২২

অত্যুজ্জ্বল রাজধানী বোগ্দাদ নগর
মৃত্তিকার সনে এবে মিশিয়াছে হায়!
কোথা সেই কুফা?—যথা আলী বীরবর
শাসন করিলা রাজ্য ধর্ম্মের প্রভায়।
কোথা সে দামেস্ক চারু রাজধানী হায়!
এবে তাহা আলোশূন্য দেউটীর প্রায়।

২৩

'আলোক-বিহীন' এবে হেরি নয়নেতে
সত্য বটে হয় মন দুঃখে অভিভূত,
কিন্তু তার কীর্ত্তিগাথা স্মরিলে মনেতে
মহানন্দে হয় চিত্ত অতি পুলকিত।
সত্য হে আরব! তব নাহি সেই দিন,
কিন্তু তব পুণ্যকীর্ত্তি হয়নি বিলীন।

২৪

নাই সে প্রতাপ এবে নাই সে বীরত্ব,
নাহি সে ক্ষমতা এবে নাহি সে বৈভব,
নাহি বিজয়িনীশক্তি নাহি সে বীরত্ব,
নাহি সে সম্মান যশঃ নাহি সে গৌরব।

কিন্তু তাহে দুঃখ অতি নাহি গণি মনে
চিরদিন একরূপ না যায় ভুবনে।

২৫

বহুকাল পরিশ্রমে হে পুণ্য আরব!
অতিশয় ক্লান্তিবোধ হয়েছে তোমায়,
তাই তুমি কিছুকাল হইয়া নীরব,
করিছ বিশ্রামলাভ বিরতি-শয্যায়।
তাই তোমা হেরিতেছি হেন উদাসীন,
কিন্তু তুমি হও নাই চৈতন্য বিহীন।

২৬

অই তব পুত্রগণ আফ্রিকার মাঝে
পূর্ব্বের গৌরব-গীতি করিয়া স্মরণ,
সাজাইতে মোস্‌লেমেরে পুনঃ বীরসাজে
করিতেছে সবে অতি কঠোর সাধন।
অস্তগিরি গুহাগত উন্নতি ভাস্করে
উদিত করিবে পুনঃ উদয়ের শিরে।

২৭

আবার নিদ্রান্তে তুমি সিংহের সমান
কাঁপাইয়া দশদিশি উঠিবে জাগিয়া
মেহিদীর নায়কত্বে হয়ে শক্তিমান,
অবনীর পাপ তাপ দিবে জ্বালাইয়া।
নির্ব্বাপিত প্রায় রশ্মি ইস্লাম ধর্ম্মের
ঈসা, মেহেদীর বলে জ্বালাইবে ফের।

২৮

সকল কল্পিত ধর্ম্ম করিয়া বিলুপ্ত
সমূলে নির্ম্মূল করি ইস্লামের অরি,
ইস্লামের পূতরশ্মি করিয়া প্রদীপ্ত
উজলিবে ধরা পাপ তমঃ নাশ করি।

জগতে ধর্ম্মের রাজ্য হবে প্রতিষ্ঠিত,
ত্রিদিবের সুখ শান্তি হবে আবির্ভূত। *

বিনীতঃ—

মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী।

খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম নীতি।

(পূর্ব্বপ্রকাশের পর)

পণ্ডিত চূড়ামনী ডাক্তার ওয়েঙ্গার আর এক স্থানে বলেন (সটীক অন্ত-ভাগের আভাষ দেখ) "দুঃখের বিষয় এই যে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে যখন মূল গ্রন্থ প্রথম বার মুদ্রিত হইল, তখন উক্ত প্রকারের অতি পুরাতন কোন প্রতি লিপী ব্যবহার করা ইরাস্‌মস্ নামক তাহার সম্পাদকের অসাধ্য ছিল। তদা-ভাবে অনতি পুরাতন প্রতিলিপী অনুসারেই গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে হইল; পরে তাহার সকল ত্রুটী সংশোধন করিতে আড়াই শত বৎসরের অধিক কাল বিলম্ব হইল"। কি আশ্চর্য্য!! ত্রিত্বময় ঈশ্বরের অন্যতম "আত্মা ঈশ্ব-রের", "ঈশ্বর নিশ্বসিত বাক্যের" সংশোধন করিতে আড়াই শত বৎসরের অধিক কাল আবশ্যক হইয়াছে, বরং তাহাতেও সংশোধন শেষ হয় নাই। বর্ত্ত-মান কাল পর্য্যন্ত খ্রীষ্টীয়ানদিগের বিশেষ বিশেষ সমাজে প্রচলিত বাইবেল

---

* পবিত্র হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে যে, জগত পাপজালে আচ্ছন্ন এবং সর্ব্বত্র পবিত্র এস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতিলোকের অনুরাগ হ্রাস হইলে যখন 'দজ্জাল' নামক একজন ঈশ্বর দ্রোহী নিজেকে "খোদা" বলিয়া ঘোষণা করিবে, তখন পুনরায় জগতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন জন্য হজরত এমাম মেহেদী প্রাদর্ভূত হইবেন। এদিকে খৃষ্টানজাতির বিনাশ সাধনজন্য হজরত ইসা (যীশু) আলায়হেচ্ছালাম স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবেন। মুসলমান জাতির বিশ্বাস অনুসারে এই ঘটনার সময় অনেক নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

ব্যতীত আরও চতুর্দ্দশ খানি পুস্তক বাইবেলের সমতুল্য ও ঈশ্বরের বাক্য বিবেচনায় অতি সমাদরে সামাজিক উপাসনায় পাঠ করিয়া থাকেন, তাহারা সেই গ্রন্থগুলিকে "য়্যাপোক্রফা" নাম প্রদান করিয়া তাহার প্রতি ঠিক বাইবেলের ন্যায় সমাদর প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আবার সেই একই "আত্মা ঈশ্বরের" দ্বারা শিক্ষিত এবং পরিচালিত অপরাপর খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় ঐ য়্যাপোক্রফাকে "রামায়ণ, মহাভারত" প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় যৎসামান্য জ্ঞানে তাহাদের প্রতি কোনই সমাদর প্রদর্শন করেন না। এখন খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতৃগণকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, তোমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধীয় এই বিষম বিভ্রাট, কি আত্মা ঈশ্বরের শিক্ষার ফল? না ধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধে তোমাদের খামখেয়ালের পরিচায়ক! যাহা হউক আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে হজরত ঈসা কেবল মৃতপ্রায় য়িহুদী ধর্ম্ম নীতিটিকে পুনরুজ্জিবিত করিতে ও কেবল মাত্র শারীরিকভাবে পরিণত বাইবেলোক্ত পবিত্র ধর্ম্ম নীতিটীকে, আধ্যাত্মিক ভাবে পরিচালিত করণার্থে এবং আগামী নায়ক, ও শান্তি কর্ত্তা বিষয়ক সুসমাচার প্রদানার্থে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার যাবতীয় শিক্ষা অতি উচ্চতম ধর্ম্ম শিক্ষা। তিনি আপনি যেমন সিদ্ধ পুরুষ, তাঁহার শিক্ষা সকলও তেমতি সিদ্ধ, পবিত্র, উন্নত, আধ্যাত্মিক ভাব পূর্ণ এবং স্বর্গীয় তেজেতে উজ্জ্বলীকৃত তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি কোন নূতন ব্যবস্থা কিম্বা ধর্ম্মনীতি প্রদান করেন নাই। সমস্ত নূতন ধর্ম্ম নিয়মটি খুজিয়া দেখ, দেখিবে তাহার কোন স্থানে হজরত ঈসা উপাসনার কোন প্রণালী জ্ঞাপন করেন নাই; বরঞ্চ তিনি সর্ব্বদা য়িহুদিদিগের ভজনালয়ে গিয়া য়িহুদিদিগের মতানুসারে অর্থাৎ হজরত মুসা আলাহেচ্ছালামের বিধানানুসারে ভজনা করিতেন, এবং আচার ব্যবহারেও বিশুদ্ধ য়িহুদী ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোন্ ব্যবস্থানুসারে খ্রীষ্টীয়ানেরা শনিবারের পরিবর্ত্তে রবিবারকে পালনীয় দিবস করিয়া লইয়াছেন, কোন্ ব্যাবস্থানুসারে খ্রীষ্টীয়ানেরা ত্বকচ্ছেদনের বিধিটি লোপ করিয়া দিয়াছেন? কোন খৃষ্টীয়ান ভ্রাতা তাহা দেখাইয়া দিয়া কি আমাদিগকে বাধিত করিবেন? বাবিলীয় প্রবাসের পরে য়িহুদীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া স্থানে স্থানে ভজনালয় নির্ম্মাণ করত ভজনা করিত। এমন কি যে স্থানের

লোকেরা দারিদ্র্য নিবন্ধন উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে অসমর্থ হইত তথায় লোকেরা নদীতীরে কিম্বা কোন পরিষ্কার মাঠে, অথবা কোন সরোবর তটে সমবেত হইয়া উপাসনা করিত। খৃষ্টীয়ানেরা তাহাদের অনুকরণে আপনাদিগের মধ্যে উপাসনা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। রোমীও গ্রীক প্রভৃতি কতকগুলি প্রাচীন খৃষ্টীয় মণ্ডলীতে সেই য়িহুদিদের অনুকরণে প্রবর্ত্তিত প্রাচীন উপাসনা প্রণালী অদ্যাপি প্রচলিত আছে। আর কতকগুলি খৃষ্টীয় মণ্ডলী (আধুনিক) আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী উপাসনা প্রণালী গঠন করিয়া লইয়াছেন। তাই খ্রীষ্টীয়ান এই বিভেদ কি "আত্মা ঈশ্বরের" শিক্ষার ফল নাকি? কিন্তু সে সব কিছুই নয়, হজরত ঈসা যদি উপাসনার কোন নূতন প্রণালী জ্ঞাপন করিতেন কিম্বা "সুসমাচার" আখ্যাত গ্রন্থে উপাসনার কোন পদ্ধতি নিরূপিত থাকিত তাহা হইলে এমত বিভেদ দৃষ্ট হইত কিনা সন্দেহ।

কেবল উপাসনা প্রণালী নহে কিন্তু যাবতীয় খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় "প্রভুর ভোজ" নামক একটী মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকেন এই "প্রভুরভোজ" খ্রীষ্টীয়ানদিগের একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক কার্য্য, এমন কি এই মহাযজ্ঞে উৎসর্গিকৃত রূটী ও দ্রাক্ষা রসে "পুত্র ঈশ্বরের" আত্মা আসিয়া অধিষ্ঠিত হন, কেহ বা বলেন যে এই যজ্ঞে ব্যবহৃত রূটী ও দ্রাক্ষা রস প্রকৃত পক্ষে রূটী ও দ্রাক্ষা রস থাকে না, কিন্তু নিরূপিত বাক্য পঠিত হইলে রূটীগুলি যিশুখ্রীষ্টের মাংসে ও দ্রাক্ষা রস তাঁহার রক্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় ইত্যাদি। যাহা হউক এই মহত যজ্ঞ সম্পাদনেও তাহাদের বিষম অনৈক্য পরিলক্ষিত হয়, কেবল তাহাই বা কেন? যে বাপ্তিস্ম (Baptism) ব্যতীত কেহ খৃষ্টীয়ান বলিয়া গণ্য নহে সেই প্রথম সংস্কারটীতেও তাহাদের আকাশ পাতাল অনৈক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহার ১ম কারণ এই যে খ্রীষ্টীয়ানেরা যে গ্রন্থ নিচয়কে ঈশ্বর নিশ্বসিত শাস্ত্র বলিয়া তদুপরি নির্ভর করেন, সেই শাস্ত্র তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট রূপে কোন বিষয়ে কোন ব্যবস্থা প্রদান করে না। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের অবলম্বিত শাস্ত্রটীকে সকলে সমভাবে স্বীকার ও গ্রহণ করেন না।—প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থা তাহারা আপনারা আপনাদের জন্য গঠন করিয়া লইয়াছেন ও প্রয়োজন মতে পরিবর্ত্তন করিতেছেন। (Baptist সম্প্রদায়, মুক্তিফৌজ, মেথডিষ্ট, প্রভৃতি খৃষ্টীয়ানেরা ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ)।

আমরা পাঠকবর্গকে ইতি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, খৃষ্টীয়ান ভ্রাতৃগণের অবলম্বিত নূতন নিয়মের একখানি পুস্তক সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে না যে, তাহা কোন সময় ঈশ্বর হইতে আগত কিম্বা হজরত ঈসা হইতে নিশ্বসিত। কিন্তু ইহা অতি সত্য যে পুণ্যবাদি বেগুনা নবি হজরত ঈসার পবিত্র জীবনের স্মৃতি ও শিক্ষার কিয়দংশ লইয়া সে গ্রন্থ নিচয় (নূতন ধর্ম্ম নিয়ম বা অন্তভাগ) রচিত হইয়াছে। যেমন ভ্রমপ্রমাদ পরিপূর্ণ মানব যোগ্যতা ও ক্ষমতা দ্বারা সে সকল রচিত, তেমনি ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ মানব যোগ্যতা ও ক্ষমতা দ্বারা তাহা নির্ব্বাচিত, আবার তেমতি ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ মানব যোগ্যতা ও ক্ষমতা দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা ও টীকা টিপ্পনী করা হইয়াছে বলিয়া সেই একই শাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে খৃষ্টীয়ানেরা প্রায় দুই শতাধিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

আমরা এতাবৎ সমালোচনা দ্বারা স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছি যে, হজরত ঈসা কোন ব্যবস্থা গ্রন্থ প্রদান করিয়া যান নাই, এবং তিনি জগতে থাকিতে থাকিতে কেহ তাঁহার জীবনী কিম্বা তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা সকল লিপীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন না; তাঁহার শিষ্য ও অনুগামীদিগের মধ্যে কেহ তাঁহার শিক্ষামালা কণ্ঠস্থ কি হৃদয়স্থও করিয়া রাখিয়াছিলেন না। তাঁহার স্বর্গারোহণের বহু বৎসর পরে কেবল মাত্র মানবের অসম্পূর্ণ স্মৃতি অবলম্বন করিয়া তাঁহার শিক্ষার কিয়দংশ এবং জীবন চরিত্রের কিয়দংশ মাত্র অসম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ হইয়া কালক্রমে "সুসমাচার" কিম্বা ধর্ম্মশাস্ত্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। সময় ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা তাহার সংশোধন করা হইয়াছে। রচকেরা কেহ কাহার অনুরোধে কেহ বা স্বেচ্ছা পরিচালিত হইয়া "সুসমাচার" কয়েকখানি রচনা করিয়াছিলেন। হজরত ঈসার কিম্বা সদাপ্রভুর আদেশে, কিম্বা আদি পুস্তকোক্ত ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের ন্যায় দর্শন প্রাপ্ত হইয়া কেহ কিছু লেখেন নাই। হজরত ঈসা কিম্বা কোন স্বর্গীয় দূত (ফেরেস্তা) কোন সময় ঐ সুসমাচার গুলিকে ঈশ্বর নিশ্বসিত শাস্ত্র বলিয়া সাক্ষ্য দেন নাই ঐ সুসমাচার আপনি তদরূপ কোন দাবি করেন না এমতাবস্থায় সে সকলকে কেমন করিয়া ঈশ্বর নিশ্বসিত মানব কল্যাণকর পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া তাহাতে নির্ভর করিব !!

গ্রন্থগুলির মধ্যে হজরত ঈসার শিক্ষা ও জীবনী উভয় অতি অসম্পূর্ণরূপে লিখিত হইয়াছে কিম্বা লিখিত বিষয়গুলি হারাইয়া গিয়া এই অসম্পূর্ণতা ঘটিয়াছে তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। প্রমাণ স্বরূপ একটী বিষয় উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে যথা,—যীশুখ্রীষ্টের জন্ম, শৈশবকালের দুই একটী ঘটনা ও বাল্যকালের একটী ঘটনা ব্যতীত তাহার "বাপ্তিস্ম" গ্রহণ কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ তাঁহার প্রায় ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তদীয় জীবনের বিন্দু বিসর্গও সুসমাচার চারিখানিতে লিখিত হয় নাই। তাঁহার বাপ্তিস্মের পর যে তিন বৎসর কাল তিনি যিহুদিয়া দেশে অবস্থান পূর্ব্বক শিক্ষাদি দিয়াছিলেন তাহারই কিয়দংশ মাত্র সুসমাচারে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা স্বত স্বীকার্য্য যে ঐ গ্রন্থগুলিতে হজরত ঈসার জীবনী আংশিক ও অসম্পূর্ণরূপে লিখিত হইয়াছে। হজরত ঈসার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। তিনি অদ্ভুত পুরুষ, অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য কার্য্যের সহিত তাঁহার অভ্যুত্থান হইয়াছিল। বাস্তবিক তিনি কোন শাস্ত্র লইয়া আইসেন নাই, কিম্বা কোন নূতন নিয়মও প্রবর্ত্তিত করিতে আইসেন নাই, তিনি আপনি বলিতেছেন, "সত্য সত্য আমি তোমাদিগকে কহিতেছি আমি ব্যবস্থার একটীমাত্র কি বিন্দু লোপ করিতে আইসি নাই, বরং তাহা পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।" প্রকৃত পক্ষে প্রচলিত সুসমাচার গুলি হজরত ঈসার শিক্ষা ও জীবনীর কিয়দংশ মাত্র অবলম্বন করিয়া সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতার আধার মানব দ্বারা রচিত। তাহার একটি মাত্র কি একটি বিন্দুও ঈশ্বর রচিত নহে। এহেন সুসমাচারের প্রতি পরিত্রাণার্থে আমরা কি পরিমাণে নির্ভর করিতে পারি তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

অতি প্রাচীন কাল হইতে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে নূতন ধর্ম্ম নিয়মের দুইটি সংস্করণ প্রচলিত ছিল, একটী যোহন ও "অকালজাত" পৌলের সংস্করণ; অপরটী কনষ্টানটাইন নামক সম্রাটের রাজশক্তি ও ইচ্ছা প্রসূত। এই যোহন ত্রিত্ববাদি প্লেটোর মতাবলম্বি ছিলেন। উল্লিখিত উভয় সংস্করণ মধ্যে কোন্‌টী বর্ত্তমান কালে প্রচলিত আছে তাহা নিরূপণ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে।

আমরা সমগ্র নূতন নিয়মখানি সমালোচনা না করিয়া কেবল তদুক্ত

দুই একটী উপদেশ বাক্য উল্লেখ করিলেই আমাদের প্রস্তাবিত দ্বিতীয় বিষয়টী সহজে মীমাংসিত হইবে। অর্থাৎ প্রচলিত নূতন ধর্ম্ম নিয়ম উক্ত ধর্ম্মনীতিটি মানবের সাধ্যায়ত্ব কি না?

প্রচলিত সুসমাচারে লিখিত আছে যে, একদা এক ধনী যুবা আসিয়া হজরত ঈসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে গুরো পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত আমার কি করা কর্ত্তব্য?" তিনি কহিলেন—"তোমার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর পরে আমার পশ্চাতগামী হও।" ইহা শ্রবণ করিয়া সেই যুবা-ব্যক্তি বিষণ্ণ হইয়া চলিয়া গেল কেননা তাহার প্রচুর সম্পত্তি ছিল", ইত্যাদি আর একবার আর এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"হে প্রভো আমি আর প্রতিবাসিকে কতবার ক্ষমা করিব কি সাতবার?" তিনি কহিলেন "বরং সাতগুণ সত্তরবার ক্ষমা কর।" আর এক স্থানে লেখা আছে "সত্য সত্য আমি তোমাদিগকে কহিতেছি কেহ যদি কাম ভাবে কোন স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ ব্যভিচার করিল" উপরে উদ্ধৃত তিনটি মহাবাক্যের পোষকতায় সুসমাচার কয়েকখানি লিখিত হইয়াছে। উল্লিখিত মহাবাক্য তিনটি দ্বারা অতি পরিষ্কাররূপে হজরত ঈসার ধর্ম্মনীতি কিম্বা শিক্ষার মূল ভিত্তি ও নেতার গৌরবান্বিত উজ্জ্বলতম উচ্চ ধর্ম্ম ভাব লক্ষ্য করিতে পারি।

১ম শিক্ষাটিতে আমরা হজরত ঈসার স্বর্গীয় হৃদয়ে ও ইচ্ছাতে প্রেম ও বৈরাগ্যের অত্যাশ্চর্য্য বিকাশ দেখিতে পাই।

দ্বিতীয়টীতে আমরা তাঁহাতে প্রেম ও দয়ার অপূর্ব্ব ও উজ্জ্বলতম বিকাশ দেখিতে পাই।

তৃতীয়টিতে প্রেম, নির্ম্মলতা ও চিতার উজ্জ্বলতম মনমোহন বিকাশ দেখিতে পাই।

হজরত ঈসা কেবল পার্থিব পুরুষ নহেন, তাঁহার জন্ম কোন জাগতিক অভিলাষ জাত নহে। তিনি ঊর্দ্ধ হইতে আগত আত্মা, ইব্রাহিমের ঈশ্বর, ইস্মায়েলের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর, যে মহান্ সদাপ্রভু তাঁহারই মহান্ শক্তিতে কুমারী গর্ভজাত পবিত্র এবং মহত ব্যক্তি। আমরা প্রচলিত সুসমাচারে, তাঁহার জন্ম ও ত্বকচ্ছেদ এবং মিসর পলায়ণ, মিসর হইতে

পুনর্গমন ব্যতীত দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন বিবরণ পাইতে পারি না। কেবলমাত্র লেখা আছে যে "তাঁহার প্রতি মনুষ্যের ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ দিন দিন বাড়িতে লাগিল" কি আশ্চর্য্য!! ত্রিত্বময়ের পুত্র ঈশ্বর মনুষ্যের দয়া প্রত্যাশী!! কেবল এক "পিতা"র কৃপাতে তাঁহার কুলায় নাই—সে যাহা হউক সে সকল বিষয় এখন আমাদের আলোচ্য নহে। আমরা যীশুখৃষ্টের দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহাকে একবার যিরূসলমের সুবিখ্যাত মন্দির মধ্যে শাস্ত্রাধ্যাপক ও ফিরূশি পণ্ডিত মণ্ডলীর সহিত শাস্ত্রালোচনায় গভীর নিবিষ্ট দেখিতে পাই, তারপর একেবারে ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার কোনই বিবরণ প্রাপ্ত হই না। খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতাদিগের যথাসর্ব্বস্ব 'সুসমাচার' খ্যাত গ্রন্থাবলিতে হজরত ঈসার জন্মাবধি ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি কি বিশেষ বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল, এই দীর্ঘকাল তিনি কি প্রকার জীবন যাপন করিয়াছিলেন, কোথায় ছিলেন, কোথায় শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলেন, কোথায় সাধনাতে সিদ্ধ হইলেন এতাবৎ অতি আবশ্যকীয় বৃত্তান্ত কিছুমাত্র সুসমাচার আমাদিগকে জ্ঞাত করে না, কিন্তু তিনি স্বাভাবিক পিতৃজাত না হইয়া কেবল মাতৃজাত হইলেও তিনি মাতৃজঠর হইতে সম্পূর্ণ মানবপ্রকৃতি লইয়া ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই, এবং প্রচলিত সুসমাচার মধ্যে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। যাবতীয় মানব সন্তান যেমন প্রকৃতির অধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, হজরত ঈসাও তেমনি প্রকৃতির অধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য বালকের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়ে মাতার রক্ষণাবেক্ষণার প্রতি তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল, অন্যান্য বালকের ন্যায় তাঁহাকেও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে হইয়াছিল, সুতরাং অবশ্য স্বীকার্য্য যে ৩০ বৎসর কাল পর্য্যন্ত তিনি দীর্ঘসাধনায় নিরত থাকিয়া জগতে স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যার্থে প্রস্তুত হইতেছিলেন। লেখা আছে তিনি ধ্যান, প্রার্থনা সাধনার্থে সর্ব্বদা নির্জ্জন স্থানে গমন করিতেন। যাহা হউক সুসমাচারে প্রদর্শিত ধর্ম্ম-নীতিটী অভ্যস্ত হওয়া মানবের সাধ্যায়ত্ব কিনা? ইহাই আলোচনা করা আমাদের লক্ষ্য। হজরত ঈসা আপনি চিত্তের নির্ম্মলতায়, বিশ্বব্যাপী অসীম প্রেমে ও পুত্রবৎ সাধনায় এমত সিদ্ধ হইয়াছিলেন,

যে যোগ প্রভাবে প্রকৃতি ও প্রকৃতিস্থ ভৌতিক অভৌতিক, জড় অজড় যাবতীয় বিষয় তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল। তাহার শিক্ষা অপূর্ব্ব এবং আশ্চর্য্য কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে প্রচলিত সুসমাচারে পূর্ণরূপে তাহার শিক্ষা পাওয়া যায় না বলিয়া নীতিটী আয়ত্ব করত তন্ময় জীবন হওয়া মানবের অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমাবধি করিয়া খ্রীষ্টীয়ান শক্তি ও প্রবল সম্প্রদায় গুলির দ্বারা সংঘটিত ভয়ঙ্কর ঘটনা নিচয়ের ইতিহাস সম্পূর্ণ রূপে প্রচলিত খ্রীষ্টীয় শিক্ষায় অসম্পূর্ণতা প্রমাণ করিতেছে। তাহারা (খৃষ্টানরা) যাহা মুখে বলেন, বস্তুত শাস্ত্রেতে তাহারা যীশু খ্রীষ্টের যেপ্রকার আদেশ প্রাপ্ত হন তদনুযায়ী কার্য্য করেন না করিতে পারেন না বলিয়াই করেন না, তাহাতেই বলিতেছি নীতিটি অতি উচ্চ অতি পবিত্র কিন্তু অসম্পূর্ণ শিক্ষাতে এমত বেষ্টিত যে তাহা আয়ত্ব করা মানব সাধ্যাতীত। সকলেই যদি যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দিয়া আপনি উলঙ্গ হয় তাহা হইলে জগতের কেমন অবস্থা হয় পাঠক একবার কল্পনা করিয়া দেখুন তো! প্রত্যেক ব্যক্তি যদি সাতগুণ সত্তর বার ক্ষমা করে, তাহা হইলে কি জগতে রাজকতা বিরাজিত থাকিতে পারে? না অতি অল্প কাল মধ্যে প্রতারক ও চোর দস্যুর দৌরাত্ম্যে সুন্দর জগত একটা মহা শ্মশানে পরিণত হয়? ইতিহাসের কথা দূরে থাক কিন্তু বহুকালাবধি নানা শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের খৃষ্টানদিগের সহিত আমাদের অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকিলেও আমরা কোন খৃষ্টানকে অদ্য পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্ষমা করিতে দেখি নাই বা শুনি নাই, কথাটা কেবল বায়ু মাত্র, শুনিয়া মোহিত হইবার জন্য বরং খ্রীষ্টিয়ানগণ যেমন অকারণ হিংসা বৈরীতা পোষণ করেন, যেমন একজন আর একজনের হৃদয় শোণিত পান করিতে ব্যতিব্যাস্ত পৃথিবীতে অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বি মধ্যে তদ্রূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। হিংসা এবং পরশ্রী কাতরতা প্রাণী দেহস্থ রক্তের ন্যায় তাহাদের সমাজের শিরায় শিরায় প্রবাহিত, অতীত ইতিহাস তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। আরো দুঃখের বিষয় এই যে বাক্যেতে, কার্য্যেতে, উপদেশেতে সামঞ্জস্য আছে যীশুখৃষ্টের এমত কোন শিষ্যের সহিত আমার সাক্ষাত হয় নাই। তাহাতেই বলিতে বাধ্য হইয়াছি যে নীতিটি নিতান্ত অসম্পূর্ণ শিক্ষা হেতু এবং কালক্রমে "শ্রুতবাক্য" লুপ্ত হওয়াতে

একেবারে মানবের অনায়ত্ব হইয়া পড়িয়াছে। মানবের ইচ্ছাতে কি ভ্রান্তিতে কি কার্য্যেতে এমত হইয়াছে, আমরা এমত বলিতে সাহসি নহি, কেননা হজরত ঈসা স্বর্গের মহান্ সিংহাসন হইতে নির্গমনকারি এবং খোদাতায়লার আদেশ লইয়া জগতে আসিয়া মানব জাতিকে পরিত্রাণের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। কোন মানব শক্তি কি ইচ্ছা দ্বারা, সেই মহত নীতি লুপ্ত কি আচ্ছাদিত কি রহিত (মনসুক) হইতে পারে এমত কল্পনা করাও আমরা বিহিত মনে করিনা, কিন্তু যেমন চন্দ্রমার পূর্ণ কিরণে অপরাপর গ্রহ ও নক্ষত্র প্রভৃতি লুপ্ত হয় না কিন্তু চন্দ্রমার মনমোহন কিরণমালার সহিত সকলে মিলিয়া গিয়া এক অপূর্ব্ব ও জগত ব্যাপী শুভ্র জ্যোতির সৃষ্টি হয়, তেমতি হজরত ঈসার তেজ ও শিক্ষা প্রভাবে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তি ভাববাদিগণের শিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া জগতে এক অপূর্ব্ব মনোহর ধর্ম্ম-জ্যোতি বিকশিত হইয়া জগতকে আলোকিত করিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাই কি পর্য্যাপ্ত? তাহা নয়, জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণ চন্দ্রমা প্রসৃত কিরণমালা তাহার সৌন্দর্য্য শোভা ও প্রভাবে নিরূপম হইলেও মানব জীবন যাপনার্থ সমস্ত কার্য্য সম্পাদনার্থে সম্পূর্ণ নহে। এবং যেমন সূর্য্যোদয় হইলে চন্দ্রমার অত্যুজ্জ্বল কিরণমালা লুক্কায়িত হয়, প্রখর তেজশালী সূর্য্যালোকে জগত এমত উদ্ভাসিত হয় যে, কোন স্থানে আর কিছুই লুক্কায়িত থাকিতে পারে না; পূর্ণিমার রজতময়ী শুভ্র স্নিগ্ধকরি বিশ্বব্যাপি আলোকেও যাহা কিছু সংগুপ্ত ছিল তাহা সকলই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, কিছুই আচ্ছন্ন থাকে না; তেমতি হজরত ঈসার পূর্ণিমার উজ্জ্বল আলোকময়ী কালেও যাহা কিছু প্রচ্ছন্ন ছিল, নবি সূর্য্য মহিমান্বিত রসুল আলায়হেচ্ছালামের উদয়ে সে সমস্ত এমত সম্পূর্ণরূপে অনাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে, যে যেমন জগত জীবনের প্রয়োজনার্থে সূর্য্যালোক হইতে আর মহত্তর কোন আলোকের কল্পনা হওয়াও একেবারে অসম্ভব ও অনাবশ্যক, তেমতি হজরত মহম্মদ রসুল আলায়হেচ্ছালামের প্রকাশিত ধর্ম্মনীতি প্রসূত ধর্ম্ম ও জ্ঞান জ্যোতি অপেক্ষা মহত্তর ও উজ্জ্বলতর ধর্ম্ম ও জ্ঞান জ্যোতির কল্পনাও অসম্ভব। আলো প্রদানার্থে সূর্য্যদেব যেমন চূড়ান্ত গ্রহ, তেমতি পাপান্ধকারাচ্ছন্ন জগতে জ্ঞান ও ধর্ম্মালোক প্রদানার্থে হজরত মহম্মদ চূড়ান্ত নবি। তাঁহার ও তদীয় অনুগামীদিগের প্রতি চিরশান্তি বিরাজিত হউক।

টাঙ্গাইল ভ্রমণ।

(৩)

আজ পহেলা জুলাই রবিবার। কলটিয়ায় যে পেটের ব্যারাম হইয়াছিল তাহা সারে নাই। রাত্রি চারিবার বাজ্জ হওয়ায় দুর্ব্বল হইয়াছি। যতই দুর্ব্বল কেন হই না, আজ চারান যাইতেই হইবে। ৭॥ টার সময়ে কোমর বাঁধিয়া বাহির হইলাম। একটু অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মদের মন্দির পাইলাম। আগ্রহের সহিত মন্দিরটী দেখিবার জন্য গেলাম। যদিও ব্রহ্মগণ ব্রহ্মাকে জানিতে পারেন নাই, কেননা সনাতন ইসলাম ধর্ম্ম ব্যতীত কেবল বিবেক দ্বারা ব্রহ্মাকে জানিবার উপায় নাই। মনুষ্য যেমন অসম্পূর্ণ তেমনি তাহাদের বিবেকও অসম্পূর্ণ সুতরাং অসম্পূর্ণ বিবেকদ্বারা সম্পূর্ণ ব্রহ্মাকে জানা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তথাপি ইঁহারা পুতুল পূজা পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া আমরা ইঁহাদিগকে প্রশংসা করিয়া থাকি। বিশ্বাস আছে কালে মোসলমান হইবেন।

এইখানে আর একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। কোন কোন ব্রাহ্মর বিশ্বাস মৃত্যু কেশবচন্দ্র সেন পয়গম্বর (ভাববাদী) ছিলেন। আমরা এই বিষয় বিশেষ রূপে জানিবার জন্য মহা কোরানের বঙ্গানুবাদক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেনের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি উত্তরে বলিলেন "আমরা তাঁহাকে পয়গম্বর বলিয়া জানি না, আচার্য্য (এমাম) বলিয়া জানি।"

দেখিলাম মন্দিরে ৪।৫ জন ব্রাহ্ম খোল করতাল লইয়া বাজাইতেছেন এবং গান করিতেছেন। আমরা সাদরে গৃহিত হইলাম। তাঁহারা আমাদিগকে খুব আলাপে আপ্যায়িত করিলেন। শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় বি, এল নামক একটী হিন্দুর সহিত এখানে সাক্ষাৎ হইল। ইঁহাকে খুব চিন্তাশীল বলিয়া বোধ হইল। ইনি প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত আমাদের সহিত আলাপ করিলেন। আলাপে সুখী হইলাম। মন্দির হইতে ৮টার সময় বাহির হইলাম। প্রকৃতির রমণীয় শোভা দর্শন করিতে করিতে দ্রুতপদে চলিলাম। বর্ষাকাল, বৃষ্টি হইতে লাগিল। আমরা সেই বৃষ্টির মধ্য দিয়া ভিজিতে ভিজিতে চলিলাম। পথ কর্দ্দমময়। রাস্তার স্থানে স্থানে ভাঙ্গা,

সেই ভাঙ্গা স্থান পার হইতে আমাদের কাপড় চোপড় ভিজিয়া গেল। সেই ভিজে ভিজে অবস্থায় চলিতে লাগিলাম। এই অবস্থায় পেটের অসুখ আরও বাড়িয়া গেল। সমস্ত পথ বাজ্জি করিতে করিতে চলিলাম। বেলা ২টা বাজিয়া গেল ক্ষুধায়ও কাতর হইলাম। আর চলিতে পারি না। পা আর ওঠে না। এইবার একটা নদী পাইলাম। নদী নৌকায় পার হইলাম। শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। একটা পাটনির ছোট ঘর পাইলাম। সেই ঘরে শুইয়া পড়িলাম। চিন্তা করিতে লাগিলাম। মোসলমান সমাজের পূর্ব্বকালের সহিত বর্ত্তমান সময়ের তুলনা করিলাম। হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। কাল, যাহারা ভারত শাসন করিত আজ তাহারা মুটে, মজুর, ভিখারি !!! কি শোচনীয় পতন !! কি হৃদয় বিদারক পরিবর্ত্তন !!! কাঁদিতে লাগিলাম। কে যেন সেই সময়ে আমাদিগকে বলিয়া দিল। "শুইয়া থেকো না অনবরত চেষ্টা কর।" তখনি আমরা লম্ফ দিয়া উঠিলাম। কোমর বাঁদিলাম। সেই মৃত্যুপ্রায় অবস্থায় দ্রুত পদে চলিতে লাগিলাম।

আমরা মৃত্যুপ্রায় অবস্থায়ও সমাজের জন্য খাটিতেছি দেখিয়া আকাশের দেবতাগণ, আমাদের মাথার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আমরা পরম পুলোকিত চিত্তে সেই সকল দেখিতে দেখিতে চলিলাম। আমাদের পশ্চাতে আর কাহাকেও না দেখিয়া দেবতাগণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ও! নিদ্রিত বন্ধুগণ! আর ঘুমাও না। তোমাদিগকে নিদ্রিত দেখিয়া আকাশের দেবতাগণ কাঁদিতেছেন। যদি তাঁহাদের অশ্রু মোচন করিতে চাও ত আলসেমী ছাড়, স্বার্থ বলি দাও, অহঙ্কার পরিত্যাগ কর, কোমর বাঁধ এবং আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস। স্বর্গীয় আনন্দ এই পৃথিবীতেই ভোগ করিতে পারিবে। বেলা ৩ টার সময়ে চারান পঁহুছিলাম। আজ ১৪ মাইল পাদচারণ সুখ অনুভব করিলাম।

চারান! তুমিই ধন্য! কেননা "সমাজ ও সংস্কারক" প্রণেতা মৌলবী রেয়াজ অল্‌দিন আহমদকে প্রসব করিয়াছ। যে "সমাজ ও সংস্কারকে"র প্রভাবে বঙ্গের অধিকাংশ মোসলমান নবজীবন লাভ করিয়াছে। স্বার্থ বলিদান করিতে শিখিয়াছে এবং কার্য্যক্ষম হইয়াছে। তোমার জন্য সমস্ত বঙ্গ

দেশ ধন্য হইয়াছে। আজ তোমাকে দর্শন করিয়া আমরাও ধন্য হইলাম। প্রায় ৫ টার সময়ে মৌলবী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মৌলবী সাহেব আমাদিগকে মহাধুমধামের সহিত গ্রহণ করিলেন। এবং স্নেহ আলিঙ্গন করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করিলেন। যেমন তাঁহার নাম তেমনি খোদাতায়লা তাঁহার হৃদয়টীকে নানাগুণে ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় বিনয়ি, মিষ্টভাষী এবং অমায়িক লোক আমরা জীবনে কখন দর্শন করি নাই। তিনি স্বহস্তে আমাদিগকে যেরূপভাবে সেবাশুশ্রূসা করিলেন তাহা অবর্ণনীয়। ইহাঁর বাটীতে পেটের পীড়ায় বড়ই ভুগিলাম। প্রত্যেক দিন দশবার; বারবার করিয়া বাজ্জি হইতে লাগিল।

আমাদের পুরাতন বন্ধু ডাক্তার আব্দুল মান্নান খাঁ সাহেব অতি যত্ন পূর্ব্বক ঔষধ দিয়া আরোগ্য করিয়া দিলেন। চারান একটী পল্লীগ্রাম হইলেও দেলদুয়ার জমিদার, সাহেবদিগের পূর্ব্ব বাসস্থান বলিয়া বিখ্যাত। এখনও তাঁহাদের ভগ্নবাটীটী অতীতের ইতিহাস ঘোষণা করিতেছে। "আহমদী" পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী আব্দুল হামিদ খান সাহেবেরও জন্মভূমি এই চারান গ্রামে। সুতরাং এই গ্রামটি অনেক রত্ন প্রসব করিয়াছেন। এই গ্রামটী একটী ক্ষুদ্র বিলের উপর স্থাপিত। অধিবাসিগণ সবই মোসলমান।

৬ই জুলাই শুক্রবার মৌলবী সাহেব আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া নৌকা-যোগে দেলদুয়ার যাত্রা করিলেন।

দেলদুয়ার ২।৩ ঘর মোসলমান জমিদার আছেন। এক ঘরে দু, তিন ঘর হইয়াছেন। এই জমিদার বাটীতে একটী সুন্দর মসজিদ আছে। এখানে যে কয়টী জমিদার আছেন তাঁহাদের মধ্যে—এ, গজনবী স্কয়ার (A. Goznobi Eqr) সাহেবই সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত। তিনি বিলাত ফেরতা। সুতরাং সর্ব্বদা সাহেবি পুষাক পরেন, সাহেবি ধরনে চলেন, মোটের উপর তিনি একটী পুর সাহেব। আমরা প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, ইনি বোধ হয় মোসলমানদিগকে ঘৃণা করেন; যখন শুনিলাম করটিয়ার এণ্ট্রেন্স স্কুলে ইহাঁরই যত্নে প্রায় সমস্ত মাষ্টারগুলিন মোসলমান নিযুক্ত হইয়াছেন।

তখনি আমাদের পূর্ব্ব ভ্রম বিদূরিত হইল। তাঁহারা হৃদয়টি মোসলমান দেখিয়া আমাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। লোকমুখে

ক্রমে ক্রমে তাঁহার অনেকগুণের পরিচয় পাইলাম। তিনি যখন বিলেতেছিলেন তখন বঙ্গভাষার বিখ্যাত লেখক মির মোশাররফ হোসেন সাহেব তাঁহার ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। শেষে কার্য্যের অসুবিধা বশতঃ মির সাহেবকে জবাব দিয়া ছিলেন। মির সাহেবের নিকট হইতে নিকাশ লইবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় মির সাহেব জমিদার সাহেবের একটী ঘোর শত্রু হইয়া ছিলেন। জমিদার সাহেব যখন জানিতে পারিলেন যে মির সাহেব টাঙ্গাইলে পরিবার সহ ঘোর অন্নকষ্টে কাল যাপন করিতেছেন, তখন তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ কিছু টাকা পাঠাইয়া মির সাহেবের দারিদ্র্য কষ্ট দুরিভূত করিলেন !! পাঠক, এখন বুঝুন জমিদার সাহেবের অন্তঃকরণ কত উন্নত। এ হেন জমিদার সাহেবকে পাইয়া আমরা গৌরবান্বিত হইয়াছি। ৫ দিবস দেলদুয়ার কাটাইলাম।

আমরা এই ৫ দিন মৌলবী রেয়াজ অলদিন সাহেবের পদপ্রান্তে বসিয়া অনেক শিক্ষা লাভ করিলাম। তাহার কতক পাঠকগণকে উপহার দিব। "সপ্তদশ শতাব্দিতে মোসলমান জাতি মাধ্যন্দিন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় উন্নতির চূড়ান্ত স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। তথায় ইহার নিশ্চেষ্টতার লক্ষণ প্রকাশ ও ক্রমে উহা ঘোর সুষুপ্তিতে পরিণত হইয়াছিল। তস্করেরা উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া কোটি কোহিনূর অপেক্ষা মূল্যবান্ স্পেন, গ্রীস, রুষিয়া, সাইপ্রস রুমেনিয়া, সার্ভিয়া, বসোনিয়া, সমরকন্দ, তাতার, ভারতবর্ষ, আলজিরিয়া, ত্রিপলি অপহরণ পূর্ব্বক মিসর, আরব, পারস্য, তুরুষ্ক, সুরিয়া, আরমানিয়া আফগানস্থান, সুদান ও মালয়ের প্রতি হস্ত প্রসারণ করিয়াছে। কিন্তু যেন কিছুতেই এ জাতির ভ্রুক্ষেপ নাই, ঘোর নিদ্রায় অভিভূত।

আপরাহ্নিক তপনের ন্যায় এ জাতির পতনের বেগ ক্রমশঃ বিবর্দ্ধমান হইতেছে। এখন পৃথিবীস্থ জাতি সাধারণ মোসলমান সমাজকে "সলামন আলায়কা" বলিয়া তাঁহার নিয়তি পথ সূচনা করিয়া দিতেছে। ইহার কারণ কি? বিজ্ঞানের অনুশীলন জনিত খর্ব্বতাই মোসলমান সমাজকে ধ্বংস সাগরের উপকুলে লইয়া যাইতেছে, তাহাতে আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।"

তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস।

"অহো! মোসলমানের সৌভাগ্য দেবতা, তুমি আমাদিগকে আজ যে ভাবে পরিত্যাগ করিতেছ, তাহা চিন্তা করিতেও হৃদয় শতো খণ্ডে বিশীর্ণ হইবার উপক্রম করে। আমরা সংসারে উন্নতি অবনতির যে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইতেছি, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ শত সহস্র জাতি তাহার অনুশীলনে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবে; কিন্তু আমরা দৈব দুর্ব্বিপাক বা অজ্ঞানতা পরবশ হইয়া তাহার ফল ভোগ হইতে চির বিদূরিত রহিয়াই যাইতেছি।"

আমরা ১২ই জুলাই বৃহস্পতিবার সজলনয়নে মৌলবী সাহেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া টাঙ্গাইলে আসিলাম। "আহমদী" সম্পাদক মৌলবী আব্দুল হামিদ খান সাহেবের বাশাবাটী আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। মৌলবী সাহেব আমাদিগকে স্নেহালিঙ্গনে চরিতার্থ করিলেন। আমরা এতদিন মনে করিতাম মৌলবী সাহেবের উৎসাহ নিবিয়া গিয়াছে। আজ আমাদের সে ভ্রম দূরীভূত হইল। মৌলবী সাহেবকে দেখিয়া একটী জ্বলন্ত উৎসাহের অবতার বলিয়া বোধ হইল। তিনি পরম উৎসাহের সহিত "আরব কাণ্ড" প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থ লিখিতেছেন দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। "প্রচারকে"র জন্য খুব সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। নিজেও সাহায্য করিলেন এবং অনেকগুলি গ্রাহকও জুটিয়া দিলেন। তিনি আমাদের এ নির্জ্জীব হৃদয়ে যে উৎসাহ বহ্নি জ্বালাইয়া দিলেন, তাহা সহজে নিবিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই।

টাঙ্গাইল মোসলমান প্রধান স্থান। ব্যবসাবাণিজ্যে এবং আদালতে হিন্দুদেরই প্রাধান্য বলিয়া বোধ হইল। টাঙ্গাইল মহকুমাটি ক্ষুদ্র হইলেও বেশ জাকজমক পূর্ণ এবং সুন্দর স্থান। নদীর উপর স্থাপিত বলিয়া আমাদের নিকট আরও সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। সমস্ত মহকুমার অধিকাংশ স্ত্রীলোকের নৈতিক আচার ব্যবহার কদর্য্য বলিয়া বোধ হইল।

১৯শে জুলাই টাঙ্গাইল হইতে পুড়াবাড়ী ষ্টীমার যোগে গোয়ালন্দে উপস্থিত হইলাম। আজরাত্রে গোয়ালন্দ নানাপ্রকার আলোক মালায় এবং কদলিবৃক্ষে ভূষিত দেখিয়া অবাক হইলাম। শেষে জানিতে পারিলাম বঙ্গেশ্বরের আগমনে এই ধুমধাম। তখন আমরাও সেই আনন্দ হৃদয় ভরিয়া দর্শন করি-

লাম। দিনমানে ছোটলাট বাহাদুরকে নানা সম্প্রদায় য়্যাড্রেস দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ফরিদপুরের মোসলমানদের য়্যাড্রেসে কিছু নূতনত্ব ছিল। তাঁহারা নাকি বলিয়া ছিলেন "ফরিদপুরের পুরাতন ঘর গুলি ধ্বংস হইয়া যাইতেছে!" লাট বাহাদুর উত্তরে নাকি বলিয়াছিলেন পুরাতনের ধ্বংস অনিবার্য্য, নূতনের উত্থানও স্বাভাবিক সুতরাং তাহাতে চিন্তার কোন কারণ নাই।" আমরা জানিনা লাট বাহাদুর যদি এই উত্তর দিয়া থাকেন ত উচিৎ কথাই বলিয়াছেন। আমাদের মতে কাহার নিকট প্রত্যাশা করাই অবনতির মূল। দুঃখের বিষয় আত্মনির্ভরতা যে কি জিনিষ তাহা মোসলমানের আজিও শিখিতে পারিলেন না। পরদিন আমরা কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম।

নব-কুমুদ।

(২)

যদুনাদ অনেক পূর্ব্বেই নবকুমারের ব্রহ্ম জ্ঞানের আভাষ পাইয়াছিলেন, কিন্তু "প্রাপ্তেষু ষোড়শবর্ষে পুত্র মিত্রং বদাচরেৎ" এইমহানীতির মর্ম্মমতে নিব্বাক নিস্পন্দ থাকিয়া কেবল নিজ মাংস নিজেই দংশন করিয়াছেন এবং কি উপায়ে প্রাণপ্রতিম পুত্রকে সুপথে আনিবেন নিশিদিন একাগ্রমনে তাহারই চিন্তা করিয়াছেন। কিন্তু যখন শুনিতে পাইলেন যে নবকুমার "দীক্ষিত" হইয়া এক বিদুষী ব্রাহ্মিকা যুবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া নবকুমারকে ত্যজ্যপুত্র বলিয়া প্রকাশ করিলেন। অনধিক তিন সপ্তাহের মধ্যে নবকুমারের আত্মীয় বান্ধব সকলেই পত্রিকান্তম্ভে তাঁহার দুর্দ্দশা পাঠ করিলেন। পিতার বিপুল সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়া নবকুমার আহত ভুজঙ্গমের ন্যায় প্রতিহিংসা-প্রদীপ্ত-হৃদয়ে পিতার রূঢ়ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার উকীলী মস্তকে এক উকীলী ফন্দি গজাইয়া উঠিল। তিনি মনে ভাবিলেন "যদি দেশে যাইয়া পৈত্রিক ভদ্রাসনের নিকটবর্ত্তী কোনরূপে একটী বাটী নির্ম্মাণ করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পিতার ভাবান্তর উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি।"

এইরূপ কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া নবকুমার পূজাবকাশে দেশে আসিয়া গ্রাম্য ভদ্রমণ্ডলীর নিকট স্বকীয় মনোগত ভাব প্রকাশ করিলে, তাঁহারা, ভবিষ্যতে তাঁহাদের বংশধরগণ নবকুমারের পদানুসরণ করিবে ভাবিয়া, এক বাক্যে তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রদান করিলেন।

মানবের সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরমেশ্বরের কার্য্য অবাধে নিষ্পন্ন হইয়া যাইতেছে। তাই গ্রামের জনৈক তালুকদার দ্বিগুণ মূল্যের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া নবকুমারের নিকট একখণ্ড ভূমি বিক্রয় করিলেন। নবকুমার উৎফুল্ল হৃদয়ে রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন; বলা বাহুল্য যে তিনি শত চেষ্টা করিয়াও যদুনাথ অথবা নয়ন-তারার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে পারিলেন না।

যদুনাথ নবকুমারের বাটী নির্ম্মাণ করিবার জন্য ভূমি ক্রয় করার সংবাদ অবগত হইয়া প্রকাশ্যে কিছু বলেন নাই; এবং মনে কোন চিন্তা করিয়াছিলেন কিনা তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু নয়নতারা সে সংবাদে হাতে আকাশ পাইলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন "যেরূপে হয় পিতাপুত্রের মনোমালিন্য দূর করিতে প্রয়াস পাইব। তিনি আন্তরিক যতই রুষ্ট হউন না কেন, বাছাকে আমার যদি একবার সম্মুখে আনিতে পারি, তাহা হইলেই সমুদয় গোল মিটিয়া যাইবে। দেখি দয়াময় কি করেন।" ধন্য মায়ের মমতা! এই মমতার গভীরতা নির্ণয় করা অন্যের সাধ্যাতীত। মাতা না হইলে মাতার অন্তঃকরণ বুঝিবার শক্তি নাই। মাতা আদ্যাশক্তির প্রতিনিধি; যেমন গোষ্পদে গ্রহ-তারকা-মণ্ডিত অনন্ত সুনীল নভোমণ্ডল প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ মাতৃহৃদয়ে সেই অনন্ত-প্রস্রবণা দয়াময়ীর স্বরূপ (১) অঙ্কিত রহিয়াছে। এ হেন মাতার মাহাত্ম্য আত্মজ্ঞানবিহীন মূঢ় মানব কি বুঝিবে? সংসারে কু-পুত্রের উদাহরণ বিরল নহে, কিন্তু কু মাতার নিদর্শন একেবারেই নাই।—"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ" হইলেও "পিতুরপ্যধিকা মাতা।" তাই সন্তানের জন্য জননীর যতটা উৎকণ্ঠা, পিতার ততটা হওয়া অসম্ভব। "আমর" বলিয়াছেন:—

(১) মুসলমান পাঠক প্রবন্ধ লেখককে পৌত্তলিক মনে করিয়া নিজকে নিজে অবিশ্বাস করিবেন না। (লেখক)

"——মাতার স্নেহ সঞ্জীবনী রস,
পৃথিবীর রস যথা—তরুলতাগণে,
সন্তানের প্রাণ রাখে সতত সরস।

* * * * * *

স্বর্গাদপি গরিয়সী জননীর স্নেহ-জলধির সীমা অপরিজ্ঞাত থাকা প্রযুক্তই দুর্ব্বুদ্ধি সন্তানগণ তাঁহার অন্তঃকরণে অযথা আঘাত প্রদান করিয়া পরিশেষে স্বকৃত পাপের ফল ভোগ করিয়া থাকে। নবকুমার স্বকীয় পিতা মাতার হৃদয়ে আঘাত করিয়া নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিলেন, নিজেরই ভবিষ্য জীবন অন্ধকারময় করিয়া তুলিলেন; চিরকাল স্বধর্ম্মদ্রোহী পিতৃ দ্রোহী বলিয়া পরিচিত হইয়া রহিলেন; গুরুর অন্তঃকরণে গুরু আঘাত প্রদান করিয়া স্বেচ্ছাচারীর জঘন্য পরিণাম ও একশেষ লাঞ্ছনার জাজ্বল্যমান উদাহরণ লোক সমাজে প্রকটিত করিলেন!! আর ব্রীড়াবনতমুখী অশিক্ষিতা গ্রাম্য বালিকাকে ঘৃণা ও উপেক্ষার চক্ষে দর্শন করিয়া, উদ্ধতস্বভাবা, বিদুষী, স্বাধীনা রমণীর পক্ষপাতী হইয়া নিজের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের মাত্র পরিচয় প্রদান করিলেন। এই জন্যই বলিয়াছি—

অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী বিদিত ধরায়,
আকণ্ঠ পূরিয়া "পীয়া" নির্ঝরিণী নীর
কর পান; চলচিত্ত হইবে সুস্থির।
অল্পপানে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায়!!

উনবিংশ শতাব্দীর বায়ুতে পরিবর্দ্ধিত যুবকবৃন্দ দুইচারি পাতা (২) ইংরাজি পড়িয়াই Think their fathers fools !!! এজন্য বঙ্গ-পল্লীর কত পরিবারে কত অনর্থ ঘটিতেছে। ক্রমশঃ

(২) পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মবীর মনিষা মহর্ষিগণের বিদ্যা বুদ্ধির তুলনায় অদ্যকার "বিএ", "এম্. এ" রায়চাঁদ "প্রেমচাঁদ" প্রভৃতি উপাধি দুই চারি পাতার বিদ্যা ভিন্ন কিছু নহে। সেকালের কুশাগ্রধী পণ্ডিতগণের উর্ব্বর মস্তিষ্ক দ্বারা ধর্ম্মের যে সকল জটীল প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে নাই, তাহা "কিমন্যে জড় বুদ্ধয়ঃ? বলিলে কাহারও আপত্য আছে কি?

উল্কা।

২৭। ভৌমবাদ-সমর্থক বৃত্তান্ত।—অশনি সকল যে অতি প্রাচীনকালে ভূতলেই জন্মিয়াছিল, তাহা তাহাদের অঙ্গীভূত পদার্থনিচয়ের লক্ষণ দেখিয়া সম্ভব বোধ হয়। অশনিপিণ্ডের সবিশেষ লাক্ষণিক পদার্থ লৌহ আর নিকেলের মিশ্রণ, ইহা ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। অশনিবিশেষে প্রায় উক্ত মিশ্রণমাত্র দৃষ্ট হয়; কোন কোন স্থলে সমস্ত পিণ্ড লৌহ-নিকলের কণাময়। কোন ভূতত্ত্ববিদ্ গ্রীনলণ্ডে এক খণ্ড প্রাকৃত লৌহে নিকেল পাইয়া তৎক্ষণাৎ উহার আকাশসম্ভবত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন সূক্ষ্ম! পরীক্ষার পর প্রকাশ পায় যে, এই অশনি বাসল্ট নামক পাথরে শায়িত। বাসল্ট শ্যামনালিম কঠোর অকস্মা শিলাবিশেষ, ইহা ভাঙ্গিয়া রাস্তার খোয়া হয়। এই বাসল্ট জ্বালামুখ হইতে প্রথম উদ্গারিত হয়, এবং ইহার অর্দ্ধতরলাবস্থা থাকিতে থাকিতে উহার উপর লৌহোদ্গার আসিয়া পড়ে। বাসল্টে প্রাকৃতিক লৌহ অন্যান্য স্থানেও পাওয়া গিয়াছে।

দেখা গেল যে, বড় বড় নিরেট অশনি দেখিয়া তাহাদের ভূসম্ভবত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। সামান্য উল্কা সকল ভস্মীভূত হওয়ার পর, ধীরে ধীরে রজোবর্ষণেরও সম্ভাবনা। সুমেরু প্রদেশের তুষারে রেণুচিহ্ন দৃষ্ট হয়, এবং সেই রেণুতে লৌহাণু পাওয়া যায়। সূর্য্যকিরণে যে ধূলিকা দেখি, গ্রহ-সামগ্রী হইতে যে ধূলা ঝাড়, সে সকল আশ্মানী বলিলেও বলিতে পার। সাগরগর্ভ হইতে উদ্ধৃত পঙ্কে লৌহের চিহ্ন পাওয়া যায়; এ লৌহের গুঁড়া অবশ্য আকাশ হইতে পড়িয়া থাকিবে। এখন আকাশ হইতে কেবল ধূলা পড়িতেছে; পৃথিবী হইতে কণামাত্রও যাইতেছে না; অনিবার্য্য ফল এই হইতেছে যে, অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে পৃথিবী ভূথুড়া হইতেছেন।

বিবিধ বিষয়।

মহারাণীর মৃত্যু—আমাদের মাতৃপ্রতিম ভারতেশ্বরি মহারাণীর মহাকৃপায় আমরা অবঃপতিত ভারতীয় মোসলমানগণ ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে ছিলাম। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় ২২শে জানুয়ারি মঙ্গলবার সন্ধ্যার

সময় আমাদিগকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া ইহধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গিয়াছেন!

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

রংপুরের অন্তর্গত কাকিনার সুপ্রসিদ্ধ দানশীল রাজা মহিমা রঞ্জন রায় বাহাদুর মহাশয় "প্রচারকের" সাহায্য জন্য এককালীন ১০০৲ টাকা দিয়াছেন, সেজন্য তাঁহার নিকট আমরা চির-কৃতজ্ঞপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

তুরস্কের মহামান্য সোলতান চীনে ইসলাম প্রচারার্থে একদল প্রচারক পাঠাইতেছেন। এইবার বুঝিবা মোসলমানদের ঘুম ভাঙ্গিল!

উন্নতির পূর্ব্বভাষ—

গতবৎসর অপেক্ষা এবার ভারতে মোসলমান ছাত্র সংখ্যা চারিলক্ষেরও অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। শিক্ষাই উন্নতির মূল।

আমীরের উন্নতি।—

আফগান আমীর প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি ইংরাজদের সাহায্য না লইয়াই রুষিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন। আত্ম নির্ভরতাই উন্নতির মূল। তিনি যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাণেরও সংকল্প করিতেছেন।

যে সকল মহাত্মারা আমাদিগকে এককালীন সাহায্য করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

খানবাহাদুর আব্দুল মজিদ চৌধুরী জমিদার, মহিপুর	১০৲
খানবাহাদুর রহিমবক্স সাহেব জলপাইগুড়ি	১০৲
মুনশী আমিরউল্লা সরদার সাহেব, কাকিনা	৫৲
মুনশী মাহতাফ খানচৌধুরী জমিদার, রসুলপুর	৫৲
মুনশী খেতাব খান চৌধুরী জমিদার, রসুলপুর	৫৲
বিবি নাদেরন্নেছা চৌধুরাণী, কুমেদপুর	৫৲
মুনশী দেয়ানত উল্লা সরকার পত্তনিদার, কাশিপুর	৩৲
মুনশী হায়াত মহম্মদ মিয়া গোপালপুর	২৲
মুনশী ফজলল করিম, কাকিনা	২৲

মুনশী দিদার মহম্মদ, কাকিনা
মুনশী জিয়া উল্লা মিয়া, রাউত পাড়া ২৲
মুনশী হেফাজ উদ্দীন সাহেব, গোপালপুর ১৲
মৌলবী অলিয়র রহমান বি, এল, জলপাইগুড়ি ১৲
মৌলবী আব্দর রহমান, য়্যাসেসর, জলপাইগুড়ি ১৲
মুনশী কদরউল্লা মিয়া, রাউত পাড়া য়
মুনশী কফিল উদ্দীন আহম্মদ, মকিমপুর
মুনশী কলিম উদ্দীন আহম্মদ, মকিমপুর ল

মাসিক সাহায্য আদায়।

(অগ্রহায়ণ ও পৌষ)

লা মজহবি অরি মওলানা মহম্মদ মনিরজ্জমান ২৲
লা মজহাবি-নাশক মৌলবী সৈয়দ আমানত আলি সাহেব ২৲
অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট মুনশী আব্দুচ্ছমাদ খাঁ সাহেব ২৲
মুনশী সৈয়দ মকসুদ আলি সাহেব ,, সাহাপুর, পাবনাম ২৲

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

খোদাতায়লার কৃপায় "প্রচারকে"র ২য় বর্ষ শেষ হইল। গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ৩য় বর্ষের টাকা পাঠাইয়া দিন। যাঁহারা এই সংখ্যা পাইয়া টাকা না পাঠাইবেন, তাঁহাদের নামে ৩য় বর্ষের ১ম সংখ্যা ভি, পি, ডাকে পাঠাইয়া টাকা আদায় করিব। যদি কাহারও আপত্তি থাকে ত অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে লিখিয়া বাধিত করিবেন।

প্রার্থনা।

হে সর্ব্বশক্তিমান খোদাতায়লা! তোমার কার্য্য অদ্ভুত এবং অচিন্ত্যনীয় তুমি আমার ন্যায় নিঃস্বব্যক্তির দ্বারা "প্রচারক" বাহির করিলে, এবং তাহার ২য় বর্ষও শেষ করিলে। কি দিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব। কিছুই ত নাই। আছে কেবল হৃদয়ের অন্তরের অন্তর প্রদেশে আনন্দের যে উৎস আজ প্রবাহিত হইয়াছে তাহাই। অতএব গ্রহণ কর! এখন তুমি কি দিবা! তোমার ধর্ম্ম প্রচারে যে মধু আছে, তাহার আস্বাদ গ্রহণে শক্তি দাও। তোমার সমাজ-সেবায় দেহ-পাত-জনিত আনন্দ উপভোগ করিতে শক্তি দাও। আমীন।